সংক্ষেপ

ভাগবতামৃতং।



শ্রীল শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামিনা সংগৃহীতং

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার

বিরচিতা

রসিকরঙ্গদা নাম্নী টীকা সমেতং।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন

ব্যাখ্যাতং প্রকাশিতঞ্চ।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতং।

১২৮৮, মাঘ।

উৎসর্গ পত্র।

বিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ
ত্রিপুরাধীশ্বর মাণিক্য বাহাদুর
পরম ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যেষু।

আশীষ্মহে সুমনসো বয়মিন্দুবংশ্যং সংগ্রাম সংঘজয়িনং ত্রিপুরেশ বীরং।
মাণিক্যনাম নৃপতিং কিল ধর্ম্মকীর্ত্তিং লোকৈঃ সুগীত যশসা পরিমণ্ডিতাঙ্গং॥
দীর্ঘায়ুষ কিল ভবস্তু প্রজাস্ত্বদীয়াঃ দেহো বিরাজতু নিরোগসুখৈঃ সমন্তাৎ।
রাজ্যং সুমঙ্গলমপি প্রতিষ্ঠাতু না তে সাস্তেচিরং তব ভবত্বিহ কৃষ্ণভক্তিঃ।
দেবাঙ্গনা স্তব যশঃ কুসুমানি নীত্বা সংগ্রন্থিতুং গুণগুণৈরপিত্তে প্রবৃত্তাঃ।
অপ্রাপ্য ত্বদ্গুণগণন্তু ধীর! শেষং সংবিস্মিতাঃ সুরমুখান্যবলোকয়ন্তি॥
ভবানপীন্দোঃ কুলরত্ন মিত্যহং ইদঞ্চ মে ভাগবতামৃতং নৃপ!।
সমুৎসৃজে তুভ্যমনিন্দ্য ভাব সুধাস্থিতি নিত্যমতা সুধানিধৌ॥

মহারাজ!

আপনি প্রজাপালক ও ধর্ম্মপালক, ভবাদৃশ ক্ষিতিপাল নৃলোক দুর্ল্লভ, আপনি চন্দ্রবংশীয় যযাতি রাজার দ্রুহ্যু নামক পুত্রের বংশ জাত, আপনার কীর্ত্তিচন্দ্র জগতের অজ্ঞান তমো হরণ করিতেছে, সম্প্রতি আমি সাধারণের হিত পরবশ হইয়া যে সকল ভাগবত ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি, ইহা আমার দ্বারা প্রচার হওয়া সুকঠিন, আপনার বংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ সমুদায় ধর্ম্ম আপনারই প্রকাশ করা উচিত, যাহা হউক এক্ষণে এই সংক্ষেপ ভাগবতামৃত আপনার মুক্ত কর কমলে সমর্পণ করিলাম, আপনার প্রধান আমাত্য ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ বি, এ, প্রাইবেট্ সেক্রেটরী মহাশয় দ্বারা পর্য্যালোচন করিয়া যাহাতে সাধারণে ধর্ম্ম দর্শন করিতে পারে এমত অনুগ্রহ বিস্তার করিবেন। ইতি॥

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর.—রাধারমণ যন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামি সংগৃহীত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত অনুবাদ সহ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম, এই গ্রন্থে সাধকদিগের উপাস্য তত্ত্ব নিশ্চয় হইবে, ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে না পারিলে যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের সার পরিজ্ঞাত হইবেন না, এক্ষণে লোকসকল উপদেশ বিরহে নানা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কতিপয় বিধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু বৈষ্ণবতা যে কি তাহার গন্ধমাত্রও জানেন না, কতক গুলা বিভীষিকা দেখাইয়া স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতিকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করেন, এনিমিত্ত সাধারণের মত সংশোধনার্থ এই সংক্ষেপ ভাগবতামৃত প্রকাশ করিতেছি, ধার্ম্মিকগণ কিঞ্চিৎ অবকাশ করিয়া এই গ্রন্থের অনুশীলন করিলে ইহাতে গোস্বামি পাদ কৃত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম জানিতে পারিবেন। অপর যাঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহারা যেন ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে অননুরাগ প্রকাশ না করেন, ইহা আমাদেরই ধর্ম্ম এই বিবেচনায় সাধ্যমত সাহায্য এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইবেন॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

সূচী পত্র।

ভাগবতামৃতং

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় নমঃ ॥ নিত্যানন্দমনা গদাধররসোল্লাসী স্বরূপপ্রিয়োঽদ্বৈতাদ্বৈতগতিঃ সনাতন তনুর্গোপাল রূপাশ্রয়ঃ। শ্রীবাসপ্রিয়তাকরো নরহরিপ্রাণো মুরারিপ্রভু রাধাভাবলসদ্দ্যুতির্বিজয়তাং শ্রীশাচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়াগ্রণ্য রাধিকোৎকর্ষ বর্ণনং। জীয়াদ্ভাগবতমতং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতং। ২। রাগানুগাখ্যয়া ভক্ত্যা তয়াবিষ্কৃতয়া জগৎ। শর্ম্মাব্ধৌ মজ্জিতং যেন রূপায় কবৈ নমঃ। ৩। শ্রীরাধাচরণো নাম্না কবীন্দ্রো বিদুষাং বরঃ। চক্রবর্ত্তি তয়া খ্যাতো ভুবি জীয়াদ্গুরুর্ম্মম। ৪। গুরূনধ্যাপকান্ বন্দে শ্রীমদ্ভাগবতার্থদান্। ব্যাকরোমি প্রসাদাদ্যদিদং ভাগবতামৃতং। ৫। সর্ব্বশক্তিবরা রাধা কৃষ্ণো ভগবতাং বরঃ। উপাসনানয়োঃ কার্য্যেতি নিশ্চিত্য মনীষয়া। ৬। শ্রীমদ্রূপাখ্য গোস্বামী ভট্ট গোস্বামি মুখ্যকৈঃ। আম্রেড়িতো রচিতবানিদং ভাগবতামৃতং। ৭। তত্রাদৌ পূর্ব্ব খণ্ডেঽস্মিন্ কৃষ্ণোৎকর্ষ নিরূপণে। কৃষ্ণত্বে ধর্ম্মপুত্রায় নারদো যন্নমোঽকরোৎ। অনূদ্য তদ্বিশিষ্ট্যাদি শিষ্টাচারং প্রদর্শকঃ। তস্মৈ তত্ত্বেঽভেদ ভাবাদ্গ্রন্থকৃৎ কুরুতে নমঃ ॥ ৮ ॥

নম ইতি যেনেদৃশী শ্রীসনন্দনমুখোদিতা শ্রুতি স্তুতিরুক্তা তস্মৈ গুরুত্বে প্রসিদ্ধায় শ্রীনারায়ণায় নমোঽস্তু প্রধানত্বং জীবত্বঞ্চ বারয়ন্নাহ অকুণ্ঠমেধা

যিনি সকল ভূতের সংসার মোচন নিমিত্ত মনোহর অংশ কলা সকল ধারণ করিয়াছেন সেই অকুণ্ঠ বুদ্ধি ভগবান্

যো ধত্তে সর্ব্ব ভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ ১ ॥

যসোক্তি ত্তৌ হি তস্মেধাধ্যানেন মেধাবিনাবিত্যর্থঃ। তর্হি গুণাবতারো বিষ্ণুরিত্যাহ উশতীঃ কমনীয়াঃ কলা অংশান্ অংশাংশাংশ্চ নারায়ণ কলাং শান্তামিত্যত্র অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা শব্দেন কীর্ত্তিতা ইতি শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈর্ব্যাখ্যাতত্বাৎ অংশাংশস্য কলাত্বেন প্রসিদ্ধত্বাচ্চ নমু তর্হি পুরুষ এবায়মিত্যাহ ভগবতে ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌ক পরিপূর্ণায় নমু নৃসিংহ রামকৃষ্ণেষু ষাড়্‌গুণ্যং পরিপুরিতমিতি পাদ্মীয় বচনেন শ্রীনৃসিংহাদি ত্রিতয় শক্তা ভগবত্তা হস্মিন্ কিং মর্য্যাদয়োক্তেত্যত আহ কৃষ্ণায় তদবতারায় পুরুষাবতারত্বেহপি শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদংশাবতারত্বাদ্ভগবত্ত্বেব ন পরমাত্মতেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ মম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বয়া নারায়ণং নমস্যতীতি উক্তং হি এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যদ্বা ভগবতে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়ংশবতে। যত্র যত্র ধর্ম্মিণি যাদৃগ্‌ভগবত্তোচিতা তত্র তত্র তাদৃগেব প্রত্যেতব্যা যদুক্তং শাঙ্করভাষ্যে ধর্ম্মিণমপেক্ষ্যৈব ধর্ম্মঃ কল্পনীয় ইতি। নমু তস্মিন্ পরমাত্মনি কথং ভগস্যাংশঃ বরং কলাত্বমিত্যত আহ কৃষ্ণায় পুরুষং নিমিত্তীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণাংশস্যৈবাবতারায়েত্যর্থঃ অতএব পুরাণ জাতেষু তয়োরেকাত্মত্বেনোক্তিঃ পুষ্টৈব পক্ষে তস্মৈ স্বয়ং রূপত্বেন প্রসিদ্ধায় কৃষ্ণায় তন্নাম্নে নরাকৃতি পর ব্রহ্মণে যদুক্তং কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি। অত্রাপি ধীয়তে নতু লক্ষ্যতে নতুচ ব্যজ্যতে ইত্যর্থঃ। অন্যত্রতু পরব্রহ্মাদি শব্দা দ্বিতীয়াত্মজাদিষু পুত্ত্রবন্মর্য্যাদয়া প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। কীদৃশায় ভগবতে ভগবৎ পদ শক্যায়েত্যর্থঃ। নমু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বেত্যনেনৈব শ্রীভাগবতশ্লোক সংকীর্ত্তনেনৈব মঙ্গলং ভবতি কিমনয়া পরীপাট্যেতি সত্যং তথাপাধিকস্যাধিক ফলমিত্যবিগীত শিষ্টাচার পরম্পরা প্রাপ্তং নমস্কার পদ্যমাদৌ দর্শিতবান্ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।

অথ শ্রীমান্ গ্রন্থকারঃ স্বভজন বিভজনাবতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণ নামাখ্য যুগাবতারঞ্চ তন্ত্রেণ স্তুবন্ শ্রীকরভাজন বচনময়ং শ্রীভাগবতীয়ৈকাদশস্কন্ধ পদ্যং প্রমাণয়ন্নাহ কৃষ্ণবর্ণ মিতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো বিচার পারদৃষ্টবন্তো যজন্তি উপাসতে অত্র যজন্তীতি বর্ত্তমান প্রয়োগস্যানবচ্ছিন্নতয়া তদনুসারিণো বয়মপি তমুপাস্মহ ইতি দ্যোত্যতে তেন চাত্রোৎকৃষ্ট কর্ম্মকোপাসনয়াত্ম নিষ্ঠাপকৃষ্ট জ্ঞানেন তং প্রতি প্রণতাঃ স্ম ইত্যপ্যু ব্যজ্যতে স্বাপকর্ষকানুকূল ব্যাপার বিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ। অত্র ধ্বনেধ্বর্ন্যন্তরোদ্গারাদিদমুত্তমোত্তমং কাব্যং যদুক্তমলঙ্কার কৌস্তুভে। ধ্বনেধ্বর্ন্যন্তরোদ্গারে তদেব হ্যুত্তমোত্তম মিতি। কীদৃশং কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যস্মিন্ তং যত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যে কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণ যুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। শ্রীতৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহৃতা ভীষ্মক কন্যায়া যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষামিত্যত্র শ্রীভাবার্থদীপিকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা ভীমো ভীমসেনবৎ পর পদাভাবে তাদৃক্ প্রতীতিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামান মিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃষ্ণঃ বর্ণয়তি বিবশতয়া গায়তি উপদেশত্বেন গাপয়তি যস্তং। যদ্বা কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণনামাখ্য যুগাবতারো যস্মিন্নস্তীতি তং শ্রীযশোদা নন্দনে শ্যামাবতার বদস্মিন্ কৃষ্ণনামাবতারস্য প্রবেশাৎ। অথবা অকৃষ্ণং গৌরং যজন্তি কীদৃশং ত্বিষা স্বশোভা বিশেষেণৈব কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টার মিত্যর্থঃ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং হৃদয়েষু শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। যদ্বা সর্ব্বলোক দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্ত বিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাকস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ-

---

কলিযুগে যখন ভগবান্ হরি কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত অবতীর্ণ

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥ ২ ॥

তস্যৈব প্রকাশাত্তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইত্যর্থঃ অত্র তৎ শ্যাম গৌরাদীনাং প্রাকৃত গুণাতিরিক্তত্বাত্তথা ব্যপদেশ ইতি মন্তব্যং তস্যাতু নবম পদার্থাতিরিক্তত্বং। অতএব অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং। কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতা ইতি ভাগবত সন্দর্ভারম্ভে তাদৃশ তয়োক্তিঃ। ব্যাখ্যান্তরে কচিচ্চতুর্ভুজত্বেপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণ রূপতাং। অতঃ প্রকাশ এব স্যাত্তস্যাগৌ দ্বিভুজত্বচেতি বদভিমানাভেদে গৌরত্বেপি প্রকাশত্বমবিরুদ্ধং। গৌরস্য ভক্তাভিমানত্বেপি প্রকাশ বিশেষত্বং প্রত্যেতব্যং শ্রীনারদদৃষ্ট যোগমায়া বৈভবেঽভিমান ভেদেন ক্রিয়া ভেদেপি প্রকাশ ভেদস্য শ্রীস্বামি চরণৈরপ্যঙ্গীকারাৎ। প্রকটাপ্রকট লীলয়োস্তু প্রকটাপ্রকট প্রকাশ বিশেষত্বং তত্তল্লীলা গ্রন্থ দৃষ্ট্যা মন্তব্যং। অনাদি ধর্ম্মিভেদ স্তয়োঃ কৈশ্চিন্মন্যতে তদ্বয়ং ন নিশ্চিন্মঃ। পুনঃ কীদৃশং সাঙ্গোপাঙ্গেতি অঙ্গমংশঃ সত্বত্র শ্রীবিশ্বরূপ নিত্যানন্দাদিঃ। উপাঙ্গং অংশাংশঃ সত্বত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদিঃ মহাবিষ্ণ্বাত্মকস্য শ্রীসঙ্কর্ষণাংশত্বাৎ তচ্চ তচ্চ। পার্ষদাঃ পরমান্তরঙ্গ শক্তি রূপাঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতয়ঃ পরমান্তরঙ্গ ভক্ত রূপাঃ শ্রী শ্রীবাস মুরারি

হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন ॥

পক্ষান্তরে যাঁহার নামের আদিতে কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ আছে এবং যিনি কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, শাস্ত্র বিচার পারদর্শী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নাম সংকীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ দ্বারা শ্রীবিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি অঙ্গ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদি উপাঙ্গ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি অস্ত্র এবং শ্রীবাসাদি পার্ষদের সহিত তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

প্রভৃতয়ঃ অস্ত্রাণীব পার্ষদাঃ শস্ত্রী শ্যামেতিবৎ সমাসঃ তেচ তৈঃ সহ বর্ত্তমানং। তেষাং দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণাদিভিরসুর স্বভাবানাং কলিকলিল জনানামন্তর্মালিন্যাদি শত্রু পরাভব করণাদস্ত্র সাধর্ম্ম্য মুচিতমুক্তং। কৈঃ করণৈঃ যজ্ঞৈঃ পূজা সম্ভারৈঃ ন যত্র যজ্ঞেশ মখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। কীদৃশৈঃ সংকীর্ত্তনং ঘন মুরজাদি বাদিত্র পুরঃসর বহুজন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নাম লীলাদ্যুচ্চারণ রূপং তৎ প্রধানৈঃ। নাম রূপ গুণাদীনামুচ্চৈ র্ভাষাতু কীর্ত্তন মিতি রসামৃতসিন্ধুক্তেঃ। সংশব্দস্য সম্যগর্থত্বাচ্চ। এতৎ প্রমাপিকা শ্রুতিঃ। কৃত ত্রেতা দ্বাপরেষু ধ্যান যজন সেবাভির্যদশ্নুতে তৎ কলৌ কৃষ্ণকীর্ত্তোতি। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাদিতি স্মৃতিঃ। ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে হর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিতি স্মৃতিশ্চ। কুত্র। কলৌ পূর্ব্বেণান্বয়াৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয়ে কলৌ। সর্ব্ব কলৌতু কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণনামাবতারং যজন্তি তস্য তাবৎ প্রতিকল্যধিকারাৎ এতৎ পক্ষে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদমিতি বিশেষণং স্পষ্টং দীপিকা বর্ত্তনাৎ প্রত্যেতব্যং। তস্মান্নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণ্বিত্যস্য ব্যাখ্যৈব দ্বিধা কার্য্যা বিধীয়তেঽনেনেতি বিধানং ন্যায়ঃ তন্ত্র বিধানেন তন্ত্র ন্যায়েন নানা কলৌ প্রতি কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণনামাবতারং যজন্তি বৈবস্বতীয়াষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় কলৌ তু অকৃষ্ণং গৌরাঙ্গং যজন্তীতি। অতএব শ্রীস্বামিচরণৈরপি অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং দেদীপ্যমানং নতু তদ্বর্ণ মন্যথা তত্ত্বেনোক্তিঃ স্যাৎ কুত্রচিদিন্দ্র নীলমণেঃ শুক পক্ষাকারাভেতি ব্যাখ্যা শ্রূয়তে সাপি সমীচীনা। সর্ব্ব কলি পক্ষে তন্ত্রমাশ্রিত্যাহ। অথবেতি তস্য প্রকার বিধয়া প্রস্তুতত্বেন ন পূর্ব্ব ব্যাখ্যান্তরং মন্তব্যং তস্মাৎ কৃষ্ণাবতারং কৃষ্ণ নামাবতারমিত্যর্থঃ সঞ্চারণীয়ঃ। তত্র গৌরাঙ্গ এব নানাবতারস্য প্রবেশ স্তন্ত্রন্যায় সিদ্ধঃ। সচ ন্যায় স্তাবৎ যথা তন্ত্রস্থ দীর্ঘসূত্র সমুদায় মধ্যে একেন প্রান্তর সূত্র প্রক্ষেপেণ সকল সূত্র মুদ্দিশ্য কৃতেন সর্ব্ব সূত্র সম্বন্ধো নতু যাবন্তি দীর্ঘ সূত্রাণি তন্মধ্যে প্রত্যেকং প্রান্তর সূত্র প্রক্ষেপঃ কুবিন্দেন ক্রিয়তে যথা অসংস্কর্ত্তাপি বালহা ভবতি যথা

সময়ং তদকরণে ক্ষামবত্যা জযেত সংস্কারং করোতি শ্রুতে মুখ্যকালে তদ-করণে তজ্জন্য প্রত্যবায় নাশায় গৌণ কালেপি জাতেষ্ট্যাদি সংস্কার রূপা ক্ষমাবতীষ্টিঃ কার্য্যা তয়ৈকয়াপি সর্ব্বদোষ সম্বন্ধাৎ সর্ব্বেষামেব নাশঃ। নাশকস্য নাশ্য সম্বন্ধে সতি নাশেঽন্যানপেক্ষণাৎ এবং দর্শে প্রযাজাদিষগ্নামদণ্ডঃ শ্রূয়তে দর্শযাগশ্চাহুতি ত্রয়রূপঃ তথাচ তন্ত্রন্যায়েন সকৃৎ কৃতেন প্রযাজাদিনা দর্শ নিষ্পত্তিনর্তু প্রযাজাদীনাং ত্রিধা আবৃত্তিরিতি কিন্তু প্রয়োগৈক্যে তন্ত্রতা প্রয়োগ বিধিশ্চ ত্রিভিরঙ্গৈরিদং কর্ত্তব্যমিত্যেব রূপঃ তেন সমানাঙ্গকত্বেনৈব তন্ত্রতা সাচ দেবতৈক্যে দ্রব্যৈক্যে নিত্যকর্ম্মাদৌ চাঙ্গী ক্রিয়তে নতু কাম্যাদৌ যজমান কর্ত্তৃক দ্বিসহস্র তুলসী দান করণ শালগ্রাম পূজা সঙ্কল্পে এক সহস্র তুলসীদান করণক শালগ্রাম পূজনেনানির্ব্বাহাৎ তথা চাত্রাঙ্গাঙ্গিনো রভেদে নৈক্যাত্তন্ত্রতা মন্তব্যা। অত্রাকৃষ্ণ পদেন গৌরত্বলাভঃ। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি শ্রীগর্গবাক্যীয় পারিশিষ্য প্রমাণলভ্যা মন্তব্যঃ। তত্ৰ ব্যাখ্যানতো বিশেষ প্রতিপত্তিগম্যং ব্যাখ্যানং তাবদীদানীমষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর শেষে অস্য অমুল্যা নির্দ্দিষ্টস্য অন্তর্ভূত শ্যামস্য তব বালকস্য অনুযুগং যুগং যুগং প্রতি তনূ গৃহ্ণত স্ত্রয়োবর্ণা আসন্ তদ্বর্ণত্রয়ং দর্শয়ন্নাহ শুক্লো অর্থাৎ সত্যে রক্তো অর্থাৎ ত্রেতায়াং তথার্থত্বাৎ কলৌ কৃষ্ণতৈবাঙ্গে যস্য স পীত ইত্যর্থঃ তস্মাদন্তর্ভূত শ্যামত্ব কৃষ্ণত্বদসাবপি পীতো অন্তর্ভূত কৃষ্ণনামকোপি প্রত্যেতব্যঃ অবতারি-ত্বেন ক্রিয়াসাম্যাৎ কৃষ্ণতাঙ্গত ইতি প্রথমান্তাসিঃ আদ্যাদেরাকৃতি গণত্বেন সংগ্রাহ্যত্বাৎ অথবা কৃষ্ণত্বযুক্তা অঙ্গতা অঙ্গং যস্য সঃ। অত্র কৃষ্ণতেত্যত্র তা প্রত্যয়ো যুক্তার্থোঽন্তরার্শ আদ্যৎ প্রত্যয়স্য তদর্থাবগমকত্বাৎ অঙ্গতেত্যত্র স্বরূপে এব তা প্রত্যয়শ্চ। যদ্বা কৃষ্ণতেতি স্বরূপে তা প্রত্যয়ঃ। অথবা কৃষ্ণতয়ৈব স্বয়ং ভগবত্তয়ৈবাঙ্গমুৎকর্ষো যস্য এবম্ভূতস্যাস্য ত্রয়ো বর্ণা আসন্ অত্র ষষ্ঠ্যান্তসিঃ। আসন্নিতি রামাবতার পক্ষে আশংসায়াং ভূতসামান্য বিহিতাশ্চেতি বক্তব্যমিতি লুঙ্ প্রত্যয়ো ভবিষ্যত্তাভিগমকঃ। শুক্ল রক্ত পক্ষে অতীত এবেতি বিশেষঃ। অথবা ত্রয়াণাং পূর্ব্বপূর্ব্বাবতারাপেক্ষয়াতীতোক্তিঃ।

অথবা কৃষ্ণস্যৈব অঙ্গে অন্তিকে যস্য অথবা কৃষ্ণস্যৈব অঙ্গতা অপ্রধানতা যস্য যদুক্তং মেদিনীকারেণ অঙ্গং গাত্রে প্রতীকোপায়য়োঃ পুং ভূম্নি নীবৃতি। ক্লীবৈকত্বেতু অপ্রধানে ত্রিলিঙ্গবতি চান্তিক ইতি। অথবা ইদানীং বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরশেষে কৃষ্ণস্যৈব শ্যামস্যৈব অঙ্গে যস্য অন্তর্ভূত শ্যামত্বস্যাস্য তব বালকস্য ত্রয়ো বর্ণা আসন্ তত্র শুক্লরক্তৌ সত্য ত্রেতা যুগাবতারৌ তথা পীতঃ অন্তর্ভূত কৃষ্ণনামকঃ পীতঃ ইত্যর্থঃ ইদানীং শব্দ সন্নিকর্ষাত্তথা শব্দস্য তথার্থত্বাৎ। অন্যস্মিন্নন্যস্মিন্ দ্বাপরে কলৌচ কেবলং শ্যাম কৃষ্ণৌ নাম বর্ণাত্মকৌ জ্ঞেয়ৌ। যদ্বা ইদানীং যথা অপীতঃ শ্যামবর্ণো হস্ত তথা তদনন্তরমর্থাৎ কলৌ কৃষ্ণতাঙ্গকঃ পীতঃ। উপমা প্রতিভোৎপত্তি হেতু শ্লেষস্যৈব তদর্থকত্বেন কাব্যপ্রকাশাদৌ সিদ্ধত্বাৎ। অথ চাত্রাপি তন্ত্রন্যায়াৎ স সবর্ণ ইদানীং কৃষ্ণতাং কৃষ্ণত্বং গতঃ প্রাপ্তঃ কৃষ্ণএব তে অন্তর্ভূতা স্যুরিতি প্রত্যেতব্যং অনুস্বারস্যাপি বর্গান্তস্তস্যানুশাসন সিদ্ধত্বাৎ। ক্বচিৎ পুস্তকেচ স্যানুস্বারঃ পাঠোঽস্তি তত্র যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্তু পরম বিদ্বন্নীরাজিত চরণৈরস্মদেকান্ত শরণৈঃ শ্রীকবিকর্ণপূরৈঃ শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্প্বাং ধর্ম্মাবিষ্কৃতে কৃতে শুক্লঃ সবর্ণস্ত্রেতায়ামপি রক্তঃ। দ্বাপরে দ্বাপরে শ্যাম এব মূর্ত্ত ইব কলৌ কলৌ পীত ইত্যুক্তং তদন্তর্ভূত কৃষ্ণনামক পীত বিষয়মেব সর্ব্ব কলিযুগে পুনঃ পঞ্চদশ স্তবকে কলৌ কৃষ্ণ ইতি তৈর্দর্শিতমতএব। কথ্যতে বর্ণ নামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ইতি শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণা অপি বক্ষ্যন্তি। কেচিত্তু তথা পীত ইত্যত্রাকার বিশ্লেষঃ অপাত ইত্যর্থঃ। সচ ক্রমন্যায়েন দ্বাপরে শ্যামঃ ইদানীং কলৌ কৃষ্ণত্বং গতঃ ইত্যাহু স্তন্ন সমীচীনং শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বাপরাবসানাবতারত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ যদুক্তং মাৎস্যে। অস্মাদ্রথান্তরাৎ কল্পাত্রয়ো বিংশতিমো যদা। বারাহো ভবিতা কল্প স্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে। বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোক ধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা। তস্যান্তেচ মহানীলো বাসুদেবো. জনার্দ্দনঃ। ভারাবতরণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনি স্তদ্বদ্রৌহিণেয়োথ কেশব ইতি। শ্রীমদেকাদশস্কন্ধেচ। দ্বাপরে ভগবান্

শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ। তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং যজন্তি বেদ তন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায়চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নম ইতি। অত্র শ্যামস্য পীতবস্ত্র পরিধানস্য শোভাধিকত্বেন যোগ্যতয়া শ্যামং হিরণ্যপরিধিমিত্যাদিভির্ব্বচনৈঃ শ্রীভাগবতেপি তদেক নিষ্ঠত্বেন মুহুর্বর্ণিত তয়াচার্য্যান্তর কল্পনমপ্যন্যায্যমেতেন সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেচ সিত রক্ত পীতাভঃ। কৃষ্ণঃ কিল কলিকালে সএব নারায়ণো জয়তীতি শ্রীবেদনামায়ণীয়ং। কৃতে শ্বেতং হরিং বিন্দ্যাত্রেতায়াং রক্তমেবচ। দ্বাপরে গৌরবর্ণস্তু নীলবর্ণঃ কলৌ যুগে ইতিচ শ্রীস্কন্দপুরাণীয় গীতাসারীয়ং দ্বাপরেচ তথা গৌরো নীলবর্ণঃ কলৌ যুগ ইতি শ্রীমন্বন্তরগীতাসারীয়ঞ্চ বচনং শ্বেত বারাহ কল্পীয় বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয়াবতারাতিরিক্ত পরং প্রত্যে- তব্যং। অথ বৈমা' বচনানামেবং ব্যাখ্যাকরণীয়া পীত বর্ণাভ ইতি পীতেন বস্তুনা বর্ণা বর্ণ্যা স্তোতব্যা আভা যস্য স শ্যাম ইত্যর্থঃ। যদ্বা পীতবর্ণা আভা যস্য নতু পীতবর্ণ ইত্যর্থঃ। অথবা পীতা গৌরা বর্ণস্য বিলেপন দ্রব্যস্য আভা যস্য সদৈব শ্রীরাধায়াসাসক্ত স্বদঙ্গ সজাতীয়বর্ণ কুঙ্কুমাদ্যাক্ত বিগ্রহো ভবতীতি ভাবঃ। বর্ণো দ্বিজাদি শুক্লাদি যশোগুণ কথাসুচ। স্তুতৌ না ন স্ত্রিয়াং ভেদ রূপাক্ষর বিলেপন ইতি মেদিনী দান্তঃ। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণনাম। দ্বাপরে গৌরবর্ণ- স্ত্বিতি অগৌরবর্ণ মর্থাচ্ছ্যাম মিত্যর্থঃ। নীলবর্ণং কৃষ্ণনাম কৃষ্ণে নীলাসিত শ্যামেত্যমরঃ। তথা গৌর ইতি তথা অগৌরঃ শ্যাম ইত্যর্থঃ। নচ প্রত্যক্ষ রূপ ধৃগ্দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিদ্বিব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচনেন কলাবতারোপি ন শ্রূয়তে। কিমুতাবতারী বুদ্ধকল্ক্যাদিবদস্মিন্নাবেশতেতি বাচ্যং কলৌ প্রচ্ছন্নত্বেনৈব ত্রিযুগত্বাৎ অতি রহস্যত্বেন বিশদতয়ানুক্তেশ্চ। যদুক্তং শ্রীসপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদেন ছন্নঃ কলৌ যদভব ত্রিযুগোঽথ সত্বমিতি। ছন্নত্বমত্র শ্রীরাধাভাব কান্তিভ্যাং স্বভাবকান্ত্যো- রাবৃতত্বেন তৎ কৃপা বহিষ্কৃতৈ স্তদানীন্তন জনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বাৎ যদুক্তং শ্রীস্তবমালায়াং শ্রীমদ্গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ। অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতকী

মুখারবিন্দ নিঃস্যন্দ মরন্দ ভর তুন্দিলা।

রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ সদেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ইতি। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামি চরণৈরপি শ্রীগৌরচন্দ্রামৃতে। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ং। যো রাধাভাব সংলুব্ধঃ স্বভাবং নিতরাং জহাবিতি অতএব শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীমার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ। অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বদেতি। নচান্যোন্যাবতারাবতারি বদস্যাবতারিত্বে শ্রুতি প্রমাণমেকমপি বচনং ন শ্রূয়তে ইতি বাচ্যং অবিগীত শিষ্টাচরিতত্বং বেদত্বমিতি। শ্রীচিন্তামণি কারাণামপি নিরুক্তেঃ। অতএব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীকবিকর্ণপূর চরণৈরপ্যুক্তং। শাখাঃ সহস্রং নিগমদ্রুমস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন সমগ্র এবঃ। পুরাণবাক্যৈ রবিগীত শিষ্টাচারৈশ্চ তস্যাবয়বোঽনুমেয় ইতি। তস্মাৎ পরমশিষ্ট শিরোমণিভিঃ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদিভি স্তস্য পরমেশ্বরত্বং বহুধা নিরনায্যাকৃতি জাত্যাদিভিঃ অস্য গ্রন্থস্য শ্রীমজ্জীবগোস্বামি চরণ কৃতায়াং টীকায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বনিরূপণ পূর্ব্বিকা শ্রুতিরপি দৃশ্যতে। যথা। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং শাম্যমুপৈতীত্যাদি মণ্ডুকে। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈব প্রবর্ত্তক ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদিচ ॥ ২ ॥

অথ শ্রীমান্ গ্রন্থকারঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাসমোর্দ্ধত্বং নিরূপয়ন্ তদ্বিরহমসহমানঃ কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যং চিত্তে নিধায় দৈন্যেনাপ্রকট প্রকাশস্য তস্যাসাধারণ চতুষ্টয়ান্তঃ পাতিনী মেকামেব শ্রীবেণুকাকলীং প্রার্থয়তে মুখেতি মুকুন্দস্য শ্রীগোবিন্দস্য বেণোঃ কাকলী সূক্ষ্ম। ধ্বনিঃ মম রূপস্যানন্দং সংতুষ্ণাং পূরয়ত্বিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশী মুকুন্দস্য মুখারবিন্দান্নিঃসান্দং নির্গতং যন্মরন্দং মধু তস্যাতিশয়েন তুন্দিলা পুষ্টা। অত্র মুকুন্দস্য কাকনয়ন ন্যায়েন স্বাভ্যামন্বয়ঃ। অত্র সমাসোক্ত্যা

যাহা গোবিন্দের মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত মকরন্দ দ্বারা পুষ্ট

মমানন্দং মুকুন্দস্য সংতুন্বাং বেণু কাকলী ॥ ৩ ॥
শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীমৎ প্রভু পদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতং।

বেণুকাকল্যা ভ্রমরীত্বং বাচ্যং ॥ ৩ ॥

নাম ব্রহ্ম জলং ব্রহ্ম কেবলস্তু কলৌযুগে ইতি স্মৃত্যনুসারেণ যুগানুরূপাণি নামানি প্রার্থয়ন্ প্রণমতি শ্রীচৈতন্যেতি যদ্যপি হরেকৃষ্ণেত্যর্দ্ধকং নারদীয়ং ব্রহ্মাণ্ডীয়ং হরেরামেত্যর্দ্ধকং তথাপি শ্রীচৈতন্য মুখাদাবির্ভাবত্বেন তথোক্তং। হরে কৃষ্ণেতি বৈকল্পিকপ্লুতত্বাৎ সন্ধ্যভাবাভাবঃ। বিজয়ন্তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তাং পরাভিভূতাবুৎকর্ষে জয়িরস্তে ত্বকর্ম্মক ইতি মনোরমোক্তেঃ। তানি নমস্করোমীত্যর্থঃ। জয়ত্যর্থেন ব্যজ্যতে স্বাপকর্ষানুকূল ব্যাপার বিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ। অতএব কাব্যপ্রকাশকারাঃ জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে তাং প্রতি প্রণতোঽস্মীতি লভ্যতে ইত্যাহুঃ। তদাহ্বয়া শ্রীচৈতন্যাহ্বয়াঃ ॥ ৪ ॥

নিজোদ্ধত্য পরিহারায়াহ শ্রীমৎ ইতি শ্রীযুক্তো মম প্রভুঃ শ্রীমৎ প্রভুঃ শ্রীসনাতন স্তস্য পদাম্ভোজৈশ্চরণচন্দ্রৈঃ। গৌরবাদিয়মুক্তিঃ। যদ্বা ব্যবসায় চন্দ্রৈঃ। পদং ব্যবসিতি ত্রাণ স্থানলক্ষ্মাংঘ্রি সন্মিত্যমরাৎ। ইদং তদেব নত্বন্যৎ তর্হি কথং পুনঃ ক্রিয়তে ইত্যাহ সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে অনূদ্যতে নতু

সেই বেণুর সূক্ষ্ম ধ্বনি আমার আনন্দ বিস্তার করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যের মুখোচ্চারিত হরেকৃষ্ণ এই বর্ণগুলি যাহা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ তাঁহারা জগৎকে প্রেমে নিমগ্ন করিয়া জয় যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ প্রভু সনাতন গোস্বামী যে শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

যদ্ব্যক্তানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥ ৫ ॥
ইদং শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভক্ত সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা।
আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবিষ্যতে ॥ ৬ ॥
নির্ব্বন্ধং যুক্তি বিস্তারে ময়াত্র পরিমঞ্চতা।

ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। পীয়তে ইতি প্রকারান্তরার্থঃ ॥ ৫ ॥

ভাগবতামৃতস্য ব্যুৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি ইদমিতি। আদৌ প্রথমতঃ তত্র তয়োর্মধ্যে। সুহৃদ্ভ্যঃ রঘুনাথদাসাদিভ্যঃ। ভক্তামৃতন্তু পশ্চাৎ পরিবেক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ময়া সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতা প্রমাণেষু প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দার্থাপত্ত্যভাব সম্ভাবৈতিহ্যার্ষ চেষ্টাত্মক দশস্বু মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষ রহিত বচনাত্মকঃ শব্দ এব প্রমাণ্যতে প্রমাণত্বেন স্বীক্রিয়তে কথমিত্যাহ প্রধানত্বাৎ সর্ব্বেষামুপজীব্যত্বাৎ তং বিনা প্রায়শস্তেষামনুদয়াৎ। যদুক্তং পুরুষোত্তম তন্ত্রে। শাস্ত্রার্থ যুক্তো- হনুভব প্রমাণ মুত্তমং মতং। অনুমানাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণপদবীং যযুরিতি তথাচ শ্রুতিঃ। নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা নীহারেণ প্রাবৃতা জল্পা ইত্যাদ্যাঃ। বরাহ পুরাণেচ। সর্ব্বত্র শক্যতে কর্ত্তু- মাগমং হি বিনানুমা। তস্মান্নসা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুমিতি। অদ্বৈত বাদিভিশ্চোক্তং। যত্নেনাপাদিতোপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ত

বিস্তার করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপে তাহারই অনুবাদ করিতেছি ॥ ৫ ॥

এই ভাগবতামৃত কৃষ্ণ এবং ভক্ত সম্বন্ধে দুই প্রকার হয় অর্থাৎ কৃষ্ণামৃত এবং ভক্তামৃত তম্মধ্যে অগ্রে রঘুনাথ দাস প্রভৃতি সুহৃদ বর্গকে কৃষ্ণামৃত পরিবেশন করি ॥ ৬ ॥

আমি যুক্তি বিস্তার বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া

প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে ॥ ৭ ॥

তৈরেবৈন্তে রন্থ্যর্থবোপপাদাত ইতি । অদ্বৈত শারীরকেপি নচ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানা স্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে সমাহর্তুং যেন তদীয়ং মতং নসম্যগ্‌জ্ঞানমিতি প্রতিপদ্যেমহি বেদস্যচ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তি হেতুত্বেচ সতি ব্যবস্থিতবিষয়ার্থ উপপন্ন স্তৃপপন্নে তজ্জ্ঞানে তস্যাজ্ঞানস্য সম্যকৃত্বমতীতা নাগত বর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্য ইতি । তদুক্তং শ্রীশঙ্কর শারীরকেপি । আগমবলেন ব্রহ্ম ব্রহ্মবাদী কারণাদি স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টং সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যমিতি । আগমে ক্বচিত্তর্কেণ বোধনা দৃশ্যতে সাচ শব্দানুকূলৈব মন্তব্যা যথা আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিত ব্যশ্চেতি । যদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে । পূর্ব্বাপর বিরোধেন কোহর্থোভিমতো ভবেৎ । ইত্যাদ্যমূহনং তর্কং শুষ্ক তর্কং বিবর্জয়েদিতি শুষ্ক তর্কাশ্রয়িণাস্তু শৃগালত্ব গতিরেব শ্রীভারতাদাবুক্তা । তস্মাচ্ছব্দ এব মূলং প্রমাণং । অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ ভ্রমাদি দোষতয়ান্যথা প্রতীতি দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈ র্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ তস্যাতু তদভাবাৎ যথা শক্তি ক্বচিদেব তস্যৈ তে রাজভৃত্যবৎ সাচিব্য করণাৎ । তেষাং তু কাৎস্ন্যেন সঙ্খ্যামপ্যগ্রাহ্যত্বাৎ যদুক্তং বেদান্ত সমুচ্চয়কারৈঃ । প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ । অনুমানঞ্চ তে চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ মেনিরে । ন্যায়ৈক দেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন । অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ । অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভট্টা বেদান্তিন স্তথা । সম্ভবৈতিহ্য যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুরিতি । তথাহ প্রত্যক্ষং তাবৎ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়জন্য তয়া নানাবিধং ভবদপি সবিকল্প নির্ব্বিকল্প ভেদেন দ্বিবিধং ভবতি । এবং ভূতেন প্রত্যক্ষেণাস্য শক্যস্বরূপমেব শব্দস্য সাচিব্য কৃতিঃ । যথা অগ্নির্হিমস্য ভেষজমিত্যাদৌ তেন প্রতি-

প্রমাণ সকলে শব্দের প্রধানত্ব হেতু শব্দকেই প্রমাণ রূপে স্বীকার করিতেছি ॥ ৭

পাদিতেন প্রত্যক্ষাবিরোধ্যত্বং। যথা সৌবর্ণ ভসিতং স্নিগ্ধমিত্যাদৌ তস্তৈবতু সাধকতমত্বং যথা গ্রহ চেষ্টাদাবিতি। সর্ব্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধং যত্তৎ সত্যমিত্যে-তন্মতং। সর্ব্বস্তৈকত্র মিলনাসম্ভবাৎ পরাহতং। অথ বহূনাং প্রত্যক্ষ সিদ্ধং ইত্যেতদপি কচিৎ দেশে পৌরুষেয় শাস্ত্রে বাক্যস্থাপি বস্তুনোহন্যথা জ্ঞান দর্শনাৎ পরাহতং। অথ প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণোপনয়ন নিগমনাত্মিধ পঞ্চাঙ্গ মনুমানং যত্তদপি ব্যভিচরতি। শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যং দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ প্রসিদ্ধমেব। আত্ম শক্ত্যনুরূপমেবং ভূতেনানুমানেনাস্য সাচিব্য করণং। যথা হীরক গুণবিশেষ মদৃষ্টবদ্ভিঃ পার্থিবত্বেন সর্ব্বমেব দ্রব্যং লৌহচ্ছেদ্য মিত্য-নুমাতুং শক্যতে নতু শ্রুত তাদৃশ গুণকং হীরকং তচ্ছেদ্যমিত্যাদৌ। শব্দ-স্যতু তদুপ মর্দ্দকত্বং যথা বহ্নিতাপেন যাম্যতি শুষ্টিদ্রব্যং জঠরাগ্নি পাকাদৌ মাধুর্য্যাদি ভাগ্ভবতীত্যাদৌ। তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানয়ো রাভাসীকৃতৌ পরাণি স্বয়মেবানপেক্ষাণি তেষাং তয়োশ্চানুগতত্বাৎ অথ তথাত্ব জ্ঞানায় তানিচ দৃশ্যন্তে। গো সদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানং। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যত্র পীনত্বমত্যভোজিনো নক্তং ভোজিত্বং গময়তি তদন্যথা ভবতীত্যর্থ বাক্যকল্পনং যস্য ফলং তদর্থাপত্তিঃ। সন্নিকর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়াণি গৃহ্নন্তি তস্মাৎ ঘটাভাবে প্রমাণং তদুপলব্ধি রূপাভাবঃ। সহস্রে শতং সংভবতীতি বুদ্ধৌ সংভাবনং সম্ভবঃ। অজ্ঞাত ভব ক্রমাগত পারম্পর্য্য প্রসিদ্ধ মৈতিহ্যং দেবানামৃষীণাং বচনমার্ষং। অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘটদশকাদি জ্ঞানং চেষ্টা। কিঞ্চ পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষান্ন প্রত্যক্ষাদিকং পরমার্থ প্রমাপকং। দৃশ্যতে চামীষামিষ্টানিষ্ট নিদর্শন প্রাপণাদিনা প্রবৃত্তি নির্বৃত্তিশ্চ নচ তেষাং কদাচিৎ কাচিৎ পরমার্থ সিদ্ধিঃ। অতৈবং শব্দস্যৈব প্রমাণত্বে পর্য্যবসিতে হনাদি সিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ স এব নিখিলৈতিহ্যাদি মূলরূপো মহাবাক্যো সমুদায়ঃ শব্দোহত্র গৃহ্যতে সচ শাস্ত্রমেব তচ্চ বেদ এব। যদুক্তং। পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষু স্তবেশ্বর। শ্রেয় স্ত্বনুপলব্ধেহর্থে সাধ্য সাধনয়োরপীতি। সংপ্রতি বেদানাং প্রাচুর্য্যাভাবাদিতিহাস পুরাণাত্মকঃ শব্দ এব গৃহ্যতে। যদুক্তং মহা-

অতস্তৈঃ শাস্ত্র যোনিত্বাদিতি ন্যায় প্রদর্শনাৎ
শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮ ॥
কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি ন্যায় বিধানতঃ।

ভারতে মানবীয়েচ। ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি। পুরাণাৎ পুরাণমিতিচ। অবেদেন বেদস্য বৃংহণাভাবাদিতিহাস পুরাণয়োঃ পরম বেদত্বমেব মন্তব্যং। নহ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য শীষকেণ পূরণং যুজ্যতে। পরঞ্চ মনস ইন্দ্রিয়ান্তঃ পাতিবৎ পুরাণেতিহাসয়োঃ পঞ্চম বেদত্বমেব। যদুক্তং তৃতীয়ে। ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্ব্বেভ্য এব বক্তেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্ব দর্শন ইতি। অন্যত্রচ পুরাণং পঞ্চমো বেদ ইতি। ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমানিতিচ। সামস্য কৌথুমীয় শাখায়াং ছান্দগ্যোপনিষদি। ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যযুর্ব্বেদং সামবেদ মাথর্ব্বণং চতুর্থ মিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি। অন্যৎ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে মৃগ্যং ॥ ৭ ॥

অত্র প্রাচীন যুক্তিং দর্শয়ন্নাহ অতস্তৈ রিতি তৈঃ পরমর্ষিভিঃ শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং নত্বেষামিত্যেবকারার্থঃ শাস্ত্রাণাং যোনিরুৎপত্তিস্থানং শব্দঃ বাঙ্ময়ত্বাৎ শাস্ত্রাণাং ॥ ৮ ॥

অমীভিঃ পরমর্ষিভিঃ। তর্কস্যা প্রতিষ্ঠানাৎ অনিয়তত্বাৎ নিরুক্তেঃ কল্পনা ময়ত্বাৎ অত স্তস্য তদা ন স্থিতিঃ বুদ্ধ্যাতু যথেচ্ছং সংকল্পতে অতঃ কল্পনাময়স্য তস্যানাদর উচিতঃ। যদুক্তং। প্রত্যহং বধ্যতে তর্কঃ প্রত্যহং খণ্ড্যতে

অতএব শারীরকের তৃতীয় সূত্র "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ন্যায় প্রদর্শন হেতু পরমর্ষিগণ শব্দেরই প্রমাণত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অপর "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ তর্কের অনিয়তত্ব প্রযুক্ত,

অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ ॥ ৯ ॥
অথোপাস্যেষু মুখ্যত্বং বক্তুমুৎকর্ষ ভূমতঃ।
কৃষ্ণস্য তৎ স্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ ১০ ॥
স্বয়ং রূপস্তদেকাত্ম রূপ আবেশ নামকঃ।
ইত্যসৌ ত্রিবিধো ভাতি প্রপঞ্চাতীত ধামসু ॥ ১১ ॥
তত্র স্বয়ং রূপঃ ॥ ১২ ॥

পুনঃ। অথণ্ডো বাস্তবশ্চার্থো ন তেন বহু বর্ণ্যতে ॥ ৯ ॥

গ্রন্থ তাৎপর্য্যং দর্শয়ন্নাহ অথোপেতি উৎকর্ষ ভূমতঃ উৎকর্ষাতিশয়াৎ। কৃষ্ণস্য মুখ্যত্বং বক্তুং তৎ স্বরূপাণি কৃষ্ণ স্বরূপাণি। যদ্বা তানিচ তানি স্বরূপাণি চেতি। ক্রমাৎ ক্রমং বিধায় নতু ব্যুৎক্রমতঃ। ইহ ভাগবতামৃতে ॥১০

প্রথমঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোপাধি তারতম্যেন ভেদত্রয়মাহ স্বয়মিতি অসৌ কৃষ্ণঃ। প্রপঞ্চাতীত ধামসু শ্রীবৃন্দাবন পরব্যোমাদি স্থানেষু চতুষ্পাত্রিপাদ্বিভূতি মৎসু ভাতি তত্তদাকারতঃ সদা বর্ত্তমানঃ শোভত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র ত্রিবিধেষু স্বরূপেষু ॥ ১২ ॥

পরমর্ষিগণই স্পষ্টরূপে তর্কের অনাদর করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

উৎকর্ষাতিশয় প্রযুক্ত উপাস্যগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব দেখাইবার নিমিত্ত ক্রমে স্বরূপ সকলের নিরূপণ করিতেছি ॥ ১০ ॥

প্রপঞ্চাতীত চতুষ্পাৎ ত্রিপাৎ বিভূতিশালি শ্রীবৃন্দাবন পরব্যোমাদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ, তদেকাত্ম রূপ এবং আবেশ এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশ পান ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে স্বয়ং রূপ যথা ॥ ১২ ॥

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে॥ ১৩॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং স্বরূপং শ্রীগোপেশ নন্দনত্বেন সদাতনং অন্যং ভগবন্তং শ্রীমহানারায়ণমপি নাপেক্ষিতুং শীলং যস্য তৎ বিলাসত্বেনাগ্রে তস্য নিরূপিত ত্বাৎ অস্য ভগবত্তয়া তস্য ভগবত্ত্বমিতি ভাবঃ। যদ্বা অন্যং অপ্রকট প্রকাশং স্বপ্রকাশং স্বয়ং ভগবন্তমপি ন অপেক্ষিতুং শীলং যস্য তৎ প্রকট প্রকাশস্য রূপমানন্দ চিন্মূর্ত্তিঃ স স্বয়ং রূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা অত্র স্বার্থ এব রূপ প্রত্যয়াৎ স এবেত্যর্থঃ নত্বন্য শরীরাবচ্ছেদেন তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বয়ং শব্দেন রূপ্যতে নিরূপ্যতে নতু মহানারায়ণাদিবৎ তদেকাত্মাদিনা তেষাং মূর্ত্ত্যন্তরেণ তথাত্ব মিতি ফলিতার্থঃ। নিরস্ত সাম্যাতিশয়োপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদ্ গতিঃ সতামিত্যত্রাতি ব্যাপ্তে রিতি বাচ্যং তত্র স্বয়ং পদস্যাচরদিত্যনেনান্বয়াৎ সদাশিবাখ্য শিবস্যাপি কৃষ্ণাংশত্বেন নিরূপিতব্যত্বাৎ উদ্দেশ্য শিবস্যাপি গুণাবতারত্বাৎ গুণাবতারাণান্ত পুরুষাংশত্বাৎ পুরুষস্য সঙ্কর্ষণ বিলাসত্বাৎ সঙ্কর্ষণস্য স্বাংশত্বাৎ। কেচিত্তু অনন্যাপেক্ষীচাসৌ যশ্চেতি অনন্যাপেক্ষি যিদ্রূপং স্বরূপ প্রকাশবদিত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যং বিধেয়স্যাংমুখ্যতয়া নির্দ্দেশেনালঙ্কারকৈ র্হেয়ত্বাৎ যদুক্তং অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েদিতি। তস্মাৎ প্রকট প্রকাশেপি কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানিতি দর্শয়িতুং স্বয়ং রূপ ইতি পরিভাষা কৃতা। অত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ং রূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তী ভবিষ্যতীতি বক্ষ্যমাণাৎ অতএব শ্রীসূতেনাপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি পরিভাষা সূত্রমপি তমুদ্দিশ্য কৃতং তত্তাৎপর্য্যং শ্রীস্বামি প্রভৃতিভি স্তথৈব ব্যাখ্যাতং বিশেষ বুভুৎসাচেৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ॥ ১৩॥

যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ গোপেন্দ্রনন্দনত্ব রূপে যে নিত্যমূর্ত্তি তাহাকেই স্বয়ং রূপ বলাযায়॥ ১৩॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ

অত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষত্বং নিরূপ্য কোঽসৌ কৃষ্ণ ইতি দর্শয়ন্নাহ ঈশ্বর ইত্যাদিভি বিঁশেষণৈর্যুক্ত এব কৃষ্ণ ইত্যবগন্তব্যং তস্মাদত্র কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্য পদং শ্রীনন্দনন্দনত্বাবগমকং কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদৌ শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েত্যাদৌ সামোপনিষদিচ তত্র তত্তৎ তাৎপর্য্য পরং আহুশ্চ ভগবন্নাম কৌমুদীকারাঃ। কৃষ্ণস্য তমালত্বিষি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়ে পরং ব্রহ্মণি রূঢ়ি রিতি ততশ্চাসৌ শব্দো নান্যত্র সংক্রমণীয়ঃ। যদুক্তং শ্রীভট্টেন। লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ি র্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়াতু লভতে নাত্মানং যোগ বাধত ইতি। শ্রীভগবতা চৈতন্যচন্দ্রেণাপি আনন্দনন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ইত্যনেন যোগবৃত্তিত্বেপি তস্য তাদৃশত্বং দর্শিতং ণ শব্দস্যানন্দবাচকত্বাৎ তথাহি কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি। শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রেঽপি তত্তুল্যং পদ্যং দৃশ্যতে। কৃষ শব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দ ময়স্তত ইতি। পরং ব্রহ্মত্বঞ্চাস্য গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গমিতি শ্রীভাগবতে যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যোঽসৌ পরব্রহ্ম গোপাল ইতি শ্রীগোপালতাপন্যাঞ্চ স্ফুটমভিহিতং। অত্র পরব্রহ্মানুদ্য নরাকৃতে র্বিধেয়ত্বেন নির্দ্দেশং বিধায় অবিগ্রহ এবাসাবিত্যবগম্যতে ইতি কেষাঞ্চিৎ কুচোদ্যং পরিহর্ত্তুমাহ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দ লক্ষণো বিগ্রহঃ শরীরং যস্য স্বয়েব নিত্য সুখবোধ তনাবনন্তে ইতি দশমাৎ সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ইতি শ্রীতাপনীতঃ। নন্দব্রজা

যথা ব্রহ্মসংহিতায় ॥

যিনি ঈশ্বর, যিনি পরম, যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ নিত্য জ্ঞান আনন্দময় মূর্ত্তি, এবং যাঁহার আদি নাই অথচ



অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণমিতি ॥ ১৪ ॥

অথ তদেকাত্ম রূপঃ ॥

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ।

নন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শ্রী শতনাম স্তোত্রাচ্চ। নন্নু সদাশিবঃ পরমাত্মা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি লিঙ্গপুরাণীয় বচনাত্তথাত্বং সদাশিবস্যাপি দৃশ্যতে ইত্যাহ ঈশ্বর ইতি সর্ব্ব বশয়িতা ভগবানেব সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থ ইত্যনেন তস্য ভগবত্ত্বানঙ্গীকারাৎ নন্নু তর্হি মহৎস্রষ্টা পুরুষ ইত্যাহ সর্ব্বেতি সর্ব্বেষাং পরমাত্মনাং কারণং যঃ প্রথমঃ পুরুষঃ সঙ্কর্ষণাখ্য স্তস্যাপি কারণং। নন্নু তর্হি বাসুদেব এবেত্যাহ অনাদিঃ নবিদ্যতে আদি র্যস্য সোঽনাদিঃ নন্নু তর্হি মহানারায়ণ এবেত্যাহ আদিরিতি শ্রীমহানারায়ণস্তু তস্য বিলাস এবেত্যর্থঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্র স্পষ্টী ভবিষ্যতি। অথ ব্রহ্মা পরমেশ্বরত্বাৎ নিরূপয়ন্ স্বাভীষ্ট রূপলীলা পরিকর বৈশিষ্ট্যেন তমেব বিশিনষ্টি গোবিন্দ ইতি তথৈবাগ্রেপি চিন্তামণ্যাদি পদ্যশেষে গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামীতি স্তোষ্যতে। অত্র গোবিন্দ পদস্যাপি নন্দনন্দনত্বেন তাৎকালিক প্রতীতাবপি দৈবকীনন্দনত্বেন প্রতীতি র্মন্তব্যা প্রকাশত্বেনাভেদাৎ শ্রীয়ান্ ইন্দ্রো গবামিতি শ্রীশুক প্রার্থনায়ামপি গবাং সর্ব্বেষামিন্দ্রত্বেন তাৎপর্য্যাচ্চ। অথ পরম মাধুর্য্যমেব তস্য দর্শয়ন্নাহ পরম ইতি পরা উৎকৃষ্টা মাঃ লক্ষ্মীরূপাঃ শক্তয়ো যস্য। অন্য দিক্ প্রদর্শনী নাম্ন্যাৎ ব্রহ্মসংহিতা টীকায়াং দ্রষ্টব্যং ॥ ১৪ ॥

যন্তু রূপং তস্য স্বয়ং রূপস্যাভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে অনাদিত্বেনৈব

যিনি সকলের আদি ও সকল কারণের কারণ তিনিই কৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

তদেকাত্ম রূপ যথা ॥

যে রূপ স্বয়ং রূপের অভেদ স্বরূপে প্রকাশ পায় কিন্তু

আকৃত্যাদিভি রন্যাদৃক্ স তদেকাত্ম রূপকঃ॥ ১৫॥
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ॥ ১৬॥
তত্র বিলাসঃ॥
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্ম সমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ১৭॥
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ।

তাদৃশ ধামস্থ শোভতে স তদেকাত্ম রূপ উচ্যত ইত্যন্বয়ঃ। নন্থ রাসবিহার মহিষী বিবহাদৌ যথা অভিন্ন বিগ্রহতা তথাত্রাপি চেদাহ আকৃত্যাদিভিরিতি আকৃতির্বৈভবাদ্যভিন্নত্ব' অনাদি চতুর্ভূজত্বাদি পরিগ্রহঃ॥ ১৫॥

এতমেব ভিনত্তি স ইতি স তদেকাত্মরূপঃ। তত্র তয়োর্মধ্যে॥ ১৬॥

তস্য স্বয়ং রূপস্য বিলাসতো বিলাসাৎ। প্রায়েণেতি শ্রীমহানারায়ণস্য গোলোক গতস্য শ্রীকৃষ্ণীয় তাদৃশ বৈভবাদি দর্শনান্নানত্বাভি মানিত্বস্য শ্রীব্রহ্ম বৈবর্ত্তে বর্ণিতত্বাৎ॥ ১৭॥

উদাহরতি পরমেতি স্মৃতঃ বিলাস ইতি মন্তব্যং। নন্থ স্বয়ং রূপস্য বিলাস

আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, এপ্রযুক্ত তাহাকে তদেকাত্ম রূপ বলে॥ ১৫॥

উক্ত তদেকাত্ম রূপ বিলাস এবং স্বাংশ ভেদে পুনরায় দুই প্রকার হয়॥ ১৬॥

তন্মধ্যে বিলাস যথা॥

স্বয়ং রূপের বিলাস বশতঃ অন্য রূপে যে শরীর প্রকাশ পায়, কিন্তু শক্তি দ্বারা প্রায় আত্ম সদৃশ, তাহাকে বিলাস বলে॥ ১৭॥

যথা— গোবিন্দের বিলাস মূর্ত্তি পরব্যোমনাথ (শ্রীমহা-

পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ ১৮ ॥

স্বাংশঃ ॥

তাদৃশো ন্যূন শক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ ॥ ১৯ ॥

সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদি র্যথা তত্তৎ স্বধামসু ॥ ২০ ॥

তথাবেশঃ ॥

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ ।

ইতি কেবলো ভেদো ন মন্তব্যো বিলাসস্যাপি বিলাসোঽস্তীত্যাহ পরম ব্যোমনাথস্যেতি। বাসুদেবঃ পরম ব্যোমনাথস্য প্রথমাবরক ইত্যর্থঃ। নমু চিত্তাধিষ্ঠাতা তস্য প্রথম ব্যূহবিলাসত্বেন শ্রীপরমাত্ম সন্দর্ভে নির্ণীতত্বাৎ নচ ব্রজাবরক স্তস্য স্বয়ং রূপস্য বিলাসত্বেন যুক্তিসহত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

তাদৃশ অভেদ স্বরূপোঽপি ॥ ১৯ ॥

তত্তৎ স্বধামসু পরব্যোম মহাতলাদিষু ॥ ২০ ॥

যত্র যেষু জীবেষু ॥ ২১ ॥

নারায়ণ) পরব্যোমনাথের বিলাস মূর্ত্তি বাসুদেব ॥ ১৮ ॥

অথ স্বাংশঃ ॥

অভেদ স্বরূপ হইয়াও যিনি অল্প শক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে স্বাংশ বলে ॥ ১৯ ॥

যথা পরব্যোম ও মহাতলাদি ধামে সংকর্ষণ ও মৎস্যাদি স্বাংশ ॥ ২০ ॥

অথ আবেশ ॥

যে সকল জীবে জ্ঞান শক্ত্যাদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন

ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ২১ ॥
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।
অক্রূর দৃষ্টা তে চামী দশমে পরিকির্ত্তিতাঃ ॥ ২২ ॥
ইতি ভেদ ত্রয়ং ॥
প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্ ॥ ২৩ ॥

শেষোঽনন্তঃ সচ দ্বিবিধঃ। মহীধারিত্বেন বিষ্ণুশয্যারূপত্বেনচ তয়োঃ শক্ত্যাবেশঃ নারদে ভক্তিশক্ত্যাবেশঃ। সনকাদিষু চতুর্ষু জ্ঞানাবেশঃ। আদিনা ভৃগুরাম পৃথ্বাদয়ো মন্তব্যাঃ ॥ ২২ ॥

অথোক্ত ভেদস্যানেক স্থানাবলম্বিত বিগ্রহস্য তৎ স্বরূপত্বং বক্তুং শ্রাস্তি প্রমাণাভ্যামেবাহ প্রকাশস্থিতি ভেদেষু উক্তেষু ত্রিষু প্রকাশো ন গণ্যতে অথবা ন ভেদেষু অভেদেষু প্রকাশো গণ্যতে হি যতঃ স প্রকাশঃ ন পৃথক্ যো যস্ত

আবিষ্ট হয়েন, সেই সমুদায় মহোত্তম জীবকে আবেশ বলাযায় ॥ ২১ ॥

যথা বৈকুণ্ঠে অনন্ত, এই অনন্ত দুই প্রকার হয়েন, যথা ভূমণ্ডল ধারিত্ব এবং বিষ্ণুর শয্যা রূপত্ব, এই দুইয়ে জনার্দ্দনের শক্ত্যাবেশ, সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়ে জ্ঞানাবেশ, তথা আদিপদ প্রয়োগ হেতু পরশুরাম পৃথুরাজ প্রভৃতিতে ঐ প্রকার জ্ঞান শক্ত্যাবেশ জানিতে হইবেক। দশমস্কন্ধে বর্ণন আছে অক্রূর যমুনা জলমধ্যে ঐ সকল শক্তি দর্শন করিয়াছিলেন, এই ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হইল ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভেদ ত্রয়ের মধ্যে প্রকাশকে পৃথক রূপে গণনা করা হইল না, যে হেতু প্রকাশ ভিন্ন নহে, অর্থাৎ যিনি যাঁহার

তথাহি॥

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।

প্রকাশঃ স তৎ স্বরূপ ইত্যর্থঃ। ন ভেদেধ্বিতি নখাদ্যাদি পদ গ্রাহ্যত্বাৎ নঞ সমানার্থ নকার গ্রহণাদ্বা অদাদেশাভাবঃ॥ ২৩॥

তমেব বিশেষ্য লক্ষয়তি অনেকত্রেতি একভিন্ন মনেকত্বং তস্মাদ্দ্বয়ো র্বহুষু চেত্যর্থঃ। অতএব কচিচ্চতুর্ভুজত্বেপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণ রূপতামিত্যত্র না ব্যাপ্তিঃ। একস্য রূপস্য একস্যামূর্ত্তেঃ একদা এক লক্ষণত এব যা প্রকটতা প্রাকট্যং প্রকাশঃ উচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ নমু যুগপদনেক স্থানাদ্যধিষ্ঠানার্থং তস্য বিভো রূপান্তর সৃষ্টি র্নচিত্রেত্যাহ সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈবেতি তস্য স্বয়ং রূপাদেঃ স্বরূপা নতু জাতি প্রমাণাভ্যাং বিভিন্নেত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বেষামপি প্রকাশানাং পূর্ণত্বমাহ শ্রুতিঃ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদস্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে ইতি। তত্রচ তেষাং প্রকাশানাং তত্রৈবাচিন্ত্য শক্ত্যা পৃথক্ পৃথগেব ক্রিয়াদীনি লক্ষ্যন্তে। তানিচ যথার্থানি ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা কচিদিত্যত্র সর্ব্বাত্মনা সর্ব্ব প্রকাশেন ন বিয়োগঃ কিন্ত্বেকেন প্রকট প্রকাশেনেত্যর্থাদ্বিভিন্ন প্রকারাভিমান কার্য্যাণি পরস্পর বিরোধি ধর্ম্মদ্বয়োক্তান্যপ্যেকস্মিন্নচিন্ত্য শক্তিমতি নাসম্ভব পরাণি অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা নতাং স্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদেঃ শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাদিত্যাদেশ্চ। এবং তচ্ছক্তি ময়ত্বাৎ পরিকরেষপি প্রকাশ ভেদো মন্তব্যঃ যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাদানীত শতাধিক ষোড়শ সহস্র সংখ্যক কন্যা বিবাহে শ্রীদেবক বসুদেবাদিষু। উক্তং হি ভাবার্থদীপিকায়াং স্বামিচরণৈঃ। অনেন

প্রকাশ, তিনি তাঁহারই সদৃশ হয়েন॥ ২৩॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা॥

বহু স্থানে একালীন এক রূপের যে প্রকটতা তাহাকে

সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ ২৪॥
দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরং।

দেবক্যাদি বন্ধুজন সমাগমোপি প্রতিগ্রহং যৌগপদ্যেন সূচিত ইতি। তত্র দীব্যন্তমক্ষৈ স্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেনচ। পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানা সনাদিভিরিত্যত্র। মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিন্মন্ত্রিভি শ্চোদ্ধবাদিভি রিত্যত্রচ শ্রীনারদ দৃষ্টং যোগমায়া বৈভবে ভাবভেদাদভিমান ভেদোপি শ্রীকৃষ্ণস্য তৎ পরিকরাণামপি অয়মেতদবস্থোপ্যমীত্যাকারকো দৃশ্যতে। তদেবং তত্র প্রকাশ ভেদে সতি তদ্ভেদেনাভিমান ক্রিয়াভেদেচ স্থিতে শ্রীবৃন্দাবনাদি প্রকাশ বিশেষেণ স্থিতেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রকট প্রকাশেন তৎ পরিকরাণামপ্রকট প্রকাশাত্মকানাং সংযোগঃ শ্রীমথুরাদিস্থেন প্রকট প্রকাশাত্মকেন শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীবৃন্দাবনাদিস্থ প্রকট প্রকাশাত্মকানাং তেষাং বিয়োগ ইতি ব্যবস্থাবসীয়তে। ইত্থং প্রকাশদ্বয় স্বীকারেণ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীবৃন্দাবন মথুরা দ্বারকাদিষু নিত্যাবস্থায়িত্বাভিব্যঞ্জক পুরাণ বচনান্যেব সুসঙ্গতানি। অন্যৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দ্রষ্টব্যং॥ ২৪॥

প্রতি মন্দিরং শতাধিক ষোড়শ সহস্র পরিকরাণাং মন্দিরং প্রতি। চিত্রং

প্রকাশ বলে কিন্তু সর্ব্ব প্রকারে তৎ স্বরূপেই অবস্থিত থাকে॥ ২৪॥

যথা দ্বারকায় মহিষীদিগের ষোড়শ সহস্র গৃহে এক কালীন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। দশমস্কন্ধের উনসপ্ততিতম অধ্যায়ে ২ শ্লোকে "চিত্রং বত তদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্ট সাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ" ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ নারদঋষি শুনিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে সংহার করিয়া ষোড়শসহস্র কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। নারদ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন একা শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে এক

চিত্রং বতৈতদিত্যাদি প্রমাণেন স সেৎস্যতি ॥ ২৫ ॥
কচিচ্চতুর্ভুজত্বেপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাং।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাত্তস্যাসৌ দ্বিভুজস্যচ ॥ ২৬ ॥
প্রপঞ্চাতীত ধামত্বমেষাং শাস্ত্রে পৃথগ্বিধে।

বতেতি ব্যাখ্যাস্যতে বিভুত্ব প্রসঙ্গে ॥ ২৫ ॥

অভিমানৈক্যাচ্চিহ্ন ভেদেপি প্রকাশত্বং সমর্থয়তি কচিদিতি ॥ ২৬ ॥

এষাং স্বয়ং রূপ তদেকাত্ম রূপাবেশানাং প্রপঞ্চাতীত ধামত্বং প্রপঞ্চ মতীতানি অতিক্রান্তানি ধামানি দেহানি যেষাং তত্ত্বং নিত্য দেহত্বমিতি গলিতার্থঃ। যদুক্তং শ্রীমহাবারাহে। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ। পরমানন্দ সন্দোহ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জিতা ইতি।

কালীন ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর গৃহে পৃথক্ রূপে যে অবস্থান করেন ইহা অতি আশ্চর্য্য, অতএব দর্শন করিতে হইবে এই বলিয়া দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক তদবস্থই অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি আপনার কৃষ্ণ স্বরূপ পরিত্যাগ করেন নাই, যেহেতু সেই দ্বিভুজের প্রকাশই চতুর্ভুজ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশরূপ এসকল নিত্য মূর্ত্তি, মায়িক নহে, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ঐ সমুদায়কে নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের

পাদ্মীয়োত্তর খণ্ডাদৌ ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥ ২৭ ॥
অথাবতারাঃ কথ্যন্তে কৃষ্ণো যেষুচ পুষ্কলঃ ॥ ২৮ ॥
তল্লক্ষণং ॥
পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ং।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃ স্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রুতৌচ। সর্ব্বেহ্যেতে পূর্ণা অবতারা অমৃতাঃ পরমানন্দা ইতি ॥ ২৭ ॥
অথেতি আনন্তর্য্যার্থঃ তেষাং তত্ত্বাৎ। যেষু অবতারেষু পুষ্কলঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতিবত্তস্যাপ্যবতারত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥
পূর্ব্বোক্তাঃ স্বয়ং রূপ তদেকাত্ম রূপাবেশাঃ প্রকাশস্য তদনতিরিক্তত্বাৎ। তে চেদ্যদি অপূর্ব্বা ইব স্বয়মাবিঃ স্যু র্দ্বারান্তরেণ বা যদ্যাবিঃ স্যু স্তদা অবতারাঃ স্মৃতা স্তে অবতারত্বেনোচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। কাক নয়ন ন্যায়েন চেদিত্যস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অপূর্ব্বা ইতি কূর্ম্মমৎস্যাদয়ো যদি পুরুষং নিমিত্তীকৃত্যাবতীর্ণা স্তথাপ্যাকস্মিক প্রাদুর্ভাবত্বেনাসহায়ত্বাৎ তথোক্তং। ইবেতি নিত্যধামসু তেষাং বিরাজমানত্বেন নবায়মানা বেত্যভিপ্রায়েণ ॥ ২৯ ॥

উত্তর খণ্ডে এ বিষয় স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৭ ॥
অনন্তর অবতার সকলের কীর্ত্তন করি, যে সমুদায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হইবে ॥ ২৮ ॥

অবতারের লক্ষণ যথা ॥

পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ ও আবেশ ইহাঁরা যদি বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং অপূর্ব্বের ন্যায় অথবা অন্য দ্বারা আবির্ভূত হয়েন তাহা হইলে ইহাঁদিগকে অবতার বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৯

তচ্চদ্বারং তদেকাত্ম রূপস্তদ্ভক্ত এবচ ।
শেষ শয্যাদিকো যদ্বদ্বসুদেবাদিকো পিচ ॥ ৩০ ॥
পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা ।
প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী ।
তত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ং রূপঃ সোহগ্রে ব্যক্তী ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
তত্র পুরুলক্ষণং যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥
তস্মৈব যোহনু গুণভুগ্বহুধৈক এব

দ্বারং বিবৃণোতি তচ্চেতি ॥ ৩০ ॥

তে অবতারাঃ । প্রায় ইতি বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরাবসানে স্বয়ং রূপস্য সকৃৎ প্রাদুর্ভাবাৎ । ননু কঃ স্বয়ং রূপ ইত্যাহ তত্রেতি । তত্র তেষু পুরুষ গুণ লীলাবতারেষু ॥ ৩১ ॥

তস্যেতি নাস্তোহস্তি যস্য নচ যস্য সমুদ্ভবোহস্তি বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামহতো বর্জি-

---

সেই দ্বার তদেকাত্মরূপ এবং ভক্তরূপ, যেমন শেষশায়ী ও বসুদেব প্রভৃতি অর্থাৎ শেষশায়ী তদেকাত্মরূপ এবং বসুদেব ভক্তরূপ ॥ ৩০ ॥

অবতার তিন প্রকার, পুরুষাখ্য, গুণাত্মা ও লীলাত্মা । স্বাংশ এবং আবেশ ইহাঁরাই প্রায় অবতার হইয়া থাকেন । উক্ত পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার মধ্যে যিনি স্বয়ং রূপ, অগ্রিম গ্রন্থে তাঁহার প্রকাশ হইবে । ৩১ ॥

তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ যথা ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

অনন্তর সেই পরমেশ্বরের অবতার রূপ পুরুষ যিনি এক

শুদ্ধোপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তি বিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ব বিভূতি কর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়েতি ॥
তস্যৈব অনুপূর্ব্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরমিতিস্বামী
॥ ৩২ ॥ তত্র কারিকা ॥ ৩৩ ॥
পরমেশাংশ রূপো যঃ প্রধান গুণভাগিব।

তস্য। নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্য বিকল্প বস্তু যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড্য মিত্যনেন বর্ণিতস্য পরমেশ্বরস্য অনু অনন্তরং এক এব যো বহুধা শ্রীব্রহ্মাদি রূপেণ গুণভুগিব প্রকৃতি গুণ ভাগিব শুদ্ধোঽপি যঃ অশুদ্ধ ইব সৃষ্ট্যাদ্যাসক্ত ইব জ্ঞানান্বিতোঽপি যঃ মূর্ত্তিবিভাগানাং দক্ষাদি মন্বাদিরূপাণাং ভেদৈঃ সর্ব্ব সত্বানাং বিভূতি কর্ত্তা বিস্তারকৃৎ তস্মৈ পুরুষায় তং পুরুষং মনসি কৃত্বা বহুধা ব্রহ্মাদি রূপেণ নতোস্মীত্যন্বয়ঃ। তস্য ইতি যদভিপ্রেত্য ধাত্বর্থ ইতি চতুর্থী ॥ ৩২ ॥

কারিকা বৃত্তিঃ কারিকা যাতনা বৃত্ত্যোরিত্যমরাৎ ॥ ৩৩ ॥

তদীক্ষেতি তস্মিন্ প্রধানে ঈক্ষাদিকৃতি যস্য আদি পদাৎ স্বাজ্ঞাভাসেন

হইয়াও ব্রহ্মাদি বহু রূপে প্রকৃতির গুণভাজির ন্যায় হইয়াছেন, যিনি শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় সৃষ্টাদি কার্য্যে আসক্ত এবং যিনি জ্ঞানান্বিত হইয়া দক্ষাদি ও মন্বাদি মূর্ত্তিভেদে সর্ব্বপ্রাণির বিস্তার কর্ত্তা, সেই অব্যয় পুরুষকে সর্ব্বদা নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

এই বিষয়ে কারিকা অর্থাৎ বৃত্তি যথা ॥ ৩৩ ॥

যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ ও প্রকৃতির গুণাবলম্বির

তদীক্ষাদিকৃতি র্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪

অস্যাবতারত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি ॥ ৩৫ ॥

অস্যচ ভেদাঃ সাত্বত তন্ত্রে ॥

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুখান্যথো বিদুঃ।

তৎ স্পর্শাদি পরিগ্রহঃ দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিত্যত্র দৈবাৎ স্বাঙ্গাভাসেন স্পর্শাদিতি ব্যাখ্যানাৎ ॥ ৩৪ ॥

তত্র দীপিকা পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ যস্য সহস্র শীর্ষাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোবতার ইত্যেষা ॥ ৩৫ ॥

অস্য পুরুষস্য সাত্বতন্ত্রে সাত্বতস্য নারদস্য তন্ত্রে তত্র প্রত্যক্ষ সিদ্ধত্বাৎ নারদীয়তন্ত্র ইতি পরমাত্ম সন্দর্ভে ধৃতত্বাচ্চ। বিষ্ণোস্ত্বিতি বিষ্ণোরাদি সঙ্কর্ষণস্য প্রথমন্তাবৎ স ঐক্ষত বহুস্যামিতি শ্রুত্যুক্ত্যা মহাসমষ্টি জীব প্রকৃত্যোরৈকতাপন্নয়োর্দ্রষ্টেত্যেক এব কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণত্বেন মহাবিষ্ণু-

ন্যায় হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ কর্ত্তা এবং নানা অবতার বিশিষ্ট তিনিই পুরুষ বলিয়া বিদিত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

উক্ত পুরুষের অবতারত্ব যথা ॥

শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার ॥ ৩৫ ॥

উক্ত পুরুষের ভেদ সকল যথা ॥

নারদতন্ত্রে ॥

বিষ্ণু অর্থাৎ আদিসঙ্কর্ষণের পুরুষনামে তিনটী রূপ আছে

প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥

ত্বেন চোচ্যতে। দ্বিতীয় স্তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডং সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশদিত্যাদ্যুক্তঃ সমষ্টি জীবান্তর্যামী তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং বহুভেদাদ্বহুবিধঃ স গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্নাখ্যঃ সর্ব্বাবতার মূলঃ। তত্রৈব সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্নঃ। স্থূলান্তর্যাম্য-নিরুদ্ধ ইতি কচিৎ। তৃতীয় স্তাবৎ পদ্মাধিষ্ঠান কর্ত্তা দ্বা সুপর্ণো সযুজৌ সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। এক স্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন মন্যো-নিরশ্নন্নভি চাকশীতীত্যাদি। শ্রুত্যুক্তো ব্যষ্টি জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ীচ সোঽনিরুদ্ধএব ব্রহ্মতাস্তো মন্তব্যঃ। যদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্বেতদ্বীপপতিনা। অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজচ্ছেষমব্যয়ং। সহি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ। প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ। অনিরুদ্ধাৎ তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চেতি। তত্রৈবাগ্রেচ পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগ বিদোজনাঃ। মহাপুরুষ সংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্ম্মণা। তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্বুধাঃ। অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ। অনিরুদ্ধোহি লোকেষু মহানা-

তন্মধ্যে এক মহতের স্রষ্টা অর্থাৎ "স ঐক্ষত বহুস্যাং" সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অনেক হইব, এই শ্রুতি উক্ত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির দ্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী শঙ্কর্ষণ অথবা মহাবিষ্ণু বলিয়া কথিত হয়েন। দ্বিতীয় পুরুষ রূপ অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" এই শ্রুতি উক্ত সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পুরুষ। ইনি গর্ভোদক শায়ী প্রদ্যুম্ন নামক সর্ব্ব অবতারের মুল অর্থাৎ ইহাঁ হইতেই অবতার সকল হয়, এ স্থলে কেহ বলেন সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্ন এবং স্থুল অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ। তৃতীয় পুরুষরূপ সর্ব্বভূতে

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
তত্র প্রথমং যথা একাদশস্কন্ধে ॥

ম্মেতি কথ্যতে। যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমেচ পিতামহমিতি। ব্যক্তত্বং প্রদ্যুম্নাৎ প্রাকট্যং প্রাপ্তঃ সন্ পিতামহং নির্ম্মমে। যত্তু প্রদ্যুম্নাৎ ব্রহ্মণো-প্যাবির্ভাব ইতি শ্রূয়তে তদভেদ বিবক্ষয়েতি। অনেন মহাবৈকুণ্ঠস্থাঃ সঙ্কর্ষণাদয় এতেষামংশিনঃ। তৎস্থ বাসুদেবঃ পুরুষত্রয়াদতিরিক্তো ভগবানেব প্রত্যেতব্য এতে তু পরমাত্মানঃ। যেতু চিত্তাদ্যধিষ্ঠাতারো বাসুদেবাদয়স্তে এতদংশা এব পর্য্যালোচনীয়াঃ ॥ ৩৬ ॥

অবস্থিত অর্থাৎ পদ্মোপরি অধিষ্ঠান কর্ত্তা,। "দ্বা সুপর্ণো সযুজো সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। এক স্তয়ো খাদতি পিপ্পলান্ন মন্যোনিরশ্নন্নভি চাকশীতি" দুইটী চিৎস্বরূপ পক্ষী যাহারা পরস্পর অবিয়োগ এবং এক ভাবাপন্ন প্রযুক্ত সখ্যত্ব বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা এককালীন দেহ রূপ বৃক্ষে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন, ঐ দুয়ের মধ্যে যিনি জীব তিনি দেহ জনিত কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে লাগিলেন, অন্য যে পরম তিনি দেহোৎপন্ন কর্ম্ম ফল ভোগ না করিয়া অতিশয় রূপে প্রকাশপাইতে লাগিলেন। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে ইনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, ইহাঁ হইতেই ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই তিন পুরুষ রূপ জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে। ৩৬ ॥

উক্ত ত্রিবিধ রূপের মধ্যে প্রথম রূপ মহত্তের স্রষ্টৃ যথা ॥

একাদশস্কন্দে ৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচর্য্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।

ভূতৈর্যদেতি স্বামী। তত্রাদৌ পুরুষাবতারমাহ ভূতৈরিতি। বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডং পুরং বিরচর্য্য নির্ম্মায় তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টঃ নতু ভোক্তৃত্বেন প্রভূত পুণ্যস্ত জীবস্ত তত্র ভোক্তৃত্বাৎ॥

তস্মিন্নিতি তস্মিন্ ভূত সূক্ষ্ম পর্য্যন্ততা প্রাপ্তে মহেশ্বররূপে লিঙ্গে লিঙ্গমিব লিঙ্গং যঃ খলু অংশ বিশেষঃ শ্রীগোবিন্দস্তেতি শেষঃ। এতদর্থঃ স্বলিঙ্গং ভগবাঞ্ছম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতন ইত্যত্র স্পষ্টীকৃতঃ। স্বয়ং তদংশী মহাবিষ্ণুঃ রাবিরভূৎ প্রকট রূপেণাবির্ভবতি কথং প্রকটোঽভূদিতি হেতুগর্ভ বিশেষণেনাহ জগৎপতিঃ জগতাং তাৎস্থ্যাৎ সর্ব্বেষাং জীবানাং পতিঃ। তস্য তদেব রূপং বিবৃণোতি সহস্রশীর্ষেতি। অত্র সহস্র শব্দোঽসংখ্যাপরঃ। অয়মেব মহাবিষ্ণুঃ কারণার্ণবশায়ীত্যাহ সার্দ্ধেন নারায়ণ ইতি মহাবিষ্ণুঃ ক্ষীদৃশঃ ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদ্যাংশবান্ পরমাত্মত্বাৎ যতঃ স নারায়ণঃ নরাণাং অপামাশ্রয় তস্মাৎ আপঃ জলানি কারণার্ণোনিধিঃ কারণসমুদ্রঃ আবিরাসীৎ আবির্ভূতঃ

স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যখন আদিদেব নারায়ণ অংশ অর্থাৎ অন্তর্যামি রূপে প্রবেশ করিলেন তখনই তিনি মহৎস্রষ্টৃরূপ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ॥

ব্রহ্মসংহিতাতে ॥

স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু

সহস্র শীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি।
নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণো নিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।

বিধেয় লিঙ্গমাত্র গ্রহণাৎ। আবিরাসন্নিতি ক্বচিৎ পাঠঃ তত্র পঙ্কবৃক্ষা নৌভবন্তীতি বদনুবাদস্যৈব লিঙ্গ গ্রহণং স কারণার্ণোনিধিঃ কীদৃক্ সঙ্কর্ষণ এব আত্মা প্রেরকো যস্য। যদ্বা সঙ্কর্ষণ স্বরূপ স্তস্যোপাদান প্রকৃতিকত্বাৎ স এবোপাদান প্রকৃতিকো মন্তব্যঃ। অথবা স নারায়ণঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ গোলোকাবরণ তয়া যশ্চতুর্ব্যূহ মধ্যে সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মসংহিতায়াং সম্মত স্তস্যৈবাংশোয় মিত্যর্থঃ। অথ প্রথম পুরুষস্য লীলামাহ যোগনিদ্রামিতি যোগনিদ্রাং স্বস্বরূপানন্দ সমাধিং গতঃ প্রাপ্তঃ তস্মিন্ কারণার্ণোনিধৌ স পুনঃ কীদৃক্ সহস্রমেব অংশা অবতারা যস্য সঃ। তস্মাদেব ব্রহ্মাণ্ডানামুৎপত্তিং দর্শয়ন্নাহ তদ্রোমেতি. তত্তস্য অব্যয়ত্বাৎ তস্য সঙ্কর্ষণাত্মকস্য যদ্বীজং যা যোনিঃ সা পরাশক্তি রিত্যত্র তস্য বীর্য্যাধান স্থান রূপায়া মায়ায়া অপ্যুৎকৃষ্ট রূপায়া যোনি স্থানীয়াংশ প্রধানাখ্য শক্তাবপি অর্পিতং তদেব তস্য রোম বিলজালেষন্তর্ভূতং সৎ হৈমাণ্ডানি জাতানি কথম্ভূতানি মহাভূতৈরপঞ্চী কৃতাংশৈরা-

---

আবির্ভূত হইলেন, তিনিই সহস্র শীর্ষা পুরুষ অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক বিশিষ্ট। সেই মহাবিষ্ণুকে করণার্ণব শায়ী বলাযায়। ঐ ভগবানই নারায়ণ, তাঁহা হইতে প্রথমে জলের উৎপত্তি হয়, ঐ জল রাশিকে কারণার্ণব অর্থাৎ কারণ সমুদ্র বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করেন, সেই কারণার্ণব সঙ্কর্ষণাত্মক, অর্থাৎ সম্যক্ বিশ্বাকর্ষক নারায়ণ হইতে উৎপন্ন। অনন্তর সহস্র অংশবিশিষ্ট আদিপুরুষ নারায়ণ সেই কারণার্ণবে যোগনিদ্রাগত অর্থাৎ স্বস্বরূপ আনন্দ সমাধি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হইলেন, তৎ

যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।
তদ্রোম বিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্যচ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানিত্বেতদস্তং ॥ ৩৭॥
লিঙ্গমত্র স্বয়ং রূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ ॥ ৩৮ ॥
দ্বিতীয়ং যথা তত্রৈব তদনন্তরং।

বৃতানি যদুক্তং শ্রীদশমে ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ড পরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোম বিবরস্যচ তে মহিত্বমিতি ॥ ৩৭ ॥

স্বয়ং রূপস্য শ্রীগোবিন্দস্য যস্যাযুতাযুতাংশেন বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ তস্য স্বয়ং ভগবতঃ পুরুষোৎপাদকত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

তত্র তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপেণ স এব প্রবিবেশেতি দর্শয়ন্নাহ প্রত্যণ্ডমিতি একাংশাদেকাংশাৎ একৈনৈকেনাংশেনেত্যর্থঃ। অত্র ক্বচিৎ প্রথমং যথৈকাদশে ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্ম সৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচর্য্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ। দ্বিতীয়ং যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিতি পাঠ ব্যত্যয়ো দৃশ্যতে সচ সমীচীনঃ। প্রথম পুরুষস্য

পরে কারণ জলে ভাষমাণ সঙ্কর্ষণ নামক ঐ আদিপুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে সংসারের বীজ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণবর্ণ অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন হইল ॥ ৩৭ ॥

উপরে যে লিঙ্গ বলা হইয়াছে তাহা গোবিন্দের অঙ্গভেদ অর্থাৎ অংশ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয় পুরুষ রূপ অণ্ডসংস্থিত যথা ॥

ব্রহ্মসংহিতায় ॥

অনন্তর ভগবান্ ঐ পূর্ব্ব সৃষ্ট প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে

প্রত্যগুদেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়মিতি ॥ ৩৯ ॥
গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভো হসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যানমনুক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোহয়ং হিরণ্যগর্ভস্য প্রত্যুম্নত্বে নিয়ামকঃ ॥ ৪০ ॥
অথ যচ্চ তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত।

বৈরাজপুর নির্ম্মাণকার্য্যামুল্লেখ্যোদাহৃতত্বাৎ ॥ ৩৯ ॥

অম্মমূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়মিত্যাদৌ মোক্ষধর্ম্মীয়ামুক্তিং সঙ্গময়তি সার্দ্ধেন গর্ভোদকেতি নারায়ণোপাখ্যাং অনু নারায়ণোপাখ্যায়ামিত্যর্থঃ। সোহয়মনিরুদ্ধঃ নিয়ামকঃ নিয়মকর্ত্তা। তত্র শ্রীসূতস্যাভেদোক্তি র্মন্তব্যা ॥ ৪০

অথেতি যৎ তৃতীয়ং রূপং সর্ব্বভূতস্থাখ্যং তৎ কেচিৎ স্বদেহান্ত হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং। চতুর্ভুজং কঞ্জ রথাঙ্গ শঙ্খ গদাধরং ধারণয়া

স্বস্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

যিনি গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ তিনি অনিরুদ্ধ, মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে এই যে কথিত হইয়াছে তাঁহাকে অনিরুদ্ধ নিয়ামক প্রদ্যুম্ন বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

অনন্তর যে তৃতীয় পুরুষ রূপ তাহা দ্বিতীয়স্কন্ধের ২অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশ মাত্রং পুরুষং বসন্তং। চতুর্ভুজং কঞ্জ রথাঙ্গ শঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি" অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় আছে তন্মধ্যস্থ স্থানে বাসকারি প্রাদেশ মাত্র পরিমাণ পুরু-

কেচিৎ স্বদেহান্তরিতি দ্বিতীয়স্কন্ধ পদ্যাতঃ ॥ ৪১ ॥
গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মাচ রুদ্রশ্চ স্থিতি সর্গাদি কর্ম্মণে ॥ ৪২ ॥
যথা প্রথমে ॥
সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ

স্মরন্তীতি দ্বিতীয়স্কন্ধ পদো অদ্ভুত জ্ঞায়ন্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

গুণেতি অথ পুরুষাবতার নিরূপণানন্তরং ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়ব ইত্যনেন বিষ্ণো র্ভজনমেব নিশ্চিত্যাভেদবাদমপি পরিহরন্ শ্রীশৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূত স্তদেব বিশদা দর্শয়তি সত্বমিতি বিবৃতঞ্চৈতৎ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ইহ যদ্যপি একএব পুমান্ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ে স্থিতি সৃষ্টিলয়ার্থং তৈঃ সত্বাদিভির্যুক্তঃ পৃথক্ পৃথক্ তত্তদধিষ্ঠাতা তথাপি পর স্তদসংশ্লিষ্টঃ সন্ হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা ভিন্না ধত্তে তত্তদ্রূপেণাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি তত্র তেষাং শ্রেয়াংসি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ

যেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া থাকেন, সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিরাজমান ॥ ৪১

পুরুষাবতার নিরূপণানন্তর গুণাবতার বলিতেছি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই তিন জন স্থিতি সৃষ্টি এবং সংহারাদি কর্ম্মে গুণাবতার ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

যদিও এক পরম পুরুষ ব্রহ্ম প্রকৃতির সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিমিত্ত হরি বিরিঞ্চি হর এই তিন বিভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি

মুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।

ভক্ত্যাখ্যানি শুভফলানি সত্ত্বতনোরধিষ্ঠিত সত্ত্ব মূর্ত্তেঃ শ্রীবিষ্ণোরেব স্যুঃ অয়ং ভাবঃ। উপাধি দৃষ্ট্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজস্তমসোর্ঘোর মূঢ়ত্বাত্তবত্বাপি ধর্ম্মার্থ কামানাতি সুখদা ভবন্তি তদোপাধিত্যাগেন সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষো ন সাক্ষান্ন ঝটিতি কিন্তু কথমপি পরমাত্মাংশ এবায়মিত্যনু সন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমাত্মাকারেণাপ্রকাশাৎ তস্মাত্তাভ্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবন্তীতি। অথোপাধি দৃষ্ট্যাপি শ্রীবিষ্ণুঃ সেবমানে সত্ত্বস্য শান্তত্বাদ্ধর্ম্মার্থকামা অপি সুখদাঃ। তত্র নিষ্কামত্বেনতু তং সেবমানে সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতিচোক্তের্মোক্ষশ্চ সাক্ষাৎ। অত উক্তং স্কান্দে। বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ। ইতি। উপাধি পরিত্যাগেনতু পঞ্চম পুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশাৎ। তস্মাৎ

সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ হইতেই মানবগণের মঙ্গল হয় ॥

তাৎপর্য্য। প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে "মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণ কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ"। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট ভূতপতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অসূয়া শূন্য অর্থাৎ দেবতান্তর নিন্দা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত স্বরূপ নারায়ণ মূর্ত্তি সকলের উপাসনা করেন। এই বচনে অন্যান্য দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রীবিষ্ণুর ভজনই নিশ্চয় করিয়া নারায়ণের সহিত অভেদবাদ পরিহার করত শ্রীশৌনকাদির প্রতি বিশুদ্ধ করিয়া শ্রীসূত গোস্বামী দেখাইতেছেন, এবিষয় পরমাত্ম সন্দর্ভে বিস্তার হইয়াছে। এস্থলে যদ্যপি এক

স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রীবিষ্ণোরেব শ্রেয়াংসি স্যুরিতীতি শ্রীমজ্জীব গোস্বামি চরণৈঃ। অনুমতঞ্চ এতৎ শ্রীস্বামিচরণৈঃ। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ তং ভজন্নির্গুণো ভবেদিত্যত্র তথাহি তত্রেদং তত্ত্বং বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপদ্বয়মিহেষ্যতে। তদ্ধর্ম্ম যোগ যোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ। গুণাঃ সত্বাদয়ঃ শান্তঘোর মূঢ়াঃ স্বভাবতঃ। ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবানাঞ্চ গুণ যন্তৃ স্বরূপিণাং। নাতিভেদো ভবেত্তেদো গুণ ধর্ম্মৈরিহাংশতঃ। সত্বস্য শান্ত্যা নো জাতু বিষ্ণোর্বিক্ষেপ মূঢ়তে। রজস্তমো গুণাভ্যাস্ত ভবেতাং ব্রহ্ম রুদ্রয়োঃ। গুণোপমর্দ্দতো ভূয় স্তদংশানাঞ্চ ভিন্নতা। অতঃ সমগ্র সত্বস্য বিষ্ণোর্মোক্ষকরী গতিঃ। অংশতো ভূতি হেতুশ্চ তথা

পরমপুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি সৃষ্টি লয় নিমিত্ত প্রকৃতির সেই সত্ব রজ তমোগুণে যুক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সত্বাদি গুণের অধিষ্ঠাতা হয়েন, তথাপি ঐ সকল গুণে সংশ্লিষ্ট না হইয়া হরি বিরিঞ্চি হর এই সংজ্ঞা ধারণ করেন অর্থাৎ সেই সেই রূপে আবির্ভূত হয়েন। কিন্তু ঐ তিনের মধ্যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ও ভক্তি নামক শুভফল সকল সত্বতনু অর্থাৎ অধিষ্ঠিত সত্ব মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতেই হইয়া থাকে, ইহার ভাবার্থ এই। উপাধি দৃষ্টি দ্বারা বিরিঞ্চি হর সেবমান জনে রজস্তমো গুণের ঘোর মূঢ়ত্ব প্রযুক্ত ধর্ম্ম অর্থ কাম সকল হইলেও তাহা অতি সুখপ্রদ হয় না, তথা উপাধি পরিত্যাগ দ্বারা সেবমান জনে যদিচ মোক্ষ হয়, তাহা সাক্ষাৎ বিরিঞ্চি ও হর বলিয়া হয় না কিন্তু ইনি পরমাত্মার অংশ এই রূপ জ্ঞান হইলে পরমাত্মা হইতে মোক্ষ হইয়া থাকে। বিরিঞ্চি হরে সাক্ষাৎ পর-

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুরিতি ॥ ৪৩ ॥

মন্দমতী স্বতঃ। অংশত তারতম্যেন ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিনাং। বিভূতয়ো ভবন্ত্যেব শনৈর্নৈর্গোক্যোপানংশত ইতি অত্র যত্তেঃ সত্ত্বতনো র্বাসুদেবাদিস্তাক্তং তদ্বসতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং বা বসত্যত্র বাসুঃ সচাসৌ দেবশ্চেতি ব্যুৎপত্তি পরং যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশে। সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রহি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যত ইতি। নচ ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈভিদাং। তথা। নতে যথাচ্যুতেহজে চ ভিদামথপি চক্ষতে। ইত্যাদাবভেদএব শ্রূয়তে পুরাণান্তরে শ্রীহরিবংশাদৌচ। শ্রীবিষ্ণুত স্তয়োর্ভেদেন নরক শ্রূয়তে হতএব তারতম্যাভিবাঞ্ছকস্য ব্যাখ্যানস্যাত্যন্ত

মাত্ম স্বরূপের অপ্রকাশ, অতএব ঐ দুই হইতে কল্যাণ হয় না, অপর উপাধি দৃষ্টি সত্ত্বেও শ্রীবিষ্ণুকে সেবা করিলে সত্ত্ব গুণের শান্তত্ব প্রযুক্ত ধর্ম্ম অর্থ কামও সুখপ্রদ হইয়া থাকে এবং নিষ্কাম হইয়া ভজন করিলে উপাধি বিশিষ্ট বিষ্ণু হইতে মোক্ষ হয়, এই বিষয় স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন ইতি" ॥

পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই সংসার পাশ দ্বারা বন্ধন, সংসার পাশ হইতে মোচন এবং কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অপর উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ বিষ্ণুকে ভজন করিলে পঞ্চম পুরুষার্থ যে ভক্তি তাহাই প্রাপ্তি হয়, তাঁহার পরমাত্মাকার রূপে প্রকাশ প্রযুক্ত সেই বিষ্ণু হইতেই কল্যাণ সকল লাভ হইয়া থাকে, শ্রীধরস্বামিরও এই বিষয়ে

মহুচিতমিতি বাচ্যং পরম পুরুষস্যাবতারত্বেনৈকাত্মকত্বেপি তত্র তত্র সাক্ষাত্মা সাক্ষাত্ব ভেদেন প্রকাশেন পার্থিবাদ্দারুণো ধূম স্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্বং যদ্ব্রহ্ম দর্শনং ইত্যাদৌ তারতম্যস্ত দুর্নিবারত্বাৎ একো নারায়ণ এবাসীন্নব্রহ্মা নচ শঙ্কর ইত্যাদি শ্রুত্যা স্মৃতে র্বাধিতত্বাৎ সলভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং

সম্মতি দেখা যায়। যথা দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতি অধ্যায়ে বৃকাসুরোপাখ্যানে ৪ শ্লোকে ॥

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ। স সর্ব্ব দৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ" ॥ হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্ব সাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্তি হয়। এস্থলে বস্তুর গুণ সম্বন্ধে দুইটী রূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায় তদ্ধর্ম্মের অযোগ এবং তদ্ধর্ম্মের যোগ অর্থাৎ বিম্বে গুণের যোগ থাকে না, প্রতিবিম্বে গুণের যোগ থাকে। গুণ তিন প্রকার সত্ব, রজস্তম, এই তিন গুণের স্বভাব শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইহাঁরা গুণের নিয়ন্তা স্বরূপ, এস্থলে অংশ প্রযুক্ত গুণধর্ম্ম দ্বারা ইহাঁদের ভেদ হয় না অর্থাৎ গুণ যুক্তই থাকেন, সত্বের শান্তিত্ব প্রযুক্ত বিষ্ণুর বিক্ষেপ ও মূঢ়তা নাই, রজস্তম গুণদ্বারা বিক্ষেপ ও মূঢ়তা ব্রহ্মা এবং রুদ্রে বিদ্যমান আছে। গুণের ভিন্নতা প্রযুক্ত পুনরায় অংশেরও ভিন্নতা হয়, অতএব সমগ্র সত্বরূপি বিষ্ণুর মোক্ষকরী গতি। অতএব অংশ হইতে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ লাভ হয়, আর নিরংশ হইতে আনন্দময়ী গতি হইয়া থাকে, অংশের তারতম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবি ব্যক্তির বিভূতি

হরেরৈকান্তিকীং ভক্তাঃ। একাগ্র মনশ্চাপি বিষ্ণু সামান্য দর্শিন ইতি স্মৃত্যা যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবমিতিচ স্মৃত্যা বলবত্যা তস্যাঃ স্মৃতে র্বাধিতত্বাচ্চ শ্রীভগবদবতারানু-ক্রমিকাসু সোম দুর্ব্বাসসৌ বিরিঞ্চি রুদ্রাংশৌ পরিহৃত্য শ্রীবিষ্ণ্বংশস্য

সকল লাভ হয় এবং নিরংশ হইতে ক্রমে মোক্ষও প্রাপ্তি হয়, এই কারণে শ্রীধরস্বামী সত্বতনু বাসুদেব হইতে মনুষ্যদিগের কল্যাণ সকল প্রাপ্তি হয়, এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাসু-দেব শব্দের অর্থ এই যে, যিনি সর্ব্বত্র বাস করেন অথবা যাহাতে সমুদায় বাস করে এই অর্থে বাসু, যে বাসু সেই দেব এই কর্ম্মধার সমাসে বাসুদেব। এই বিষয় বিষ্ণুপুরাণের প্রথ-মাংশে বর্ণিত আছে। "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেহি বৈ যতঃ। অতঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে" ইতি। অস্যার্থঃ। যিনি সকল স্থানে বাস করেন, যাঁহাতে সমুদায় অবস্থিতি করে, এ কারণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া পাঠ করেন॥

অপর "ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং।" ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমরা তিনটীই এক, যাঁহারা ভেদ দর্শন না করেন, এই হরিবংশের বচন। তথা "ন তে মহ্যচ্যুতে যেচ ভিদামণ্বপি চক্ষতে। নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্যুষ্মান্ বয়মীমহি॥" অস্যার্থঃ। সেই সকল মহাজনেরা আমাতে. বিষ্ণুতে ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না, অতএব আমরাও তোমাদিগকে ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ

শ্রীদত্তস্যাবতারান্তর্গণিতত্বাচ্চ। যঃ কচিচ্ছাস্ত্রে শ্রীশিবস্যৈব পরমোৎকর্ষঃ শ্রূয়তে সোঽপি পূর্ব্বযুক্ত্যা বাধিতঃ তামসাদি প্রধানেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সাত্ত্বিক প্রধানস্য সম্যগ্‌জ্ঞান প্রদত্বেন প্রধানত্বাৎ যদুক্তং স্কান্দে শ্রীস্কন্দং প্রতি শিবেন। শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্র যোগিযৎ। পরমো বিষ্ণুরেবৈক স্তজ্‌জ্ঞানং

স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে এই বর্ণন হেতু, তিন মূর্ত্তিতে অভেদ শুনা যাইতেছে। শ্রীবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা রুদ্রাদির ভেদ করিলে তদ্দ্বারা নরক শ্রুতি আছে অতএব তারতম্য ব্যাখ্যা অতিশয় অনুচিত, উত্তর, এ রূপ বলিও না, পরম পুরুষের অবতারত্ব প্রযুক্ত এক স্বরূপ হইলেও সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ ভেদে প্রকাশ হেতু, "প্রথম স্কন্ধের ২অধ্যায়ে ২৪শ্লোকে "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজ স্তস্মাৎ সত্বং যদ্ ব্রহ্ম দর্শনং।" অস্যার্থঃ। যে হেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূমশ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব অর্থাৎ গমন শক্তি আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ীময় অগ্নিশ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্ম্মসাধক, এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ অপেক্ষা রজঃ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ব প্রধান, যে হেতু সত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক, অতএব তত্তদ্‌গুণোপাধি হরি বিরিঞ্চি হর প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল। ইত্যাদি বচনে তারতম্য দুর্নিব্বার অর্থাৎ এ তরতম নিবারণ করিবার সাধ্য নাই॥ "একো নারায়ণ এবাসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ" একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহ ছিলেন না, এই শ্রুতি দ্বারা স্মৃতির বাধ হইল।

মোক্ষসাধকং। শাস্ত্রাণাং নির্ণয়ত্বেষ তদন্যন্মোহনায়হীতি। শ্রীপাদ্মশৈবয়োঃ পুনস্তেনৈবোমাং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য মনুকৃত্য যথা। ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা। দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরো-

---

"ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষ মূর্ত্তিভি র্বিষ্ণু র্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্য" অস্যার্থঃ। ব্রহ্মাদি অবস্থা বিশিষ্ট অশেষ মূর্ত্তি দ্বারা বরদাতা বরেণ্য বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্মৃতি দ্বারা। অপর "ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্র মনসশ্চাপি বিষ্ণু সামান্য দর্শিনঃ।" অস্যার্থঃ। যে সকল জড় প্রকৃতি মনুষ্য ব্রহ্ম রুদ্রাদির সহিত বিষ্ণুকে সামান্যাকারে দর্শন করে, তাহারা কখন হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। এই স্মৃতি দ্বারা তথা "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥ অস্যার্থঃ। যে ব্যক্তি নারায়ণ দেবকে ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতার সহিত তুল্য রূপে নিরীক্ষণ করে, তাহারা নিশ্চয় পাষণ্ড হয়। এই স্মৃতি বলবতী প্রযুক্ত পূর্ব্ব স্মৃতির বাধ হইল, এ কারণ ভগবদবতারানুক্রমণিকা সকলে সোম আর দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা ও রুদ্রের অংশ হইলেও ঐ দুইকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর অংশ দত্তাত্রেয়কে অবতার মধ্যে গণনা করিয়াছেন। অপর কোন কোন শাস্ত্রে শ্রীশিবের যে পরমোৎকর্ষ শুনা যায় তাহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা বাধ হইল। যে হেতু তামসাদি প্রধান শাস্ত্র সকল হইতে

স্তুরা ইতি। শ্রীবারাহেচ। এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুর্ব্বিতি। তস্মাৎ সাত্ত্বিক শাস্ত্রস্ত শ্রীবিষ্ণু মহিমাপরত্বাৎ তৎ প্রতিপাদ্যমেব শ্রেয় ইতি স্থিতং। যদুক্তং মাৎস্যে।

সাত্ত্বিক প্রধান শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদত্ত প্রযুক্ত প্রধানতা। এই বিষয় স্কন্দপুরাণে শ্রীস্কন্ধের প্রতি শ্রীশিব বলিয়াছেন। "শিব শাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবৎ শাস্ত্রযোগি যৎ। পরমো বিষ্ণুরেবৈকঃ তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষ সাধকং। শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায়হীতি॥" অস্যার্থঃ। যাহাতে ভগবৎ শাস্ত্রের উপযোগিতা আছে, শিব শাস্ত্র সকলের মধ্যে সেই সকল শাস্ত্র গ্রহণীয় হইবে, কারণ এক বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার জ্ঞানই মোক্ষের উপযোগী। সমস্ত শাস্ত্রের এইরূপ নির্ণয়, বিষ্ণুজ্ঞান বিরহিত যত শাস্ত্র তৎ সমুদায় মোহন জন্য হয়। ব্রহ্মা প্রধান ও শিব প্রধান শাস্ত্র সকলের তামসত্বের প্রতি ভগবান্ শিব পুনরায় উমাদেবীর প্রতি শ্রীবিষ্ণু যাহা বলিয়াছিলেন পশ্চাৎ তাহাই বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুর উক্তি যথা। "ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা। দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" অস্যার্থঃ। ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন হে শম্ভো! আমি তোমাকে আরাধনা করিয়া এই বর প্রার্থনা করি, তুমি দ্বাপরাদিযুগে কলা দ্বারা মানুষাদি যোনিতে

সাত্ত্বিকেষুচ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষুচ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্যচ। সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে ইতি নচ। নতে গিরিত্রাখিল লোকপাল বিরিঞ্চি বৈকুণ্ঠ সুরেন্দ্রগম্যং। জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্বং ন যদ্‌ব্রহ্ম নিরস্তভেদমিত্যাদি

জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় কল্পিত তন্ত্র দ্বারা জন সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখ, যাহাতে উত্তোরোত্তর এই সৃষ্টি প্রবাহ রূপে চলিতে পারে। তথা বরাহপুরাণে ॥ "এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। অথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মান মপ্রকাশাঞ্চ মাং কুরু" ইতি ॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন যে জনসকলকে মুগ্ধ করিবে আমি সেইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি। হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহ শাস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অযথার্থ অলীক পদার্থ সমুদায় প্রদর্শন করাও। অপর ঐ সকল শাস্ত্রে আপনাকে প্রকাশ এবং আমাকে গোপন কর। অতএব সাত্ত্বিক শাস্ত্র সকল শ্রীবিষ্ণুর মহিমা প্রকাশকত্ব প্রযুক্ত তৎপ্রতিপাদ্যই অর্থাৎ তৎ তৎ শাস্ত্রের মতই মঙ্গল জনক। এই বিষয় মৎস্যপুরাণে ব্যক্ত আছে যথা। "সাত্ত্বিকেষুচ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষুচ মাহাত্ম্য মধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্যচ। সংকীর্ণেষু সরস্বত্যা পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে" ইতি।



শ্রীমদষ্টমস্কন্ধীয় বচনস্তাপাত ব্যাখ্যানতো ভেতব্যং পুরুষধামত্বাৎ তস্য তত্ত্বেন স্তুতত্বাৎ বৈকুণ্ঠে যে সুরেন্দ্রা স্তৈর্গম্যমিতি ব্যাখ্যানাদ্বা শ্রীসদাশিব পরমেষ্ঠি-র্দিতি চেন্ন ক্ষতিঃ কাচিত্রৈগুণ্যান্তঃ পাতিত্বাভাবাত্তস্য শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং মহাভগবদংশত্বেন প্রস্তুতত্বাদত্রাপি সর্ব্বকারণ ভূতাসাবিত্যনেন প্রস্তু য়মানত্বাৎ

অস্যার্থঃ। যদ্রূপ সাত্ত্বিক শাস্ত্র সকলে হরির মহিমা অধিক ও রাজস শাস্ত্র সকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক, তদ্রূপ তামস শাস্ত্র সকলে অগ্নি এবং শিবের মাহাত্ম্য অধিক, আর সংকীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত শাস্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য অধিক বর্ণিত হয়। এ স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের ৭অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে “ ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল বিরিঞ্চি বৈকুণ্ঠ সুরেন্দ্র গম্যং। জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্ত ভেদং।” অস্যার্থঃ। হে গিরিত্র! আপনকার পরম জ্যোতিঃ অখিল লোকপাল ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং সুরেন্দ্রের গম্য নহে। ঐ জ্যোতিতে রজঃ অথবা তমঃ কিম্বা সত্ব কিছুই নাই, তাহা নিরস্ত ভেদ ব্রহ্ম স্বরূপ। এই ব্যাখ্যা দেখিয়া আপাতত ভীত হওয়া উচিত নয়, পুরুষাবতারের মূর্ত্তি প্রযুক্ত সেই অংশে এই স্তব হইয়াছে অথবা বৈকুণ্ঠে যে সকল সুরেন্দ্র আছেন তাঁহাদেরই গম্য, এ রূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। অপর শ্রীসদাশিবে পরমত্ব আছে এ কারণ তাঁহাতে ত্রিগুণের অন্তঃপাতিতাব অভাব, এই বিষয় যদ্রূপ ব্রহ্মসংহিতায় মহাভগবৎ অংশত্বরূপে সদাশিবের বর্ণিন করিয়াছেন, তদ্রূপ এই অষ্টমস্কন্ধেও সর্ব্বকারণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তত্র কারিকা ॥

যোগো নিয়ামক তয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।

অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র ব্রহ্মা ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোত্র স্থূলো বৈরাজ সংজ্ঞকঃ।

অন্যৎ বুভুৎসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ সমালোচনীয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

অত্র পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি পুরুষস্ত গুণ সম্পর্কত্বং বারয়তি। যোগেতি তৈর্গুণৈর্ন যুক্তো ভবেৎ যুজধাতো দৈবাদিকত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্ম সম্বৎসর শতাদেকাহঃ শৈবমুচ্যতে। শৈবসম্বৎসর শতাৎ নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুরিতি শ্রীবারাহীয় বচনানুসারেণ ক্রমশঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়ন্ হ

যদি অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তত্ত্বসন্দর্ভ সমালোচন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥

এই বিষয়ে কারিকা অর্থাৎ বৃত্তি যথা ॥

নিয়মকারিত্ব রূপে গুণের সহিত যে যোগ তাহাকে সম্বন্ধ বলে, অতএব যিনি পরম পুরুষের অংশ তিনি কখন গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না ॥ ৪৪ ॥

বরাহ পুরাণে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্ম সংবৎসরশতাদেকাহ শৈব মুচ্যতে। শৈব সম্বৎসরশতান্নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥" অস্যার্থঃ। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় একশত বৎসরে শিব সম্বন্ধীয় এক দিবস হয়, শৈব একশত বৎসরে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় এক দিন হয়, এই বচনানুসারে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন করত হরি বিরিঞ্চি হর এই সংখ্যাক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কহিলেন উক্ত তিনের মধ্যে

ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥ ৪৫ ॥
বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ স্বর্গাদ্যর্থং চতুর্মুখঃ।
কদাচিৎ ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ং ॥ ৪৬ ॥
তথাচ পাদ্মে ॥
ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যত ইতি ॥ ৪৭ ॥

বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা ক্রমমুল্লঙ্ঘ্যাহ। তত্র ব্রহ্মেতি। তত্র তেষু পদ্মভূর্ব্রহ্মা ইতি তত্র তেন প্রকারেণ দ্বিধাভূৎ ॥ ৪৫ ॥

সর্গাদ্যর্থমিত্যাদিনা বেদপ্রচারণার্থ মিত্যর্থো দ্যোত্যতে যদুক্তং কৌর্ম্মে। বেদ প্রচারণার্থায় ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্মুখ ইতি ব্রহ্মসংহিতায়ামপি তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্বেদী চতুর্মুখ ইতি ॥ ৪৬ ॥

প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

যিনি পদ্মভূ অর্থাৎ পদ্ম হইতে উৎপন্ন, তিনি ভোগ ও সৃষ্টির নিমিত্ত সূক্ষ্ম মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল মূর্ত্তি বৈরাজ নামে দুই প্রকার হইলেন ॥ ৪৫ ॥

অপর উল্লিখিত মূর্ত্তিদ্বয় মধ্যে যিনি বৈরাজ তিনি সর্গাদি অর্থাৎ বেদপ্রচার নিমিত্ত চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইলেন। কখন বা ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন ॥ ৪৬ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

কোন মহাকল্পে উপাসনা দ্বারা জীব ব্রহ্মা হয় এবং কোন মহাকল্পে ভগবান্ মহাবিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭

অত্র কারিকা॥

বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে।
তত্র ভুঙ্‌ক্তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্য সম্পদং॥ ১॥
অতো জীবত্বমৈশ্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ।
ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা॥ ২॥
সমষ্টিত্বেন ভগবৎ সন্নিকৃষ্ট তয়োচ্যতে।
অস্যাবতারতা কৈশ্চিদাবেশত্বেন কৈশ্চন॥ ৩॥

অত্র মহামহাকল্পে তং স্রষ্টারং॥ ১॥

তর্হি কথমবতারত্বেত্যাহ ঈশত্বেপি॥ ২॥

জীবপক্ষেপ্যবতারত্বং স্থাপয়ন্নাহ সমষ্টিত্বেনেতি সমষ্টিত্বেন যা ভগবৎ সন্নিকর্ষতা তয়া॥ ৩॥

এই বিষয়ে কারিকা যথা॥

যে মহাকল্পে বিষ্ণু স্রষ্টৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই মহাকল্পে সেই স্রষ্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৈরাজ মূর্ত্তিতে সুখ সম্পদ্ ভোগ করেন॥ ১॥

অতএব কাল ভেদে ব্রহ্মার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব হইয়া থাকে, যখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব তখনই তাঁহার অবতারত্ব হয়॥ ২॥

উক্ত বৈরাজ পুরুষের জীব পক্ষেও অবতারত্ব স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, বৈরাজ পুরুষের সমষ্টিত্ব রূপে ভগবানের সমীপ বর্ত্তিতা হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে আবেশ বলেন॥ ৩॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং।

ভাস্বান্ যথাশ্ম সকলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।

ব্রহ্মা য এব জগদণ্ড বিধান কর্ত্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪॥

গর্ভোদশায়িনোস্তোঽভূৎ জন্ম নাভিসরোরুহাৎ।

ভাস্বানিত্যত্র শ্রীমজ্জীবগোস্বামি নির্ম্মিতা দিক্ প্রদর্শিনী টীকা ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু নিত্য স্ব[illegible]ত্বেন ব্যাখ্যাতেষু অশ্ম সকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়ন্তি অপি শব্দাত্তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব করোতি যথা। তথাত্র জীব বিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যত্র। যদ্বা মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধান কর্ত্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী যদ্যপি ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদশায়িন এবাবতারা স্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রয়তয়া তেঽপি সর্ব্বাশ্রয় গণিতা এবমুত্তরত্রাপি ইত্যেষা॥ ৪॥

নাভিসরোরুহাৎ বিষ্ণ্বধিষ্ঠিতাৎ তদুক্তং তল্লোকপদ্মং স উএব বিষ্ণুঃ প্রাবী

এই বিষয় ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যথা॥

সূর্য্য যেমন স্বনাম খ্যাত সূর্য্যকান্ত মণি সকলে স্বীয় তেজ প্রকটন পূর্ব্বক তদুপাধিক অংশ দ্বারা স্বয়ং দাহাদি কার্য্য করেন, তাহার ন্যায় যে ভগবান্ জীব বিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকাশ পুরঃসর তদুপাধিক অংশ দ্বারা নিজেই ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি জীবজকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই গোবিন্দ আদি পুরুষকে ভজনা করি॥

গর্ভোদশায়ি ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে এই ব্রহ্মার জন্ম

কদাচিৎ শ্রূয়তে নীরাৎ তেজো বাতাদিকাদপি ॥ ৫ ॥

শ্রীরুদ্রঃ ॥

রুদ্র একাদশ ব্যূহস্তথাষ্ট তনুরপ্যসৌ ।

বিশৎ সর্ব্ব গুণাবভাসমিতি। নীরাৎ গর্ভোদশায্যাশ্রয়াদিত্যর্থঃ। অপিনা গর্ভোদশায়িনো দক্ষিণাঙ্গাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং। বামাঙ্গাদ সৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিং। জ্যোতি র্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবা সৃজদিতি এতেষাং স্থানানি জলাবরণ এব প্রত্যেতব্যানি ॥ ৫ ॥

একাদশ ব্যূহা মন্বাদয়ো মূর্ত্তয়ো যস্য যদুক্তং তৃতীয়ে। মন্যুর্মনুর্ম হিনসো মহান্ শিব ঋতধ্বজঃ। উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রত ইতি। অষ্টৌ রুদ্রাদয়স্তনবো যস্য যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশীয় সপ্তমাধ্যায়ে। প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ। রুদন্ বৈ সুস্বরং সোহথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম। কিং রোদিসীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ বৈ। নাম দেহীতি তং সোথ প্রত্যুবাচ জগৎপতিং। রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসী মারোদী ধৈর্য্যমাবহ। এবমুক্তঃ পুনঃ সোথ সপ্ত কৃত্বা রুরোদ বৈ। ততোঽন্যানি দদৌ তস্মিন্ সপ্ত নামানি স প্রভুঃ। স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ

হয় এবং কখন জল, তেজ ও বায়ু হইতেও জন্ম শুনাযায় ॥ ৫

শ্রীরুদ্র ॥

রুদ্র একাদশ ব্যূহ অর্থাৎ মূর্ত্তি, তথা অষ্ট তনু হইলেও প্রায় পঞ্চ বদন, ত্রিনেত্র ও দশবাহু রূপে বর্ণিত হয়েন ॥

তাৎপর্য্য। রুদ্রের একাদশ মূর্ত্তি যথা তৃতীয় স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

অস্যার্থঃ। মনু, মন্যু, মহিনস, মহান্ শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত ॥

প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহু রুদীর্য্যতে ॥ ৬ ॥
ক্বচিজ্জীব বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।

প্রভুঃ। ভবং সর্ব্বমথেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ। শ্রীমদুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ। চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ। সূর্য্যো জলং মহীবহ্নির্বায়ুরাকাশমেবচ। দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতা স্তনবঃ ক্রমাৎ ইতি। ভবিষ্যেচ। মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদি ক্রমযোগতঃ। আগ্নেয্যান্তাঃ প্রপূজ্যাস্তা বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেদিতি। প্রায় ইতি জলাবরণস্থ শিবস্যৈক মুখদর্শনাদ্যদুক্তং আদিত্যপুরাণে। সৌম্যং মৌলীন্দুভূত্র্যক্ষমেক বক্ত্রং চতুর্ভুজং। শূলপঙ্কজ হস্তঞ্চ বরদাভয়পাণিকং। আয়তাক্ষং দুরারাধ্যং সর্ব্বাভরণ ভূষিতমিতি ॥ ৬ ॥

বিবৃণোতি ক্বচিদিতি ক্বচি স্কন্দাদৌ যদুক্তং শ্রীচতুর্থস্কন্ধীয় সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুং প্রতি শ্রীদক্ষেণ। শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিল বুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্যমায়াং। তিষ্ঠং স্তথৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্ম তন্ত্র ইতি বিবৃতঞ্চৈতৎ স্বয়ং স্বামিচরণৈঃ। নন্থ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব রুদ্র স্তস্য ব্রহ্মপুত্রত্বেন জীবত্বমনুকরণমাত্রং। হন্ত কিমিতি ত্বয়া ভেদদৃষ্ট্যা সোঽবজ্ঞাত ইতি ভগবান্মামাক্ষেপ্স্যতীত্যাশঙ্ক্যাঽপ্রচ্যুত স্বরূপস্য জীবধর্ম্মমাত্রং তবৈব সংগচ্ছতে নান্যস্যেত্যাহ শুদ্ধমিতি। স্বধাম্নি স্ব স্বরূপে তিষ্ঠন্ ভগবান্ শুদ্ধং চিন্মাত্রং চৈতন্য ঘনং শুদ্ধত্বে হেতু উপরতা নিত্য নিবৃত্তা অখিলা বুদ্ধ্যবস্থা যস্মাৎ অতএবৈকং ভেদ শূন্যং অতএবাভয়ং দ্বিতীয়াদ্ধি ভয়ং

অষ্টতনু যথা বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশীয় ১৭ অধ্যায়ে ॥

সূর্য্য, জল, পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র ॥ ৬ ॥

কোন২ স্থানে বিধাতার ন্যায় শিবকেও যে জীব বিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বরের অংশত্বরূপে কীর্ত্তন

তত্তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥ ৭ ॥
হরঃ পুরুষ ধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥
যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

ভবতীতি শ্রুতেঃ জীবস্যাপি বস্তুত এবম্ভূতত্বাৎ তৎ বৈলক্ষণ্যার্থমুক্তং। মায়াং প্রতিবিধ্য অভিভূয় স্বতন্ত্র এব সন্ তয়া মায়য়া পুরুষত্বং মনুষ্যভাবমুপেত্য তস্যাং মায়ায়াং তিষ্ঠন্নপরিশুদ্ধ ইব রাগাদিমানিবাস্তে শ্রীরাম কৃষ্ণাবতারেষু তথা প্রতীয়তে ভবানিত্যর্থঃ। অন্যেত্ববিদ্যোপাধয়ো মায়াভিভূতাঃ সংসরন্তি অত ত্বমেবেশ্বরো ন রুদ্রাদয় ইতি ভাবঃ অতএব মাং ভেদদৃষ্টিমাবারয়িষ্যতি অহং ব্রহ্মাচ রুদ্রশ্চ জগতঃ কারণং পরমিত্যাদিনেতি। নচ দক্ষস্য মাৎসর্য্যা-তথা তথোক্তি স্তং প্রতি তৎপ্রকরণে দৃশ্যতেহতো ন সাংপ্রসাদিকেতি বাচ্যং শিব প্রসাদানন্তরং শ্রীভগবদাগমন এব তথোক্তে স্তথা স্বপিতরমপি ব্রহ্মাণং প্রতি জীবত্বেন কথিতত্বাচ্চ তর্হি কথমস্যাবতারত্বেত্যাহ তদংশত্বেতি শেষে যথা শ্রীপরমেশ্বরস্যাবেশ স্তথাস্মিন্নিতি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতাবতারত্বং স্থাপয়ন্নাহ হর ইতি নির্গুণ স্তমোগুণাক্রান্তঃ প্রায় ইতি পুরুষেচ্ছয়া কচিদাক্রান্ত স্তমসেতি দ্যোতয়তি। ইহ গুণাবতারেষু ॥ ৮ ॥

প্রযুক্ত শেষ দেবের ন্যায় জানিতে হইবে অর্থাৎ শেষদেবে যেমন পরমেশ্বরের আবেশ তদ্রূপ ॥ ৭ ॥

হর পুরুষের অঙ্গ প্রযুক্ত প্রায় নির্গুণ কিন্তু পুরুষের ইচ্ছায় কখন কখন সংহারাদি কার্য্যে তমোগুণের যোগহেতু বিকারির ন্যায় লোক সকলের দৃষ্ট হয়েন ॥ ৮ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায় ॥

ক্ষীরং যথা দধিবিকার বিশেষ যোগাৎ
সংজায়তে নহি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ

অত্র কারণস্যাপি নির্ব্বিকারত্বমিতি দর্শয়ন্নাহ ক্ষীরমিতি বিবৃতমেতদ্দিক্ প্রাদর্শিষ্যাং অথ ক্রম প্রাপ্তং শ্রীমহেশং নিরূপয়তি কার্য্যকারণ ভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোয়ং দার্ষ্টান্তিকস্ত কারণস্য নির্ব্বিকারত্বাৎ চিন্তামণ্যাদি বদবর্ণয়ৎ তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্য গর্ভোহগ্নির্ব্বরুণ রুদ্রেন্দ্রা ইতি তথা সব্রহ্মণা সৃজতি সরুদ্রেণ বিনাশয়তি সোঽনুৎপত্তিরালয় এব হরিঃ পরমানন্দ ইতি। শম্ভো রপিকার্য্যত্বং গুণ সম্বরণাৎ। যথোক্তং শ্রীদশমে। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ সম্বৃত ইতি। ইতি তদেবোক্তং বিশেষ যোগাদিতি কুত্রচিদভেদোক্তি র্যা দৃশ্যতে তামপি সমাদধাতি ততো হেতোঃ পৃথক্ত্বং নাস্তীতি। যথোক্তমৃগ্বেদ শিরসি অথ নিত্যো নারায়ণো ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিকচ্ নারায়ণোঽধশ্চ নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণোঽন্ত র্বহিশ্চ নারায়ণো নারায়ণ এবেদং সর্ব্বমিত্যাদি। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণোক্তং। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি

যেমন দধি বিকার বিশেষ যোগে এক দুগ্ধ পৃথক্ পৃথক্ নানা রূপে প্রতিভাসিত হয়, বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে সে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য বস্তু নহে অর্থাৎ এক দুগ্ধ হইতেই দধি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই রূপ এক পরমাত্মা হরি মায়াযোগ বিশেষ হেতু শম্ভুতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য রূপে সম্পন্ন হইয়াছেন, বস্তু বিচারে হরি ভিন্ন শম্ভু অন্য পদার্থ নহেন। অতএব যে ভগবান্ হইতে সমস্ত শক্তি ও শক্তিমান্ পুরুষ

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯ ॥
বিধে র্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥ ১০ ॥
সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তি স্তমোগন্ধ বিবর্জিতা।
সর্ব্বকারণ ভূতাসাবঙ্গ রূপা স্বয়ং প্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা ॥ ১১ ॥

তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষ রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তি ধৃগিতি শ্রীজীবগোস্বামি চরণৈঃ ॥ ৯ ॥

বিবৃণোতি বিধেরিতি কদাচিৎ কার্য্যান্তরায় সচ জলাবরণ স্থানকো মন্তব্যঃ ॥ ১০

নির্গুণত্বমেব তস্য বিবৃণোতি সদেতি তেষাং শিবানাং নিয়ন্ত্রী মূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং শিবানাং কারণভূতা। স্বয়ং প্রভোঃ স্বয়ং রূপস্যাঙ্গমংশ স্তদ্রূপ ঈশান দিক্ পালত্বেনাস্তে ইত্যর্থঃ। যদুক্তং সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবৃতির্মতা ইতি ॥ ১১ ॥

সকলের উদ্ভব হইতেছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

বিধাতার ললাট হইতে কখন বা কমলাকান্ত হইতে রুদ্রের জন্ম হয় এবং কল্পের অন্তে সঙ্কর্ষণ হইতে কালাগ্নি রুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সদাশিব নাম্নী মূর্ত্তিতে তমোগুণের গন্ধমাত্র নাই, ইহা সমুদায় শিব মূর্ত্তির কারণ এবং স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিশেষ। বায়ু প্রভৃতি পুরাণ সকলে শিবলোকে উল্লিখিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যথা তন্ত্রাদিশিব কথনে ॥

নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তৎ বশম্বদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভু র্জ্যোতিরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সা পরা শক্তিরিত্যাদি ॥ ১২ ॥

নিয়তিঃ বিবৃতং তস্যাং তৈঃ। নম্নু কুত্রাপি শিব শক্ত্যাঃ কাপি কারণতা শ্রূয়তে তত্র বিবাড়্ বর্ণনবৎ কল্পনয়া তে তদঙ্গ বিশেষত্বেনাহ তল্লিঙ্গমিতি। যস্যাযুতাযুতাংশেচ বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ প্রপঞ্চাত্মন স্তস্য মহাভগবদংশস্য স্বাংশ জ্যোতিরাচ্ছন্নত্বাদপ্রকট রূপস্য পুরুষস্য লিঙ্গং লিঙ্গস্থানীয়ো যঃ প্রপঞ্চোৎপাদকোহংশঃ স এব শম্ভুরুচ্যতে ইত্যর্থঃ বক্ষ্যতেচ ক্ষীরং যথা দধি বিকারেতি তথা তস্য বীর্য্যাধান স্থান রূপায়াঃ মায়ায়া অপ্যপ্রকট রূপায়া যা যোনি র্যোনিস্থানীয়োহংশঃ প্রধানাখ্যা শক্তিরিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিব কথনে উক্ত রূপ যথা ।।

যাঁহাকে কালশক্তি নিয়তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই নিয়তিই কাল রূপ ভগবদ্বিষ্ণুশক্তি রমাদেবী, যিনি নিয়তই তাঁহার বশ বর্ত্তিনী। তাঁহাদিগের উভয়ে কখন বিচ্ছেদ নাই। নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপী হয়েন এবং যিনি রমাশক্তি তিনিই যোনিরূপা পরমা প্রকৃতি,এই উভয় সংযোগাত্মক বীজকে কামবীজ বলে, সেই কামবীজই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম আকর্ষক মহামন্ত্র হয় ॥ ১২ ॥

যথা তৃতীয়ে ॥

তল্লোকপদ্মং স উএব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাষং।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ংভুবং যং স্ম বদন্তি সোহভূৎ ॥ ১৩ ॥
যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোহসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ

তদিতি বিবৃতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। তল্লোকাত্মকং পদ্মং সর্ব্বান্ গুণান্ জীবভোগ্যানর্থানবভাসতে তথা তৎ। তস্মাজ্জাতঃ স এব বিষ্ণুঃ উ ইতি সম্বোধনে। প্রাবীবিশৎ প্রকর্ষেণ অলুপ্ত শক্তিরপি অন্তর্যামিতয়া বিবেশ তস্মিন্ বিষ্ণুনা অধিষ্ঠিতে পদ্মে বিধাতা ব্রহ্মাভূৎ পাদ্মে কল্পে পদ্মদ্বারেণাভি ব্যক্তিং প্রাপ্ত ইতি ॥ ১৩ ॥

বিবৃণোতি সার্দ্ধেন যো বিষ্ণুরিতি তস্য গর্ভোদশায়িনো দ্বিতীয় পুরুষস্য

যথা তৃতীয়স্কন্ধে ৮অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ॥

সেই পদ্মই লোক স্বরূপ এবং জীবের ভোগ্য সর্ব্ব গুণ প্রকাশক, তাহা যে বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত হইল সেই বিষ্ণু অলুপ্ত শক্তি হইয়া অন্তর্যামিত্ব রূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হইলে তাহা হইতে বেদময় সেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, জনক দৃষ্ট না হওয়াতে যাঁহাকে পণ্ডিতেরা স্বয়ম্ভু বলিয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের শেষে ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত নিদ্রায় একীভূত হইয়াছিলেন, এই কারণে স্বয়ম্ভু বলিয়া উক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া পাঠ করেন, ইনি ক্ষীরোদ

গর্ভোদশায়িন স্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ।
নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামীচাপ্যং নিগদ্যতে ॥ ১৪ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাত্‌যুক্তা যাঃ পূর্য্যোহণ্ডাণ্ড মধ্যতঃ।
সন্তি বিষ্ণুপ্রকাশানাং তাঃ কথ্যন্তে সমাসতঃ ॥ ১৫ ॥
যথা ॥
রুদ্রো পরিষ্টাদপরঃ পঞ্চাযুত প্রমাণতঃ।
অগম্যঃ সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুলোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

বিলাসত্বাৎ যঃ ক্ষীরাম্বুধিশয় স্তৃতীয়ঃ পুরুষো মতঃ। সএব বিষ্ণুরত্র গুণাবতার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুপ্রকাশানাং বিষ্ণুত্বেন প্রকাশন্তে যে তেষাং যদ্বা প্রকাশ শব্দো বিলাসপরঃ যদ্বা পারিভাষিকঃ অচিন্ত্যানন্ত শক্তি র্নানা সম্ভবপরঃ ॥ ১৫ ॥

তা আহ অষ্টভিঃ পঞ্চাযুত প্রমাণতঃ পঞ্চাশল্লক্ষ যোজন প্রমাণতঃ। কাঞ্চনো ব্রহ্মাণ্ডং। অথবা কাঞ্চনো দীপ্তি সংযুতঃ ইতি পাঠঃ। ধর্ম্মান্তেঃ

শায়ী তৃতীয় পুরুষ, গর্ভোদকশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের বিলাস মূর্ত্তি, ইহাঁকে নারায়ণ ও বিরাড়ন্তর্যামী অর্থাৎ ব্যষ্টির অন্তর্যামী বলাযায়॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রহ্মাণ্ড গত বিষ্ণুত্ব রূপে প্রকাশ মান যে সকল পুরী আছে সংক্ষেপে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি ॥১৫

যথা ॥

রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চঅযুত অর্থাৎ পঞ্চাশত লক্ষ যোজন অপর একটী পুরী আছে, তাহা সমুদায় লোকের অগম্য ও বিষ্ণুলোক বলিয়া বিখ্যাত, তাহার উপরি ভাগে

তস্যোপরিষ্টাৎ ব্রহ্মাণ্ডঃ কাঞ্চনো দীপ্তিসংযুতঃ ।
মেরোস্তু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যেতু লবণোদধেঃ ।
বিষ্ণুলোকো মহান্‌ প্রোক্তঃ সলিলান্তর সংস্থিতঃ ।
তত্র স্বপতি ঘর্ম্মান্তে দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ।
লক্ষ্মী সহায়ঃ সততং শেষপর্য্যঙ্কগাস্থিতঃ ।
মেরোশ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীবার্ণবস্য তুঃ ।
ক্ষীরাম্বু মধ্যগা শুভ্রা দেবস্যান্যা তথা পুরী ।
লক্ষ্মীসহায় স্তত্রাস্তে শেষাসনগতঃ প্রভুঃ ।
তত্রাপি চতুরো মাসান্‌ সুপ্ত স্তিষ্ঠতি বার্ষিকান্‌ ।
তস্মিন্নবাচী দিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্যতু ।
যোজনানাং সহস্রাণি মণ্ডলঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।

আষাঢ়ীয়ৈকাদশ্যাং । অবাচীদিগ্‌ভাগে দক্ষিণা দিগ্‌ভাগে । যোজনানাং

তেজোময় কাঞ্চন ভূমি, ঐ ভূমি সুমেরুর পূর্ব্বদিকে এবং লবণ সমুদ্রের মধ্যে । ইহাকে মহাবিষ্ণুলোক বলে, ঐ পুরী জলের মধ্যে অবস্থিত, ঘর্ম্মান্তে অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে দেবদেব জনার্দ্দন লক্ষ্মীর সহিত নিরন্তর অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন ॥

অপর সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে ক্ষীরবারির অন্তর্গত দেবোত্তমের অন্য এক শুক্লবর্ণ পুরী আছে । তথায় ঐ দেব লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া চারি মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন ॥

তাহারই দক্ষিণ ভাগে ক্ষীর সাগরের মধ্যে মণ্ডলাকৃতি

শ্বেত দ্বীপতয়াখ্যাতো দ্বীপঃ পরম শোভনঃ।
নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র শীতাংশু সম দর্শনঃ।
তেজসা দুর্নিরীক্ষাশ্চ দেবানামপি যাদব ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেচ ॥
শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাব্ধিবেষ্টিতঃ।
লক্ষযোজন বিস্তারঃ সুরম্যঃ সর্ব্বকাঞ্চনঃ।
কুন্দেন্দু কুমুদ প্রখ্যৈর্লোল কল্লোল রাশিভিঃ।
ধৌতামল শিলোপেতঃ সমন্তাৎ ক্ষীরবারিধেঃ ইতি ॥ ১৭
কিন্তু বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মেচ কীর্ত্তিতঃ।

পঞ্চবিংশতিঃ সহস্রাণি মণ্ডলে ইত্যন্বয়ঃ। যাদবত্বে বজ্রঃ ॥ ১৬ ॥
আধেয় ভেদাত্তদ্ভেদান্তরং লক্ষয়ন্নাহ ব্রহ্মাণ্ডেচেতি। ক্ষীরবারিধে র্লোল-কল্লোল রাশিভিশ্চঞ্চলোর্ম্মি সমূহৈ র্ধৌতায়া অমলশিলাস্তাভিরুপেতঃ ॥ ১৭ ॥
কিন্তু ইতি শ্বেতদ্বীপঃ কীর্ত্তিতো ভবেদিতি ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন পরম সুশোভন শ্বেতদ্বীপ নামে এক দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপে নরসকল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও চন্দ্রতুল্য শুভ দর্শন। হে বজ্র! ঐ লোক তেজো দ্বারা দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

ক্ষীরসাগর বেষ্টিত লক্ষ যোজন বিস্তার শ্বেত নামে এক মহাদ্বীপ আছে, তাহা সুরম্য, সমুদায় কাঞ্চনময় এবং কুন্দ, ইন্দু ও কুমুদ তুল্য শুভ্রবর্ণ, ক্ষীরসাগরের তরঙ্গ দ্বারা তাহার অমল শিলা সকল সর্ব্বতো ভাবে ধৌত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণাদিতে ও মোক্ষধর্ম্মে ক্ষীরসাগরের উত্তর

ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তীরে শ্বেতদ্বীপো ভবেদিতি। ১৮॥
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপং স্যাৎ পাদ্ম সম্মতং॥ ১৯॥
বিষ্ণুঃ সত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্বতনুঃ স্মৃতঃ।
অবতার গণাশ্চাস্য ভবেৎ সত্বতনু স্তথা॥ ২০॥
বহিরঙ্গমধিষ্ঠান মিতি বা তস্য তত্তনুঃ।

তৎপাদ্ম সম্মতঃ স্যাৎ। দ্বীপোঽস্ত্রিয়ামন্তরীপমিত্যমরাৎ ক্লীবতাপি॥ ১৯

গুণাবতার ত্রয়ং নিরূপ্য তেষু তত্র শ্রেয়স্করং বিষ্ণুং দর্শয়ন্নাহ বিষ্ণুরিতি। তনোতি প্রকাশয়তি নতু তদাসক্ত শরীর ইত্যর্থঃ। তনুরিতি উঙ্‌তনাদে-রিতি কর্ত্তুর্য্যঙ্‌। অস্যেতি পুরুষত্বেন দ্বিতীয় পুরুষেণাভেদা॥ ২০॥

বহিরঙ্গমিতি অঙ্গস্য বহির্ব্বহিরঙ্গং যদধিষ্ঠানমঙ্গস্য বহিরিত্যর্থঃ। তস্মা-ত্তস্য স্থিতি তত্র সংযোগ সম্বন্ধেন নিযম্য নিয়ামকতা সম্বন্ধেন বা নতু সম-

তীরে শ্বেতদ্বীপ কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১৮॥

আর পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে শুদ্ধোদের অর্থাৎ ক্ষীর-সাগরের উত্তর তীরে শ্বেত নামে এক দ্বীপ আছে॥ ১৯॥

গুণাবতার ত্রয় নিরূপণানন্তর তন্মধ্যে কল্যাণ প্রদ শ্রীবিষ্ণুকে দেখাইয়া কহিতেছেন॥

বিষ্ণু সত্বগুণকে প্রকাশ করেন এজন্য শাস্ত্রে ঐ বিষ্ণুকে সত্বতনু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রকৃতভাবে সত্বে আশক্ত শরীর নহেন, এই বিষ্ণুর যে সকল অবতার তৎসমুদাই সত্বতনু॥ ২০॥

অথবা ঐ সত্বগুণ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের বাহির অধিষ্ঠান মাত্র। অতএব বিষ্ণু সর্ব্বশাস্ত্রে নির্গুণ বলিয়া

অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ২১ ॥
তথাহি শ্রীদশমে ॥
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেদিতি ॥ ২২ ॥
তেন সত্ত্বতনো রস্মাৎ শ্রেয়াংসি স্যুরুদীরিতং।
ইত্যতো বিহিতা শাস্ত্রে তদ্ভক্তেরেব নিত্যতা ॥ ২৩ ॥
তথাহি পাদ্মে ॥

ব্যাখ্যা ॥ ২১ ॥

নির্গুণঃ প্রাকৃত গুণ রহিতঃ। যদ্বা পদ্মপত্র জলবৎ গুণেনানাক্রান্তঃ। উপদ্রষ্টা সাক্ষী যতঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বং পশ্যতি অতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

অস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোঃ ॥ ২৩ ॥

প্রসিদ্ধ ॥ ২১ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

শ্রীদশমে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্ব সাক্ষী; তাঁহাকে ভজন করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ২২ ॥

এই কারণে সত্ত্ব তনু বিষ্ণু হইতেই কল্যাণ সকল হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তিকেই নিত্যতা রূপে বিধান করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ২৪ ॥

অতএব তত্রৈব।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তেতে পুরাণাগমা
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

জাতুচিৎ কদাচিৎ। এতয়োঃ স্মরণ বিস্মরণযো স্তথাচ যৈ র্হরিস্মৃত স্তৈঃ সর্ব্বো বিধিঃ কৃতঃ যৈ র্বিস্মৃতঃ তৈ সর্ব্বো নিষেধঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যামোহায়েতি কল্পাবধি ইতি তস্যা স্তস্যা দেবতায়াঃ কল্পপর্য্যন্তং স্থিতত্বাৎ। জগতো জগদ্বর্ত্তিনশ্চরাচরস্য মনুষ্যস্য মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রাণাং। জল্পন্তু সর্ব্ব পুরাণাগম মহাবাক্যস্য সম্যগ্বিচারাযোগ্য পুরুষান্ প্রতি খণ্ডশোবদন্ত্বিত্যর্থঃ। চরাচরস্যেতি চর চল পত বদেত্যাদিনা অৎ প্রত্যয়ঃ চরাচরা দেশশ্চ। বিবেচকত্তা সত্ত্বং নীতেষু প্রাপ্তেষু সমস্তানা মাগমানাং শাস্ত্রাণাং

বিষ্ণু সর্ব্বদা স্মরণীয়, কখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, যত বিধি ও নিষেধ আছে তৎ সমুদায় স্মরণ ও বিস্মরণের কিঙ্কর অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সমস্ত বিধির কার্য্য করিয়াছেন, আর যাঁহারা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন তাঁহারা সমস্ত নিষেধের কার্য্য করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

একারণেই ঐ পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন ॥

যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন নাই, সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্র সকল চরাচর জগতের মোহের নিমিত্ত হয় এবং তাহারা কল্প পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে করুক। কিন্তু সমুদায় আগমের রূঢ়ি প্রভৃতি

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
ব্যাপারেষু বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ২৫
শ্রীপ্রথমস্কন্ধে ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ২৬ ॥

যোগার্থ রূঢ়্যাদি বৃত্তিষু যঃ সিদ্ধান্ত স্তস্মিন্ এক এব ভগবান্ বিষ্ণু র্নিশ্চীয়তে নান্যে যদুক্তং শ্রুতিভি র্বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে র্মৃদি বাহবিকৃতাৎ। অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনো বচনাচরিতং কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্ত পদানি নৃণাং ইতি ॥ ২৫ ॥

ঘোর রূপান্ রজস্তমঃ স্বভাবান্ ভূতপতীন্ শ্রীব্রহ্ম রুদ্রান্। শান্তাং সাত্বিকীং মৎস্যকূর্ম্মাদ্যাখ্যাং। তথাপি তেষু অসূয়া ন কার্য্যেত্যুপদিশতি অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ যদুক্তং পাদ্মে। হরিরেব সদা রাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচনেতি। কাশী খণ্ডেচ। পরাৎ পরতরং যান্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ। তেতু তত্র ন গচ্ছন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরমিতি ॥ ২৬ ॥

বৃত্তি সকলে বিচার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সেই রূঢ়্যাদি বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইল, তাহাতে এক ভগবান্ বিষ্ণুই অরাধ্য রূপে নিশ্চিত হইলেন ॥ ২৫ ॥

প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোররূপ অর্থাৎ রজস্তমঃ স্বভাব শ্রীব্রহ্ম রুদ্রাদি ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অসূয়া শূন্য মনে শান্ত নারায়ণ মূর্ত্তি সকলের উপাসনা করেন ॥ ২৬ ॥

অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা শব্দেন কীর্ত্তিতাঃ।
অতো বিধি হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাং।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥ ২৭ ॥
তত্রৈব ॥
অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগৎ বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
শেষং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্যাচষ্টে সার্দ্ধেন অত্রৈবেতি স্পষ্ট ॥ ২৭ ॥

অথাপীতি ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। অথেত্যর্থান্তরে যস্য পাদ নখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি বিরিঞ্চোপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং ঈশ সহিতং জগৎপুনাতি বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিতি চ ত্রয়োরপ্যুপাসকত্ব মুক্তং তস্মাদ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদস্যার্থঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স এবেত্যর্থঃ ॥ ২৮

উক্ত প্রথমস্কন্ধীয় পদ্যে হরির স্বীয় অংশ সকলকে কলা শব্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব শ্রীবিষ্ণুর অংশ সকল হইতে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি নিখিল দেবগণের ন্যূনতা প্রকাশ হইল ॥২৭

ঐ প্রথমস্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

যাঁহার পাদনখ হইতে নিঃসৃত জলকে অর্ঘ্যোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার দিয়াছিলেন, সেই জল ঈশ সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, অতএব মুকুন্দ ব্যতিরেকে ভগবান্ এই পদের বাচ্য আর কি কেহ হইতে পারে অর্থাৎ তিনিই সকলের ঈশ্বর ॥ ২৮ ॥

যথা মহাবারাহে ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যা স্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমেতি ॥ ২৯ ॥
অত্র প্রকৃতি শব্দেন চিৎ শক্তিরভিধীয়তে।
অভিন্ন ভিন্ন রূপত্বাদদ্বৈবোক্তা সমাঽসমা ॥ ৩০ ॥
॥ * ॥ ইতি পুরুষাবতারাণাং গুণাবতারাণাঞ্চ নিরূপণং ॥ * ॥
অথ লীতাবতারাশ্চ বিলিখ্যন্তে যথামতি।

অভেদতঃ সজাতীয় গুণাবলম্বনাৎ ॥ ২৯ ॥

ব্যাচষ্টে অত্রেতি অভিন্নাহ্লাদিন্যাদ্যা ভিন্না সন্ধিন্যাদ্যা যত্নক্তমাদিবারাহে। হ্লাদিন্যাদ্যা মহাশক্তি স্তদাত্মা তৎ স্বরূপিণী। সন্ধিন্যাদ্যা মহাশক্তির্ভিন্না তৎ সহকারিণী ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি পুরুষাবতারাণাং গুণাবতারাণাঞ্চ নিরূপণং ॥ * ॥

অথ গুণাবতারানন্তরং ॥ ১ ॥

যথা মহাবরাহপুরাণে ॥

বিষ্ণুর সহিত অভেদ অর্থাৎ স্বজাতীয় গুণাবলম্বন প্রযুক্ত মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি সম, ব্রহ্মাদি অসম এবং প্রকৃতি সম ও অসম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

এস্থলে প্রকৃতি শব্দে চিৎশক্তি বলাযায়, অভিন্ন ও ভিন্ন রূপ প্রযুক্ত অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি প্রভৃতি অভিন্না এবং সন্ধিনী প্রভৃতি ভিন্না হেতু ইহাঁর সম অসম এই দুই ভেদ হয় ॥ ৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি পুরুষাবতার ও গুণাবতার নিরূপণ ॥ * ॥

অথ লীলাবতার ॥

অনন্তর যথামতি লীলাবতার সকল লিখিতেছি, কিন্তু এই

শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুসারেণ প্রায়শস্ত্বমী ॥ ১ ॥

তত্র চতুঃসনঃ ॥

শ্রীপ্রথমে ॥

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ ।

চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতমিতি ॥ ২ ॥

চতুর্ভিরবতারোঽয়মেক এব সতাং মতঃ ।

অত্র টীকা সনৎকুমারাদ্যবতারং তচ্চরিতং চ আহ কৌমার আর্ষঃ প্রাজাপত্যো মানব ইত্যাদীনি সর্গ বিশেষ নামানি যঃ পৌরুষং রূপং জগৃহে সএব দেবঃ কৌমারাখ্যং সর্গমাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণো ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যং চচার। প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দা নির্দ্দেশমাত্র বিবক্ষয়েত্যেষা অভেদত্বাভিব্যঞ্জকা কিন্তু-য়মর্থঃ অত্র পৌরুষং রূপং যো জগৃহে পৌরুষ রূপধারীত্যর্থঃ। দ্বিতীয় পুরুষ স্তৈবং সর্ব্বাবতার মূলকত্বাৎ যদুক্তমেতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয় মিতি ॥ ২ ॥

বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরিতি। কমল যোনিতো ব্রহ্মণঃ তদ্দ্বারেণাত্ম-

---

সমুদায় প্রায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসারেই বর্ণিত হইবে ॥ ১ ॥

তন্মধ্যে চতুঃসন যথা ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ॥

যে ভগবান্ ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনিই প্রথমতঃ কৌমার নামে সৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ডিত দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

সৎ সকলের মতে এই অবতার চারি মূর্ত্তিতে এক, চারি-টীতেই সন শব্দ প্রয়োগ হেতু চতুঃসন বলিয়া উক্ত হয়েন।

সন শব্দাৎ চতুর্ষে'ব চতুঃসন ইতি স্মৃতঃ।
শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ।
পঞ্চষাব্দিক বালাভো গৌরঃ কমলযোনিতঃ॥ ৩॥
শ্রীনারদঃ॥
তত্রৈব॥
তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥ ৪॥

বতারতা॥ ৩॥

তৃতীয়মিত্যস্য টীকা নারদাবতারমাহ। তৃতীয়মিতি ঋষিসর্গ মুপেত্য তত্রচ দেবর্ষিত্বমুপেত্য ইত্যর্থঃ। সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং আচষ্ট উক্তবান্ যতস্তন্ত্রাৎ নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্ম্মাণি তেষাং ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণামেব মোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্ট ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

এই চতুঃসন শুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, ইহাঁদের আকৃতি পঞ্চ ষষ্ঠ বৎসর বয়সান্বিত বালকের ন্যায়, ইহাঁরা গৌরবর্ণ ও ব্রহ্মা হইতে ইহাঁদের উদ্ভব হয়॥ ৩॥

শ্রীনারদ॥

প্রথমস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে॥

তৃতীয় নারদাবতারে দেবর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব তন্ত্র অর্থাৎ নারদপঞ্চরাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তন্ত্র হইতে কর্ম্ম সকলেরও নৈষ্কর্ম্ম্য হয়, অর্থাৎ তাহা বন্ধের কারণ না হইয়া মুক্তি প্রযোজক হয়॥ ৪॥

প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ স্বভক্তেরেব সর্ব্বতঃ ।
হরির্দেবর্ষি রূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভূৎ ॥
আবির্ভূয়াদিমে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ ।
নারদশ্চানুবর্ত্তেত কল্পেষু সকলেষ্বপি ॥ ৫ ॥
শ্রীবরাহঃ ॥
তত্রৈব ॥
দ্বিতীয়স্তু ভবায়স্য রসাতল গতাং মহীং ।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৬ ॥

বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং প্রবর্ত্তনায়েতি হরি দ্বিতীয় পুরুষো বিধেরিতি স্বভক্ত ব্রহ্মদ্বারেণেত্যর্থঃ আদিমে আদি ভবে ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়স্তু ইত্যত্র টীকা অস্য বিশ্বস্য ভবায় উদ্ভবায় । মহীমুদ্ধরিষ্যন্নিতি কর্ম্মোক্তিঃ । এবং সর্ব্বত্রাবতার স্তুং কর্ম্মচোক্তমিত্যনুসন্ধেয়মিত্যেষা । উপাদত্ত স্বীকৃতবান্ ॥ ৬ ॥

হরি এই লোকে সর্ব্বত্র স্বীয় ভক্তি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত চন্দ্রবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিধাতা হইতে আবির্ভূত হয়েন। ব্রাহ্ম কল্পে এই চতুঃসন এবং নারদ অবতীর্ণ হইয়া প্রতি কল্পে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শ্রীবরাহ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব নিমিত্ত দ্বিতীয় শূকরাকার শরীর ধারণ করিয়া রসাতল গতা ধরার উদ্ধার করেন ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়েচ ॥
যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকল যজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্ম্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদারেতি ॥ ৭ ॥
দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে।

যত্রেতি টীকা যত্র যদা ক্ষিতিতলোদ্ধরণার্থং বারাহীং তনুং বিভ্রৎ সমুদ্যতোঽনন্ত স্তদা তং সুপ্রসিদ্ধং হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া দদারেত্যেষা স্বামী তং কীদৃশং অন্তর্ম্মহার্ণবস্যান্তর্মধ্যে উপাগতমুপস্থিতং অদ্রিমিবেত্যুপমা। প্রাক্ কল্পগত স্তত্তৎ ক্রিয়া স্মরণার্থা ॥ ৭ ॥

দ্বিরিতি যাবন্মৎস্যাবতারং দ্বিরিতি অস্মিন্ কল্পে শ্বেতবরাহ কল্পে। বিধে র্ঘ্রাণাদিতি স্বভক্ত বিধিদ্বারেণেত্যর্থঃ। চাক্ষুষীয়ে ষষ্ঠমন্বন্তরে নীরস্ত

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস নারদ! ভগবান্ অনন্ত ক্ষিতিতল উদ্ধার নিমিত্ত স্বর্ব্ব যজ্ঞময়ী বরাহতনু ধারণ করিয়া মহার্ণব মধ্যে সমাগত আদি দৈত্য প্রসিদ্ধ হিরণ্যাক্ষকে বজ্রধর ইন্দ্র যেমন পর্ব্বত বিদীর্ণ করেন তাহার ন্যায়, দন্ত দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পে বরাহ দেব দুইবার আবির্ভূত হয়েন, প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবী উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, দ্বিতীয় বার চক্ষুষ মন্বন্তরে ধরার উদ্ধার

ঘ্রাণাদ্বিধে র্ধরোদ্ধৃত্যৈ চক্ষুষীয়েতু নীরতঃ॥ ৮॥
হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তুং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ।
চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ কচিন্মতঃ॥ ৯॥
কদাচিজ্জলদ শ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্র পাণ্ডরঃ।
যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয় যুতঃ স্মৃতঃ॥ ১০॥
দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ স্বষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষান্তরে।
অত স্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে॥ ১১॥
তথাহি চতুর্থে॥

ইত্যপূর্ব্বত্বং॥ ৮॥
ধরোদ্ধার ইতি নিমিত্ত সপ্তমী ধরোদ্ধারং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। কচিৎ পাদ্মাদৌ॥৯
কদাচিদিতি আদ্যে আদ্যস্য দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়স্য॥ ১০॥
প্রাচেতসাৎ প্রচেতসাং পুত্রাৎ॥ ১১॥

বিষয়ে জল হইতে উৎপন্ন হয়েন॥ ৮॥

ধরার উদ্ধার কালীন হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার নিমিত্ত এই দ্রংষ্ট্রিশ্রেষ্ঠ বরাহ দেব চতুষ্পাৎ এবং কখন কখন পাদ্মকল্পে নৃবরাহও হইয়া থাকেন॥ ৯॥

ইনি কখন জলদশ্যাম এবং কখন বা চন্দ্রতুল্য পাণ্ডুবর্ণ। এই যজ্ঞ মূর্ত্তি স্থবিষ্ঠ এবং বর্ণদ্বয় যুক্ত॥ ১০॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতা নন্দন দক্ষ হইতে এই বরাহ দেবের জন্ম শুনা যায় অতএব সেই সময়ই হিরণ্যাক্ষের জন্ম উপযুক্ত হইতে পারে॥ ১১॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ॥

চাক্ষুষেত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্ সর্গে কালবিক্রতে।
যঃ সসর্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিত ইতি ॥ ১২ ॥
উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাং।
দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ ॥ ১৩ ॥
কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তি র্মনোরপি।
ক্বাহসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতিঃ ক্ব দিতেঃ সুতঃ ॥ ১৪

দৈবচোদিতঃ দৈবপ্রেরিতঃ ॥ ১২ ॥

উত্তানপাদ বংশোদ্ভবানাং প্রচেতসাং পুত্রস্য দক্ষস্য দিতিঃ পুত্রীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩

মনোঃ সুতাভ্যাং সুতাসুচ উৎপত্তি স্তদানীং কেবলং মনোঃ কন্যা পুত্রাণাং উৎপত্তি দর্শনাৎ। যদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডে। সহাপত্যঃ সদারশ্চ মনুর্ব্রহ্মাণমুক্তবান্। স্থানং বিনা প্রভো বৃদ্ধিঃ প্রজানাং নহি জায়তে ইতি শ্রীভাগবতাদি মতে তদানীং মনোরপত্যমাত্রমপি নাভূদিতি পরীক্ষ্যং ॥ ১৪ ॥

যথা চতুর্থস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে কাল বশতঃ পূর্ব্ব দেহ বিগমে যিনি ঈশ্বরের নিয়োগ দ্বারা ইষ্টা প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন ইনি সেই দক্ষ ॥ ১২ ॥

উত্তানপাদ বংশোৎপন্ন প্রচেতাদিগের পুত্র দক্ষ, এই দক্ষের কন্যা দিতি, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ॥ ১৩ ॥

কল্পের আরম্ভে যখন মনুর সন্তানোৎপত্তি হয় নাই তখন কোথায় প্রচেতা, কোথায় বা দক্ষ, কোথায় বা দিতি এবং দিতির সন্তানই বা কোথায় ॥ ১৪ ॥

অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতং ।
একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ ॥ ১৫ ॥
মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি ।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্য্যতে ॥ ১৬ ॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতিচ কুত্রচিৎ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্ব মন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতো ভবেৎ ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেত্বেষ মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতঃ ॥ ১৮ ॥
তথাহি ॥

ক্ষত্তুঃ শ্রীবিদুরস্য ॥ ১৫ ॥
মুনেরগস্ত্যস্য কচিৎ পুরাণে মৎস্য পুরাণে ॥ ১৬ ॥
চাক্ষুষস্য মনোরন্তরে মধ্যে । কুত্রচিৎ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ ॥ ১৭ ॥
প্রলয়স্য সময় যুক্তিমাহ সর্ব্বেতি ॥ ১৮ ॥

অতএব বরাহদেবের চেষ্টা কালদ্বয়ে উৎপন্ন হয় কিন্তু মৈত্রেয় মুনি বিদুরের প্রশ্নানুসারে একত্র সমাবেশ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে মনুরপ্রতি অগস্ত্যমুনির শাপ হেতু মন্বন্তর মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে চাক্ষুষ মনুর মধ্যে পদ্মনাভের লীলা নিবন্ধন প্রলয় হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন সকল মন্বন্তরের অন্তে নিশ্চয় প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবামন্বন্তরেশ্বরাঃ।
মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ।
মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন।
ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তি দুর্লভং॥
ভূতলং সতলং বজ্র তোয়রূপী মহেশ্বরঃ।
ঊর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব।
ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ।
নৌ ভূত্বাতু তদা দেবী মহী যদুকুলোদ্বহ।

আসাদ্য প্রাপ্য যদুনন্দন হে বজ্র। ব্রহ্মলোকং মহর্লোকং। কীদৃশং পুনরাবৃত্তং জন্ম যেষামস্তি তে পুনরাবর্ত্তিন স্তেষাং দুর্লভং। তলেন পৃথিবী

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

হে যদুনন্দন! মন্বন্তরের অবসান হইলে নিষ্পাপ মন্বন্তরাধীশ্বর দেবগণ মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, তথা মনু ও ইন্দ্রের সহিত দেবগণ ঐ মহর্লোকে গিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবার সম্ভব তাহারা কখন ঐ লোক প্রাপ্ত হয় না॥

হে বজ্র। মহাবেগ বিশিষ্ট তরঙ্গমালী জলরূপী মহেশ্বর সপ্ত পাতালের সহিত সমুদায় ভূতল আবরণ করিয়া অবস্থিতি করেন, তৎকালীন ভূর্লোকস্থিত লোক সকল বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু হিমালয় প্রভৃতি অষ্ট কুলপর্ব্বতের বিনাশ হয় না। হে যদুকুলোদ্বহ! ঐ সময়ে পৃথিবী দেবী নৌকা রূপীণী

ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ।
ভবিষ্যশ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ঋষয়স্তথা ।
তিষ্ঠন্তি রাজশার্দ্দূল সপ্ত তে প্রথিতা ভুবি ।
মৎস্যরূপ ধরোঃ দেবঃ শৃঙ্গী ভূত্বা জগৎপতিঃ ।
আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্তু লীলয়া ।
হিমাদ্রি শিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ ।
মৎস্যদৃস্ত্বো ভবতি তেচ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ।
কৃত তুল্যং ততঃ কালং যাবৎ প্রক্ষালমং স্মৃতং ।
আপঃ শমগথো যান্তি যথা পূর্ব্বং নরাধিপ ।

তলেন পাতাল সপ্তকেন সহ বর্ত্তমানং তল শব্দস্য পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবদ্দেশ বিশেষস্যৈব বাচ্যত্বাৎ। ভূতলমিত্যত্র স্বরূপে তল প্রত্যয়ঃ। কুল পর্ব্বতা হিমালয়াদয়োঽষ্টৌ। অবিশেষতঃ সামান্যানি। জগদ্ভূ শক্তি- স্তস্যাঃ পতিঃ

হইয়া অবিশেষে সর্ব্ব প্রকার বীজ ধারণ করেন। অপর ভবিষ্য মনু তথা ভবিষ্য সপ্তঋষি যাঁহারা পৃথিবী মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত তাঁহারাও ঐ নৌকা আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন। তৎকালীন জগৎপতি দেব শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া লীলা সহকারে ঐ মহীময়ী নৌকাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে আকর্ষণ করেন। পরে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে তাহাকে বন্ধন করিয়া অন্তর্দ্ধান হন, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ তথায় অবস্থিতি করিতে থাকেন, যে পর্য্যন্ত জল প্লাবন ছিল তাহার পর কাল সত্যযুগের ন্যায় হয়। হে নরধিপ! অনন্তর জল সকল পূর্ব্বের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইলে ঋষি ও

ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে তদেতি॥ ১৯॥
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবে হ্দর্শি মায়য়া।
বিষ্ণুনেতি ক্রবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে॥ ২০॥
শ্রীমৎস্য॥ ৪॥
শ্রী প্রথমে॥
রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তর সংপ্লবে।

জগতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং পতির্তএব ন পৌনরুক্ত্যং॥ ১৯॥

মনোরন্তে লয়ো নাস্তি কিন্তু কল্পান্তে। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেন চিৎ কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা অকাণ্ডে মার্কণ্ডেয়ায়েতি দ্রষ্টব্য মিতি রূপং স জগৃহ ইত্যত্র ইতি ব্রুবাণৈঃ স্বামিভিঃ এষ মন্বন্তরান্তে লয়ঃ ন মন্যতে॥ ২০॥

রূপমিত্যত্র টীকা মৎস্যাবতারমাহ রূপমিতি চাক্ষুষ মন্বন্তরে য উদধি সংপ্লব স্তস্মিন্। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেনচিৎ সত্য ব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা অকাণ্ডে মার্কণ্ডেয়ায়েতি দ্রষ্টব্যং। মহীময্যাং

মনুগণ ইহাঁরাও পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন॥ ১৯॥

যদিচ মনুর অন্তে লয় নাই, তথাপি ভগবান্ বিষ্ণু কোন কৌতুকের নিমিত্ত মায়া দ্বারা সত্যব্রত মনুকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন কিন্তু বক্তা শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি মন্বন্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন না॥ ২০॥

শ্রীমৎস্য॥ ৪॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে॥

ঐ ভগবান্ মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে

নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুমিতি ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়েচ ॥

মৎস্যো যুগান্ত সময়ে মনুলোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিল জীবনিকায়কেতঃ ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহারহ বেদমার্গান্ ॥ ২২ ॥

পাদ্মেচ ॥

নাবি নৌ রূপায়াং মহ্যামিত্যর্থঃ । অপাদ্রক্ষিতবান্ বৈবস্বতমিতি ভাবিনী সংক্ষেপতোষা ॥ ২১ ॥

মৎস্য ইতি টীকা মৎস্যাবতারমাহ মৎস্যো ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা দৃষ্টঃ ক্ষৌণীময়ঃ পৃথ্বী প্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ অতএব নিখিল জীব নিকায়ানা মাশ্রয়ঃ মে মুখাদ্বিস্রংসিতান্ বেদস্য মার্গান্ বেদানাদায় তত্র যুগান্ত সলিলে বিজহারহ হর্ষেণেত্যেষা ॥ ২২ ॥

জল প্লাবন হয় তাহাতে এই পৃথিবীকে নৌকা রূপা করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায় ১২ শ্লোকেও ॥

ব্রহ্মা কহিলেন নারদ । যুগান্ত সময়ে ভগবান্ মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর এবং নিখিল জীব নিবাসের আশ্রয় হইয়াছিলেন, বৈবস্বত মনু তাঁহার ঐ রূপ দর্শন করেন । তখন প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া মহাভয়ে আমার মুখ হইতে বেদ সকল গলিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে ভগবান্ ঐ রূপেই সে সকল বেদ গ্রহণ করত প্রলয় পয়োধি জলে বিহার করেন ॥ ২২ ॥

পদ্মপুরাণে ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ।
মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিমিতি॥ ২৩ ॥
মৎস্যোপি প্রাদুরভবদ্দ্বিঃ কল্পেস্মিন্ বরাহবৎ।
আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং ঘ্নন্নাহরচ্ছ্রুতীঃ।
অন্তেতু চাক্ষুষীয়স্য কৃপাং সত্যব্রতে হ্যকরোৎ।
অন্ত্যেন সার্দ্ধ পদ্যেন প্রোক্তমাদ্যস্য চেষ্টিতং।
পূর্ব্ব সার্দ্ধেন চান্ত্যস্য মৎস্যৌ জ্ঞেয়ৌ বরাহবৎ।

মম মুখাদ্বেদা দৈত্যেন হৃতাঃ পালক রক্ষেত্যাহ্যক্তঃ॥ ২৩ ॥
বিবৃণোতি সার্দ্ধ চতুষ্টয়েন মৎস্যোপীতি অস্মিন্ শ্বেতবারাহে দ্বিঃপ্রাদুর

আমার মুখ হইতে গলিত বেদ সকল দৈত্য হরণ করিতেছে অতএব আপনি রক্ষা করুন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পরম পুরুষ হৃষীকেশ মৎস্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক মহোদধির জলে গিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ২৩ ॥

এই কল্পে মৎস্যদেবও দুইবার প্রাদুর্ভূত হয়েন, তন্মধ্যে প্রথম মৎস্য,স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরের আদিতে দৈত্য বিনষ্ট করিয়া বেদ উদ্ধার করেন, দ্বিতীয় মৎস্য চাক্ষুষীয় মন্বন্তরের অন্তে সত্যব্রত রাজাকে কৃপা করিয়াছিলেন। প্রথমস্কন্ধের "রূপং স জগৃহে মাৎস্যং" এই পদ্য হইতে পদ্মপুরাণীয় "প্রবিবেশ মহোদধিং„ এই পদ্য পর্য্যন্ত তিন শ্লোকের শেষ সার্দ্ধ শ্লোকে দৈত্য হন্তা মৎস্যদেবের চেষ্টা, পূর্ব্ব সার্দ্ধ শ্লোকে কৃপাকর্ত্তা মৎস্যদেবের চেষ্টা বর্ণন অতএব বরাহদেবের ন্যায় মৎস্য দেবও দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই মৎস্যাবতার

উপলক্ষণমেবৈতদন্য মন্বন্তরস্যচ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাজ্জ্ঞেয়াঃ প্রাদুর্ভাবাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৪ ॥

শ্রীযজ্ঞঃ ॥ ৫ ॥

প্রথমে ॥

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবং মনুমিতি ॥ ২৫ ॥
ত্রয়াণামেব লোকানাং মহার্ত্তি হরণাদসৌ।
মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যপি শব্দিতঃ ॥ ২৬ ॥

ভবৎ। দৈত্যং হয়গ্রীবং। আদ্যস্য দৈত্যহন্তঃ অন্তস্য কৃপাকর্ত্তুঃ ॥ ২৪ ॥
তত ইত্যত্র টীকা স যজ্ঞঃ যামাদ্যৈঃ স্বস্যৈব পুত্রা যামা নাম দেবা সুদাদ্যৈঃ সহ স্বায়ংভুবং মন্বন্তরং পালিতবান্ তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থ ইত্যেষা ॥ ২৫ ॥
বিবৃণোতি ত্রয়াণামিতি মনুনা স্বায়ম্ভুবাখ্যেন অসৌ যজ্ঞঃ হরিরপীতি শব্দিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্য মন্বন্তরের উপলক্ষণ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে মৎস্যদেব চতুর্দ্দশ বার আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীযজ্ঞ ॥ ৫ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

সপ্তমাবতারে রুচিমুনির ঔরসে আকূতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞ নামে বিখ্যাত হয়েন, এই অবতারে যম নামে দেবগণ তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহাদের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন অর্থাৎ আপনিই ইন্দ্র হয়েন ॥ ২৫ ॥

ত্রিলোকের দুঃখ হরণ নিমিত্ত মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু এই যজ্ঞের হরি বলিয়া নাম রাখিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীনরনারায়ণৌ ॥ ৬ ॥
তত্রৈব ॥
তূর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপ ইতি ॥ ২৭ ॥
শাস্ত্রেঽন্যৌ হরি কৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ।
এভিরেকোঽবতারঃ স্যাচ্চতুর্ভিঃ সনকাদি বৎ ॥ ২৮ ॥
শ্রীকপিলঃ ॥ ৭ ॥

তূর্য্য ইত্যত্র টীকা তূর্য্যে চতুর্থেঽবতারে ধর্ম্মস্য কলা অংশো ভার্য্যেত্যর্থঃ। অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ সর্গে ঋষী ভূত্বেত্যেকাবতারত্বং দর্শয়ত্যেষা ॥ ২৭ ॥

বিবৃণোতি শাস্ত্র ইতি শাস্ত্রে পাদ্মোত্তর খণ্ডাদৌ অনয়ো নরনারায়ণয়োঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীনর নারায়ণ ॥ ৬ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

চতুর্থাবতারে ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নর নারায়ণ ঋষি হইয়া মনের উপশান্তি রূপ দুশ্চর তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

পাদ্মোত্তর খণ্ডে যে অন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ের সহোদর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সনকাদির ন্যায় এই চারিতে এক অবতার বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

শ্রীকপিল ॥ ৭ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

তত্রৈব॥
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয়মিতি॥ ২৯॥
দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিল বর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা॥ ৩০॥
পাদ্মে॥
কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদহ।

পঞ্চম ইত্যত্র টীকা আসুরয়ে তন্নাম্নে ব্রাহ্মণায় তত্ত্বানাং গ্রামস্য নির্ণয়ো যস্মিন্ তৎ সাংখ্যমিত্যেষা॥ ২৯॥

বিবৃণোতি দেবহূত্যামিতি কর্দ্দম দ্বারেণাস্যাবতারতা। কপিল বর্ণত্বাৎ ধূম্র বর্ণত্বাৎ॥ ৩০॥

কপিলদ্বয়ং দর্শয়ন্নাহ পাদ্ম ইতি। বাসুদেবাংশ ইতি পুরুষাবতারত্বেপি

পঞ্চম কপিল নামে সিদ্ধাধিপতি হইয়া আসুরি ব্রাহ্মণকে তত্ত্ব সমূহের নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্র কহেন। ঐ শাস্ত্র কাল বশতঃ বিনষ্ট হইতেছিল, তাহাতেই পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়াছে॥ ২৯॥

কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইনি প্রাদুর্ভূত হয়েন, ধূম্রবর্ণ প্রযুক্ত ব্রহ্মা ইহাঁর নাম কপিল বলিয়া রাখিয়াছিলেন॥ ৩০॥

পদ্মপুরাণে॥

বাসুদেবাংশ কপিল ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ তথা আসুরি ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগকে সর্ব্ব বেদার্থ সম্বলিত

ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য স্তথৈবচ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতং।
সর্ব্ববেদ বিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদহ।
সাংখ্যমাসুরয়ে হ্ন্যস্মৈ কুতর্ক পরিবৃংহিতং॥ ৩১॥
শ্রীদত্তঃ॥ ৮॥
শ্রীদ্বিতীয়ে॥
অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ।

বাসুদেবস্যৈবাবেশাৎ। যদ্বা বাসুদেব স্বামিকো যোঽংশঃ পুরুষ স এবে-তার্থঃ কপিলস্য সাক্ষাৎ পুরুষত্বাৎ যদ্বা পূর্ব্ববৎ অন্যস্মৈ আসুরয়ে ব্রাহ্মণায় বৌদ্ধমতাবলম্বিনে॥ ৩১॥

অত্রেরিতি অত্র টীকা দত্তাত্রেয়াবতারমাহ ময়াহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যত আহ ততঃ স নাম্না দত্তো জাতঃ স্বভক্তেভ্যো যোগৈশ্বর্য্য দানং তচ্চরিতং

সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। অপর অন্য এক কপিল অন্য এক বৌদ্ধমতাবলম্বি আসুরি ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদ বিরুদ্ধ কুতর্ক পরিপূরিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ দেন, এই কারণে কপিলদেব দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ৩১॥

শ্রীদত্ত॥ ৮॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে॥

অত্রি ঋষি পুত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভগবানের তপস্যা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ঐ ঋষিকে কহেন, আমিই তোমাকে আত্ম দান করিলাম অর্থাৎ তোমার পুত্র হইলাম,

যৎপাদ পঙ্কজ পরাগ পবিত্র দেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যত্নুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৩২ ॥
শ্রীপ্রথমে ॥
ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোহনসূয়য়া ॥

দর্শয়তি যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পরাগস্তেন পবিত্রা দেহা যেষাং তে উভয়ীং ঐহিকীং আমুষ্মিকীঞ্চ ভুক্তি মুক্তিরূপা মিত্যেষা। হৈহয়ঃ সহস্রবাহুরর্জ্জুনঃ ॥ ৩২ ॥

ষষ্ঠমিত্যত্র টীকা অত্রেরপত্যত্বং তেনৈব বৃতঃ সন্ প্রাপ্তঃ অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্ট ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কথং প্রাপ্তঃ অনসূয়য়া মৎ সদৃশাপত্যমিষেণ মামেবাপত্যং বৃতবানিতি দোষ দৃষ্টিমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। আন্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং প্রহ্লাদাদিভ্যশ্চেত্যেষা। অত্র নচ অনসূয়য়া নাম্না অত্রিপত্ন্যা বৃতসন্নপত্যং প্রাপ্ত ইতি ব্যাখ্যানস্য তৎ সদৃশ পুত্রোৎপত্তিমাত্রমত্রিণা প্রকটং যাচিতমিতি চতুর্থস্কন্ধেন অত্রে স্বপত্যমিতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তে নচ বিরোধাদসামঞ্জস্যমিতি বাচ্যং অনসূয়া ব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশ কেশবান্। যদি যূয়ং

তাহাতেই তাঁহার নাম দত্তাত্রেয় হয়। ঐ অবতারে তিনি আপনার ভক্তগণকে যোগৈশ্বর্য্য দান করেন, তাহাতে হৈহয় প্রভৃতি লোকেরাও তাঁহার পাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হইয়া ভোগ ও মোক্ষরূপ ঐহিক পারত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

ষষ্ঠ দত্তাত্রেয়াবতারে অত্রি মুনি "আমার পুত্র হও" বলিয়া বরণ করাতে দোষ দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার

আম্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবানিতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ডেতু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া।
প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্ ॥

তথাহি ॥

বরং দত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্ব জগন্ময়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রোঽভবত্তস্যাং স্বেচ্ছা মানুষ বিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশ বিভূষিতঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রপন্না মে বরার্হা যদি বাপ্যহং। প্রসাদাভিমুখাঃ সর্ব্বে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় পতিব্রতোপাখ্যানে তৎ কর্ত্তৃক বর প্রার্থনা শ্রুতেঃ। তস্মাট্টীকা ব্যাখ্যা দ্বিতীয় চতুর্থ স্কন্ধানুসারিণী প্রত্যেতব্যা কালভেদাদ্দ্বয়োঃ প্রার্থনেতি কেচিৎ তন্মতে কল্পভেদস্যৈব সামঞ্জস্যং অত্রে স্তপঃ ফলায়ত্তায় তস্মৈ তৎ পত্ন্যানুসূয়য়া যাচিতো ন কালভেদ ইত্যপরে ॥ ৩৩ ॥

বিবৃণোতি সার্দ্ধদ্বয়েন শ্রীব্রহ্মাণ্ডেত্বিতি অত্রানসূয়য়া দ্বারেণাবতারোঽয়ং শ্রীবিষ্ণোঃ মতান্তরেঽত্রি দ্বারেণ ॥ ৩৪ ॥

করেন। ঐ অবতারেই অলর্ক এবং প্রহ্লাদাদি ভক্তবৃন্দকে আত্ম বিদ্যার উপদেশ দেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রার্থনায় ভগবান্ অত্রি ঋষির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ॥

সর্ব্ব জগন্ময় ভগবান্ বিষ্ণু অনসূয়াকে বর প্রদান করিয়া স্বেচ্ছা বশতঃ মনুষ্য বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক অত্রি মুনির পুত্র হইয়াছিলেন, এই অবতারে ইহাঁর নাম দত্তাত্রেয় হয় এবং ইনি যতি বেশে বিভূষিত ছিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীহয়শীর্ষা ॥ ৯ ॥

শ্রীদ্বিতীয়ে ॥

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীর্ষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষ স্তপনীয় বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিল দেবতাত্মা
বাচো বভূবু রুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্ত ইতি ॥ ৩৫ ॥
প্রাদুর্ভূ‍ৈয়েষ যজ্ঞাগ্নে র্দানবৌ মধুকৈটভৌ।

সত্র ইত্যত্র টীকা হয়গ্রীবাবতারমাহ সত্র ইতি অথো ইত্যর্থান্তরে সএব সাক্ষাদ্ভগবান্ মম ব্রহ্মণঃ সত্রে যজ্ঞে হয়শীর্ষা আস তপনীয়ং স্বুবর্ণং তদ্বদ্বর্ণো যস্য। ছন্দোময়ঃ বেদময়ঃ। অমৃতময় ইতি বা পাঠঃ। মখৈ র্যজনীয়া যা অখিল দেবতা স্তদাত্মাচ। অস্য শ্বসতঃ শ্বাসং মুঞ্চতঃ নস্তঃ নাসাপুটাৎ উশতীঃ উশত্যঃ কমনীয়া বেদলক্ষণা বাচো বভূবুরিত্যেষা ॥ ৩৫ ॥

বিবৃণোতি প্রাদুর্ভূয়েষেতি এষ শ্রীহয়গ্রীবঃ। যজ্ঞাগ্নেঃ সকাশাদর্থাদ্

শ্রীহয়শীর্ষা ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হয়গ্রীবাবতারে সাক্ষাৎ যজ্ঞ পুরুষ সেই ভগবান্ হয়শীর্ষ অর্থাৎ অশ্বাকৃতি মস্তক ধারণ পূর্ব্বক আমার যজ্ঞে উপনীত হয়েন, তৎকালেও স্বুবর্ণ তুল্য তাঁহার বর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল। আর বেদময় এবং বেদের বিধেয় যজ্ঞময় ও যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় সমস্ত দেবতা স্বরূপে প্রকাশ পান্। তৎকালে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদরূপ বাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫

এই বাগীশ্বরীপতি হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎ-

হত্বা প্রত্যানয়দ্বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ॥ ৩৬॥

শ্রীহংসঃ॥ ১০॥

শ্রীদ্বিতীয়ে॥

তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগং।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্ম সতত্ত্বদীপং

ব্রহ্মণঃ॥ ৩৬॥

তুভ্যঞ্চেত্যত্র টীকা হংসাবতারমাহ তুভ্যমিতি ভৃশং বিবৃদ্ধেন ভাবেন অত্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা পরিতুষ্টঃ সন্ ভক্তিযোগং সাধু যথা উবাচ জ্ঞানঞ্চেতি জ্ঞান সাধনং কিন্তুৎ ভাগবতং নাম কথং ভূতং তত্ত্বমেব সতত্ত্বং আত্মতত্ত্বদীপকং বিবৃদ্ধভাবেনেতি বিশেষেণস্ত ফলমাহ যদিত্যেষা। বাসুদেব শব্দোহত্র

পন্ন হইয়া মধুকৈটভ দানবদ্বয়কে সংহার পূর্ব্বক বেদ সকল প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন॥ ৩৬॥

শ্রীহংস॥ ১০॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে॥

ব্রহ্মা কহিলেন নারদ সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হওত তোমাকে উত্তম রূপে যোগ এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত জ্ঞান উপদেশ করেন, যেসকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহাদেরই ঐ জ্ঞানে অধিকার আছে, তুমি ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলে এই কারণে তোমাকে তিনি আপনিই

যদ্বাসুদেব শরণা বিদুরঞ্জসৈবেতি ॥ ৩৭ ॥
শক্তোঽহখিল বিবেকে হহং ক্ষীর নীর বিভাগবৎ।
ইতি ব্যঞ্জন্নয়ং রাজহংসো ব্যক্তিং জলাদগতঃ ॥ ৩৮
শ্রীধ্রুবপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥
তত্রৈব ॥
বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিত পত্রিভিরন্তিরাজ্ঞো
বালোপি সম্নুপগত স্তপসে বনানি।

শ্রীবিষ্ণুপরঃ ॥ ৩৭ ॥
বিবৃণোতি শক্তোঽখিলেতি। ইতি ব্যঞ্জন্নিতি ব্যঞ্জিতুং ॥ ৩৮ ॥
• বিবৃদ্ধ ইত্যত্র টীকা চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তি মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুরুচ্যা উদিতানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাস্তৈর্বিদ্ধো ধ্রুবঃ রাজ্ঞঃ উত্তানপদঃ অন্তি সমীপে তপসে তপ্তুং ধ্রুবগতিং ধ্রুবপদং যৎ যাং উপরিস্থাং অধস্তাৎ

শিক্ষা প্রদান করেন ॥ ৩৭ ॥
ক্ষীর নীর বিভাগের ন্যায় আমি অখিল বিবেক সমর্থ এই বলিয়া ভগবান্ রাজহংস মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জল হইতে উদগত হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধ্রুব প্রিয় ॥ ১১ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে নারদ! ধ্রুব উত্তানপাদ রাজার নিকটে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়াতে বাল্যাবস্থাতেই তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে ঐ ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া স্তব-

তস্মা অদাদ্ধ্রুব গতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাদিতি ॥ ৩৯ ॥
স্বায়ংভুবে হ্যবতারোক্তে র্নাম্নশ্চ কথনাদিহ।
যজ্ঞাদীনাঞ্চ তত্রোক্ত্যা পারিশেষ্য প্রমাণতঃ।
প্রসিদ্ধ্যা প্রশ্নিগর্ভেতি তদাখ্যস্য নিগদ্যতে।
হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ পদ্যে গোবর্দ্ধনাদ্রিবৎ ॥
যথা শ্রীদশমে ॥

স্থিতাঃ দিবি ভবা দিব্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্তুবন্তি যদ্বা উপরি ভৃগ্বাদয়ঃ অধস্তাৎ সপ্তর্ষয় ইত্যেষা ॥ ৩৯ ॥

বিবৃণোতি স্বায়ম্ভুবে ইতি ॥ ৪০ ॥

কারি ঐ ধ্রুবকে ধ্রুবপদ প্রদান করেন, উপরে ভৃগু প্রভৃতি মুনি এবং অধঃ সপ্তঋষি যে পদের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই অবতারোক্তির নামের অকথন প্রযুক্ত এবং ঐ মন্বন্তরে যজ্ঞাদির পারিশেষ্য প্রমাণ হেতু এই ধ্রুবপ্রিয়ের পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধ আখ্যা কথিত হইয়াছে ॥

দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে। হে গোপীগণ এই অদ্রি নিশ্চয় হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি পদ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় ॥

যথা শ্রীদশমে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে সতি! প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি ছিলে, তৎকালে এই অকল্মষ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি হইয়াছিলেন ॥

ত্বমেব পূর্ব্ব সর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষ ইতি॥
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃত ইতিচ॥
অস্যাত্র চরিতানুক্ত্যা নামানুক্ত্যাচ তত্রবৈ।
পরস্পরমপেক্ষিত্বাদযুক্তা চৈকত্র সংগতিঃ॥
অত্রাগমন মাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা।
অন্যাত্রাপি প্রসজ্জেত যথেষ্টং তৎ প্রকল্পনা॥ ৪০॥
শ্রীঋষভঃ॥ ১২॥
শ্রীপ্রথমে॥

শ্রীদশমে ৩ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে॥

হে সতি! সেই জন্মে আমিই তোমার পুত্র হইয়াছিলাম, যে হেতু লোকে শীল ও ঔদার্য্যাদি গুণ দ্বারা আমার সমান কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই নাই, অতএব ঐ জন্মে পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া বিখ্যাত হই॥

এই পৃশ্নিগর্ভের যে স্থলে চরিত্রের অনুক্তি সে স্থলে নামেরও অনুক্তি জানিতে হইবে, যেহেতু পরস্পর অপেক্ষিত্ব প্রযুক্ত একত্র সঙ্গতি উপযুক্ত॥

এস্থলে আগমন মাত্রে যদি অবতারতা হয়, তাহা হইলে অন্যত্রও সেই কল্পনা যথেষ্ট রূপে প্রসক্তি হয়॥ ৪০॥

শ্রীঋষভ॥ ১২॥

শ্রীপ্রথমে ৩ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে॥

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতমিতি ॥ ৪১ ॥
শুক্লঃ পরমহংসানাং ধর্ম্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ।
ব্যক্তো গুণৈর্গরিষ্ঠত্বাদ্বিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া ॥ ৪২ ॥
শ্রীপৃথুঃ ॥ ১৩ ॥
তত্রৈব ॥
ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।

অষ্টম ইত্যত্র টীকা সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতং পারমহংস্যং বর্ত্ম ধীরাণাং দর্শয়ন্ নাভেরগ্নীধ্রপুত্রাৎ ঋষভো জাত ইত্যেষা ॥ ৪১ ॥

বিবৃণোতি শুক্ল ইতি ॥ ৪২ ॥

ঋষিভিরিত্যত্র ভাবার্থদীপিকা পার্থিবং বপুঃ রাজদেহং পৃথুরূপং। পার্থব মিতি পাঠে পৃথোরিদং পার্থবং। ওষধী রিত্যুপলক্ষণং। ইমাং পৃথিবীং

অষ্টমে অগ্নীধ্র পুত্রের ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই অবতারে সুধীবর্গকে সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পরম হংস সম্বন্ধীয় রীতি নীতি প্রদর্শন করেন ॥ ৪১ ॥

এই অবতার শুক্লবর্ণ, ইনি পরমহংসদিগের ধর্ম্ম প্রদর্শন জন্য আবির্ভূত হয়েন, গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাঁর নাম ঋষভ হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

শ্রীপৃথু ॥ ১৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

ভগবান্ ঋষিগণের প্রার্থনায় পৃথুরূপ রাজদেহ ধারণ করিয়া

দুগ্ধেমাং ছোষধী র্বিপ্রা স্তেনায়ং স উশত্তম ইতি ॥ ৪৩ ॥
মথ্যমানান্মুনিগণৈ রসব্যাদ্বেণবাহুতঃ ।
প্রাদুর্ভূতো মহারাজঃ শুদ্ধ স্বর্ণ রুচিঃ পৃথুঃ ॥ ৪৪ ॥
আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ পৃথ্বন্তাশ্চ ত্রয়োদশ ।
কোল মৎস্যৌ পুনর্ব্যক্তিং চাক্ষুষীয়েতু জগ্মতুঃ ॥ ৪৫ ॥
অথ শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বাণি বস্তূনি অদুগ্ধ অড়াগমাভাবস্থার্ষঃ । হে বিপ্রাঃ তেন পৃথ্বী দোহনেন সোঽয়মবতার উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ বশকান্তাবিত্যস্মাদিত্যোষা । বিপ্রা ইতি শ্রীসূত কর্ত্তৃক শৌনকাদি কর্ম্মক সম্বোধনং ॥ ৪৩ ॥

বিবৃণোতি মথ্যেতি অসব্যাৎ দক্ষিণাৎ বেণবাহুতঃ বেণবাহোঃ সকাশাৎ তদানীং তত্রৈব বিশুদ্ধ সত্ত্বস্থং ॥ ৪৪ ॥

আদ্যে স্বায়ম্ভূবীয় মন্বন্তরে । কোলো বরাহঃ ॥ ৪৫ ॥

নবম অবতার গ্রহণ করেন, হে বিপ্রগণ ! এই অবতারে ভগবান্ পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি বস্তু সকল দোহন করিয়াছিলেন, এই কারণে এ অবতার সর্ব্বজনের অতিশয় কমনীয় ॥৪৩

মুনিগণ বেণরাজার বামবাহু মন্থন করিলে তাহা হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণদ্যুতি মহারাজ পৃথু আবির্ভূত হয়েন ॥ ৪৪ ॥

স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে সনৎকুমারাদি পৃথু পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অবতার প্রকাশ হয়েন, কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্য পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

অথ শ্রীনৃসিংহ ॥ ১৪ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

তত্রৈব ॥

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতং।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥ ৪৬ ॥
অস্য লক্ষ্মীনৃসিংহাদ্যা বিলাসা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তত্র পাদ্মপুরাণাদৌ নানা বর্ণ বিচেষ্টিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
ষষ্ঠেঽন্তরে হব্ধিমথনাৎ হরেঃ পূর্ব্ব ভাবিতা।

নারসিংহ রূপং বিভ্রৎসন্ করজৈর্নখৈঃ করণৈঃ দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুং দদারেত্যন্বয়ঃ। এরকাং অগ্রন্থি তৃণ বিশেষং ॥ ৪৬ ॥

বিশেষরতি অস্যেতি। বিলাসত্বমবগময়তি নানেতি যদুক্তং তত্রৈব। নানাকারা নৃসিংহাস্তে নানা চেষ্টা সমন্বিতাঃ। জনলোকেচ বৈকুণ্ঠে নিত্যে ধাম্নি চকাসতীতি ॥ ৪৭ ॥

ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে নৃসিংহস্য সমুদ্র মথনাৎ পূর্ব্বাবির্ভাবিত্বং পূর্ব্ব জন্ম।

চতুর্দ্দশে নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া বল দর্পিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে ঊরুতে রাখিয়া কটকারী যদ্রূপ কট নির্ম্মাণার্থ গ্রন্থি রহিত তৃণ বিশেষ বিদীর্ণ করে তদ্বৎ নখ দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

এই নৃসিংহদেবের লক্ষ্মীনৃসিংহ প্রভৃতি বহু২ বিলাস মূর্ত্তি আছে, পদ্মপুরাণাদিতে ইহাঁর নানা বর্ণ ও নানা প্রকার চেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র মথনের পূর্ব্বে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েন, অতএব কূর্ম্মাদির পূর্ব্বেই ইহাঁর প্রকাশ

অতঃ প্রাগেষ কূর্ম্মাদে র্ব্যক্তিং ষষ্ঠেহন্তরে গতঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকূর্ম্মঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈব ॥

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলং ।
দধ্রে কমঠ রূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুরিতি ॥ ৪৯ ॥
পাদ্মে প্রোক্তং দধে ক্ষৌণীময়মেবার্থিতঃ সুরৈঃ ।
শাস্ত্রান্তরেতু ভূধারী কল্পাদৌ প্রকটো হভবৎ ॥ ৫০ ॥

কূর্ম্মাদেঃ প্রাক্ এষ নৃসিংহঃ ॥ ৪৮ ॥

কমঠরূপেণ কূর্ম্মরূপেণ বিভুরজিতঃ পৃষ্ঠে পৃষ্ঠাবচ্ছেদে মন্দরাচলং দধ্রে দধারেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

বিশদয়তি পাদ্ম ইতি শাস্ত্রান্তরে বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ কল্পাদৌ যো ভূধারী স প্রকটোহভবৎ মন্দরং ধর্ত্তুমিত্যর্থঃ এষ পক্ষঃ সুলগ্নঃ উত্তর পক্ষস্তু সিদ্ধান্তিতত্বাৎ ॥ ৫০ ॥

হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকূর্ম্ম ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ।

একাদশ অবতারে কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করেন। তৎকালে সুর এবং অসুরগণ সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে পৃষ্ঠ দ্বারা তাঁহাদের মন্থান দণ্ড রূপ মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যে কূর্ম্ম কল্পের আদিতে ধরণী ধারণ করিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন দেবগণের প্রার্থনায় তিনিই মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীধন্বন্তরি মোহিন্যৌ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেবচ।

অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহায়ন্ স্ত্রিয়েতি ॥ ৫১ ॥

তত্র ধন্বন্তরিঃ ॥

ষষ্ঠেচ সপ্তমে চায়ং দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥ ৫২ ॥

ষষ্ঠেঽন্তরে হ্যব্ধি মথনাদ্ধৃতামৃত কমণ্ডলুঃ।

বিভ্রদিত্যন্তরেণান্বয়ঃ। দ্বাদশমং ধান্বন্তরং রূপং বিভ্রৎ ত্রয়োদশমঞ্চ মোহিনী রূপং বিভ্রৎ সুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ। কেন রূপেণ মোহিন্যা স্ত্রিয়া তদ্রূপেণেত্যর্থঃ কিং কুর্ব্বন্ অন্যানসুরান্ মোহয়ন্ মোহয়িতুং ধন্বরি রূপেণ সুধাক্ষোপাহরন্নিতি শেষঃ। টীকাচ দ্বাদশমাদি প্রয়োগ স্বার্থঃ ইত্যেষা। এতে ত্রয়োঽজিতশ্চৈবাবতারাঃ ॥ ৫১ ॥

ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে সপ্তমে বৈবস্বতে চ ॥ ৫২ ॥

প্রথম পক্ষং দর্শয়ন্নাহ ষষ্ঠ ইতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধন্বন্তরি ও মোহিনী ॥ ১৬ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

ভগবান্ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অবতারে ধন্বন্তরি রূপে প্রকাশ হইয়া অমৃত আহরণ পুরঃসর মোহিনী স্ত্রীরূপে অসুরগণকে মুগ্ধ করত দেবতাদিগকে সেই অমৃত পান করাইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

তন্মধ্যে ধন্বন্তরি ॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে এবং সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে ধন্বন্তরি দুইবার আবির্ভূত হয়েন ॥ ৫২ ॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক শ্যামবর্ণ মূর্ত্তিতে

উদ্গতো দ্বিভুজঃ শ্যাম আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫৩ ॥
সপ্তমেচ তথা রূপঃ কাশিরাজসুতোঽভবৎ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীমোহিনী ॥
দৈত্যানাং মোহনায়াসৌ প্রমোদায়চ ধূর্জটেঃ।
অজিতো মোহিনী মূর্ত্ত্যা দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥ ৫৫ ॥
ইতি ষষ্ঠেঽত্র চত্বারো নৃসিংহাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীবামনঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব ॥ ॥

দ্বিতীয় পক্ষমাহ সপ্তমেচেতি তথা রূপঃ ধৃত কমণ্ডলু দ্বিভুজ শ্যামরূপকঃ ॥৫৪
ধূর্জটেঃ শিবস্য ॥ ৫৫ ॥
চত্বারঃ শ্রীনৃসিংহ কূর্ম্ম ধন্বন্তরি মোহিন্যাখ্যা অবতারাঃ ॥ ৫৬ ॥

অমৃত কলস ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্র মথন হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাশি রাজের পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমোহিনী ॥

ভগবান্ অজিত দৈত্যগণের মোহন ও শঙ্করের প্রমোদ নিমিত্ত মোহিনী মূর্ত্তিতে দুইবার আবির্ভূত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

অতএব ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে নৃসিংহ প্রভৃতি চারিটী মূর্ত্তি আবির্ভূত হয় ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবামন ॥ ১৮ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ॥

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাঽগাদধ্বরং বলেঃ ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপমিতি ॥ ৫৭ ॥
বামন স্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্ ।
তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥ ৫৮ ॥
ততো বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ধুন্ধোর্মখমসৌ গতঃ ॥ ৫৯ ॥

পঞ্চদশমিত্যত্র দীপিকা দুষ্টানাং মদং বাময়তি বামনকং হ্রস্বং রূপং বা । প্রত্যাদিৎসু স্তম্মাদাচ্ছিদ্য গৃহীতুমিচ্ছুরিত্যেষা । প্রথম পক্ষে স্বার্থে কঃ দ্বিতীয়ে নিন্দায়ামতিহ্রস্বমিত্যর্থঃ কৃত্বা প্রকটয্য ॥ ৫৭ ॥

বিবৃণোতি অস্মিন্ কল্পে শ্বেতবারাহে তত্র শ্বেতবারাহ মধ্যেঽপ্যাদৌ স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে ॥ ৫৮ ॥

বৈবস্বতীয়ে সপ্তম মন্বন্তরে ধুন্ধোরসুর ভেদস্য তথাহ্যুক্তং শ্রীবামনপুরাণে । ধুন্ধোর্যজ্ঞে বরারোহে ভগবান্ মধুসূদনঃ । দেহং বামনকং কৃত্বা গত্বা যাচত্রিপিষ্টপমিতি ॥ ৫৯ ॥

ভগবান্ পঞ্চদশাবতারে বামন মূর্ত্তি হইয়া বলিরাজকে স্বর্গ সুখে বঞ্চিত করিবার বাসনায় তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন এবং তাঁহার নিকট ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্বেতবরাহ কল্পে ভগবান্ বামনদেব তিনবার আবির্ভূত হয়েন, ঐ শ্বেতবরাহ কল্পের আদি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দানবেন্দ্র বাস্কলের যজ্ঞে গমন করেন। তৎপরে সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে ধুন্ধুনামা দানবেন্দ্রের যজ্ঞে উপনীত হয়েন ॥ ৫৯ ॥

অদিতৌ কশ্যপাদ্ব্যক্তিঃ সপ্তমেঽস্য চতুর্যুগে।
প্রতিগ্রহকৃতে জাতাস্ত্রয় এব ত্রিবিক্রমাঃ ॥ ৬০ ॥
শ্রীভার্গবঃ ॥ ১৯ ॥
তত্রৈব ॥
অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্ব কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীমিতি ॥ ৬১ ॥
রেণুকা যমদগ্ন্যাভ্যাং গৌরো ব্যক্তিমসৌ গতঃ।

অস্য ব্যক্তিঃ প্রকাশঃ ॥ ৬০ ॥

অবতার ইত্যত্র টীকা পরশুরামাবতারমাহ অবতার ইতি। ত্রিস্ত্রিগুণং যথা ভবতি তথা সপ্তকৃত্বঃ সপ্তবারান্ একবিংশতি বারানিত্যর্থ ইত্যেষা। অবতারে শ্রীপরশুরামাভিধে কুপিতঃ সন্ নিঃক্ষত্রাং ক্ষত্রিয় রহিতাং ॥ ৬১ ॥

অস্য বৈবস্বত মন্বন্তরস্য তস্য ইতি বা পাঠঃ মত ভেদস্তু কল্পভেদাৎ ॥ ৬২ ॥

অপর বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশতি চতুর্যুগে ভগবান্ দান গ্রহণ নিমিত্ত কশ্যপ হইতে অদিতে জন্ম স্বীকার করেন কিন্তু এই তিন বামনই ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীভার্গব ॥ ১৯ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

ভগবান্ পরশুরামাবতার হইয়া ক্ষত্রিয়গণের ব্রহ্মদ্রোহ দর্শনে কোপ পরতন্ত্র হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেন ॥ ৬১ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে ভার্গবরাম রেণুকা ও যমদগ্নি হইতে গৌরবর্ণ মূর্ত্তি

প্রাহুঃ সপ্তদশে কেচিদ্দ্বাবিংশেঽস্য চতুর্যুগে ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ॥ ২০ ॥

তত্রৈব

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্য চিকীর্ষয়া।
সমুদ্র নিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরমিতি ॥ ৬৩ ॥
কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদুর্ব্বাদলদ্যুতিঃ।
ত্রেতায়ামাবিরভবচ্চতুর্বিংশে চতুর্যুগে।

নরদেবত্বং নরপতিত্বং শ্রীরাঘব রূপেণেত্যর্থঃ। অতঃ পরমষ্টাদশে ॥ ৬৩ ॥ বিবৃণোতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ কৌশল্যায়ামিতি অত্র শ্রীদশরথাখ্য ভক্তদ্বারেণাবতারতাস্য ভরতেন সুমিত্রানন্দনাভ্যাং শ্রীলক্ষ্মণ শত্রুঘ্নাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ সন্ ত্রেতায়ামাবিরভবন্নত্র জাতৈস্তৈঃ সহ তস্য স্বধাম্নি বর্ত্তমানাৎ। যদুক্তং স্কান্দে ॥ অযোধ্যায়াং সদা রামো লক্ষ্মণাদ্যৈ বিরাজতে। হনুমজ্জাম্বুবন্নীল সুগ্রীবাদ্যৈর্মহাত্মভিরিতি। অত্র মহাত্মভি মহাপ্রকাশৈ স্তেষাং প্রকাশান্তরেণ কিষ্কিন্ধা-

---

ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হয়েন, অপর কেহ কেহ বলেন ঐ মন্বন্তরের দ্বাবিংশতি চতুর্যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র ॥ ২০ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

অষ্টাদশ অবতারে দেবকার্য্য করিবার বাসনায় নরদেব অর্থাৎ রাঘবরূপ ধারণ করিয়া মহাবীরত্বের কার্য্য সমুদ্র নিগ্রহাদি করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশতি চতুর্যুগের ত্রেতায় কৈকেয়ী তনয় ভরত এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত

ভরতেন সুমিত্রায়া নন্দনাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ ॥ ৬৪ ॥
অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ ॥ ৬৫ ॥
ভরতোঽত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রী কনকপ্রভৌ ॥ ৬৬ ॥
পাদ্মে ভরত শত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্র তয়োদিতৌ ।

দিষু স্থিতত্বাৎ ॥ ৬৪ ॥

অস্য শ্রীরামস্য শাস্ত্রে শ্রীস্কান্দে শ্রীরামগীতায়ামিত্যর্থঃ তত্র শ্রীবাসুদেবত্বে নাস্য নির্ণীতত্বাত্রয়ঃ শ্রীশঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ শ্রীলক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নাঃ ক্রমেণ মন্তব্যাঃ তত্র স্থানান্তরে শ্রীরামস্য সাক্ষাৎ পুরুষত্বেনাভিধানাৎ প্রকরণ পাঠঃ। অন্যথা শ্রীবাসুদেবস্য ভগবত্ত্বেন পুরুষাণামতীতত্বাৎ প্রকরণ পাঠাসঙ্গতিঃ স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

সৌমিত্রী শ্রীলক্ষ্মণ শত্রুঘ্নৌ ॥ ৬৬ ॥

পাদ্ম ইতি পাদ্মে তু রামো ভগবন্নারায়ণ ইতীরিত ইতি বক্ষ্যমাণানুসন্ধানাৎ তত্র শ্রীনারায়ণত্বেনাস্যাভিধানাচ্চ চতুর্ব্যূহাবতারত্ব বাধো ন মন্তব্যঃ বাসুদেবস্য তত্র তদানীং প্রবেশস্যৌচিতত্বাৎ অতএব নৃসিংহ রাম কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরি-

---

ভক্তরূপ দশরথ হইতে কৌশল্যায় নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েন ॥ ৬৪ ॥

স্কন্দপুরাণীয় রামগীতায় এই রামচন্দ্রের সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহত্রয় রূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে জানিতে হইবে ॥ ৬৫ ॥

ভরত শ্যামবর্ণ এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাঁরা গৌরবর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

পদ্মপুরাণে ভরত ও শত্রুঘ্নকে শঙ্খ, চক্র, আর শ্রীলক্ষ্মণ দেবকে অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

শ্রীলক্ষ্মণস্তু তত্রৈব শেষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীব্যাসঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।

চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥ ৬৮ ॥

দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানামিতি শৌরি র্যদূচিবান্।

পূরিতং ইত্যনে নাম্নোক্তমপি পরাবস্থত্বং সুসঙ্গতমেব তত্র পরাবস্থত্বং স্ব স্ব মূল স্বরূপাবস্থত্বমন্যথা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন বিরোধঃ স্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

তত ইত্যত্র টীকা অল্পমেধসোঽল্প প্রজ্ঞান্ পুংসো দৃষ্ট্বা তদনুগ্রহার্থং শাখাশ্চক্র ইত্যেষা। সপ্তদশে অবতারে ॥ ৬৮ ॥

ঊচিবান্ শ্রীমদেকাদশাদৌ এব শ্রীব্যাসঃ ॥ ৬৯ ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে ক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ জানিতে হইবে, যে হেতু পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন অতএব তৎকালীন শ্রীরামচন্দ্রে বাসুদেবের প্রবেশ প্রযুক্ত চতুর্ব্যূহের বাধ হয় নাই, যে হেতু নৃসিংহ রাম ও কৃষ্ণ ইহাঁরা ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ॥ ৬৭

শ্রীব্যাস ॥ ২১ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

ভগবান্ সপ্তদশ অবতারে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর অর্থাৎ মৎস্যগন্ধার গর্ভে ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং লোক সকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া তাহাদের প্রতি সদয় হওত বেদরূপ তরুর শাখা বিস্তার করেন ॥ ৬৮ ॥

একাদশস্কন্ধে বিভূতি যোগে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন

অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ ॥ ৬৯ ॥

যথা ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ং ।

কোহন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারত কৃদ্ভবেদিতি ॥ ৭০ ॥

শ্রূয়তেহপান্তরতমা দ্বৈপায়নত্বমগাদিতি ।

কিং সাযুজ্যং গতস্তস্মিন্ বিষ্ণ্বংশঃ সোহপি বাহভবৎ ।

তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তিচ ॥ ৭১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণৌ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

শ্রীপ্রথমে ॥

কৃষ্ণেতি শ্রীমৈত্রেয়ং প্রতি শ্রীপরাশর বচনং ॥ ৭০ ॥

দ্বৈপায়ন্ত্বং দ্বৈপায়নত্বং ॥ ৭১ ॥

ব্যাস সকলের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন, অতএব বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই ব্যাস বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ জানিতে হইবে, যে হেতু পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারে ? ॥ ৭০ ॥

শুনা যায় পরাশরের পিতা অপান্তরতমা দ্বৈপায়নত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁতে বিষ্ণুর সাযুজ্যগত অথবা ইনি বিষ্ণুর অংশই হইয়াছিলেন, অতএব কোন কোন ব্যক্তি বলেন এই ব্যাস বিষ্ণুর আবেশ স্বরূপ ॥ ৭১ ॥

শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরমিতি ॥ ৭২ ॥
তত্র শ্রীরামঃ ॥
এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো জনকাদ্বসুদেবতঃ।
যো নব্য ঘনসারাভো ঘনশ্যামাম্বরঃ সদা ॥ ৭৩ ॥

রামকৃষ্ণাবিত্যত্র টীকা বিংশতিতম ইতি বক্তব্যে তকারলোপশ্ছন্দোঽনুরোধেন। রামকৃষ্ণাবিত্যেবং নামনী জন্মনী প্রাপ্যেত্যেষা। শ্রীভগবানিতি-সাক্ষাচ্ছ্রী ভগবদাবির্ভাবোঽয়ং নতু পুরুষ সংজ্ঞস্যানিরুদ্ধস্যেতি বিশেষ প্রতিপত্ত্যর্থং তত্র তস্য সাক্ষাদ্রূপত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপেণ নিজাংশ রূপত্বাৎ শ্রীরামরূপেণাপি ভারহারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরদ্ভরমিতি শ্লিষ্টমেব। অতঃ শ্রীরামস্যানিরুদ্ধাবতারত্বং প্রত্যাখ্যাতং শ্রীকৃষ্ণস্য মূল বাসুদেবত্বাৎ শ্রীরামস্য মূল সঙ্কর্ষণত্বাৎ যুক্তমেবচ তদিতি ॥ ৭২ ॥

এষ রামঃ মাতৃদ্বয় ইতি শ্রীরোহিণী দেবক্যোঃ। যদুক্তং শ্রীদশমে। দেবক্যা উদরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকং। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়েতি। নব্য ঘনসারভঃ নব্য কর্পূরাভঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

একোনবিংশ এবং বিংশ অবতারে বৃষ্ণিবংশে রামকৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমির ভার হরণ করেন ॥ ৭২ ॥

তন্মধ্যে শ্রীবলরাম ॥

এই রাম বাসুদেব হইতে মাতৃদ্বয়ে অর্থাৎ দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি নবীন কর্পূরবৎ শুভ্র বর্ণ এবং সর্ব্বদা নীলাম্বরধারী ॥ ৭৩ ॥

সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এবহি।
পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্ ॥ ৭৪ ॥
শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ভূভৃৎ শঙ্কর্ষণো মতঃ ॥ ৭৫ ॥
শয্যারূপ স্তথা তস্য সখ্যদাস্যাভিমানবান্ ॥ ৭৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ ॥
এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানক দুন্দুভেঃ।

সম্ভূয় মিলিত্বা শেষেণেতি প্রতীয়মানয়া সহোক্ত্যা গৌণত্বমস্যদ্যোতিতং ॥৭
শেষং ভিন্নত্তি শেষো দ্বিবিধেতি ভূভৃৎ শেষঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ আবেশ বেশিনোরভেদাৎ ॥ ৭৫ ॥
যথা ভূধারী সখ্য দাস্যাভিমানবান্ তথা তস্য শার্ঙ্গিণঃ শয্যা রূপোপি ত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥
এষ শ্রীকৃষ্ণঃ দেবক্যাং দেবককন্যায়াং আনকদুন্দুভেঃ শ্রীবসুদেবা

যিনি সঙ্কর্ষণ নামক দ্বিতীয় ব্যূহ তিনিই এই রাম, ইনি ধরণীধর শেষ দেবের সহিত মিলিত হইয়া আবির্ভূত হয়েন ॥

শেষদেবের দুই মূর্ত্তি এক ধরণীধর দ্বিতীয় ভগবানের শয্যা রূপ। এই রামে সঙ্কর্ষণের আবেশ প্রযুক্ত ইহাঁকে সঙ্কর্ষণ বলা যায় ॥ ৭৫ ॥

ইহাঁতে শয্যারূপি শেষদেবের আবেশ হেতু ইনি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যে এবং দাস্যে অভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ॥

পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীতে এই ঘনশ্যাম

প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোপি চতুর্ভুজঃ ॥ ৭৭ ॥

বুদ্ধঃ ॥

তত্রৈব ॥

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং ।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতীতি ॥ ৭৮ ॥

শ্রীনন্দনন্দনস্যাপি তদ্দ্বারেণাবির্ভাবাৎ । শেষ মতেষ্বেবং ব্যাখ্যেয়ং মাতরি শ্রীযশোদায়াং পিতুঃ শ্রীনন্দাৎ অসৌ দ্বিভুজঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ প্রাদুর্ভূতঃ চতুর্ভুজস্তু শ্রীবসুদেব পুত্রঃ দেবক্যানকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ প্রাদুর্ভূত ইতি যত্নঃ কার্য্যঃ পূর্ব্বাপর গ্রন্থ সঙ্গতেঃ । যদ্বা দেবক্যামিতি শ্লিষ্টং তথাচ শ্রীদেবক কন্যায়াং শ্রীযশোদায়াঞ্চেত্যর্থঃ যথোক্তমাদিপুরাণে । দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতিচ । অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া । আনকদুন্দুভে রিত্যপি শ্লিষ্টং বসুদেবাৎ নন্দাচ্চ তয়ো র্জন্মকালে দুন্দুভি শ্রবণাৎ । অত্রোপ লক্ষণ তয়া বৃষ্ণীনাং বল্লভা মতা ইতি বদত্রাপি জহৎ স্বার্থবৃত্ত্যা শ্রীনন্দ গ্রহণং মুখ্যং জ্ঞেয়ং ॥ ৭৭ ॥

তত ইত্যত্র টীকা অঞ্জনস্য সুতঃ জিনসুত ইতি পাঠে জিনোপি স এব কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে ইত্যেষা ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন, ইনি দ্বিভুজ হইয়াও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

বুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

অনন্তর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণের মোহ নিমিত্ত গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র হইয়া বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হই-বেন ॥ ৭৮ ॥

অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দ সহস্র দ্বিতয়ে গতে।
মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজা চিকুরোজ্‌ঝিতা ॥ ৭৯ ॥
যদা সূত কথামাহ তদা বুদ্ধস্য ভাবিতা।
অধুনা বৃত্ত এবায়ং ধর্ম্মারণ্যে যদুদ্গতঃ ॥ ৮০ ॥

॥ ২৫ ॥

তত্রৈব।
অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কী জগৎপতিরিতি ॥ ৮১ ॥

বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং অসাবিতি পাটলবর্ণা শ্বেতবর্ণা ॥ ৭৯ ॥
ভাবিতা ভবিষ্যত্তা অয়ং বুদ্ধো বৃত্তো জাতঃ ধর্ম্মারণ্যে গ্রামে ॥ ৮০ ॥
অথেতি যুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে রাজসু দস্যুপ্রায়েষু সৎসু বিষ্ণুযশসো ব্রাহ্মণাৎ সকাশাৎ জনিতা জনিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

এই বুদ্ধদেব কলির দুই সহস্র বৎসর গত হইলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাঁর মূর্ত্তি পাটল অর্থাৎ শ্বেত রক্ত মিশ্রিত বর্ণ, দ্বিভুজ ও মুণ্ডিত মস্তক ॥ ৭৯ ॥

যে সময় সূত কথা বলিয়াছে সেই সময় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবত্ব, সম্প্রতি ইহাঁর জন্ম ধর্ম্মারণ্য গ্রামে হইয়াছিল ॥ ৮০ ॥

প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

অনন্তর কলির অবশেষে অবনীমণ্ডলস্থ রাজগণ সকলেই দস্যু তুল্য হইলে বিষ্ণুযশাঃ ব্রাহ্মণের ঔরসে জগৎপতি উৎপন্ন হইয়া কল্কি নামে বিখ্যাত হইবেন ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বং মনুর্দশরথো বসুদেবোঽপ্যসাবভূৎ।
ভাবী বিষ্ণুযশাশ্চায়মিতি পাদ্মে প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৮২ ॥
ঐশ্বর্য্যং কল্কিন স্তস্য ব্রহ্মাণ্ডে সুষ্ঠু বর্ণিতং।
কৈশ্চিৎ কলৌ কলৌ বুদ্ধঃ স্যাৎ কল্কীচেত্ত্যুদীর্য্যতে ॥ ৮৩
অষ্টৌ বৈবস্বতীয়েঽমী কথিতা বামনাদয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং পূর্ব্বমিতি অসৌ বসুদেবঃ পূর্ব্বং দশরথশ্চাঽভবৎ পরতঃ অয়মপি বসুদেবোপি বিষ্ণুযশা ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮২ ॥

কৈশ্চিৎ সংগ্রহকারৈঃ কলৌ কলৌ প্রতি কলিযুগে বুদ্ধঃ কল্কীচ স্যাদিত্যুদীর্য্যতে ইত্যন্বয়ঃ। অন্যৈস্তু অষ্টাবিংশচ্চতুর্যুগীয় কলাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

পূর্ব্বোক্তান্ অবতারান্ গণয়ন্নাহ অষ্টাবিতি অষ্টৌ বামন পরশুরাম শ্রীরাম ব্যাস বলরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ কল্কিনঃ ॥ ৮৪ ॥

পূর্ব্বে যিনি দশরথ হইয়া বাসুদেব হইয়াছিলেন তিনিই ভবিষ্যতে বিষ্ণুযশাঃ হইবেন পদ্মপুরাণে এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কল্কিদেবের ঐশ্বর্য্য সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন সংগ্রহকার বলেন প্রতি কলিতে বুদ্ধ ও কল্কিদেবের অবতার, অন্য কতিপয় পণ্ডিতেরা বলেন কেবল বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতে বুদ্ধ ও কল্কী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥

বামন প্রভৃতি অর্থাৎ বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই আটটী বৈবস্বতীয় মন্বন্তরের অবতার কথিত হইল ॥ ৮৪ ॥

কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।
প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ সকৃৎ প্রাদুর্ভবন্ত্যমী ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি কল্পাবতার বিবৃতিঃ ॥ * ॥

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ ॥

মন্বন্তরাবতারোহসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া ।
তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ ॥ ১ ॥
যুক্তে কল্পাবতারত্বে যজ্ঞাদীনামপি স্ফুটং ।
মন্বন্তরাবতারত্বং তত্তৎ পর্য্যন্তপালনাৎ ॥ ২ ॥

এতে পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রীকুমারাদয়ঃ সকৃৎ একবারং প্রায় ইতি শ্রীমৎস্যাদীনাং দ্বিরাবির্ভাবাৎ ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি কল্পাবতার বিবৃতিঃ ॥ * ॥

তৎ সহায়ঃ সুরসহায়ঃ ॥ ১ ॥

যজ্ঞাদীনাং কল্পাবতারত্বে যুক্তেপি মন্বন্তরাবতারত্বং স্ফুটং ব্যক্তং তেষাং তত্ত্বেনাভিব্যক্তেঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত কুমারাদি কল্পাবতারের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি, ইহাঁরা প্রায় প্রতিকল্পে এক এক বার আবির্ভূত হয়েন কিন্তু শ্রীমৎস্য দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি কল্পাবতার প্রকরণ ॥ * ॥

অথ মন্বন্তরাবতার ॥

ইন্দ্রশত্রু বিনাশ নিমিত্ত মুকুন্দের যে মন্বন্তরাবতার তিনি প্রায় দেবগণ মধ্যে দেবসহায় রূপে আবির্ভূত হইয়াথাকেন ॥ ১

যজ্ঞাদির কল্পাবতারত্ব যোগ্য হইলেও তত্তৎ মন্বন্তর পর্য্যন্ত পালন নিমিত্ত তাঁহাদের মন্বন্তরাবতারত্ব প্রকাশ পায় ॥ ২ ॥

মন্বন্তরেষমী স্বায়ংভুবীয়াদিষমুক্রমাৎ।
অবতারাস্তু যজ্ঞাদ্যা বৃহদ্ভান্বন্তিমা মতাঃ ॥ ৩ ॥
প্রথমে স্বায়ম্ভুবীয়ে যজ্ঞঃ ॥ ১ ॥
যজ্ঞস্তু পূর্ব্বমেবোক্তস্তেন নাত্র বিলিখ্যতে ॥ ৪ ॥
দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে বিভুঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥
যথা ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

বৃহদ্ভান্বন্তিমাঃ বৃহদ্ভানু পর্য্যন্তাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বং কল্পাবতার মধ্যে তেন উক্তত্বেন অত্র মন্বন্তরাবতারেষু ন লিখ্যতে তল্লিখনেনৈবাত্র লাভাদন্যথা পুনরুক্তি দোষ প্রসক্তিঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥

স্বারোচিষোঽগ্নেঃ পুত্রঃ স এব মনু স্তদীয়ে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। তত্র প্রতি মন্বন্তর মন্বাদয়ঃ ষড়ন্যে ভবন্তি তথাহি শ্রীসূত দ্বাদশে বক্ষ্যতি। মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রঃ সুরেশ্বরঃ। ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরে ষড়্বিধ মুচ্যতে ইতি। তত্র মনু তদবতারৌ কথিতৌ অন্যে চতুষ্কাঃ স্বয়ং মন্তব্যাঃ। যদুক্তং। শ্রীমদষ্টমে। স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ। দ্যুমৎ সুসেন রোচিষ্মৎ প্রমুখা স্তস্য চাত্মজাঃ। তত্রেন্দ্রো রোচন স্ত্বাসীদ্দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ। ঊর্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিন ইতি ॥ ৫ ॥

স্বায়ম্ভুবীয়াদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ক্রমে যজ্ঞাদি বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত চৌদ্দটী মন্বন্তরাবতার হয়, প্রথম স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে যজ্ঞনামা মন্বন্তরাবতার ॥ ১ ॥

কল্পাবতার প্রকরণে যজ্ঞাবতার বর্ণিত হইয়াছে, এ কারণ এ স্থলে পুনরায় লিখিত হইল না ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয় স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিভু নামে মন্বন্তরাবতার ॥২॥৫॥

যথা অষ্টমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

ঋষেস্তু দেবশিরস স্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ।
তস্যাং জাত স্ততোদেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ৬॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমার ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৭॥
তৃতীয়ে উত্তমীয়ে সত্যসেনঃ॥ ৩॥ ৮॥
ধর্ম্মস্য সুনৃতায়াস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।

তস্যাং তুষিতায়াঃ॥ ৬॥

বিভো রসাধারণং চরিতমাহ অষ্টাশীতীতি যে ধৃতব্রতো মুনয় স্তে কৌমার ব্রহ্মচারিণো বিভোঃ সকাশাৎ তস্য ব্রতং শিক্ষিতবন্ত ইত্যন্বয়ঃ যদ্বা তস্য স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণো ব্রতং। ৭॥

উত্তমো নাম মনুঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ স্তদীয়ে। তথাহি তত্রৈব। তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ। পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যা স্তৎ সুতা নৃপাঃ। বশিষ্ট তনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ। সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিদিতি॥ ৮॥

সত্যব্রতৈ র্মুনিভি র্দেবৈ র্বা॥ ৯॥

স্বারোচিষ মন্বন্তরে বেদশিরা ঋশির তুষিতা নামে যে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে ঐ ঋষি হইতে বিভু নামে বিখ্যাত দেব উৎপন্ন হয়েন॥ ৬॥

ঐ বিভু কৌমার ব্রহ্মচারী হওয়াতে অষ্টাশীতি সহস্র ধৃত ব্রত মুনি তাঁহার নিকট ব্রত শিক্ষা করেন॥ ৭॥

তৃতীয় উত্তম মন্বন্তরে সত্যসেন মন্বন্তরাবতার॥ ৩॥ ৮॥

এই মন্বন্তরে ধর্ম্মের সুনৃতা নাম্নী পত্নীরগর্ভে ভগবান্ পুরু-

সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ। ৯॥
সোঽনৃত ব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষ রাক্ষসান্।
ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎ সখঃ॥ ১০॥
চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ॥ ৪॥ ১১॥
তত্রাপি যজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতোগ্রহাদিতি॥ ১২

সত্যব্রত চরিতমাহ স সত্যসেনঃ সত্যজিত ইন্দ্রস্য সখা সন্॥ ১০॥

তামস উত্তমস্য তৃতীয় মনো র্ভ্রাতা তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। চতুর্থ উত্তম ভ্রাতা মনুর্নাম্নাচ তামসঃ। পৃথুখ্যাতি নরঃ কেতু রিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ। সত্যকা হরয়ো বীরা দেবা স্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ। জ্যোতি র্ধামাদয়ঃ সপ্ত ঋষয় স্তামসেঽন্তরে। দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতে স্তনয়ো নৃপ। নষ্টাঃ কালেন যৈ র্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসেতি॥ ১১॥

হরিরিত্যাহৃতো ব্যাহৃতঃ কথিত ইত্যর্থঃ ব্যাহার উক্তি র্লপিতমিত্যমরাৎ। গ্রাহাৎ কুম্ভীরাদিত্যর্থঃ। আহূত ইতি চিৎসুখ সম্মতঃ পাঠঃ॥ ১২॥

ষোত্তম সত্যব্রতগণসহ উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েন॥ ৯॥

সেই সত্যসেন সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সখা হইয়া এবং ভূতদ্রোহি ভূত সকলকে বিনষ্ট করেন॥ ১০॥

চতুর্থ তামস মন্বন্তরে হরি নাম্না মন্বন্তরাবতার॥ ৪॥ ১১॥ এই মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু হরিণীর গর্ভে হরিমেধস্ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরি নামে বিখ্যাত হয়েন, ইনিই কুম্ভীর মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন॥ ১২॥

স্মর্য্যতেঽসৌ সদা প্রাতঃ সদাচার পরায়ণৈঃ।
সর্ব্বানিষ্ট বিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচনঃ॥ ১৩॥
পঞ্চমে রৈবতীয়ে বৈকুণ্ঠঃ॥ ৫॥ ১৪॥
পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স কলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ং॥ ১৫॥

সদা প্রত্যহং॥ ১৩॥

রৈবতশ্চতুর্থ মনোস্তামসস্য সোদর ভ্রাতা তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। পঞ্চমো রৈবতো নাম মনু স্তামস সোদরঃ। বলি বিন্ধ্যাদয় স্তস্য সুতা অর্জ্জুন পূর্ব্বকাঃ। বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ। হিরণ্যরোমা বেদশিরা ঊর্দ্ধবাহ্বাদয়ো দ্বিজা ইতি॥ ১৪॥

তয়ো র্বিকুণ্ঠা শুভ্রয়োঃ স স্বয়ং ভগবান্ কলয়া বৈকুণ্ঠো নাম্না জজ্ঞে অংশস্যাজিতস্যাংশেন জাতত্বাৎ কলয়েত্যুক্তং। যদ্বা যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠো মহাবৈকুণ্ঠঃ কল্পিতঃ স ভগবান্ অজিতো বৈকুণ্ঠনামা সন্ কলয়া অংশেন জজ্ঞে ইতি পরেণান্বয়ঃ স্ব কলয়েতি পাঠে স্বস্য স্বাংশস্য যা কলা তয়া ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

সদাচার পরায়ণ সাধুগণ সর্ব্ব প্রকার অনিষ্ট নিবারণ নিমিত্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে গজেন্দ্রবিমোচন হরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ নামে মন্বন্তরাবতার॥৫॥১৪॥

অষ্টমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে॥

শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে যে পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ স্বয়ং বৈকুণ্ঠবাসি সুরগণ সহিত স্বীয় অংশে জন্ম গ্রহণ করেন॥ ১৫॥

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমাণেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১৬ ॥
মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপকস্যাব্যয়াত্মনঃ।
প্রকটীকরণং সত্যোপরিকল্পনমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়েঽজিতঃ ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

রময়া বিভূতি রূপয়া ॥ ১৬ ॥

কল্পিত বস্তুনো বিনশ্যদবস্থত্বমাশঙ্ক্য বিবৃণোতি মহেতি সত্যোপরি সত্যোর্দ্ধে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধ স্থিতস্য প্রকটীকরণং তর্হি তত্র সত্তা কিং তস্তেত্যাহ অব্যয়াত্মনঃ অব্যয় স্থানস্য কুতশ্চিদগন্তুরস্তেতার্থঃ। তর্হি কথমত্রা গতিঃ ইত্যাহ ব্যাপকস্য একত্রৈব স্থিত্বা সর্ব্বত্র ব্যাপিন ইত্যর্থঃ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদিতি ভাবঃ।- যদুক্তং। অতঃ প্রভো প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্যচ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটমিতি। যদ্বা প্রকাশেন তত্রাগতিঃ ॥ ১৭ ॥

চাক্ষুষো মনুঃ চক্ষুসঃ পুত্রঃ। তদীয়ে মন্বন্তরে। যদুক্তং তত্রৈব। ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ। পুরু পুরুষ সুদ্যুম্ন প্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ। ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুম স্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ। মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্য্যস্ম বীরকাদয় ইতি ॥ ১৮ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয় প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন ॥ ১৬ ॥

ইহা সত্যলোকের উপরিভাগে অব্যয় সর্ব্ব ব্যাপক মহাবৈকুণ্ঠলোকের প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে অজিত নামে মন্বন্তরাবতার ॥৬॥১৮॥

তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ১৯॥
পয়োধিং যেন নির্ম্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্ম রূপেণ মন্দর ইতি॥ ২০॥
বৈবস্বতান্তরে ব্যক্তঃ পুরৈবোক্তঃ স বামনঃ॥ ৭॥

তত্রাপীতি তত্রাপি চাক্ষুষীয়ে মনৌ। ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদ্যংশবান্ যদ্বা অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যঃ। জগদীশ্বরঃ গর্ভোদকশায়ী অংশেন অজিত নাম্নাভূদিত্যন্বয়ঃ॥ ১৯॥

তস্য লীলামাহ পয়োধিমিতি। যেনাজিতেন তস্যাপ্যবতারান্তরেণ লীলান্তরমাহ ভ্রমমাণোম্ভসীতি ভ্রমমাণঃ অস্থিরশ্চলমানঃ॥ ২০॥

বিবস্বতঃ শ্রীসূর্য্যস্য পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব নামা মনু স্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। মনুর্ব্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি স্মৃতঃ। সপ্তমো বর্ত্তমানো য স্তদপত্যানি মে শৃণু। ইক্ষাকু র্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেবচ। নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো ধৃষ্ট উচ্যতে। বারুশশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ। মনোর্বৈব-

এই মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসম্ভূতির গর্ভে জগৎ পতি ভগবান বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হয়েন॥ ১৯॥

ইনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদিগের নিমিত্ত সুধা সাধন এবং কূর্ম্ম রূপে জলমধ্যে ভ্রমণ করত মন্দর ধারণ করিয়াছিলেন॥ ২০॥

সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে বামনদেব মন্বন্তরাবতার॥ ৭॥

এই বামনদেবের চরিত্র পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে

ভবিষ্যাঃ সপ্ত কথ্যন্তে তে সাবর্ণান্তরাদিষু॥ ২১॥
অষ্টমে সাবর্ণীয়ে সার্ব্বভৌমঃ॥ ৮॥ ২২॥
দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।
স্থানং পুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ॥ ২৩॥

স্বতস্ত্বত্তে দশপুত্রাঃ পরন্তপ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ। অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্র স্তেষাং পুরন্দরঃ। কশ্যপোত্রি বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নি র্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতা ইতি॥ ২১॥

সাবর্ণিঃ সূর্য্যাচ্ছায়ায়াং জাতঃ পুত্রঃ। যদুক্তং তত্রৈব। ছায়ায়াশ্চ সুতান্ শৃণু। সাবর্ণি স্তপতী কন্যা ভার্য্যা শম্বরণস্য যা। শনৈশ্চর স্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ। অষ্টমেন্তর আয়াতে সাবর্ণি র্ভবিতা মনুঃ। নির্ম্মোক বিরজস্কাদ্যাঃ সাবর্ণে স্তনয়া নৃপ। তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃত প্রভাঃ। তেষাং বিরোচন সুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। গালবো দিপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা। ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ। ইমে সপ্তর্ষয় স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ। ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্ব আশ্রম মণ্ডল ইতি॥ ২২॥

স্থানং পাকশাসন পদং যতঃ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা ক্ষম ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

ভবিষ্য সাবর্ণ্যাদি সপ্ত মনুর অন্তর কীর্ত্তন করি॥ ২১॥
অষ্টম সাবর্ণি মন্বন্তরে সার্ব্বভৌম মন্বন্তরাবতার॥৮॥২২॥
অষ্টমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে॥

অষ্টম মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম এই নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই ঈশ্বর পুরন্দর সকাশাৎ স্থান হরণ করিয়া পুনরায় বলিকে সম্প্রদান করিবেন॥ ২৩॥

নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে ঋষভঃ ॥ ৯ ॥ ২৪ ॥
আয়ুষ্মতোম্বুধারায়ামৃষভো ভগবান্ কিল ।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতে শ্রুতঃ ॥ ২৫
দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে বিষ্বক্‌সেনঃ ॥ ১০ ॥ ২৬ ॥
বিষ্বক্‌সেনো বিষুচ্যান্তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি ।

দক্ষসাবর্ণি র্মনুর্বরুণ পুত্র স্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। নবমো দক্ষসাবর্ণি র্মনুর্বরুণ সম্ভবঃ। ভূতকেতু দী্প্তিকেতু রিত্যাদ্যা স্তৎ সুতা নৃপ। পারা-মরীচি গর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রঃ শ্রুতঃ স্মৃতঃ। দ্যুতিমৎ প্রমুখা স্তত্র ভবিষ্যন্ত্যৃষয় স্তত ইতি ॥ ২৪ ॥

শ্রুত ইন্দ্রঃ যেন ঋষভেণ সংরাদ্ধাং সংরক্ষিতাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতে ॥ ২৪

ব্রহ্মসাবর্ণির্মনুরূপশ্লোকস্য পুত্র স্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোক সুতো মহান্। তৎসুতা ভূরিসেনাদ্যা হবিষ্মৎ প্রমুখা দ্বিজাঃ। হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ। সুবাসন বিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বর ইতি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বজিতো গৃহে ক্ষেত্রে বিষুচ্যাং জাতঃ সন্ শম্ভোস্তদানীমিন্দ্রত্বেনাবগতস্য

নবম দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে ঋষভ নামে মন্বন্তরাবতার ॥ ৯ ॥

অষ্টমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে

নবম মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই ঋষভনামে বিখ্যাত হইবেন, যিনি তৎকালীন অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সর্ব্ব সম্পৎ সমৃদ্ধা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন ॥ ২৫ ॥

দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে বিষ্বক্‌সেন মন্বন্তরাবতার ॥১০॥২৬॥

দশম মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বজিতের গৃহে বিসূচির গর্ভে

জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বজিতো বিভুঃ ॥ ২৭ ॥
একাদশে ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে ধর্ম্মসেতুঃ ॥ ১১ ॥ ২৮ ॥
আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বৈধৃতায়াং হরে রংশো স্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥ ২৯ ॥
দ্বাদশে রুদ্রসাবর্ণীয়ে সুধামা ॥ ১২ ॥ ৩০ ॥

সখ্যং সাহায্যং করিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মসাবর্ণির্নাম মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। মনু র্বৈ ধর্ম্মসাবর্ণি রেকাদশম আত্মবান্। অনাগতাস্তৎ সুতাশ্চ সত্যধর্ম্মাদয়ো দশ। বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণ রুচয়ঃ সুরাঃ। ইন্দ্রশ্চ বৈধৃত স্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয় ইতি ॥২৮

ধারয়িষ্যতি পালয়িষ্যতি ॥ ২৯ ॥

রুদ্রসাবর্ণি নাম মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব। ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্ দ্বাদশমো মনুঃ। দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ। গন্ধধামাচ তত্রেন্দ্রো দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ। ঋষয়শ্চ তপোমূর্ত্তি স্তপস্ব্যগ্নীধ্রকাদয় ইতি ॥ ৩০ ॥

অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্বক্সেন নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, তৎকালীন শম্ভুনামক ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্য হইবেক ॥ ২৭ ॥

একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে ধর্ম্মসেতু নামক মন্বন্তরাবতার ॥ ১১ ॥ ২৮ ॥

অষ্টস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

একাদশ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি অংশে বৈধৃতার গর্ভে জন্ম লইয়া আর্য্যকের পুত্র হওত ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন হে রাজন্! সে সময় হরির ঐ অংশই ত্রিলোকী ধারণ করিবেন ॥ ২৯ ॥

দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণি মন্বন্তরে সুধামা মন্বন্তরাবতার ॥ ৩০ ॥

সুধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সুনৃতায়াং সুতো বিভুঃ ॥ ৩১ ॥
ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয়ে যোগেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ ৩২ ॥
দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ ।

তস্য রুদ্রসাবর্ণে র্মনোরন্তরং সাধয়িষ্যতি সত্যসহসঃ পিতুঃ সুনৃতায়াশ্চ মাতুঃ সুতঃ সন্ সুনৃতায়ামিতি পাঠঃ চিৎসুখ সম্মতঃ তত্র সত্যসহসঃ পিতুঃ সকাশাৎ সুনৃতায়াং মাতরি সুতঃ প্রসূতঃ সন্ ॥ ৩১ ॥

দেবা সাবর্ণি নামা মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব । মনুস্ত্রয়োদশ ভাব্যো দেবসাবর্ণি রাত্মবান্ । • চিত্রসেন বিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণি দেহজাঃ । দেবাঃ সুকর্ম্ম সুত্রাম সংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ । নির্ম্মোক তত্ত্ব দর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয় স্তদেতি ॥ ৩২ ॥

দিবস্পতেঃ সূর্য্যস্য তদানীং প্রাপ্তেন্দ্রপদস্য উপহর্ত্তা সংপাদকঃ সংভবিষ্যতি । উপকর্ত্তেতি শ্রীচিৎসুখ সম্মতঃ পাঠঃ তত্র উপকর্ত্তেতি ভবিষ্যতৃঙ্

অষ্টমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

দ্বাদশ মন্বন্তরে ভগবান্ হরির অংশ সত্যসহা বিপ্রের সুনৃতা নাম্নী বনিতায় উৎপন্ন হইয়া সুধামা নামে বিখ্যাত হইবেন, তাঁহা হইতে ঐ মন্বন্তর অতিশয় প্রসিদ্ধ হইবেক ॥৩১

ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণি মন্বন্তরে যোগেশ্বর নামে মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২ ॥

অষ্টমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ॥

ত্রয়োদশ মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বৃহতীর গর্ভে এক অংশে উৎপন্ন হইয়া দেবহোত্রের তনয় হইবেন এবং যোগেশ্বর

যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি॥ ১৪ ॥ ৩৩ ॥
চতুর্দ্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে বৃহদ্ভানুঃ ॥ ১৪ ॥ ৩৪ ॥
সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তথা হরিঃ।
বিনতায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতেতি ॥ ৩৫ ॥
যজ্ঞ বামনয়োস্তত্র পুনরুক্ত তয়া দ্বয়োঃ।

তথাচ দিবস্পতে রূপকারকঃ যোগেশ্বরঃ দেবহোত্রস্য বৃহত্যাং স্ত্রিয়াং তনয়ঃ সংভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রসাবর্ণি নামা মনু স্তদীয়ে যদুক্তং তত্রৈব। মনুর্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দশম এষ্যতি। উরগম্ভীর ব্রধ্নাদ্যা ইন্দ্রসাবর্ণি বীর্য্যজাঃ। পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যা স্তপস্বিন ইতি ॥ ৩৪

ক্রিয়াতন্তূন্ ক্রিয়াসন্ততী বিতায়িতা বিস্তারয়িষ্যতি। মন্বাদীনাং কার্য্যমষ্টস্কন্ধীয় চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃতমালোচনীয়ং ॥ ৩৫ ॥

তত্র কল্পাবতারে যজ্ঞ বামনয়োরবতারাবুক্তৌ অত্রতু পুনরুক্তত্বাৎ নোদিতৌ

নামে প্রসিদ্ধ হওত তৎকালে দিবস্পতি নামক দেবরাজের কার্য্য সম্পাদন করিবেন ॥ ৩৩ ॥

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে বৃহদ্ভানু নামে মন্বন্তরাবতার ॥ ১৪ ॥ ৩৪ ॥

এই মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বিনতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সত্রায়ণের তনয় হইবেন এবং বৃহদ্ভানু নামে প্রসিদ্ধ হওত ক্রিয়া কলাপ বিস্তার করিবেন ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞ এবং বামন পূর্ব্বে কল্পাবতারে উক্ত হওয়ায় মন্বন্তরাবতারে তাঁহাদের পুনরায় কীর্ত্তন করিলাম না, সংখ্যা গণনায়

মন্বন্তরাবতারাস্তু সংখ্যায়াং দ্বাদশোদিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ ॥ * ॥

অথ যুগাবতারাঃ ॥ ১ ॥

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্য যুগেহরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥ ২ ॥

অতঃ সংখ্যায়ামেব দ্বাদশ পরমার্থ তস্তু চতুর্দ্দশেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ ॥ * ॥

অথ শব্দঃ ক্রমপ্রাপ্তিমানন্তর্য্যার্থঞ্চ যুগাবতারাণামবগময়তি ॥ ১ ॥

কথ্যত ইতি কৃষ্ণঃ কৃষ্ণনামাবতারঃ যদ্দ্বাপরে স্বয়ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবঃ বিশেষ বিবৃতিঃ কৃষ্ণবর্ণমিত্যত্র দর্শিতা ॥ ২ ॥

দ্বাদশ মন্বন্তরাবতার বর্ণিত হইল কিন্তু প্রকৃত ভাবে মন্বন্তরাবতার চতুর্দ্দশ ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি মন্বন্তরাবতার ॥ * ॥

অথ যুগাবতার ॥ ১ ॥

বর্ণ ও নাম ভেদে যুগাবতার সকল বর্ণন করিতেছি। যথা ভগবান্ হরি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও শুক্ল নাম, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ও রক্ত নাম, দ্বাপর যুগে শ্যাম বর্ণ ও কৃষ্ণ নাম ॥

তাৎপর্য্য। দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবানের অবতার প্রযুক্ত শ্যামের তন্মধ্যে অন্তর্ভাব, ইহার বিশেষ বর্ণন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" ইত্যাদি বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

উপাসনা বিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥ ৩॥
কল্প মন্বন্তর যুগ প্রাদুর্ভাব বিধায়িনঃ।
অবতারা ইমেত্বেক চত্বারিংশদুদীরিতাঃ॥ ৪॥

মন্বন্তর যুগাবতারাণাং কারণমভিব্যনক্তিঃ। উপাসনেতি অসৌ হরিঃ। সত্যাদিষু যুগেষু অবতরতি যথা তেষু অবতারো ভবতি তথা মন্বন্তরাবতারশ্চ ভবতি দ্বয়োরবতারয়োরেক কারণতেত্যর্থঃ। ক্রমাৎ ক্রমং বিধায় ক্রমং পরিত্যজ্যচ কৈচিদ্দ্বাপরাদৌ পীতাদে র্যুগাবতার দর্শনাদিত্যাহু স্তন্ন সমীচীনং কৃষ্ণবর্ণমিত্যস্য বিবৃতৌ তদাভাসস্য সংশয়নোদাৎ। ৩॥

পূর্ব্বোক্তানবতারান্ গণয়ন্নাহ কল্পেতি কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিঃ মন্বন্তরাবতারা দ্বাদশ যুগাবতারাশ্চত্বারঃ। ইত্থমেকচত্বারিংশদেব॥ ৪॥

উপাসনা বিশেষের নিমিত্ত সত্যাদি যুগে ভগবান্ হরি যেরূপ ক্রমে অবতার হয়েন তদ্রূপ মন্বন্তরাবতারও হইয়া থাকেন॥

তাৎপর্য্য। কেহ কেহ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন দ্বাপর আদি যুগে পীতাদির যুগাবতার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে, কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদির বিবৃতি স্থলে তদ্বিষয়ক আভাসের সংশয় ছেদন করা হইয়াছে॥ ৩॥

কল্প, মন্বন্তর ও যুগ ইত্যাদিতে প্রাদুর্ভাব বিধায়ি হরির, ঐ সকল অবতারের সংখ্যা একচত্বারিংশৎ অর্থাৎ কল্পাবতার পঞ্চবিংশতি, মন্বন্তরাবতার দ্বাদশ ও যুগাবতারাচার॥ ৪॥

বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ পাদ্মান্তাশ্চ সহস্রশঃ ।
বর্ত্তমানস্তু কল্পোঽয়ং শ্বেতবারাহ উচ্যতে ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মকল্প প্রথমজে ব্যক্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে ।
কুমারা নারদাদ্যাশ্চ চাক্ষুষীয়াদিষ্বন্তরে ॥ ৬ ॥
প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যাঃ কল্পে কল্পে ভবন্ত্যমী ।
মনব স্তেঽবতারাশ্চ তথা যজ্ঞাদি নামকাঃ ॥ ৭ ॥
তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
শ্রীব্রজ প্রশ্নঃ ॥

বৃত্তা অতীতাঃ সহস্রশো ঽনন্তাঃ । ব্রাহ্মেতি পুনঃ পুন স্তেষামাবৃত্তিস্তে-নোক্তং নতু তস্মৈবাদিত্ব নিয়মনং ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্ম কল্পস্য ব্রাহ্মকল্পে বা জাতং যৎ স্বায়ম্ভুবান্তরং তস্মিন্ ইদমপি পূর্ব্বা-নুসারেণ উত্তরে অবতারাঃ ॥ ৬১ ॥

প্রায় ইতি শ্রীভগবদিচ্ছয়া শ্রীমৎস্যপুরাণে কস্য কস্যচিন্নামান্তরোল্লেখ দর্শনাৎ ॥ ৭ ॥

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মকল্প ও পাদ্মকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে বর্ত্তমান কল্পকে শ্বেতবরাহ কল্প বলাযায় ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্ম কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কুমার ও নারদাদি অবতার হয়েন এবং চাক্ষুষীয় মন্বন্তরেও তদ্রূপ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

প্রতিকল্পে প্রায় স্বায়ম্ভুবাদি মন্বন্তর হইয়াথাকে, তথা মনু ও যজ্ঞাদি নামক অবতারও আবির্ভূত হয়েন ॥ ৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

য এতে ভবতা প্রোক্তা মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
নিত্যং ব্রহ্মদিনে প্রাপ্তে এত এব ক্রমাদ্দ্বিজ।
ভবন্ত্যতান্যো ধর্ম্মজ্ঞ এতন্মে ছিন্ধি সংশয়ং ॥ ৮ ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরং ॥
এত এব মহারাজ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
কল্পে কল্পে ত্বয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
এক রূপাস্ত্বয়া কল্পা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৯ ॥
কেচিৎ কিঞ্চিদ্বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেশিতুরিতি ॥ ১০ ॥

হে দ্বিজ হে মার্কণ্ডেয় উক্ত প্রশ্নে অন্যে ভিন্ন রূপাঃ। এতং সংশয়ং অনুস্বারস্য বর্গান্তত্বমনুশাসন সিদ্ধং এতন্মত ইতি পাঠে সংশয়স্য জ্ঞান বাচকত্বান্নপুংসকং যদ্বা ছান্দসমেতৎ ॥ ৮ ॥

এতে সর্ব্ব কল্পা একরূপা স্তাদৃশ মন্বাদিযুক্তাএব নত্বন্য রূপা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমৎস্যপুরাণ মতমপি দর্শয়ন্তি কেচিদিতি পরমেশিতুঃ পরমেশ্বরস্য ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্র প্রশ্ন ॥

বজ্র মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে দ্বিজ। হে মার্কণ্ডেয়! আপনি যে সকল মনুর নামোল্লেখ করিলেন ইহাঁরা কি প্রতি নিয়ত আবির্ভূত হয়েন অথবা অন্য মনু সকল জন্ম গ্রহণ করেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এ বিষয়ের সংশয় ছেদন করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ মনু প্রতি কল্পেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন ইহাতে কোন সংশয় নাই, সমুদায় কল্প এক রূপ জানিবেন ॥ ৯ ॥

পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা কোন কোন মন্বন্তর কিঞ্চিদ্বিভিন্ন

অবতারাশ্চতুর্দ্ধা স্যুরাবেশাঃ প্রাভবা অপি ।
তথৈব বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থাশ্চ তত্র তে ॥ ১১ ॥
তত্রাবেশাবতারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্ত রীতিতঃ ।
যথা কুমার দেবর্ষি বেণাঙ্গ প্রভবাদয়ঃ ॥ ১২ ॥
তথাচ পাদ্মে ॥
আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরি র্ব্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥
যথা তত্রৈব ॥

পূর্ব্বোক্তানবতারানেব বিশিনষ্টি অবতারা ইতি । তত্র তেতু প্রতিকল্পেষু । তে অবতারাঃ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত রীতিতঃ তাদৃশ জীবেষু জ্ঞান শক্ত্যাদিভিরীশ্বরাবেশতঃ বেণস্যাঙ্গ প্রভবঃ শ্রীপৃথু স্তদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেষু শ্রীসনকাদিষু । বিভুঃ আবেষ্টুং সমর্থঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রতিকল্পে আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ ভেদে সেই সকল অবতার চারি প্রকার হয় ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে আবেশাবতার জানিতে হইবে। যথা কুমার, নারদ ও বেণাঙ্গোৎপন্ন পৃথু ইহাঁরা সকল ভগবানের আবেশাবতার ॥ ১২ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

বিভু হরি সনকাদি কুমার সকলে তথা দেবর্ষি নারদে আবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ।
আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি তত্রৈব কীর্ত্তিতং॥ ১৪॥
তথাহি॥ ১৫॥
এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নে মহাত্মনঃ।
শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোরিতি॥ ১৬॥

চতুর্ভুজো দেবঃ শঙ্খী চক্রী চ সন্। তত্রৈব পাদ্ম এব॥ ১৪॥
পাদ্মকীর্ত্তনমাহ তথাহীতি॥ ১৫॥

দেবি হে দুর্গে জামদগ্নেঃ শ্রীপরশুরামস্য এতচ্চরিতং কার্ত্তবীর্য্য বধাদিকং কথিতং নমু জীবস্য কথমেতাদৃশী শক্তিরিত্যাহ শার্ঙ্গিণঃ শ্রীনারায়ণস্য যা শক্তি ভূর্ভার হরণাত্মিকা তস্যা এব আবেশো যস্মিন্ তদবতারস্যেত্যর্থঃ অতো ন চিত্র মিতি ভাবঃ। নমু শ্রীনারায়ণস্য কথমন্যত্রাবেশ ইত্যাহ প্রভোঃ কার্য্যায়ান্তত্র প্রবেষ্টুং সমর্থস্য। যদ্বা প্রভবত্যস্মাৎ প্রভুঃ তস্যেতি তৎ প্রভাবাদেব শ্রীপরশু-রামস্য তাদৃশত্বমিতি গম্যং। নম্বন্যেষু জীবেষু সৎসু তস্মিন্ কথমীশ্বরস্যাবেশ ইত্যাহ মহাত্মন ইতি॥ ১৬॥

ভগবান্ চতুর্ভুজ দেব শঙ্খ ও চক্র ধারণ পূর্ব্বক পৃথু এবং পরশুরামে আবিষ্ট হইয়াছেন এই রূপ পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে॥ ১৪॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা পদ্মপুরাণে॥ ১৫॥

ভগবান্ মহেশ্বর শঙ্করীকে কহিলেন দেবি! এইত জমদগ্নি তনয় পরশুরামের কার্ত্তবীর্য্য বধাদি কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিলাম, যদি বল জীবে এরূপ শক্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহার কারণ এই যে শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারি শ্রীনারায়ণ প্রভুর ভূভার ধারণাত্মিকা শক্তি গিয়া ইহাঁতে প্রবেশ করিয়াছে॥ ১৬॥

আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে ॥ ১৭ ॥
প্রত্যক্ষ রূপ ধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে।
কলেরন্তেচ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনং।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মন ইতি ॥ ১৮ ॥

কল্কিনঃ সম্বন্ধে আবেশত্বমীশ্বরস্তেত্যর্থঃ। যদ্বা কল্কিনং প্রাপ্য আবেশত্বং যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। আবেশত্বমাবেশাবতারত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তেন কলৌ শ্রীহরি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ রূপধারণাভাবেন। প্রস্তুতং দর্শয়ন্নাহ কলেরিতি বসন্তি ভূতান্যত্র ভূতেষু বা বসত্যসৌ বাসুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ শ্রীমদনিরুদ্ধ এব প্রসিদ্ধ বাসুদেবস্য তৎ কার্য্যানুপযোগাৎ। যোগ্য জীবানামাবেশাবতারত্বং ঘটয়ন্নাহ পূর্ব্বোৎপন্নেষ্বিতি তেষু ব্রহ্মবাদিত্বাদিনা প্রসিদ্ধেষু কল্ক্যাদিষু ভূতেষু প্রাণিষু প্রবেশং কৃত্বা যদভিপ্রেতং বিশ্বপালনাদি রূপং কুরুত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে কল্কিরও আবেশত্ব দেখা যায় ॥ ১৭ ॥

সত্য প্রভৃতি তিনযুগে যদ্রূপ ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া লোক সকলের দৃশ্য হয়েন কলিতে তদ্রূপ হয়েন না, এ নিমিত্ত ঐ হরির ত্রিযুগ বলিয়া একটী নাম পাঠ হইয়া থাকে, কলির অন্তকাল উপস্থিত হইলে ভগবান্ বাসুদেব অনিরুদ্ধ ব্রহ্মবাদি কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগতের স্থিতি বিধান করিবেন। একারণ কলিযুগে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই সেই ভূত সকলে হরি প্রবেশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

অতোঽমীম্ববতারিত্বং পরং স্যাদৌপচারিকং ॥ ১৯ ॥

অথ প্রভাব বৈভবাঃ ॥

হরি স্বরূপ রূপা যে পরাবস্থেভ্য উনকাঃ।

শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥ ২০ ॥

প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্র দৃষ্টিতঃ।

একেনাতি চিরব্যক্তা নাতি বিস্তৃত কীর্ত্তয়ঃ ॥ ২১ ॥

অতো যোগ্য জীবেষ্বীশ্বরাবেশাৎ অমীষু শ্রীসনকাদিষু। অতত্ত্বে তত্ত্বা- রোপ উপচার স্তদ্ভবমৌপচারিকং পরং কেবলং ॥ ১৯ ॥

হরি স্বরূপাঃ প্রাভবাঃ হরিরূপা বৈভবা ইত্যর্থঃ অত্র স্বরূপ রূপয়োঃ কিঞ্চিদবান্তর ভেদেনোত্তর গত বৈশিষ্ট্যাৎ তত্তদাখ্যকা নামানি যেষাং তে প্রাভব বৈভবাখ্যকা ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রথমমুপলব্ধবান্ প্রাভবাল্লক্ষয়তি প্রাভবাশ্চেতি। নাতীতি নকারো নিষেধার্থে নতু নঞর্থস্তেন অচান্বিত্যনেন নান্ সরসীঃ পরিশীলিতুং ময়াগমি কস্মী কৃতনৈক নীবৃতেতি বৎ ॥ ২১ ॥

অতএব এই সকল সনকাদি জীবে পরমেশ্বরের অবতা- রতা কেবল ঔপচারিক মাত্র জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অথ প্রাভব ও বৈভব যথা ॥

যাঁহাদের হরি তুল্য সচ্চিদানন্দ ময় মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ঊন, শক্তির তারতম্য বশতঃ ক্রমে তাঁহাদের প্রাভব ও বৈভব বলিয়া সংজ্ঞা হয় ॥ ২০ ॥

শাস্ত্র দৃষ্টে প্রাভব দুই প্রকার দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রথম প্রাভব চিরকাল স্থায়ী হয়েন না ও দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তি অতিশয় বিস্তার নহে ॥ ২১ ॥

তে মোহিনীচ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ ॥ ২২ ॥
অপরে শাস্ত্র কর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যু র্মুনিশ্চেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তুর্ঋষভো ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে ॥ ২৩ ॥
অথ স্যু বৈভবাবস্থা স্তেচ কূর্ম্মো ঝসাধিপঃ।
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ হয়াননৌ।
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।

আদ্য ভেদানাহ তে ইতি তেনাতিচির ব্যক্তাঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয় ভেদানাহ অপর ইতি অপরে নাতিবিস্তৃত কীর্ত্তয় ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রাণি বৈদ্যক যোগভক্তি মুখ্যকে জ্ঞান সাংখ্য জ্ঞানানি তৎ কর্ত্তারস্তে ক্রমান্মন্তব্যা ॥ ২৩ ॥

প্রভাব ভেদৌ নিরূপ্য কারিকালব্ধ ক্রমপ্রাপ্ত বৈভব ভেদং নিরূপয়তি অথ স্যুরিতি ঝষাধিপো মৎস্যাধীশ্বরঃ। নারায়ণো নরসখ ইত্যেক এব নরস্য সখা প্রাপ্য অন্যথা নারায়ণান্তর ভ্রমঃ স্যাদ্বিশেষণান্তরাভাবত্বস্ত তেন সহৈকাবতারত্ব তাৎপর্য্যকং তস্য স্বত এবাবতারত্বে সংখ্যায়াং দ্বাবিংশত্যাপত্তিঃ সখ

তাহার মধ্যে প্রথম প্রাভব যুগানুগত মোহিনী, হংস ও শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অর্থাৎ ইহাঁরা কার্য্যমাত্রেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কার্য্যাবসানে পুনরায় অন্তর্দ্ধান হয়েন ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয় প্রাভব প্রায় শাস্ত্রকর্ত্তা মুনি সদৃশ হইয়া থাকেন। যথা— ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাসদেব ও কপিল ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বৈভবাবস্থ অবতার সকল কীর্ত্তন করি, যথা কূর্ম্ম, মৎস্য, নরসখা নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্বঘ্ন বলদেব তথা যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার এই একবিংশ-

ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতি রীরিতাঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র ক্রোড় হয়গ্রীবৌ নব ব্যূহান্তরোদিতৌ।
মন্বন্তরাবতারেষু চত্বারঃ প্রবরাস্তথা ॥ ২৫ ॥
তেতু শ্রীহরি বৈকুণ্ঠৌ তথৈবাজিত বামনৌ ॥ ২৬ ॥
ষড়মী বৈভবাবস্থা পরাবস্থোপমা মতাঃ ॥ ২৭ ॥
কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি পদস্য বৈয়র্থ্যাপ্ত স্যাৎ। প্রলম্বঘ্নঃ শ্রীবলদেবঃ। যজ্ঞাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতারা ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্তান্ ভেদান্ বিশিনষ্টি তত্রেতি। ক্রোড়ঃ শ্রীবরাহঃ ॥ ২৫ ॥

তে প্রবরাঃ কে ইতি গণয়ন্নাহ অর্দ্ধেন তেত্বিতি ॥ ২৬ ॥

অমী ক্রোড়াদয়ঃ ষট্ পরাবস্থোপমাঃ শ্রীনৃসিংহ রামকৃষ্ণ তুল্যাঃ ॥ ২৭ ॥

অথাবেশ প্রাভব বৈভবানাং মধ্যে কেষাঞ্চিত্তু সর্ব্বেষাং ॥ ২৮ ॥

তিকে বৈভবাবস্থ অবতার বলে ॥ ২৪ ॥

বরাহ এবং হয়গ্রীব এই দুই নব ব্যূহের মধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, মন্বন্তরাবতার মধ্যে চারিটী প্রধান ॥ ২৫ ॥

যথা— হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন ॥ ২৬ ॥

উল্লিখিত বরাহ প্রভৃতির ছয় অবতার পরাস্থ সদৃশ অর্থাৎ ইহাঁরা শ্রীনৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ তুল্য ॥ ২৭ ॥

আবেশ, প্রাভব ও বৈভব সকলের মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত যেখানে যেখানে বিরাজ করেন শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে সেই সেই স্থান লিখিতেছি ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে ॥ ২৯ ॥
তথাহি ॥
অস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ ।
মহাতলেতি বিখ্যাতো রক্তভৌমশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৩০ ॥
সরোবরং ভবেত্তত্র যোজনানাং দশাযুতং ।
স্বয়ং তত্রৈব বসতে কূর্ম্মরূপ ধরো হরিঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র স্থান লিখনে ॥ ২৯ ॥

তত্র প্রাধান্যাদ্দৈভবানাং স্থানানি নিরূপয়ন্ প্রথমোদ্দিষ্টস্য কূর্ম্মস্য স্থানমাহ অস্যোপরিষ্টাদিতি দ্বাভ্যাং অস্য তলাতলস্য প্রকরণ লাভাৎ তাবান্ ত্রিশতোত্তর চতুর্দ্দশ সহস্র সম্মিত সপ্তদশ পঞ্চাশল্লক্ষাধিক কোটিত্রয় পরিমাণবান্ ॥ ৩০ ॥

তত্র মহাতলে। তত্র সরোবরে কূর্ম্ম রূপধর এব অন্যথা পরব্যোমস্যবাপ্তিঃ স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

স্থান লিখন বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বচন প্রমাণ স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

যথা ॥

তলাতলের উপরি তিনকোটি সপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র তিন শত যোজন পরিমিত স্থান মহাতল বলিয়া বিখ্যাত, তাহার ভূমি রক্তবর্ণ এবং তাহা পাতালের পঞ্চম সংখ্যা বিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

ঐ মহাতলে দশ অযুত অর্থাৎ লক্ষ যোজন পরিমিত এক সরোবর আছে, তাহাতে কূর্ম্মরূপ ধারী হরি স্বয়ং বাস করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেষ প্রমাণতঃ।
তত্রাস্তে সরসী দিব্যা যোজনানাং শতত্রয়ং ॥ ৩২ ॥
তস্যাং স বসতে দেবো মৎস্যরূপ ধরো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥
নারায়ণো নরসখো বসতে বদরীপদে ॥ ৩৪ ॥
নৃবরাহস্য বসতি র্মহর্লোকে প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৫ ॥
যোজনানাং প্রমাণেন অযুতানাং শতত্রয়ং।
অযুতানিচ পঞ্চাশচ্ছেষস্থানং মনোহরং ॥ ৩৬ ॥

তস্য মহাতলস্য অপরো রসাতলঃ ॥ ৩২ ॥
তস্যাং সরস্যাং ॥ ৩৩ ॥
বদরীপদে বদর্য্যাশ্রমে ॥ ৩৪ ॥
নৃবরাহস্তেত্যানেন চতুষ্পাদ্বরাহো ব্যাবৃত্তঃ ॥ ৩৫ ॥
অযুতানাং শতত্রয়মিত্যনে পঞ্চাশদযুতানি চেত্যনেন চ পঞ্চত্রিংশল্লক্ষ পরিমাণত্বং সূচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অপর মহাতলের উপরিভাগে মহাতল তুল্য পরিমাণ বিশিষ্ট রসাতল, তাহাতে তিন শত যোজন পরিমাণ এক উত্তম সরোবর আছে ॥ ৩২ ॥

ঐ সরোবরে মৎস্য রূপধারী হরি বাস করিতেছেন ॥ ৩৩

নরসখ নারায়ণ বদরিকাশ্রমে অবস্থিত আছেন ॥ ৩৪ ॥

নৃবারাহের বসতি মহর্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

শেষ দেবের স্থান প্রমাণে পঞ্চত্রিংশৎ লক্ষ যোজন, তাহা অতিশয় মনোহর ॥ ৩৬ ॥

সএব লোকো বারাহঃ কথিতস্তু স্বয়ং প্রভঃ ॥ ৩৭ ॥
লোকোঽয়মণ্ড সংলগ্নঃ সর্ব্বাধস্তান্মনোহরঃ ।
বরাহরূপী ভগবান্ শতরূপধরোঽবসৎ ॥ ৩৮ ॥
তস্যোপরিষ্টাদপর স্তাবানেব প্রমাণতঃ ।
পীতভৌমশ্চতুর্থস্তু গভস্তি তল সংজ্ঞকঃ ॥ ৩৯ ॥
তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণু র্দেবো হয়শিরোধরঃ ।
শশাঙ্ক শত সঙ্কাশঃ শাতকৌম্ভ বিভূষণঃ ॥ ৪০ ॥

যচ্ছেষ স্থানং স এব বারাহো লোকঃ কথিত ইতি যোজ্যং বিধেয়স্যৈব লিঙ্গ গ্রহণাত্তথাত্বং ॥ ৩৭ ॥

নান্বয়মেব কুত ইত্যত আহ লোকোঽয়মিতি। শতেত্যত্র শ্বেতেতি কচিৎ পাঠঃ। অয়ং লোকশ্চতুষ্পাদ্বরাহস্য ॥ ৩৮ ॥

তাবান্ পঞ্চত্রিংশল্লক্ষ পরিমাণবান্ ॥ ৩৯ ॥

তত্র গভস্তি তিল সংজ্ঞকে। শশাঙ্ক শত সঙ্কাশঃ অসংখ্য চন্দ্রতুল্যঃ। শাতকৌম্ভং শতকুম্ভ পর্ব্বতোদ্ভবং সুবর্ণং তেন খচিতানি বিভূষণানি যস্য ॥ ৪০

ঐ লোক বারাহ বলিয়া বিখ্যাত এবং জ্যোতির্ম্ময় ॥ ৩৭ ॥

তৎপরে পাতাল, ঐ মনোহর লোক, সকল-লোকের অধোদেশে এবং অণ্ড সংলগ্ন। তাহাতে চতুষ্পাদ বরাহ রূপী হরি শতরূপ ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

সুতলের উপরিভাগে পঞ্চত্রিংশৎ লক্ষ পরিমাণ তলাতল নামক স্থান, তাহার ভূমি পীতবর্ণ এবং তাহা পাতালের চতুর্থ সংখ্যা বিশিষ্ট ॥ ৩৯ ॥

ঐ স্থানে হয়শীর্ষ নামক ভগবান্ বিষ্ণু শত চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং স্বর্ণাভরণ ভূষিত হইয়া বাস করিতেছেন ॥ ৪০

প্রশ্নিগর্ভস্য বসতি ব্র হ্মণো ভুবনোপরি ॥ ৪১ ॥
বাসস্তত্র প্রলম্বারে র্যত্রৈবাঘরিপো র্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
এতস্যৈবাংশ ভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ং।
নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালা বিভূষিতঃ।
ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীং।
লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বর বিভূষিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মণো ভুবনং জনলোক স্তদুপরি যদুক্তং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে। পৃশ্নি-গর্ভো হরেরংশো জনলোকে বিরাজতে ইতি ॥ ৪১ ॥

প্রলম্বারেঃ শ্রীবলদেবস্য যত্র যেষু শ্রীবৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা গোলোকেষু। যদুক্তমাদিবারাহে। যত্র কৃষ্ণস্য বসতিঃ শ্রীমদ্বৃন্দাবনাদিষু। তত্রৈব বসতি র্জ্ঞেয়া রামস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ ইতি ॥ ৪২ ॥

এতস্য প্রলম্বারেঃ অংশভূতঃ শ্রীভূভৃৎ সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ। শয্যারূপ সঙ্কর্ষণং বারয়িতুং বিশেষণান্যাহ নিত্যং তালধ্বজ ইত্যাদি সার্দ্ধেন ॥ ৪৩ ॥

পৃশ্নিগর্ভ নামক ভগবান্ ব্রহ্মার ভুবন যে জনলোক তাহার উপর বাস করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের যে স্থানে বাস, প্রলম্বারি বলদেবও তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

এই প্রলম্বনাশন বলদেবের অংশ স্বরূপ ভূমিধারী সঙ্কর্ষণ স্বয়ং পাতালে বাস করিতেছেন, ইনি নিত্যই তালধ্বজ, বাগ্মী, বনমালা বিভূষিত, তথা লাঙ্গল, মুষল, খড়্গ, নীলাম্বর ধারী এবং সর্ব্বদা ইহাঁর মস্তকে রত্ন খচিত ফণাবলী বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ হরের্লোকো বিরাজতে ॥ ৪৪ ॥
স্বর্লোকে বসতি র্বিষ্ণো বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
তথা বৈকুণ্ঠ লোকেচ স্বয়মাবিষ্কৃতোহি যঃ ॥ ৪৫ ॥
অজিতস্য নিবাসস্তু ধ্রুবলোকে সমর্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

হরে র্হরিনাম্ন স্তামস মন্বন্তরাবতারস্য লোকঃ স্থানং ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাৎ জনলোকোপরি চকারাৎ চিত্রকূটাখ্য পর্ব্বতে। যদুক্তমাদি বারাহে। ক্ষীরোদেনাবৃতে বৃক্ষ লতাকীর্ণে সুরপ্রিয়ে। রাজতে চিত্রকূটাদ্রৌ গজেন্দ্র মোচকো হরিরিতি। কেচিত্তু হরের্লোকোহপরো বৈকুণ্ঠ ইত্যাহুঃ ॥ ৪৪ ॥

বৈকুণ্ঠস্য বিকুণ্ঠাসুনো রৈবত মন্বন্তরাবতারস্যেত্যর্থঃ। যো বৈকুণ্ঠলোক স্বয়মাত্মনা আবিষ্কৃতঃ প্রকাশিত স্তস্মিংশ্চ। স প্রকাশদ্বয়েন স্থানদ্বয়ে বিরাজত ইত্যবসেয়ং ॥ ৪৫ ॥

অজিত শ্চাক্ষুষ মন্বন্তরাবতারস্য ॥ ৪৬ ॥

তামস মন্বন্তরে যে হরি অবতীর্ণ হইয়া গজেন্দ্রমোক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসস্থান জনলোকের উপরি ভাগে, কিন্তু আদিবরাহপুরাণে গজেন্দ্রমোচক হরির বাসস্থান চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

রৈবত মন্বন্তরাবতার বিকুণ্ঠাতনয় বৈকুণ্ঠ নামক মহাত্মা বিষ্ণুর বাসস্থান স্বর্গলোক, তথা বৈকুণ্ঠ নামে যে লোক স্বয়ং আবিষ্কৃত করেন তাহাতেও তিনি বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরাবতার অজিতনামা বিষ্ণুর বাসস্থান ধ্রুবলোক ॥ ৪৬ ॥

ভুবর্লোকেতু বসতি র্বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৭ ॥
ত্রিবিক্রমস্য বসতি স্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা।
তথাঽস্য ব্রহ্মলোকস্থো দিব্যো নারায়ণাশ্রমঃ ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ নিবাসোঽনেন নির্ম্মিতঃ।
হরিবংশে সুরেন্দ্রেণ কথিতো যঃ সুরর্ষয়ে ॥ ৪৯ ॥
তথাহি ॥
ইদং ভঙ্ক্ত্বা মদীয়ন্তু ভগবন্ বিষ্ণুনাকৃতং।

বামনস্য বৈবস্বত মন্বন্তরাবতারস্য ॥ ৪৭ ॥
অস্য ত্রিবিক্রমস্য ॥ ৪৮ ॥
ত্রিবিক্রমস্য স্থানত্রয়ং সাধয়িতুং শ্রীহরিবংশ সম্মতিং দর্শয়ন্নাহ ব্রহ্মেতি ন্যুষাতেঽস্মিন্নিবাসো লোকঃ ॥ ৪৯ ॥
ইদং মদীয়ং ভুবনং স্বর্গাভিধমিত্যর্থঃ। উপর্য্যুপরি উর্দ্ধতোপ্যূর্দ্ধো ভগবন্

বৈবস্বত মন্বন্তরাবতার মহাত্মা বামনদেবের বসতি স্থল ভুবর্লোক ॥ ৪৭ ॥

ত্রিবিক্রমদেবের বসতি তপোলোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথা ব্রহ্মলোকস্থ দিব্য নারায়ণাশ্রমও ইহাঁর বসতি স্থল ॥৪৮

অপর হরিবংশে ইন্দ্র নারদকে বলিয়াছেন, এই ত্রিবিক্রম দেব ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

ইন্দ্র নারদকে কহিলেন মুনে! আমার স্বর্গলোক ভাঙ্গিয়া সকল লোকের উর্দ্ধভাগে ভগবান্ বিষ্ণু আপনার ভবন প্রস্তুত

উপর্য্যুপরি লোকানামধিকং ভুবনং মুনে ইতি ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাশতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে ॥ ৫১ ॥
যথা পাদ্মে ॥
বৈকুণ্ঠ ভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ ॥ ৫২ ॥
অথ কৃষ্ণো নরভ্রাতুরবতার ইতি কচিৎ।

হে নারদ ॥ ৫০ ॥
পরব্যোম্নি মহাবৈকুণ্ঠে চকাশতি শোভন্তে ॥ ৫১ ॥
নিত্য ইতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৈকুণ্ঠস্য নিবাসঃ ॥ ৫২ ॥
অথৌপঘাতিকং নিরূপ্য স্বয়ং রূপোপরি কেষাঞ্চিৎ কুচোদ্যং খণ্ডয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি নরভ্রাতুঃ শ্রীনারায়ণস্য। অসৌ অবতারঃ অতিকোবিদাং অতিপণ্ডিতানাং ন ভাতি কিন্ত্বল্পমেধসাং তত্তৎ পুরাণ তাৎপর্য্য মবিদুষা

করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

যত যত অবতার আছে তৎ সমুদায়ের পরমাশ্চর্য্য নিবাস স্থান মহাবৈকুণ্ঠে শোভা পাইতেছে, শাস্ত্রে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

যথা পাদ্মে ॥

নিত্য স্বরূপ বৈকুণ্ঠ ভুবনে সর্ব্বদা মহা তেজোময় মৎস্য কূর্ম্মাদি নিখিল অবতার সকল বাস করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

অপর নরভ্রাতা নারায়ণের এবং উপেন্দ্রের যে কোন স্থানে অবতারত্ব বর্ণন হইয়াছে তাহা পণ্ডিতদিগের মত নয়

উপেন্দ্রস্যেতি চ ক্বাপি ভাত্যসৌ নাতিকোবিদাং ॥ ৫৩ ॥
যথা স্কান্দে ॥ ৫৪ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাভিধৌ।
চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ ॥ ৫৫ ॥
চতুর্থেচ ॥

মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তান্ পূর্ব্ব পক্ষানন্যাদ্য দূষয়িতুং পরিপাটীমাহ স্কান্দ ইতি ॥ ৫৪ ॥

হরেরনিরুদ্ধস্য অংশৌ নরনারায়ণৌ উভৌ চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য কৃষ্ণার্জ্জুনৌ সন্তৌ জাতাবিতি পূর্ব্বপক্ষ দলং। সিদ্ধান্ত দলন্তু হরেরংশাবপি ধর্ম্মপুত্রৌ কর্ত্তারৌ চন্দ্রবংশমনুলক্ষীকৃত্য কৃষ্ণার্জ্জুনৌ যাতৌ প্রাদুর্ভূতৌ যদুক্তং পুরাণান্তরে অর্জ্জুনেতু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়মিতি। অত্র নরস্যাবেশ ইতি ব্যাখ্যেয়ং। যদ্বা যৌ ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরনিরুদ্ধাজ্জাতৌ তৌ প্রাপ্য আত্মসাৎ কৃত্য উভৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ত্তারৌ চন্দ্রবংশমনু লক্ষীকৃত্য জাতা বিত্যর্থঃ কাকাক্ষিন্যায়াজ্জাতাবিত্যস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। যদ্বা যৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ধর্ম্মপুত্রৌ তাবেব চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য জাতৌ অত্রোভাবিতি পদস্য কৃষ্ণার্জ্জুনাবিত্যনেনান্বয়াৎ তয়োরেবানুবাদত্বং নতু অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েদিতি বিধেয় দিশাত্বমবসেয়ং ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু ইহা পুরাণতাৎপর্য্য অবিদুষ ব্যক্তিদিগের মত ॥ ৫৩ ॥

যথা স্কন্দপুরাণে ॥ ৫৪ ॥

অনিরুদ্ধ নামক হরির অংশ যে ধর্ম্মপুত্র নরনারায়ণ দ্বয় ইহাঁরা চন্দ্রবংশক লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে ॥

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায়চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৬ ॥
তদুপোদ্বলকঞ্চ ॥ ৫৭ ॥
শ্রীদশমে ॥
সংপূজ্য দেবঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।

তাবিতি তৌ ইমৌ নরনারায়ণৌ ভুবো ভারনাশার্থং কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ সন্তৌ আগতাবিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু তৌ চাংশরূপৌ কর্ত্তৃভূতৌ কৃষ্ণৌ কর্ম্মভূতৌ আগতৌ আগতবন্তৌ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ। ননু কিমর্থং তৌ তয়োঃ প্রবিষ্টাবিত্যত আহ ভুবো ভারব্যয়ায় চকারাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণয়োস্তুন্য কার্য্যাবতারত্বমিতি পশ্চাদ্ব্যক্তী ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৬ ॥

তদুপোদ্বলকং তৎ পোষকং ॥ ৫৭ ॥

নরসখো নরস্য ভ্রাতা নারায়ণ ঋষি র্দেবর্ষিবর্য্যং শ্রীনারদং পূজয়ামাসেতি বিরোধঃ। তদাকারত্বেন শ্রীনারদ গুরুত্বাৎ তদবতারত্বাভিপ্রায়েণ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন বিরোধাচ্চ। তস্মাদ্বিরুদ্ধমতি কৃদ্দোষ বারণায়ৈবং

সেই এই হরির অংশ স্বরূপ নরনারায়ণ দ্বয় ভুভার হরণার্থ যদুকুল ও কুরুকুল সম্ভূত কৃষ্ণার্জ্জুন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

এই বিষয়ের পোষক বচন যথা ॥ ৫৭ ॥

শ্রীদশমে ৬৯ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

পুরাণ ঋষি নরসখ নারায়ণ যথা বিধান ক্রমে দেবর্ষিকে পূজা করিয়া অমৃতবর্ষি মিতবাক্য দ্বারা কুশলাদি জিজ্ঞাসা

বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবামহে কিং।
উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ যথা॥
হরিবংশে শক্রবচনং॥ ৫৮॥
ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্ত্যেব মুনে ভাগমহং দদৌ।

ব্যাখ্যেয়ং। দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উদিতেন ক্ষত্রিয় জাত্যুক্তেন বিধিনা তং ঋষিবর্য্যং শ্রীনারদং সংপূজ্য হে প্রভোঽস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং কুলগুরো ভগবতে ভগবন্তং ত্বাং তোষয়িতুং কিং করবাম ইতি অমৃতমিষ্টয়া মিতয়া নীচৈরুচ্চার্য্যমাণয়া বাণ্যাভিভাষ্য প্রাহেত্যন্বয়ঃ ভগবত ইতি তুমর্থাৎ কর্ম্মণ ইতি চতুর্থী। যদ্বা বাণ্যা ভগবন্নারদ আগচ্ছেত্যাদি রূপয়া অভিভাষ্য উদিতেন বিধিনা সংপূজ্যচ আহ ভগবতে ভগবদর্থং কিং করবাম তদ্বদস্বেতি ফলিতার্থ শেষঃ। ভবত ইতি বক্তব্যে ভগবত ইতি গৌরবাৎ চতুর্থীচ তাদর্থ্যে। দেবঃ কীদৃশঃ নারায়ণঃ নরাএব নারাঃ পুরুষাঃ তেষামাশ্রয়ঃ দৃষ্টঃ কশ্চিন্নর পুরুষ মিতি শ্রীজীবগোস্বামি চরণৈর্ব্যাখ্যানাৎ। নমু তর্হি বাসুদেবঃ তস্য তাবত্রয়াণাং প্রধানেশ্বরাদীনাং পুরুষাণামাশ্রয়ত্বাদিত্যত আহ পুরাণ ইতি তর্হি মহানারায়ণ এবাসাবিত্যত আহ নরসখ ইতি নরস্যার্জ্জুনাদেঃ সখা স তাবদেবং ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা নরো নারায়ণস্য ভ্রাতাঽস্মিন্নস্তীতি নরোঽর্জ্জুন স্তস্য সখা সহচরঃ। তর্হি কথ-মংশাংশ ভক্তস্য নারদস্য এবং গৌরবমকরোদিত্যত আহ ঋষিঃ তত্তদ্ধর্ম্ম প্রব-র্ত্তক ইত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

যবীয়াংসং কনীয়াংসং॥ ৫৯॥

করিয়া কহিলেন হে প্রভো। এক্ষণে আপনার কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে॥ ৫৮॥

উপেন্দ্রের অবতারত্ব যথা॥

হরিবংশে ইন্দ্রবাক্য॥

মুনে! আমি প্রেম সহকারে কৃষ্ণকে কনিষ্ঠ রূপে দর্শন

যবীয়াংসমহং প্রেম্না কৃষ্ণং পশ্যামি নারদেতি ॥ ৫৯ ॥
তদেতদুভয়ত্বং ন ভবেৎ কৃষ্ণে বিরোধতঃ ।
অংশত্বং হি তয়োরুক্তং পরাবস্থত্বমস্য তু ॥ ৬০ ॥
নরভ্রাতুরিহাংশত্বমেতে চাংশেতি বক্ষ্যতে ।
উপেন্দ্রস্য তথাত্বঞ্চ হরিবংশেপি দৃশ্যতে ॥ ৬১ ॥
তথাহি দেবর্ষি বচনং ॥
অদিত্যা তপসা বিষ্ণু র্মহাত্মারাধিতঃ পুরা ।

উভয়ত্বং নারায়ণোপেন্দ্রত্বং । তয়োর্নরনারায়ণোপেন্দ্রয়োঃ । অস্য ৬০ ॥

নরভ্রাতু র্নারায়ণস্য অংশত্বং উপেন্দ্রস্য তথাত্বং অংশত্বং এতেচাংশেতি বক্ষ্যতে হরিবংশেপিচ ॥ ৬১ ॥

অদিত্যা কর্ত্র্যা । মহাত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ অনিরুদ্ধোহি লোকেষু মহা-

করিয়া থাকি, এ কারণ হে নারদ! ইহাঁকে ইন্দ্রসম্বন্ধীয় ও বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভাগদ্বয় প্রদান করিয়াছি ॥ ৫৯ ॥

বিরোধ নিমিত্ত নারায়ণত্ব এবং উপেন্দ্রত্ব এই দুই শ্রীকৃষ্ণে সম্ভব হয় না, যে হেতু এই দুয়ের অংশত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

নরভ্রাতা নারায়ণের অংশত্ব "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" এই শ্লোকে, তথা উপেন্দ্রের অংশত্ব হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

উক্ত বিষয়ে নারদের বাক্য যথা ॥

পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যা দ্বারা মহাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা

বরেণ ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ।
তয়োক্ত ত্বাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তমঃ।
তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোঽপরঃ।
অংশেনতু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ইতি ॥ ৬২ ॥
অথ কৃষ্ণে পরাবস্থভাবোঽগ্রে বক্ষ্যতে স্ফুটং।
পরাবস্থাশ্চ সংপূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৩ ॥

নাম্না ইতি কথ্যতে ইত্যত্র মহানাম্না পরমাত্মেতি তট্টীকোক্তেঃ। তেন বিষ্ণুনা কর্ত্রা বরেণ হেতুনা ছন্দিতা প্রলোভিতা তয়া অদিত্যা তেন বিষ্ণুনা মৎসমোঽন্যো ভুবনে ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তীত্যুক্তং তর্হ্যহং ক ইতি চেদাহ অপরঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ ইত্যর্থঃ। তস্মাদবতারাণাং প্রাদুর্ভাবাদবহুক্তং প্রথমে এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয় মিতি। এতেন শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাস বিলাসাংশাংশস্য দ্বিতীয় পুরুষাংশতোপেন্দ্রস্যায়াতা কুতস্তাবদভিন্নতেতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥ ৬২ ॥

নন্বু তর্হি শ্রীকৃষ্ণঃ কিমবস্থ ইত্যাহ অথেতি সংপূর্ণাবস্থঃ নতু প্রাভব বৈভবাবস্থাবিব পরাপেক্ষ্যো ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রে পাদ্মাদৌ ॥ ৬৩ ॥

করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া অদিতিকে কহিলেন বর গ্রহণ করুন। তাহাতে অদিতি বলিলেন হে দেবোত্তম! আমি তোমার সদৃশ পুত্র ইচ্ছা করি। এতৎ শ্রবণে বিষ্ণু বলিলেন ভুবন মধ্যে আমার সদৃশ অন্য কোন পুরুষ নাই, এ কারণ নিশ্চয় আমি অংশ দ্বারা আপনার পুত্র হইব ॥ ৬২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থভাব অগ্রে স্পষ্টরূপে বর্ণন করিব। শাস্ত্রে পরাবস্থকে সম্পূর্ণাবস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬৩

তস্মাদংশত্বমেতস্য বিরুদ্ধং স্ফুটমীক্ষ্যতে ।
অর্থ গত্যন্তরং তেষাং বচনানাঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ৬৪ ॥
তত্র ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকা ॥ ৬৫ ॥
নরনারায়ণৌ প্রাপ্যেত্যাত্মসাৎ কৃত্য তৌ স্বয়ং ।
কৃষ্ণার্জ্জুনৌ চন্দ্রবংশমস্যুপ্রকটতাং গতৌ ॥ ৬৬ ॥
তাবিমাবিত্যাদৌ কারিকা ॥
কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাবিহ ।
দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতাবায়াতৌ কৃষ্ণ ফাল্গুনৌ ॥ ৬৭ ॥

তস্মাৎ পরাবস্থত্বেন কীর্ত্তনাৎ এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৬৪ ॥
এতেষু পদ্যেষু মধ্যে ॥ ৬৫ ॥
নরেতি পুরাণেঽস্থান পদতাদোষ বিরহাত্তথা ব্যাখ্যা সমঞ্জসা ॥ ৬৬ ॥
আয়াতৌ সম্যক্ প্রাপ্তৌ প্রবিষ্টাবিতি যাবৎ অংশিনো রংশয়োঃ প্রবেশত্বেন যোগ্যত্বাৎ ॥ ৬৭ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব স্পষ্টরূপে বিরুদ্ধ দেখা যাইতেছে অতএব ঐ সকল বচনের অর্থ সংগতি অন্য প্রকার দৃষ্ট হয় ॥ ৬৪ ॥

ধর্ম্মপুত্রৌ ইত্যাদি পদ্য সকল মধ্যে কারিকা যথা ॥ ৬৫

স্বয়ং কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া ঐ দুইকে আত্মসাৎ করত চন্দ্রবংশে প্রকটতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

তৌ ইমৌ ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা যথা ॥

কর্তৃপদ নরনারায়ণ রূপ হরির অংশদ্বয় এই দ্বাপরান্তে কর্ম্ম স্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

সংপূজ্যেত্যাদৌ কারিকে ॥
সর্ব্বাদাবুপদেষ্টৃত্বাদযঃ পুরাণর্ষিরুচ্যতে।
নারাণাং পুরুষাণাং য ত্রয়াণামাশ্রয়ঃ স তু ॥ ৬৮ ॥
নরেষু মর্ত্যলোকেষু সহচারী ভবন্ স্বয়ং।
তদ্ধর্ম্মমনুকৃত্যাত্র পূজয়ামাস তং মুনিং ॥ ৬৯ ॥
ঐন্দ্রমিত্যাদৌ কারিকা ॥
ইন্দ্রস্তু নাতিকৌবিদ্যান্মৎসরাচ্চোক্তবানিদং।

পুরাণর্ষিরিতি পুরাণশ্চাসাবৃষি র্জ্ঞানেপেদেষ্টাচেতি বিগ্রহঃ ঋগত্যর্থত্বাৎ জ্ঞানার্থত্বেন প্রত্যায়কত্বাৎ। নরাণামিতি দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্ন ইত্যত্র নর পদস্য পুরুষত্বেন ব্যাখ্যানাৎ। ত্রয়াণাং প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডভূতান্তর্যামিণাং ॥ ৬৮ ॥

তদ্ধর্ম্মং তেষাং মর্ত্যলোকানাং ধর্ম্মং। অত্র ক্বচিৎ পুস্তকে নারায়ণাখ্যো নাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্গুরুঃ। নারদং পূজয়ামাস তথাপি চিত্র লীলয়েত্যোকা কারিকাস্তে ॥ ৬৯ ॥

অতি কৌবিদ্যান্নোক্তবান্ নন্বহরহস্তস্য কোবিদ সঙ্গঃ কথমেতদিত্যাহ

সংপূজ্য ইত্যাদি শ্লোকের কারিকাদ্বয় যথা ॥

যিনি সকলের আদিতে উপদেষ্টা তাঁহাকে পুরাণ ঋষি বলা যায়, তিনিই নর অর্থাৎ পুরুষ সকলের এবং প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড ও ভূতান্তর্যামী এই তিনের আশ্রয় ॥ ৬৮ ॥

নর এবং মর্ত্যলোক সকলে সহচারী হইয়া স্বয়ং তদ্ধর্ম্মের অনুকরণ পূর্ব্বক এই স্থানে নারদের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬৯

ঐন্দ্র ইত্যাদি পদ্যের কারিকা যথা ॥

ইন্দ্র অতিশয় মূর্খতা ও মাৎসর্য্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কনিষ্ঠ

তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নো তত্তদ্রূপত্বং ঘটতে ক্বচিৎ ॥ ৭০ ॥

অথ পরাবস্থাঃ ॥

যথা পাদ্মে ॥

নৃসিংহ রামকৃষ্ণেষু ষাড়্ গুণ্যং পরিপূরিতং ।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্ন দীপবদিতি ॥ ৭১ ॥

মৎসরাৎ ক্রোধাৎ। যদ্বা নাতিকোবিদ্যাদত্যন্ত পাণ্ডিত্যাভাবাৎ। কশ্চিত্তু অতিক্রান্তঃ কোবিদ্যং যেন তস্মান্মৎসরান্নোক্তবানপি তুক্তবানেবেত্যাহ তন্ন চকারস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ সিদ্ধান্তে নঞ স্তাদৃগর্থাভাবাচ্চ। তত্তদ্রূপত্বং উপেন্দ্রাংশত্বং ॥ ৭০ ॥

ষাড়্ গুণ্যং ঐশ্বর্য্যাদি ষড়ৈশ্বর্য্যং তস্য ষাড়্ গুণ্যস্য তে নৃসিংহ রাম কৃষ্ণাঃ পরা পরমা অবস্থা অবস্থিতি র্যেষু সংপূর্ণাবস্থা ইত্যর্থঃ। তত্রায়ং বিবেকঃ। যদ্যপি শ্রীনৃসিংহ রাময়োঃ পরব্যোম্নি তাদৃশ বিগ্রহৌ স্ত স্তদবতারৌ তাবেব তথাপ্যবতার সময়ে পুরুষং নিমিত্তীকৃত্য প্রাদুর্বভূবতুরতোঽবতার মধ্যে তস্য তৌ গণিতৌ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বেপি স্বয়ং রূপত্বং নিরূপিত মতএব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি পরিভাষা সূত্রমপি কৃতং ॥ ৭১ ॥

বলিয়াছিলেন অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপেন্দ্রত্ব ও অংশত্ব কখন সম্ভব হয় না ॥ ৭০ ॥

অথ পরাবস্থ যথা ॥

পদ্মপুরাণে ॥

নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ এই তিনে ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অতএব ইহাঁরা পরাবস্থ অর্থাৎ পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অবতার মধ্যে নৃসিংহ রাম এই দুইকে গণনা করা হইয়াছে, যেমন দীপ হইতে দীপ উৎপন্ন হয় তদ্রূপ ॥ ৭১ ॥

তত্র নৃসিংহঃ ॥

যথা তত্র ॥

প্রহ্লাদ হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণং ।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পরীন্দ্রবদনং হরিং ॥ ৭২ ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মী র্যস্যচ বক্ষসি ।
যস্যাস্তি হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে ॥ ৭৩ ॥
গম্ভীর গর্জিতারম্ভ স্তম্ভিতাম্ভোজ সম্ভবঃ ।

পারীন্দ্রঃ সিংহঃ ॥ ৭২ ॥
সম্বিৎ চিৎশক্তিঃ ॥ ৩ ॥
স্তম্ভপুত্রস্য শ্রীনৃসিংহস্য মুনিনা শ্রীনারদেন নৃপে যুধিষ্ঠিরে। যথা মুনিনা শ্রীশুকেন নৃপে শ্রীপরীক্ষিতি সংরম্ভ উজ্জৃম্ভিতঃ প্রকাশিতঃ। কীদৃশঃ গম্ভীর

তন্মধ্যে নৃসিংহ যথা পদ্মপুরাণে ॥

যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ানন্দপ্রদ, যিনি ভক্তজনের অবিদ্যা বিনাশক এবং যাঁহার অঙ্গ কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায়, সেই সিংহবদন হরিকে বন্দনা করি ॥ ৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামির
বাক্য যথা ॥

যাঁহার বদনে সরস্বতী, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী এবং হৃদয়ে চিৎ-শক্তি, সেই নৃসিংহ দেবকে ভজনা করি ॥ ৭৩ ॥

যাঁহার গভীর গর্জনারম্ভে পদ্মসম্ভবা লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সেই স্তম্ভাবির্ভূত নৃসিংহদেবের সংরম্ভ অর্থাৎ

সংরম্ভঃ স্তম্ভপুত্রস্য মুনিনোজ্জৃম্ভিতো নৃপে ॥ ৭৪ ॥

যথা সপ্তমে ॥

শটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্

গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টি বিমুষ্ট রোচিষঃ।

গর্জিতস্যারম্ভেণ স্তম্ভিতা অম্ভোজভবা লক্ষ্মী র্যেন। যথা অম্ভোজ সম্ভবো ব্রহ্মা ॥ ৭৪ ॥

দৈত্যান্ ভীষয়মাণস্য শ্রীনৃসিংহস্য সংরম্ভমাহ দ্বাভ্যাং শটা ইতি তদিত্য-ব্যয়ং ষষ্ঠ্যন্তং তেন চতুর্ণামন্বয়ঃ। তস্য শটাভিরবধূতাঃ কম্পিতা জলদা মেঘাঃ পরাপতন্ স্বস্থানাৎ পলায়নপরা বভূবুরিত্যর্থঃ। বাশীর্যাস্যেতি শ্রীস্বাম্যুক্তিভিস্তু অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি মূলা মন্তব্যা। তস্য দৃষ্ট্যা বিমুষ্টং রোচি র্যেষাং তে গ্রহাঃ শ্রীরব্যাদয়ঃ পরাপতন্ তত্তদ্রাশীন্ পরিত্যজ্য পলায়িতাঃ অন্যত্রাব-স্থিতাঃ। এতেন সর্ব্বেষাং সাধূনাং যুগপদেব স্তম্ভমুক্তাদিতি ধ্বনিঃ। তস্য শ্বাসেন হতাঃ পরাভূতাঃ সন্তঃ অম্ভোধয়োঽপি অপরিত্যক্ত মর্য্যাদা অপি বিচুক্ষুভুঃ বিশেষেণ ক্ষোভং প্রাপ্তাঃ নতু সর্ব্বমাপ্লবয়ামাসু রিত্যর্থঃ। তস্য নির্হ্রাদেভ্যো ভীতা দিগিভা দিগ্‌গজাঃ দিশো জহু র্নতুদিশ স্তান্ জগুরিত্যর্থঃ। অন্যথা দিশাং পরস্পর স্থান বিপর্য্যয়াপত্তিঃ স্যাৎ। যদ্বা ভগবদিচ্ছয়ৈব তদন-ন্যথাত্বং। অত্র ভয়োৎপাদনেনোৎসাহস্য ভক্তবৈব তত্তৎ কার্য্যানাসক্তত্বং

ক্রোধ, নারদ মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রকাশ করেন ॥৭৪

যথা সপ্তমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! ভগবান্ নৃসিংহ দৈত্য বধার্থ ব্যগ্র হইয়া ভয়ঙ্কর আড়ম্বর করিয়াছিলেন, মেঘ সকল তাঁহার শটাস্পর্শে প্রকম্পিত হইয়া বিশীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত এবং সাগর সকল নিশ্বাস পবনে আহত হইয়া

অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু
র্নির্হ্রাদ ভীতা দিগিভা জহুর্দ্দিশঃ ॥ ৭৫ ॥
দ্যৌস্তচ্ছটোৎক্ষিপ্ত বিমান শঙ্কুলা
প্রোৎসর্পতঃ ক্ষ্মাচ পদাভিপীড়িতা।
শৈলা সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা

দ্যোতিতং। উভয়থৈব বিকটতা বর্ণনা মুচিতেত্যত্রাস্তাতু ভগবতঃ স্বভক্ত দ্বেষিণং প্রতি ক্রোধাবেশ তয়া। যদুক্তং কাব্যপ্রকাশে। দীপ্ত্যাত্ম বিস্তৃতে র্হেতু রোজো বীররস স্থিতীতি। বীভৎস রৌদ্র রসয়ো স্তস্যাধিক্যং ক্রমেণ চেতিচ। অথবা মুনিপুঙ্গবস্য সত্বকরম্বিত চেতসো রৌদ্ররসীয়াস্বাদন পরত্বেন বিস্তার রূপত্বেপি বীরিণাং জলদাদীনাং ভয়েষুৎপন্নেষু ভয়ানক রস জন্যা বিকাশতেত্থমেতস্য প্রসাদ গুণাস্তঃ পাতিতাবসেয়া। যদুক্তং তত্রৈব। শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ স্বচ্ছ জলবৎ সহসৈব যঃ। ব্যাপ্নোত্যন্তৎ প্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র বিহিত স্থিতিরিতি ॥ ৭৫ ॥

দৌরিতি তাশ্চ তাঃ শটাশ্চেতি তচ্ছটা স্তাভিরুৎক্ষিপ্তানি যানি বিমানানি তৈঃ সঙ্কুলা ব্যাপ্তা দ্যৌঃ অমুষ্য শ্রীনৃসিংহস্য পদাভিপীড়িতা ক্ষ্মা পৃথিবীচ প্রোৎসর্পতঃ তে ইতস্ততঃ প্রসরত ইত্যর্থঃ। পুণ্যারণ্যপদাস্ত্র প্রোৎসর্পতঃ লীলয়া গচ্ছতঃ অমুষ্যেত্যাহ গুম্মতে স্থানদ্বয়েঽভূদিত্যাহং। প্রোৎসর্পতেতি

ক্ষুভিত হইয়াছিল, আর দিক্‌হস্তি সকল নির্হ্রাদ শব্দে ভীত হইয়া দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

অপর তাঁহার জটা দ্বারা বিমান্ সকল এরূপে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল যে স্বর্গপুরী যেন বিমান সঙ্কুলা হইয়া স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে যাইতেছিল। আর পৃথিবী যেন তাঁহার পদাঘাতে পীড়িতা হইয়া স্বস্থান হইতে বিচলিত ও পর্ব্বত সকল

তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ইতি ॥ ৭৬ ॥
উগ্রোপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী ।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ ॥ ৭৭ ॥
অস্য শ্রীদিব্যসিংহস্য পরমানন্দ তুন্দিলঃ ।
শ্রীমন্নৃসিংহতাপন্যাং মহিমা প্রকটীকৃতঃ ॥ ৭৮ ॥
নৃসিংহস্য ভবেদ্বাসো জনলোকে মহাত্মনঃ ।

নির্বিসর্গ পাঠঃ শ্রীস্বামি গোস্বামিনা সম্মত স্তন্মতে ছান্দসমেতৎ প্রোৎসর্পতঃ স্বস্থানাৎ প্রকর্ষেণ উদসর্পদিতি প্রতিরূপক দর্শনাৎ তচ্চ তত্তেজশ্চেতি তেন। রংহসা বেগেন ॥ ৭৬ ॥

অন্যেষাং অভক্তানাং ব্যাঘ্রাদীনাঞ্চ ॥ ৭৭ ॥

মহিমা মহত্বং ॥ ৭৮ ॥

সর্ব্বোপরিষ্টাদেষা বিষ্ণুলোকঃ মহাবৈকুণ্ঠ স্তস্মিন্নিত্যর্থঃ। মহাত্মন ইতি মহাংশ্চাসাবাত্মা ব্রহ্মচেতি পর ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। যদ্বা উৎসব স্বরূপস্য মহ উদ্ধব

তদীয় বেগে যেন উৎপতিত আর আকাশ এবং দিক্ সকল যেন তাঁহার তেজে দীপ্তিশূন্য হইবার উপক্রম হইতেছলি ॥৭৬

এই নৃসিংহদেব উগ্র হইলেও সিংহ যেমন আপনার বালকের প্রতি শান্ত প্রকৃতি তদ্রূপ ইনি স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্র কিন্তু অভক্তের সম্বন্ধে ইহাঁর উগ্র বিগ্রহ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীমৎ নৃসিংহতাপনীতে এই শ্রীনৃসিংহদেবের পরমানন্দ পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

এই মহাত্মা নৃসিংহদেবের বাসস্থান জনলোক তথা সর্ব্বোপরি

সর্ব্বোপরিষ্টাচ্চ তথা বিষ্ণুলোকে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৭৯॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ॥

পূর্ব্বতোপ্যেষ নিঃশেষ মাধুর্য্যামৃত চন্দ্রমাঃ।

ভাতি সদ্গুণ সংঘেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুনন্দনঃ॥ ৮০॥

পাদ্মে॥

বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ডখণ্ডনং।

উৎসব ইত্যমরাৎ॥ ৭৯॥

পূর্ব্বতোপি নৃসিংহাদপি নিঃশেষ মাধুর্য্যাণ্যেবামৃতানি জলানি সন্ত্যত্র নিঃশেষ মাধুর্য্যামৃতঃ সমুদ্রঃ তত্র চন্দ্রমাঃ। যদ্বা নিঃশেষং মাধুর্য্যমেবামৃতং সুধা তন্নির্ম্মিত শ্চন্দ্রমাঃ। অথবা ন ম্রিয়তেঽমৃতঃ রুদাদিভ্যঃ কর্ত্তরি চেতি কর্ত্তরি ক্তঃ সচাসৌ চন্দ্রমাশ্চেতি অমৃত চন্দ্রমাঃ। নিঃশেষ মাধুর্য্যে অমৃত চন্দ্রমাঃ। অত্র সমাসোক্ত্যা নিঃশেষ মাধুর্য্যস্য সমুদ্রত্বং দ্যোতিতং। সদ্গুণো লোকরঞ্জকাত্বাদি স্তস্ত সংঘেন তুঙ্গঃ॥ ৮০॥

বন্দামহ ইতি শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিববচনং বহুবচনং আত্মনো বহুমননাৎ স্বগণাপেক্ষয়া বা। মহেশানমিত্যত্র মহেশানীতি ক্বচিৎ পাঠঃ নতু সার্ব্বত্রিকঃ

মহাবৈকুণ্ঠেও বাসস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ৭৯॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র যথা॥

শ্রীনৃসিংহদেব অপেক্ষা এই শ্রীরঘুনন্দন সদ্গুণ সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া নিরতিশয় মাধুর্য্যামৃত চন্দ্রস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন॥ ৮০॥

যথা পদ্মপুরাণে॥

শ্রীদুর্গার প্রতি শিব কহিলেন শঙ্করি! যিনি মহেশ্বর,

জানকীহৃদয়ানন্দচন্দনং রঘুনন্দনং ॥ ৮১ ॥
অস্য জন্মোৎসবং ব্রতে শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকা ॥ ৮২ ॥
উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসু যুতে মেষং গতে পূষণি ॥
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশ সমিধো মেধ্যাদয়োধ্যারণে

অনুপ্রাসস্য হানেঃ। জানকীহৃদয়ানন্দ চন্দনমিত্যনেন মাধুর্য্যগত মস্যাধিক্যং দ্যোত্যতে। হরস্য সংহার রূপস্য কোদণ্ড খণ্ডকং ॥ ৮১ ॥

অস্য শ্রীরাঘবেন্দ্রস্য ॥ ৮২ ॥

উচ্চস্থ ইতি। সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয় বৃষ মৃগ স্ত্রী কুলীরাস্তাষূকে দিগ্‌দহনাষ্ট নব তিথি শরান্ সপ্ত বিংশাংশ্চ বিংশানিত্যাদ্যুক্ত নিজ নিজোচ্চ স্থান বর্ত্তিনি গ্রহ পঞ্চকে। মেষ মৃগ কর্কট মীন তুলাসু ক্রমেণ সূর্য্য ভৌম গুরু শুক্র শনিষু স্থিতেষ্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্কটে লগ্নে চন্দ্র সহিত গুরাবিতি গুণবিশেষঃ। পলং মাংসং অশ্নন্তীতি পলাশা রাক্ষসা এব সমিধঃ কাষ্ঠানি তানি দগ্ধুং যথা যজ্ঞে

যিনি হরকোদণ্ড খণ্ডন করিয়াছেন, যিনি জানকীর হৃদয়ের আনন্দ স্বরূপ, সেই রঘুনন্দনকে বন্দনা করি ॥ ৮১ ॥

এই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব ব্রতে শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকায় যথা ॥ ৮২ ॥

মেষ, মকর, কর্কট, মীন ও তুলা এই পাঁচ উচ্চ রাশিতে ক্রমে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পাঁচ গ্রহ, তথা গুরুর সহিত কর্কট রাশি গত চন্দ্রে, কর্কট লগ্নে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ও সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিলে, নিখিল রাক্ষস রূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত পবিত্র ধাম অযোধ্যা

রাবিভূ´তমভূত পূর্ব্ব বিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ॥ ৮৩॥

একাদশে॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদগাদরণ্যং।

হরণি জাতোঽগ্নিঃ পলাশ কাষ্ঠানি দহতি তদ্বদিতি রূপকার্থঃ। অযোধ্যারণেঃ কথভূতাৎ মেধ্যাৎ শুদ্ধাৎ কিঞ্চিদনির্ব্বচনীয়ং। একং অদ্বিতীয়ং। অত্র শ্লেষ প্রতিভোৎপত্তি হেতু রূপকং॥ ৮৩॥

ত্যক্ত্বেতি হে মহাপুরুষ প্রকিতীশ্বর তে তব চরণারবিন্দং বন্দ ইত্যন্বয়ঃ। ত্বদ্বন্দনাদেব মায়াবন্ধো নশ্যত্বীতি ধ্বনিঃ। নষ্টেতু মায়াবন্ধে ত্বদ্ভজনমেবা প্রত্যহং ভবৎ অনুরাগিনং মাং করিষ্যতীত্যনুধ্বনিঃ। লীলামাহ যদিতি তচ্চরণারবিন্দং ধর্ম্মিষ্ঠস্য আর্য্যস্য শ্রীদশরথস্য বচসা অরণ্যং বনমগাৎ ধর্ম্মিষ্ঠত্ত্ব-মস্য কেকয্যৈ প্রতিশ্রুত বরদানাৎ। যদ্বা। প্রকটিত মানুষ লীলত্বেন পিতৃ র্বাক্য পালনাৎ ধর্ম্মিষ্ঠত্বেতি সম্বোধনং। যদ্বা ধর্ম্মিণো অবতারিণো দ্বিতীয় পুরুষাদয় স্তিষ্ঠান্ত্যত্রেতি মহিমপরং সম্বোধনং অথবা ধর্ম্মিণো জনাঃ রামাদিব-দ্বর্ত্তিতব্যং ন কচিদ্রাবণাদিবদিত্যুপদেশ দিশা যত্র তিষ্ঠন্তি যমনু তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। পক্ষ চতুষ্টয়েঽপি সন্ধ্যাভাবঃ পুরুষাধীনত্বেন বোঢ়ব্যঃ। নন্বেতাদৃশস্য বনেপ্যা-গতি মৃ´গয়ার্থা বনপোষিকা চেত্যত আহ সুদুস্ত্যজা অন্যৈঃ সর্ব্বতো ভাবেন দুস্ত্যজা অথচ সুরৈরীপ্সিতা যা রাজ্যলক্ষ্মী রাজ্যরূপা সম্পত্তিঃ রাজ্যেন সহিতা

রূপ অরণি হইতে অপূর্ব্ব বৈভব কোন এক অনির্ব্বচনীয় তেজ আবিভূ´ত হইয়াছেন॥ ৮৩॥

একাদশ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে॥

হে মহাপুরুষ! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি দেববাঞ্ছিত দুস্ত্যজ রাজ্য লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বাক্যানুসারে অরণ্য

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৮৪ ॥
শ্রীনবমে ॥
নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত
লীলাতনোরধিকসাম্য বিমুক্ত ধাম্নঃ।

বা সম্পত্তি স্তাং ত্যক্ত্বা এবম্ভূত স্তত্ত্যাগো মৃগয়াদি রূপো নেতি ভাবঃ। এতেন শুরু ভক্ততা দ্যোতিতা তাদৃশত্বেন প্রকাশেন সদা বর্ত্তমানাৎ। রাক্ষসাদি বধোপি লীলান্তঃ পাতীতি দর্শয়ন্নাহ মায়য়া কুহকেন মৃগঃ স্বর্ণাকার মৃগরূপো মারীচ ইত্যর্থঃ তং অন্বধাবৎ। নম্বসম্ভব বস্তুনি তস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ দয়িতয়া সীতয়া ঈপ্সিতং এতেন তদ্বিষয় মনুকুলত্বমেব তাদৃশত্ব সাহস কর্ম্মণি প্রযোজকমিতি দ্যোতিতং। অত্র যদিত্যস্য ক্রিয়া দ্বয়ান্বয়াদ্দীপকং। অত্র গুরু পাদাঃ সমাদিশন্তীতিবৎ চরণারবিন্দস্য তাদৃশতা পূর্ব্বপদস্থমপি যৎপদং তৎপদানপেক্ষকং ॥ ৮৪ ॥

পদ্যমেতৎ প্রাকরণ্যাৎ কলিযুগাবতার পরত্বেপি কেচিৎ সমর্থয়ন্তীতি

গমন করিয়াছিলেন এবং প্রিয়তমা সীতার ইচ্ছনীয় মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চরণারবিন্দে বন্দনা করি ॥ ৮৪ ॥

নবমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১২। ১৩ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ রামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধন ও অস্ত্র সমূহ দ্বারা রাক্ষস বধ ইত্যাদি কার্য্য যদিও কবিগণ আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তথাচ তাহা তাঁহার যশঃ স্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ যাঁহার প্রভাব

রক্ষো বধো জলধিবন্ধনমস্ত্র পুগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥ ৮৫ ॥
যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি

শ্রীরাম চরিতীয় পদ্যদ্বয় মুদাহর্ত্তুমাহ নবম ইতি ॥

নেদমিতি অধিক সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য রঘুপতেঃ অস্ত্র সমূহৈ রক্ষো বধো জলধিবন্ধনং শত্রো র্বালিনো হননে কপয়ঃ সুগ্রীবাদ্যাঃ সহায়াঃ পক্ষাশ্চেত্যাদি কিমিদং কিং যশো ন অপিতু যশ এব যতঃ সুরাণাং যাচ্ঞয়া আত্তা প্রকটিতা লীলায়ৈ লীলার্থং তনু র্যেন তস্য লীলার্থং প্রকটিত শরীরস্য তস্য তাদৃশী লীলৈব যশ ইতি ভাবঃ। যদ্বা শত্রূণাং রাবণাদীনাং হননে হননার্থং কপয়ঃ সহায়া ইতি যৎ তদিদং। যদ্বা ইদং যশঃ কিমনির্ব্বচনীয়ং ন অপিত্বনির্ব্বচনীয়মেব। যদ্বা ইদং যশো ন কিং ন কুৎসিতং তস্মাৎ সর্ব্বদা গেয়মেব পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েদিতিবন্ন ভ্যাজ্যং যদ্বা রঘুপতের্যশ ইদং সৎ কিমনির্ব্বচনীয়ং ভবতি নেত্যর্থঃ যতোঽধিক সাম্য বিমুক্ত ধাম ইতি তস্য কেন স্পর্দ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৮৫ ॥

নন্বু যশঃ কথনস্তু বিষয়িণামেব স্তুয়া কথং তৎ প্রশস্যতে ইত্যাদি কুচোদ্যং পরিহরন্ তং প্রশংসা পূর্ব্বকং প্রণমতি যস্য রঘুপতে রমলং যশঃ নৃপসদঃ সু

আধিক্য ও সাম্য বিবর্জ্জিত, তাঁহার বৈরিবধে কপিগণ কি সহায়তা করিবেক? অতএব সুগ্রীবাদি সমীপে রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ যদ্রূপ লীলা মাত্র, রাক্ষস বধাদিও তদ্রূপ লীলামাত্র জানিবে। হে মহারাজ। আমার একথা অযুক্ত এমত মনে করিও না, দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থই ভগবান্ ঐ অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

অহো। যাহার নির্ম্মল যশঃ দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া

গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টং।
তন্নাকপাল বসুপাল কিরীটযুষ্টং

রাজ সভাসু ঋষয়ো জ্ঞানিনো অদ্যাপি গায়ন্তি তং রঘুপতিং প্রপদ্যে প্রপন্নো ভবামীতি তদ্বিষয়ক প্রীতিরুদয়াদৌৎসুক্যোদ্রেকঃ প্রদর্শিতঃ তেন ত্বমপি প্রপন্নো ভবেতি রাজাপি শিক্ষিত ইতি ধ্বনিঃ। নমু তত্র প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোহি প্রবর্ত্ততে ইতি ন্যায়েন মুনিগানং ন প্রয়োজনং স্যাদিত্যাহ অঘঘ্নং পাতকোপপাতক মহাপাতকাতি পাতকাদিহন্তৃ নমু প্রপন্ন মাত্রস্য কথং পাপ-হন্তা স্যাদিত্যাহ শরণং রক্ষিতারং শরণং গৃহ রক্ষিত্রোরিত্যমরাৎ। এতেন রাজানং প্রতি লোভা দর্শিতঃ। নমু রাজ্ঞাং ক্ষত্রিয়ত্বাৎ ক্ষত্রিয়যশঃ শুশ্রূষা বর্ত্তত ইতি নতু সর্ব্বেষামিত্যাহ দিগিভেন্দ্রানাং পট্টবদাবরণং রূপং তৎ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। তং প্রতি প্রপন্নত্বে শিষ্টাচারমপি দর্শয়তি নাকপালা দেবাঃ বসুপালাঃ বসন্তি অস্যাং সর্ব্বে বসুঃ পৃথিবী তৎপালাঃ রাজান স্তেষাং কিরীটৈ-র্যুষ্টং সেবিতং পাদাম্বুজং যস্য জুষ্টং পাদাম্বুজং রঘুপতে রিতিপাঠে রঘুপতে স্তৎ পদাম্বুজং প্রপদ্যে যস্য পাদাম্বুজস্য। হে নৃপেতি সম্বোধনং বা। যত্তু শ্রীস্বামিচরণৈঃ যস্য যশো নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সদসি ঋষয়ো মার্কণ্ডেয়াদয়ো গায়ন্তীত্যুক্তং তত্র প্রকটপর যুধিষ্ঠিরাদি সভাগান পরং তদানীং তেষামপ্রকট ত্বাৎ তস্মান্মার্কণ্ডেয়াদীনামপি প্রকটাপ্রকটত্বেন বপুর্দ্বিধাত্বং মন্তব্যং। যত্তু যুধিষ্ঠিরাদীনাং স্বর্গমনং ভারতাদাবুক্তং তৎ যাদবাদি বদ্ধর্ম্মাদ্যংশ পরং তেতু শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থঃ পার্ত্তিনঃ শ্রীমার্কণ্ডেয়াদিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণাদি কথোপকথনে কালং যাপয়ন্তীতি পরম রহস্যং। যদুক্তং মাৎস্যে। যুধিষ্ঠিরাদয়স্তেন ক্রীড়ন্তি

দিক্‌হস্তি সকলের আচ্ছাদন পট্টস্বরূপ হইয়াছে বলিয়া এখনও যুধিষ্ঠিরাদি নরপতির সভায় ঋষিগণ নিরন্তর গান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার পাদপদ্ম অমর ও ধরণীপালদিগের কিরীট

পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ইতি ॥ ৮৬ ॥

তত্র কারিকাঃ ॥ ৮৭ ॥

আত্তা প্রকটিতা লীলা তনু লীলাময়ী তনুঃ।
যেন তস্যেতি সাম্যেতি স্বার্থে ষ্যঙ্ প্রত্যয়োমতঃ ॥ ৮৮ ॥
ধাম স্বরূপং বিজ্ঞেয়মধিকেন সমেনচ।
বিমুক্তং ধাম যস্যেতি মাহাত্ম্যং সর্ব্বতোঽধিকং।
যস্যাধিক সমশ্চাত্র ক্বাপি নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৮৯ ॥
নাকপালা মহেন্দ্যাদ্যা বসুপা বসুধাধিপাঃ ॥ ৯০ ॥

গজসাহ্বয় ইতি তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহেতি প্রাকরণ্যাৎ ॥ ৮৬ ॥
নবমস্কন্ধীয় পদ্যদ্বয়ং ব্যাখ্যাতুমাহ অত্রেতি অত্র অনয়োঃ। ৮৭ ॥
প্রকটিতেতি তত্তদ্রূপেণ অযোধ্যায়াং মহাবৈকুণ্ঠাদৌচ স্থিতত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥
সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ তাৎপর্য্যার্থমাহ যস্যেতি। ৮৯ ॥
বসুপা ইতি পা পালয়োর্ধাত্বো রক্ষার্থত্বেনৈকার্থত্বাৎ ॥ ৯০ ॥

সেবিত, সেই রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৮৬ ॥

নবমস্কন্ধীয় শ্লোকদ্বয়ের কারিকা যথা ॥ ৮৭ ॥

আত্ত শব্দের অর্থ প্রকট, লীলাতনু শব্দে লীলাময়ী তনু, অর্থাৎ যিনি লীলাময়ী তনু প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সাম্য ইতি স্বার্থে ষ্যঙ্ প্রত্যয় জানিতে হইবে ॥ ৮৮ ॥

ধাম শব্দের অর্থ স্বরূপ, যাঁহার ধাম অধিক অথবা সম এতদুভয়ে বিমুক্ত হইয়াছে, তাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অতএব কোন স্থানে তাঁহার অধিক বা সমান নাই, ইহাই নিশ্চয় হইল ॥ ৮৯ ॥

নাকপাল শব্দে ইন্দ্র প্রভৃতি, বসুপাল শব্দে বসুধাধিপতি রাজগণ ॥ ৯০ ॥

বাসুদেবাদি রূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রামলক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥ ৯১ ॥
পাদ্মেতু রামো ভগবান্নারায়ণ ইতীরিতঃ।

পুরাণ ভেদান্মত ভেদং দর্শয়ন্ সমাদধাতি দ্বাভ্যাং বাসুদেবাদিতি নাত্র কল্প ভেদাৎ পুরাণমতভেদো গম্যঃ কিন্তু নারায়ণত্বাদেবাস্মিন্ বাসুদেবপ্রবেশঃ পুরুষাবতারত্বং তস্যাবতার সময়ে তদুপলক্ষ প্রকাশাৎ। যদ্বা নারায়ণ বিলাসত্বাদস্য বাসুদেবত্বং বিলাসেন বিলাসস্যাভেদাৎ। অথবা বাসুদেবাদয়োঽত্র পরম ব্যোমনাথ বিলাসা রূপাণি বিলাসা যেষাং স্বয়ং রূপ বিলাসনামিত্যর্থঃ তদবতারাঃ শ্রীবলভদ্রাদয় স্তত এবেতি ভেদঃ ॥ ৯১ ॥

পাদ্মেত্বিতি ভগবানিত্যনেন কারণার্ণবাদিস্থো নারায়ণো নিরসিতঃ। নারায়ণঃ পরব্যোমাধিপো রাম ইতি পাদ্মে ঈরিতঃ আধারোত্তর প্রথমান্তস্য বিধেয়ত্বাৎ। কেচিত্তু রামস্ত ভগবান্ যতো নারায়ণ ইত্যাহুঃ। পরেতু রামঃ নারায়ণঃ প্রথম পুরুষঃ নতু স স ইত্যর্থঃ যতো ভগবান্ সতু পরমাত্মেত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যাদ্যংশবান্। শেষপদমত্র সঙ্কর্ষণ পরত্বেন মন্তব্যঃ। যদুক্তং শ্রীমোক্ষধর্ম্মে। অম্মমূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজৎ শেষমব্যয়ং। সহি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত ইত্যাদি। চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চেতি তন্মতে নব কুশৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাবতারৌ মন্তব্যৌ যদুক্তং শ্রীবাদরায়ণে। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ চক্র শঙ্খাবতারকাঃ। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নাশ্চ ক্রমাদমী। কুশোলবশ্চ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ বুদ্ধি হৃৎপতী ইতি। ইত্যং শাশিনো রভেদাৎ। যদ্বা ভরত শত্রুঘ্নয়োরেব প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাবতারয়ো শ্চক্র শঙ্খ প্রবেশো মন্তব্যঃ। নব কুশয়ো

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাসুদেবাদি মূর্ত্তি সকলের ক্রমে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৯১ ॥

পদ্মপুরাণে ভগবান্ রামচন্দ্রকে নারায়ণ আর লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে ক্রমে শেষদেব, সুদর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ

শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যু র্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥ ৯২ ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতি স্মৃতা।
মহা বৈকুণ্ঠ লোকেচ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥ ৯৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণ যথা বিল্বমঙ্গলে ॥
সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।

র্বাসুদেবাংশাবতারত্বং। যদুক্তং রামসংহিতায়াং। মুনে নবকুশৌ জ্ঞেয়ৌ বাসুদেবাংশ সম্ভবৌ। অন্যথা লক্ষ্মণাদীনাং কথং স্যাত্তু পরাভব ইতি ॥ ৯২ ॥

তেষাং প্রকাশ ভেদেন স্থানভেদং দর্শয়ন্নাহ মধ্যেতি মধ্যদেশে ভারতবর্ষস্য মধ্যদেশে স্থিতং যদযোধ্যাপুরং তস্মিন্ মহাবৈকুণ্ঠ লোকেচেতি প্রকাশভেদেনেত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

পুষ্করনাভস্যেতি সাধারণোক্তি সর্ব্বাবতার মূল সূচনায় তেন পুষ্করনাভস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনারায়ণস্য চেত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। যদ্বা অংশাংশিনোরভেদাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য। সর্ব্বতো ভদ্রাঃ সর্ব্বাবচ্ছেদেষু মঙ্গল রূপাঃ। যদ্বা সর্ব্বেষাং মঙ্গলকরাঃ। কেচিত্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো ভদ্রা ইত্যাহুঃ। কো বেতি বা শব্দঃ কটাক্ষে কো বা অন্যোঽবতারঃ লতাস্বপীতি মনুষ্যাদিষু কা কথেত্যর্থঃ। পাষাণীভূতা অহল্যাদিষু শাপ নিযন্ত্রিতত্বাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ।

বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

ভারতবর্ষের মধ্যদেশ অযোধ্যা এবং মহাবৈকুণ্ঠ লোকে শ্রীরাঘবেন্দ্রের বসতি কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যথা বিল্বমঙ্গলে ॥

যদিচ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপ বহু বহু অবতার আছে, তথাপি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য এমত কে আছে যে

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ৯৪ ॥
পরমৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য পীযূষাপূর্ব্ববারিধিঃ ।
শ্রীনন্দনন্দনস্ত্বেষ পুরঃ পরিচরিষ্যতে ॥ ৯৫ ॥
যস্য বাস পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে ।

অথবা লতাসু বাল্যেষু ত্রিবিধ কৌমারেষু মধ্যে পৌগণ্ডাদিষু কাকথেত্যর্থঃ ॥ ৯৪
পরিচর্য্যায়াং ভক্তার্ত্তিং দর্শয়ন্ মুখ্যত্ব' স্থাপয়তি পরমৈশ্বর্য্যেতি পুরোঽগ্রে ॥৯৫
প্রকাশ ভেদেন স্থান ভেদং দর্শয়ন্ বৃংক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং স্থাপয়ন্নাহ যস্যেতি যস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য অত্র নচ যত্তুত্তর এবকার স্তস্যোৎকৃষ্টত্বমিতি বাচ্যং তস্যোত্তরস্থ চকারস্য সমুচ্চয়ত্বেন সপ্তম্যান্তৈশ্চতুর্ভিস্তস্যান্বয়স্য ন্যায্যত্বাৎ। যদ্বা পণপূরণ ন্যায়েন সর্ব্বেষাং চতুষ্টয়ত্বাদেকত্রৈব কারান্বয়োঽন্যাস্যঃ। মুখ্যাস্ত প্রাথমিকস্যৈব ঝটিত্যুপস্থাপকত্বাৎ ইতি নিষাদ স্থপত্যধিকরণে জৈমিনি সূত্রাৎ। অথবা এবকারৈকত্বস্যাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্বয়েঽপি অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি না পরেতি বৎ গ্রহৈকত্বাধিকরণ ন্যায়েন কষ্টাবধারণা মন্তব্যাঃ। একত্বস্যাবিবক্ষিতত্বেনান্বয় বোধে নানেকত্ব প্রবেশাৎ। যথাগ্রহং সংমার্ষ্টি-ত্যত্র গৃহ্যতে হবি রনেনেতি গ্রহো যজ্ঞপাত্রং শ্রুক্স্রুবাদিশ্চ গ্রহৈর্জুহোতি দশগ্রহান্ গৃহ্ণাতীতি শ্রুতেঃ তথাগ্রহ মিত্যেকবচনেন একপাত্রস্য মার্জনা-পত্তৌ দশসংখ্যানাং মধ্যে কতমস্য মার্জ্জনং স্যাদিত্যনধ্যবসায়াদ প্রবৃত্ত্যাপত্তি রিত্যত্র জৈমিনি সূত্রং সমত্বাদিতি অসংস্কৃতেন পাত্রেণ যজ্ঞ নিষেধাৎ সর্ব্বেষা

লতা প্রভৃতিকেও প্রেম দান করিয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

পরম ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যামৃতের অপূর্ব্ব সমুদ্র স্বরূপ এই শ্রীনন্দনন্দন ভক্তজনের পরিচর্য্যা বিষয়ে ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া অগ্রে স্বয়ং ভক্তদিগেরই পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপুর, মধুপুর, দ্বারাবতী

ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এবচ ॥ ৯৬ ॥
নন্থ সিংহাস্য রামাভ্যাং সাম্যমস্যাগতং স্ফুটং।
ইতি বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়াত্র বিলিখ্যতে ॥ ৯৭ ॥
তত্র মৈত্রেয় প্রশ্নঃ ॥
চতুর্থেঽংশে ॥
হিরণ্যকশিপুত্বেচ রাবণত্বেচ বিষ্ণুনা।

মেব মার্জনমপেক্ষিতং তথাত্রাপ্যেকত্ব মবিবিক্ষিতং। অত্রৈক কর্তৃকানেকাধিকরণক বাসম্ভাবশ্চকত্বেন গমত্বং নতু তত্র দৃষ্টৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য তদুত্তম যোগেন ভেদাবগমকত্বাদিতি যত্তু গোলোক নাম স্যাত্তত্তু গোলোক বৈভব মিত্যত্র ব্যক্তী ভবিষ্যত্যলং পল্লবিতেন ॥ ৯৬ ॥

· অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থত্বাদিত্যর্থঃ। অত্র পূর্ব্ব পক্ষে ইতি হেতো র্বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া নতু ভাগবতীয়া তস্যাঃ কল্পভেদ পরত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অত্র যদ্যপি শ্রীগ্রন্থকৃদ্ভি র্বৃত্তিঃ কৃতা তথাপি সুখবোধায় কচিদ্বিতায়তে। বিষ্ণুনা হতঃ স জীবো নতু জয়ঃ। অমরৈ রপ্রাপ্যান্ ভোগানবাপ প্রাপ্ত-

---

ও গোলোক এই স্থান চতুষ্টয়ে বাসস্থান বিখ্যাত আছে ॥৯৬

· পরাবস্থ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনৃসিংহ ও রামচন্দ্রের সহিত সাম্যত্ব স্পষ্টরূপে উপস্থিত হইল, অতএব এ স্থলে বিষ্ণু পুরাণীয় প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে ॥ ৯৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের প্রথমে
মৈত্রেয় মুনির প্রশ্ন যথা ॥

মৈত্রেয় কহিলেন কোন জীব বিশেষ যখন হিরণ্যকশিপুত্ব এবং রাবণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তখন সে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত

অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥ ৯৮ ॥
নালভত্তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ।
সংপ্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥ ৯৯ ॥
শ্রীপরাশরোত্তরং ॥
দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিলোকোৎপত্তি স্থিতি বিনাশ
কারিণাহপূর্ব্বতনু গ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপ
মাবিস্কৃতং ॥ ১০০ ॥

বান্ ॥ ৯৮ ॥

অত্র হিরণ্যকশিপুত্বে অত্র রাবণত্বে। যদ্বা ইহ হরৌ নৃসিংহে শ্রীরামেচ তত্র হিরণ্যকশিপুত্বে রাবণত্বেচ ॥ ৯৯ ॥

দৈত্যেশ্বরস্য হিরণ্যকশিপোঃ। আবিস্কৃতং প্রকটিতং তস্য তদ্রূপত্বেন জনলোকাদৌ বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ১০০ ॥

হইয়া অমর দুর্ল্লভ ভোগ সকল প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥

কিন্তু ঐ হিরণ্যকশিপুত্বে ও রাবণত্বে শ্রীনৃসিংহ এবং শ্রীরামচন্দ্র হইতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় নাই, পরে শিশুপালত্বে নিত্য স্বরূপ হরিতেই বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল কেন, ইহার কারণ কি ? ॥ ৯৯ ॥

এ বিষয়ে পরাশরের উত্তর যথা ॥

দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর বধের নিমিত্ত অখিল লোকোৎপত্তি স্থিতি বিনাশকারী ভগবান্ বিষ্ণু অপূর্ব্ব তনু গ্রহণ পূর্ব্বক নৃসিংহ রূপ আবিস্কার করিয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

তত্র হিরণ্যকশিপো র্বিষ্ণুরয়মিত্যেতন্ন মনস্যভূৎ।
নিরতিশয় পুণ্যজাত সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজ
উদ্রেক প্রেরিতকাগ্রমতি স্তম্ভাবনা যোগাক্ততো
হবাপ্ত বধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিল ত্রৈলো
ক্যাধিক্যকারিণী দশাননত্বে ভোগ সম্পদমবাপ ॥ ১০১ ॥
নাতস্তস্মিন্ননাদি নিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনা
লম্বনী কৃতে মনসস্তল্লয়ং ॥ ১০২ ॥

তত্র নৃসিংহ রূপে অয়ং বিষ্ণুরিতি মনস্তপি নাভূৎ তত্র কিম্বুদ্ধিরভূদিত্যাহ নিরতীতি এতৎ সত্বং এষ প্রাণী মাত্যাতিশয়ো যেষাং তেষাং পুণ্যানাং স্তূপ স্তম্ভাৎ সমুদ্ভূতং। যদ্বা জায়তে যেন জাতমদৃষ্ট বিশেষঃ। নিরতিশয় পুণ্য রূপাদদৃষ্টাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা নিরতিশয় পুণ্যাজ্জাতং সমুদ্ভূতং জন্ম যস্ত তৎ। নমু বেণবৎ কথমস্য নরকো নাভূদিত্যাহ ততো নৃসিংহাৎ ॥ ১০১ ॥
অতস্তস্মিন্ন লয়ঃ। তস্মিন্ কীদৃশে অনাদি নিধনে আদ্যন্ত শূন্য ইত্যর্থঃ ॥১০২

সেই নৃসিংহ রূপ দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর মনোমধ্যে ইনি বিষ্ণু ঈদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, এই প্রাণী অতিশয় পুণ্য পুঞ্জ হইতে সমুদ্ভূত, ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, রজোগুণের উদ্রেক বশতঃ হিরণ্যকশিপুর এ রূপ একাগ্র মতি হওয়ায় ঐশ্বর্য্য ভাবনা যোগ হেতু শ্রীনৃসিংহ হইতে বধহৈতুকী নিরতিশয় অখিল ত্রৈলোক্যাধিক্যকারিণী সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাতেই দশাননত্বে ভোগ ও সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল ॥ ১০১ ॥

অতএব অনাদি নিধন পরম ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানে মনের অপ্রবেশ হেতু তাঁহাতে তাহার লয় হয় নাই ॥ ১০২ ॥

দশাননত্বেপ্যনঙ্গ পরাধীনতয়া জানকীসমাসক্ত
চেতসো দাশরথি রূপধারিণস্তদ্রূপ দর্শনমেবাসীৎ।
নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তি র্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে
মানুষ বুদ্ধিরেব কেবলমস্যাঽভূৎ॥ ১০৩॥
পুনরপ্যচ্যুত বিনিপাত মাত্র ফলমখিল ভূমণ্ডল
শ্লাঘ্যং চেদিরাজকুল জন্ম অব্যাহতমৈশ্বর্য্যং

অনঙ্গ বশতয়া জানক্যাং সমাসক্তং চেতো যস্য তস্য রাবণস্য দাশরথি রূপধারিণঃ শ্রীরামস্য তৎপ্রসিদ্ধ রূপ দর্শনমাসীৎ অয়ং রামোঽচ্যুত ইত্যাসক্তি র্নাসীৎ অতো হেতো র্বিপদি মরণ সময়েপি কেবলং অস্য মানুষ বুদ্ধিরভূৎ। যদ্বা অতোঽস্মিন্নামে। অথবা বিপদ্যতঃ বিপদং প্রাপ্নুবতোঽপি॥ ১০৩॥

নমু তর্হি কথমস্য তাদৃশৈশ্বর্য্যাদিকমিত্যাহ পুনরপীতি অচ্যুতাদেবো বিনিপাতো নাশ স্তন্মাত্রমেব ফলং যস্য তচ্চেদিরাজকুলং জন্ম ঐশ্বর্য্যঞ্চ শিশুপালত্বে অবাপেত্যন্বয়ঃ। ঐশ্বর্য্যং কীদৃশং অখিল ভূমণ্ডলেষু শ্লাঘ্যং। যদ্বা তাৎস্থ্যাৎ অখিল ভূমণ্ডল জনৈঃ শ্লাঘ্যং। যতোঽব্যাহতং পরৈর্ভেত্তু-

---

দশাননত্বেও কন্দর্পবশতাপন্ন প্রযুক্ত জানকীতে আসক্ত চিত্ত হওয়ায় রাবণের শ্রীরামচন্দ্রের দাশরথি রূপধারিত্ব মাত্রই দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু এই রামচন্দ্র যে অচ্যুত এ রূপ আসক্তি দৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং রাবণের মৃত্যু সময়েও ইনি কেবল মাত্র মানুষ এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল॥ ১০৩॥

পুনরায়ও অচ্যুত হস্তে বিনষ্ট হওয়ায় তাহার ফলে শিশুপালত্বে চেদিরাজ কুলে জন্ম ও অখিল ভূমণ্ডল শ্লাঘ্য

শিশুপালবধে চাবাপ ॥ ১০৪ ॥

তত্র স্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্ ততশ্চ তৎকাল কৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুত নাম্নামনবরতানেক জন্ম সম্বর্দ্ধিত বিদ্বেষানু বন্ধি চিত্তো নিন্দন সন্তর্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ ॥ ১০৫ ॥

তচ্চ রূপমুৎফুল্ল পদ্মদলামলাক্ষ মত্যুজ্জ্বল পীত বস্ত্র ধারি অমল কিরীট কেয়ূর কটকোপ শোভিতমুদার পীবর চতুর্ব্বাহু শঙ্খ চক্র গদা

মশক্যং। অথবা অচ্যুতেত্যাদি ত্রয়ং দ্বয়োর্ব্বিশেষণং ॥ ১০৪ ॥

তত্র কৃষ্ণে কারণানি নিমিত্তান্যভবন্নিতি তস্য সর্ব্বেষামংশিত্বেন কারণত্বা-দিত্যর্থঃ। অতো হেতোঃ অচ্যুতনাম্নামুচ্চারণমকরোদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ন কেবলং নামোচ্চারণ মকরোৎ কিন্তু রূপাবলম্বনমপি জাত মিত্যাহ তচ্চেতি তদ্রূপং অস্য শিশুপালস্য আত্ম চেতসঃ অন্তঃকরণাৎ সকাশান্নাপ

অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৪ ॥

নিখিল ভগবন্নাম সকলের শ্রীকৃষ্ণে নিমিত্ত হওয়ায় শিশু-পাল অনবরত অনেক জন্ম সম্বর্দ্ধিত বিদ্বেষানুবন্ধ চিত্ত হইয়া তৎকালকৃত নিন্দা ও তর্জ্জনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল অশেষ নামের উচ্চারণ করিয়াছিল ॥ ১০৫ ॥

শিশুপাল যে কেবল নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু রূপও চিন্তা করিয়াছিল, যথা— প্রফুল্ল পদ্মদল লোচন, অত্যুজ্জ্বল পীতবস্ত্রধারী, অমল কীরীট, কেয়ূর বল-য়োপশোভিত, উদার অথচ স্থূল চতুর্ব্বাহু ও শঙ্খ চক্র গদা-

পদ্মধরমতি প্ররূঢ় বৈরানুভাবাদটন ভোজন স্নানাসন শয়নাদিষ্বশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপ যযাবস্যাত্ম চেতসঃ ॥ ১০৬ ॥

ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ংস্তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্নাত্ম বিনাশায় ভগবদস্ত চক্রাংশু মালোজ্জ্বল মক্ষয় তেজঃ স্বরূপং পরমব্রহ্মভূতমপগত দ্বেষাদি দোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ ১০৭ ॥

যযৌ তন্নাপগত মেবেতি গলিতার্থঃ। অথবা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তৎ প্রসিদ্ধং আত্মনঃ শিশুপালস্য চেতসঃ সকাশাৎ যদ্বা আত্মনি পরমেশ্বরে চেতো যস্য তস্য ॥ ১০৬ ॥

নন্বেষাং ধ্যানেনাপি রূপালম্বনং ভবতীত্যাহ তত ইতি তং শ্রীকৃষ্ণমেব ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ আত্মনঃ স্বস্য শিশুপালস্য ইত্যর্থঃ। ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনাস্তং ক্ষিপ্তং যচ্চক্রং তস্যাংশুমালয়া কিরণ সমূহেন উজ্জ্বলং যথাস্যাত্তথা অদ্রাক্ষীৎ। যস্তোঽপগত দ্বেষাদি দোষ ইতি তস্যা তস্য দৃষ্টাবুজ্জ্বলায়াং সত্যামপগতঃ দ্বেষাদি দোষঃ সন্ দূরীকৃত মায়িক নিজাবরণঃ ভগবন্তমদ্রাক্ষীদিত্যর্থঃ ॥ ১০৭

পদ্মধর এই প্রকার রূপ বৈরানুভাব বশতঃ গমন,ভোজন,স্নান, উপবেশন ও শয়ন ইত্যাদি অবস্থায় তাহার চিত্ত হইতে অপগত হয় নাই ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর স্বীয় শিশুপাল রূপ বিনাশ কারণ আক্রোশাদি সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ এবং তাঁহাকে হৃদয়ে অবধারণ করত ভগবান্ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্রের কিরণ সমূহে উজ্জ্বল হেতু অক্ষয় তেজঃ স্বরূপ পরমব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিল তাহাতেই তাহার দ্বেষাদি দোষ সমুদায় দূরীভূত হয় ॥ ১০৭ ॥

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিত স্তৎস্মরণ দগ্ধা খিলাঘ সঞ্চয়ো ভগবতা তেনাস্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতত্তবাখিলং ময়াভিহিতং ॥ ১০৮ ॥

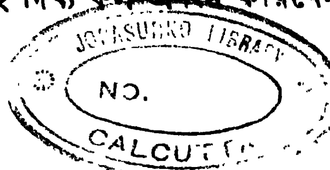
অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধে নাপ্যখিল সুরাসুরাদি দুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতামিতি ॥ ১০৯ ॥

অস্ত ভগবতঃ স্মরণেন দগ্ধোঽখিলেষু জন্মসু যান্যঘানি তেষাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্ত তেন অথবা তৎস্মরণেন দগ্ধঃ অখিলানাং পাতকাদীনামঘানাং পাপানাং সঞ্চয়ো যস্য যদ্বা তদ্দ্বেষাদিনা জাতানাং অখিলানাং পপানাং সঞ্চয়ঃ সম্যগর্জ্জনং যস্য তেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন অন্তং নাশমুপনীতঃ সন্ তস্মিন্ ভগবতি নতু তদ্বিভূতি রূপে ব্রহ্মণি ॥ ১০৮ ॥

অয়মেব ভবদ্ভি রুপাসনীয় ইতি কৈমুতিক ন্যায়েনাহ অয়ং হীতি। অয়ং ভগবান্ ॥ ১০৯ ॥

তদনন্তর শীঘ্র ভগবচ্চক্রে বিদারিত হইয়া তদীয় স্মরণে অখিল পাপ সঞ্চয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিল, পরে ভগবান্ তাহার বধ করিলে সে তাঁহাতে গিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়, আমি এই সমুদায় তোমার সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১০৮ ॥

যখন দ্বেষ বশতও এই ভগবান্ কীর্ত্তিত বা স্মৃত হইয়া অখিল সুর ও অসুরাদিকে দুর্ল্লভ ফল প্রদান করেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমান্ ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব, তাঁহাদিগকেত অবশ্যই দিব্য ফল প্রদান করিবেন ॥ ১০৯ ॥



নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি ।
কিন্তু তয়োস্তয়ো রাসীজ্জন্ম ত্রয়মিতীরিতং ॥ ১১০ ॥
অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ ।
অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ ॥ ১১১ ॥
পরাশরেণ যদ্গদ্যং মৈত্রেয়ায়োত্তরী কৃতং ।
শ্লোকীকৃত্য তদেবেদং সংক্ষেপেণ বিলিখ্যতে ॥ ১১২ ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুরাণে তৌ পার্ষদৌ স্থিতাবিতি নোক্তং ॥ ১১০ ॥

অতঃ পরাশর বচনাৎ। অন্যথা তয়োঃ পর্ষদত্বে সতি প্রতিকল্পং কল্পং কল্পং প্রতি। শ্রীভগবদ্যুযুৎসা চেত্তত্রত্যানাং নাগবলানাং ভক্তানাং বিদ্যমানত্বাত্তয়োঃ পাতো ন সমঞ্জসঃ। অন্যাবেব তাবসুরৌ নতু জয়বিজয়াবিতি শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভোক্তেঃ ॥ ১১১ ॥

সুখ সংগ্রহায় বিবুধরূপসংক্রমতে পরাশরেণেতি তদেব ইদং গদ্যং ॥ ১১২

বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষি ঐ দুইজন বিষ্ণুপার্ষদ রূপে অবস্থিত হইল এমত বর্ণন করেন নাই কিন্তু ঐ দুইয়ের তিন জন্ম হইয়াছিল এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

উক্ত পরাশর বচন হেতু ঐ দুই জনের পার্ষদ জন্ম হয় নাই, অন্যথা তাহাদের প্রতিকল্পে পাত হওয়া সমঞ্জস হয় না ॥ ১১১ ॥

পরাশর ঋষি মৈত্রেয় মুনিকে উত্তর দিবার নিমিত্ত যে গদ্য বলিয়াছেন, শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি ॥ ১১২ ॥

নৃসিংহ রূপং হরিণা যদাবিস্কৃতমদ্ভুতং।
হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধি র্ন নিশ্চিতা॥ ১১৩॥
কিন্ত্বেষ পুণ্য সম্পন্নঃ কোপীতি কৃত নিশ্চয়ঃ।
রজ উদ্রিক্ততা স্মৃমতিস্তদ্ভাব যোগতঃ॥ ১১৪॥
ততোঽবাপ্ত বিনাশৈক হেতুকামখিলোত্তমাং।
অবাপ ভোগ সম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাং॥ ১১৫॥
বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষন্নাবেশ সন্ততিঃ।

অপূর্ব্বেত্যস্য বিবরণং অদ্ভুতমিতি॥ ১১৩॥

রজস উদ্রিক্ততয়া স্মৃতা প্রেরিতা মতি র্যস্য। তদ্ভাব যোগতো রজোভাব যোগাৎ॥ ১১৪॥

নিরতিশয়ামিত্যস্য বিবরণং সুদুর্ল্লভামিতি অস্মিন্ ত্রৈলোক্যাধিক্যকারিণী মিত্যস্য বিবরণমখিলোত্তমামিতি॥ ১১৫॥

তাং আবেশ সন্ততিং॥ ১১৬॥

যৎকালীন ভগবান্ হরি অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্ত্তি আবিস্কার করিয়াছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপুর ঐ মূর্ত্তিতে নিশ্চিত রূপে বিষ্ণু বুদ্ধি হয় নাই॥ ১১৩॥

কিন্তু রজোভাব যোগ হেতু রাজস বুদ্ধি হইয়া ইনি কোন পুণ্য সম্পন্ন এই মাত্র নিশ্চয় করিয়াছিল॥ ১১৪॥

এ কারণ রাবণ জন্মে বিনাশ হৈতুকী অখিলোত্তম সুদুর্ল্লভ ভোগ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়॥ ১১৫॥

অপর বিষ্ণুত্বের অনিশ্চয় এবং অতিশয় দ্বেষ এই দুইয়ে আবেশাতিশয় সম্ভব হয় না, পরন্তু আবেশ না থাকিলে

তাং বিনাচ ভবেদ্দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ ॥ ১১৬ ॥
কিন্তুস্য সম্পৎ সম্প্রাপ্তি স্তৎকরেণ মৃতেঃ পরং।
এবমাহৈব শব্দেন তৎসাদৃগুণ্যমনুস্মরন্ ॥ ১১৭ ॥
আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ।
প্রকটোপি পরব্রহ্ম রূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ ॥ ১১৮ ॥

নম্নু তর্হি কথমস্য তাদৃশী ভোগোৎপত্তি রিত্যাহ কিন্ত্বিতি। পরং কেবলং তৎকরেণ করণেন মৃতের্মরণাদ্ধেতোঃ নিরতিশয়ভোগেবেত্যত্র এব শব্দেন তস্য বিষ্ণোঃ সাদৃগুণ্যমনুস্মরন্ শ্রীপরাশর এবং পূর্ব্বোক্তমাহ ॥ ১১৭ ॥

আবেশস্যাশক্তে রভাবাৎ দোষস্য নাশাৎ শুদ্ধং ব্রহ্ম অপশ্যতোঽস্য তত্র নৃসিংহে প্রকটে ন লয়ঃ ন সাযুজ্যং তত্র কীদৃশে পরব্রহ্ম রূপে সাকার ব্রহ্মণি স্বরূপে রূপ প্রত্যয়াৎ। অথবা পরব্রহ্ম পরত্বে নাভিমতং ব্রহ্ম নিরাকারং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেব রূপমাভা যস্য ॥ ১১৮ ॥

তাহাকে দ্বেষ বলা যায়, ঐ দ্বেষ বেণরাজার ন্যায় নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

কিন্তু হিরণ্যকশিপুর সম্পৎ প্রাপ্তি কেবল ভগবৎ হস্ত দ্বারা মৃত্যুই ইহার কারণ, পরাশরের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এব শব্দ প্রয়োগ হেতু ঐ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সাদৃগুণ্যমাত্র স্মরণ করিয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

আবেশের অভাব ও দোষের বিদ্যমানতা, এই দুই কারণে হিরণ্যকশিপুর বিশুদ্ধ সাকার ব্রহ্ম দর্শন হয় নাই, ব্রহ্ম নিরাকার এই মাত্র তাহার বোধ ছিল, সুতরাং প্রকট মূর্ত্তি নৃসিংহ দেবে সে লয় অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ১১৮ ॥

রাবণত্বে মহাকাম পরাধীনী কৃতাত্মনঃ।
তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি॥ ১১৯॥
অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ং।
তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ॥ ১২০॥
কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা।
তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বি র্মরণং যতঃ॥ ১২১॥
অতিদ্বেষাম্মহাবেশত্তানি নামানি সর্ব্বশঃ।

অস্য জীবস্য রাবণত্বেপি তদ্বৎ হিরণ্যকশিপুবৎ॥ ১১৯॥
চেদিরাজত্বে শিশুপাল রূপত্বে তত্র পরব্রহ্মণি॥ ১২০॥
কারণানীত্যস্য বিবৃতিঃ প্রবৃত্তে র্নিমিত্তানীতি। তেন হেতুনা যত্তো বিষ্ণোঃ নিশ্চিত্য নির্ণয়ঃ॥ ১২১॥
অতিদ্বেষাদেবা মহাসত্ত স্তস্মাদ্ধেতোঃ॥ ১২২॥

উক্ত জীবের রাবণ জন্মেও সুমহৎকামে চিত্ত পরাধীন হয়, এ জন্য হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ইহার মৃত্যুকালেও শ্রীরাম চন্দ্রে মনুষ্য বুদ্ধি হইয়াছিল॥ ১১৯॥

অতএব শিশুপাল জন্মেও সে পুনরায় উত্তম সম্পত্তি লাভ করে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে কমলাকান্তের নাম সমুদায়েরই প্রবৃত্তির কারণ সকল নিমিত্ত হইয়াছিল॥

এ জন্য ভগবৎ হস্তে দুইবার মৃত্যুলাভ করায়, ইনিই বিষ্ণু এই বলিয়া তাহার নিশ্চয় বোধ হয় ১২০॥ ১২১॥

অপর অতিশয় দ্বেষ বশতঃ যে মহাবেশ তন্নিমিত্ত সে

অজল্পৎ সততং শশ্বন্নিন্দা সন্তর্জনাদিষু ॥ ১২২ ॥
রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ।
নামবত্তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্ ॥ ১২৩ ॥
দগ্ধ তদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রেচ তদ্রুচা।
অপেত দৈত্য ভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃত দৃষ্টিকঃ ॥ ১২৪ ॥
তদাতুজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরংব্রহ্ম নরাকৃতি।

নামবৎ নামানি যথা অজল্প তথা তদ্রূপং সংস্মরন্নিত্যেকাংশোপমা। যদুক্তং গ্রন্থদণ্ড্যাচার্য্যৈঃ। যথা কথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে উপমা নামসেতি ॥ ১২৩ ॥

দগ্ধ স্তস্য দ্বেষাজ্জাতানি যানি অঘানি তেষামোঘ সমূহো যস্য সঃ। তস্য চক্রস্য রুচা কান্ত্যা অপেতো গতো দৈত্যভাবো দৈত্যত্বং যস্য সঃ। অন্তে মরণ সময়ে ॥ ১২৪ ॥

তদৈব তৎকালএব তদৈবেতি পাঠে তস্য সংস্কৃত দৃষ্ট্যা ॥ ১২৫ ॥

নিরন্তর নিন্দা ও সন্তর্জনাদিতে সতত নাম সকল উচ্চারণ করে ॥ ১২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার রূপ দর্শন করিয়া ইনি বিষ্ণু এই নিশ্চয় হেতু নামের তুল্য ঐ মূর্ত্তি সকলস্থানে ও সকল সময়ে স্মরণ করিয়াছিল ॥ ১২৩ ॥

তাহাতেই দ্বেষজনিত পাপ সমুদায় দগ্ধ হওয়ায় তাহার দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছিল, অনন্তর ভগবান্ চক্র নিক্ষেপ করিলে তাহার তেজে ঐ শিশুপালের মৃত্যুকালীন দৈত্যভাব অপগত হয় ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর যখন চক্রাঘাতে দৈত্যদেহ বিনিপাতিত হয়, সেই

তত্রৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহোহপি নাশিতে॥ ১২৫॥
তদৈব ব্রহ্ম পরমমস্মুলীনত্বমাযযৌ।
ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদি মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া।
অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া।
মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যদয়ং হি ভগবানিতি॥ ১২৬॥
হি প্রসিদ্ধময়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ॥ ১২৭॥
প্রীণতাং দ্বিষতাং চাত্র চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতং।

তত্র শ্রীকৃষ্ণাখ্যে পরব্রহ্মণি অর্ভলীলয়াপি বক্যাদীনাং মোক্ষং অন্যত্র অস্মিন্ পর ব্রহ্মণি অজিতাদৌ ঈশচেষ্টয়াপি কালনেম্যাদেরমোক্ষং তদেবং পরমং ব্রহ্মাপ্তু স্মৃত্বা তস্মিন্নেব পুন র্মুনিঃ শ্রীপরাশরঃ। অয়ং হি ভগবানিতি প্রাখ্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ॥ ১২৬॥

তদেব ব্যাচষ্টে হীতি স্বয়ং ভগবত্তি দ্বেষাদিনাপি মুক্তি র্ন চিত্রা অন্যত্রতু ভজনাংশেনৈবেতি গম্যতে॥ ১২৭॥

যস্মাদত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রীণতাং প্রীতিং কুর্ব্বতাং ভক্তানাং অত্র দ্বিষতাং দ্বেষং

সময় পবিত্র দৃষ্টি শিশুপাল উজ্জ্বল নরাকৃতি পরব্রহ্ম সন্দর্শন করিয়াছিল॥ ১২৫॥

তৎপরে পরব্রহ্মে গিয়া লীন হয়, এই কথা বলিয়া পরাশর মুনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বাল লীলাতেও পুতনাদির মোক্ষ হইয়াছিল,অন্য অজিতাদি মূর্ত্তিতে ঈশ্বর চেষ্টাতেও কালনেমি প্রভৃতির মুক্তি হয় নাই॥ ১২৬॥

এই নিমিত্ত পরাশর মুনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ১২৭॥

যিনি প্রীতকারী ভক্ত এবং দ্বেষকারী শত্রু এই দুয়ের চিত্ত

তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন ॥ ১২৮ ॥
তস্মাৎ স এব কৈমুত্যাদ্ভজনীয় তয়েষ্যতে ।
ইতি বিজ্ঞায় গদ্যানাং হার্দ্দং সৌহার্দ্দতঃ স্ফুটং ।
অথাখিলানাং নাম্নাঞ্চ প্রবৃত্তৌ কারণং শৃণু ॥ ১২৯ ॥
লক্ষ্মীশ নামান্যেবাত্র প্রবৃত্তে র্হেতুসাম্যতঃ ।
তথৈব হেতু ভেদাচ্চ বর্ত্তন্তে যদুপুঙ্গবে ॥ ১৩০ ॥

কুর্ব্বতাং শত্রূণাং চেতাংসি স্বয়মেব ক্রুতং শীঘ্রং যথা স্যাত্তথা কর্ষতি। যদ্বা ক্রুতং গলিত প্রায়ং যথা স্যাৎ। তস্মাদত্র অস্মিন্ কৃষ্ণে কীর্ত্তিতঃ ইত্যাদি মাহাত্ম্যং ন চিত্রং নাসম্ভব ইত্যর্থঃ। যদ্বা য আকর্ষতি অত্র তস্মিন্ অদসোপি তদর্থকত্বাৎ ॥ ১২৮ ॥

তস্মাৎ চিত্রাভাবাৎ হার্দ্দং অভিপ্রায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

অত্র যদুপুঙ্গবে শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীশ নামানি বর্ত্তন্তে কুতঃ প্রবৃত্তে র্হেতু সাম্যতঃ প্রবৃত্তে র্হেতু ভেদাচ্চ ॥ ১৩০ ॥

শীঘ্র আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, তাহা কখন অসম্ভব নয় ॥ ১২৮ ॥

অতএব কৈমুত্য ন্যায় প্রযুক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় গদ্য সকলের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় রূপে ইষ্ট হইলেন। অনন্তর অখিল নাম সকলের প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলি শ্রবণ কর ॥ ১২৯ ॥

প্রবৃত্তির হেতুসাম্য এবং প্রবৃত্তির হেতুভেদ এই দুই কারণ বশতঃ যদুপুঙ্গব শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের নাম সকল বিদ্যমান আছে ॥ ১৩০ ॥

দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ।
পীতাম্বরশ্চক্রপাণিঃ শ্রীবৎসাঙ্ক শ্চতুর্ভুজঃ।
ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তে র্হেতুসাম্যতঃ॥ ১৩১॥
বাসুদেবস্য পুত্রত্বাদ্বাসুদেবো নিগদ্যতে।
মধুবংশে যতো জাতঃ কথ্যতে মাধবস্ততঃ॥ ১৩২॥
হরিবংশে॥
সচ তেনৈব নাম্নাত্র কৃষ্ণো বৈ দাম বন্ধনাৎ।

প্রথম হেতুমাহ দৈত্যারি রিতি হেতু সাম্যত ইত্যন্তং॥ ১৩১॥

দ্বিতীয় হেতুমাহ বসুদেবস্তেতি হেতু ভেদত ইত্যন্তং। বাসুদেব ইতি বৃষ্ণ্যন্ধক কুকুরেভ্যশ্চেতি টণা সিদ্ধঃ নতু বসন্তি ভূতান্যত্র বাসুঃ সচাসৌ দেবশ্চেতি নির্দ্দেশ রূপ স্তথাত্বে হেতু সাম্যাপত্তিঃ স্তাৎ মধোর্জ্জতো মাধবঃ নতু মা লক্ষ্মী স্তস্তা ধব ইতি রূপঃ॥ ১৩২॥

দাম রজ্জু উদরে যস্ত নতু মাল্যোদরঃ॥ ১৩৩॥

প্রথম প্রবৃত্তির হেতুসাম্য যথা। দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক ও চতুর্ভুজ, শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ নাম মধ্যে এই গুলি পাঠ হইয়াছে॥ ১৩১॥

দ্বিতীয় হেতুভেদ যথা। বসুদেবের পুত্র প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব এবং মধুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মাধব নামে কীর্ত্তন করা যায়॥ ১৩২॥

হরিবংশেতেও॥

যশোদা দাম অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর বন্ধন

গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে ॥ ১৩৩ ॥

তত্রৈব ॥

অধোহনেন শয়ানেন শকটান্তর চারিণী ।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রী শকুনী নাম ধারিণী ।
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা ।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে ।
দদৃশু র্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ ।

যস্মিন্ জনার্দ্দনে বিষম্রক্ষিতং স্তনং প্রযচ্ছন্তী অনেন তেন জনার্দ্দনেন অধঃ শয়ানেন পূতনা রাক্ষসী নিহতেত্যন্বয়ঃ। অধঃ সপ্তম্যন্ত মব্যয়ং। কীদৃশী শকুনীবেশধারিণী যথেষ্টাচারিণ্যা বেশ ধারিণী। যদুক্তং যথেষ্টাচারিণী

করিয়াছিলেন, একারণ গোকুল মধ্যে গোপীগণ ঐ শ্রীকৃষ্ণকে দামোদর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩৩ ॥

ঐ হরিবংশে আরও বলিয়াছেন ॥

প্রচণ্ড স্বভাবা পূতনা শকুনী বেশ ধারণ করিয়া শকটের উপরি ভাগে বিচরণ করিতেছিল কিন্তু ঐ শকটের নিম্ন দেশে ভগবান্ জনার্দ্দন শয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে ভয়ঙ্করাকার মহাবলবতী পূতনা শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে বিষ ম্রক্ষিত স্তন প্রদান করায় তিনি শকটের অধোদেশে শয়ান থাকিয়াই ঐ পূতনার প্রাণ সংহার করেন, গোকুলস্থ গোপগণ সেই স্থলে রাক্ষসীকে নিহত দেখিয়া মনে করিলেন এই বালকের আজ পুনর্জ্জন্ম হইল, একারণ তাঁহার নাম অধোক্ষজ বলিয়া রাখি-

পুনর্জাতো হয়মিত্যাহু রুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ ॥ ১৩৪ ॥
এষোঽধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জাত ইবেত্যজঃ।
অধোক্ষজ ইতি প্রাহু রিতি টীকা কৃতোদিতং ॥ ১৩৫ ॥
তত্রৈব ॥
অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং গাস্যন্তি ভুবি শাশ্বতঃ॥ ১৩৬ ॥
তত্রৈব ॥

নারী শকুনীত্যভিধীয়তে। শকুনী পক্ষিণীতি কেচিৎ ॥ ১৩৪ ॥

অজোঽপি শকটস্যাধোঽক্ষে চক্রে পুনর্জাত ইবেত্যধোক্ষজ ইতি টীকাকৃতা শ্রীস্বামিনা উদিতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ভুবি স্থানমাত্রে তেন স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে চেত্যর্থঃ। ভূঃ স্থানমাত্রে কশিত্যা ধরণ্যামপি যোষিতীতি মেদিনীকারোক্তেঃ ॥ ১৩৬ ॥

য়াছিলেন ॥ ১৩৪ ॥

যিনি অজ হইয়াও শকটের অক্ষ অর্থাৎ চক্রে পুনর্জাতের ন্যায় হইলেন এজন্য টীকাকর্ত্তা শ্রীধরস্বামী তাঁহাকে অধোক্ষজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৩৫ ॥

ঐ হরিবংশে ॥

ইন্দ্র কহিলেন কৃষ্ণ! আমি কেবল মাত্র দেবগণেরই ইন্দ্র, তুমি গোসকলের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব সর্ব্বদা ত্রিলোকীস্থ লোক সকল তোমাকে গোবিন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে ॥ ১৩৬ ॥

ঐ হরিবংশে ॥

গবোমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ॥ ১৩৭॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥
যস্মাত্ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।
তস্মাৎ কেশব নাম্না ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যসি॥১৩৮

মম ইন্দ্রস্য উপরি যথা ত্বং গোভিরিন্দ্র ঈশ্বরঃ স্থাপিতঃ ইতি হেতোঃ উপেন্দ্র ইতি ত্বাং গাস্যন্তীত্যন্বয়ঃ। ইতি শব্দস্য কাকনয়ন ন্যায়েন দ্বাভ্যামন্বয়ঃ কার্য্যঃ। উপপদস্য উপর্য্যর্থতা উপ স্যাদধিকার্থেচ হীনার্থা সন্নয়োরপীতি মেদিনীকারোক্তেঃ। ইন্দ্রপদমীশ্বরার্থং ইদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাত্বর্থত্বাৎ। যদ্বা যথা যথাবৎ। যদ্বা হে কৃষ্ণ দেবতাঃ উপেন্দ্র ইতি ত্বাং গাস্যন্তি কথং গাস্যন্তীত্যাহ যথা যতঃ। যথাব্যয়ং যথার্থেচ হেতু দৃষ্টান্তয়োরপীতি সংসারাবর্ত্তঃ। উপেন্দ্র মিতি পাঠে ইতি হেতোঃ হে কৃষ্ণ ত্বামুপেন্দ্রং গাস্যন্তি॥ ১৩৭॥

শ্রীনারদ আহ যস্মাদিতি হে জনার্দ্দন সবিসর্গ পাঠে কেশিনো বিশেষণং জনানাং পীড়ক ইত্যর্থঃ॥ ১৩৮॥

ইন্দ্র কহিলেন হে কৃষ্ণ! গো সকল কর্ত্তৃক তুমি যেমন আমার উপরে ইন্দ্রত্ব রূপে স্থাপিত হইলা এই কারণে স্বর্গে দেবতাগণ তোমাকে উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন॥ ১৩৭॥

বিষ্ণুপুরাণে॥

নারদ কহিলেন হে জনার্দ্দন! তুমি যখন দুষ্টাত্মা কেশী দানব সংহার করিয়াছ, তখন লোকমধ্যে তোমার কেশব বলিয়া আখ্যা হইবে॥ ১৩৮॥

ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তের্হেতুভেদতঃ।

এষাং বাসুদেবাদি নাম্নাং প্রবৃত্তে র্হেতুত্বং অন্যদেব প্রকারান্তরমেব। তচ্চ বসন্তি ভূতান্যত্র ভূতেষু বা বসত্যসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ মা লক্ষ্মী তস্যা-ধবঃ স্বামী মাধবঃ। দাম মাল্যমুদরে বক্ষসি যস্য স দামোদরঃ। অধোঽধো-ভূতং স্বগ্‌ভূতমক্ষজমিন্দ্রিয়ং যস্য যস্মাদ্বা সোঽধোক্ষজঃ। গাং বাণীং বিন্দতি গোবিন্দঃ। যদ্বা গাং জলং সঙ্কর্ষণ রূপেণ বিন্দতি। ইন্দ্রেভ্যঃ পরমৈশ্বর্য্য বদ্ভ্যো বাসুদেবাদিভ্য উপ অধিকঃ উপেন্দ্রঃ। যদ্বা উপেন্দ্র নিষ্ঠাংশত্বাদু-

ভেদ বশতঃ রমাপতির এই সকল নামের প্রবৃত্তির হেতু বর্ণিত হইল, কিন্তু বাসুদেবাদি নামের অন্য প্রকার প্রবৃত্তির হেতু আছে,যথা— ভূত সকল যাহাতে বাস করে অথবা যিনি ভূত সকলে বাস করেন এই অর্থে তিনিই বাসু, যিনি বাসু তিনিই দেব এই কর্ম্মধার সমাসে বাসুদেব। মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার ধব অর্থাৎ স্বামী এই অর্থে মাধব। দাম শব্দে মালা, বক্ষঃ শব্দে উদর অর্থাৎ যাঁহার বক্ষঃস্থলে মালা বিরাজ করি-তেছে তিনি দামোদর। যাঁহা হইতে ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান অধো হইয়াছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না তিনি অধোক্ষজ। গোশব্দের অর্থ বাণী অর্থাৎ যিনি সরস্বতীর ঈশ্বর অথবা গো শব্দে জল অর্থাৎ যিনি সঙ্কর্ষণ রূপে জলে অবস্থিত আছেন এই অর্থে গোবিন্দ। ইন্দ্র শব্দের অর্থ পরম ঐশ্বর্য্যশালী, উপ শব্দের অর্থ অধিক অর্থাৎ বাসুদেবাদি মূর্ত্তি হইতে যিনি অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ এই অর্থে উপেন্দ্র অথবা উপেন্দ্র অর্থাৎ বামনদেব নিষ্ঠ অংশ প্রযুক্তই বা উপেন্দ্র।

এষাং প্রবৃত্তের্হেতুত্বমন্যদেব রমাপতৌ॥ ১৩৯॥
কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ।
কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যদেবকারদ্বয়েন সঃ॥ ১৪০॥
তথাহি শ্রীগীতাসু॥
তানহং দ্বিষতং ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

পেন্দ্রঃ। কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ব্যাপ্নোতীতি কেশবঃ॥ ১৩৯॥
শ্রীগ্রন্থকৃৎ ফলিতার্থমাহ কিঞ্চেতি অন্যতো অন্যেভ্যঃ কুতঃ কেভ্যঃ। যদ্বা অন্যেষু কস্মাৎ একার দ্বয়েন তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ং স্তমেব হৃদয়ে নাবধারয়ন্নিত্যেব কারদ্বয়ং তেন স পরাশরঃ॥ ১৪০॥
অত্র শ্রীস্বামি গোস্বামি বিরচিতা সুবোধনী টীকা তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুর ভাব প্রচ্যুতি র্নভবতীত্যাহ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যু মার্গেষু

ক শব্দে ব্রহ্মা, ঈশ শব্দে রুদ্র, এই দুইকে যিনি আপনার মহিমা দ্বারা ব্যাপিয়াছেন এই অর্থে তিনি কেশব॥ ১৩৯॥
শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হওয়ায় দ্বেষকারি অসুরদিগের অন্য কাহা হইতেও মুক্তি লাভ হয় নাই, পরাশর ঋষি বিষ্ণুপুরাণের "তমেবা ক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্" এই গদ্যে দুইটী একার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার হইতে দ্বেষকারি অসুরদিগের মুক্তিলাভ হয় নাই, ইহাই বর্ণন করিয়াছেন॥ ১৪০॥
উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ভগবদ্গীতায়॥
আমি সেই সকল দ্বেষকারি অমঙ্গল ক্রূর স্বভাব নরাধম দিগকে জন্ম মৃত্যু প্রদ আসুরী যোনি সকলে নিরন্তর নিক্ষেপ

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

তথাপ্যাসুরীষ্বেবাতি ক্রূরাসু ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিষু অজস্র মনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপ কর্ম্মণাং তাদৃশ ফলং দদামীত্যর্থঃ। তেচ মামপ্রাপ্যৈব ইত্যেব কারেণ মৎ প্রাপ্তি শঙ্কাপি কুত স্তেষাং মৎ প্রাপ্ত্যুপায়ং সাম্মর্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং গতিং কৃমি কীটাদি গতিং যান্তীত্যুক্তং শেষং স্পষ্টমিত্যেষা। অস্যাশয়মাশয়ঃ তেষাং কালনেমি হিরণ্যকশিপ্বাদীনাং কদাচিৎ অজিত নৃসিংহাদি হস্তমরণাদি আসুর ভাবানামপি প্রচ্যুতির্নাস্তি কুতো মুক্তি রিত্যর্থঃ। দ্বিষতঃ দ্বেষাং কুর্ব্বতঃ ভয়েন বৈরানুবন্ধেনবেতি ভাবঃ। হিরণ্যকশিপুহিরণ্যাক্ষয়ো.

করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! ঐ মূঢ় সকল আসুরী যোনি লাভ করিয়া প্রতি জন্মে আমাকে কোন ক্রমে প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহা হইতেও অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর অধম গতিতে গমন করে ॥

তাৎপর্য্য। দ্বেষকারি শত্রুদিগের কখনও অসুর ভাব বিনষ্ট হয় না, উল্লিখিত গীতার বচনানুসারে ভগবান্ সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিকে সংসার অর্থাৎ ক্রূর স্বরূপ সর্প ব্যাঘ্রাদি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ তাহাদের পাপ কর্ম্মের তদ্রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। গীতার দুই শ্লোকে এবকার থাকাতে ঐ সকল মূঢ়ের ভগবৎ প্রাপ্তির আশঙ্কাত হইতেই পারে না, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় যে সৎপথ তাহাও তাহাদের লাভ হয় না, সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও কৃমি কীটাদি অধমা গতি প্রাপ্ত হয়, এই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই যে, সেই সকল দ্বেষকারি কালনেমি ও হিরণ্য-

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

জয়বিজয়াবতারত্বং কল্পভেদ বিষয়মঙ্গীকৃত্যাহ ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিস্থিতি অন্যথা তয়ো স্তত্তজ্জন্মনামনাপত্তিঃ স্যাৎ। তাদৃশয়ো স্তয়োরপি হিরণ্য-কশিপ্বাদি শরীরপ্রাপ্তেঃ প্রাগেব ব্যাঘ্রাদি জন্মতা মন্তব্যা তত্তজ্জন্মনিতু শ্রীনৃসিং-হাদীনাং হস্তমরণাদুত্তম ভোগ প্রাপ্তেঃ শ্রীপরাশরেণোক্তত্বাৎ। নম্বীশ্বর হস্ত মরণেনি তেষাং কথমাসুর যোনি প্রাপ্তি রিত্যাহ তে চেতি যাবন্মাং শ্রীকৃষ্ণং দ্বেষাদিনাপি ন প্রাপ্নুবন্তি ন বিষয়ী কুর্ব্বন্তি তাবদেব শ্রীবিষ্ণুত্ব প্রকারক জ্ঞানানুদয়াৎ সত্তাং মার্গমপি ন প্রাপ্নুবন্তি কিমুত মুক্তিমিতি ভাবঃ। অথবা

কশিপু প্রভৃতিতে কদাচিৎ শ্রীঅজিৎ ও শ্রীনৃসিংহ হস্তে মৃত্যু হইলেও তাহাদের অসুর ভাব বিনষ্ট হয় নাই,তবে তাহাদের কোথা হইতে মুক্তি হইবে ?। ভয় অথবা শত্রুতা বশতঃ দ্বেষ ঘটিয়া থাকে। যদি কল্পভেদে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এই দুই জনকে জয় বিজয়ের অবতারত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনির অপ্রাপ্তি হয়, যদিচ তাহাই স্বীকার করাযায়,তাহা হইলেও তাহাদের হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি শরীর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই সর্প ব্যাঘ্রাদি জন্ম মানিতে হইবে, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি জন্মে শ্রীনৃসিংহাদির হস্তে মরণ হেতু উত্তম ভোগ প্রাপ্তি হইয়াছিল, পরাশর ঋষি বিষ্ণু-পুরাণে এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। যদি বল ঈশ্বর হস্তে মরণ হেতু তাহাদের আসুরযোনি প্রাপ্তি হইল কেন ? তাহার কারণ এই, যে পর্য্যন্ত দ্বেষাদি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণের বিষয়ীভূত করিতে না পারিবে তাবৎ বিষ্ণুত্ব জ্ঞানের

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি ॥১৪১

সন্মার্গং সদ্ভির্দর্শিতঃ দ্বেষাদি রূপং মার্গং প্রাপ্ত্যুপায়ঃ উপেত্যানেনেতি প্রাপ্ত্যুপায় সাধন মিত্যর্থঃ। যদুক্তং সপ্তমে। কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহব স্তদ্গতিং গতা ইতি। গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদৃষ্ণয়ো যূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যা-বয়ং বিভো ইতিচ। নন্থ বৈরানুবন্ধস্ত প্রাপ্তি সাধনতা তিষ্ঠতু উত্তমা ভক্ত্যাতিরিক্ত ভক্তেরপি শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীনারদেনাপি দর্শিতং যথা তত্রৈব। যথা

উদয় হইবে না, এই কারণে সৎ সকলের মার্গ পাইতে পারে না, মুক্তিরত কথাই নাই। অথবা সাধু দর্শিত দ্বেষাদি রূপ পথ অর্থাৎ প্রাপ্তির সাধন প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। সৎ সকলের দর্শিত পথ যথা সপ্তমস্কন্ধের প্রথমাধ্যায় ২৯ শ্লোকে নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন মহারাজ! বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম দ্বেষ ভয় স্নেহ অথবা ভক্তি হেতু ভগবান্ পরমেশ্বরে মনঃ নিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত কলুষ বিসর্জন পুরঃসর তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই। গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, চৈদ্যাদি নরপতি দ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু এবং আমরা ভক্তি হেতু তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥

অপর বৈরানুবন্ধে প্রাপ্তি সাধনত সহজ কথা, উত্তমা ভক্তির অতিরিক্ত ভক্তি হইতেও ইহা শ্রেষ্ঠ। শ্রীনারদ ঐসপ্তমস্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে দেখাইয়াছেন যথা। হে রাজন্! বৈরানুবন্ধ দ্বারা দানবগণ যে রূপ অনায়াসে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত

মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ।
তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটং ॥ ১৪২ ॥
তস্মাত্ত্রয়ানামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ।
কো বা স্যান্ন তথা যস্মাৎ স্বভাবোঽন্যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৪৩ ॥
অতো মন্বক্ষর মনোঃ কল্পে স্বায়ম্ভুবাগমে।

বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যাস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিরিতি ॥ ১৪১ ॥

তদেবং বিশদ্য ব্যাচষ্টে মামিতি ॥ ১৪২ ॥

ত্রয়াণাং নৃসিংহ রামকৃষ্ণানাং মধ্যেঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র কো বা বিস্ময়ঃ স্যান্ন কোপি বিস্ময় ইত্যর্থঃ দর্শিতমেব হেতু মুপোদ্ঘাটয়তি যস্মাদিতি যস্মাৎ অন্যত্র অন্যয়ো নৃসিংহ রাময়ো স্তথা স্বভাবঃ শত্রু বিষয়ক মুক্তি জনকী ভূত বিষ্ণুত্ব প্রকারক জ্ঞানত্বাদি রূপো নেত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

প্রমাণান্তরমুত্থাপয়তি অতো মন্বন্তর মনোশ্চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রস্য স্বায়ম্ভুবা-

হয়, ভক্তি যোগ দ্বারা তদ্রূপ সহজে পাইতে পারে না, আমি স্ববুদ্ধিতে এ বিষয় এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ১৪১ ॥

আমার শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ রূপি আমাকে প্রাপ্ত না হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত নিশ্চয় তাহারা অধম যোনি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে ॥ ১৪২ ॥

অতএব শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই তিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোন বিস্ময় নাই, কিন্তু শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরাম এই দুইয়ে শ্রীকৃষ্ণ তুল্য স্বভাব দেখা যায় না অর্থাৎ ইহাঁদের হতারিগতি দায়কত্ব নাই ॥ ১৪৩ ॥

অতএব শ্রীশিবোক্ত কল্প স্বায়ম্ভুব আগমে শ্রীকৃষ্ণের

পূজ্যন্তেঽন্যাবৃতিত্বেন রামসিংহাননাদয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥
নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহ বাক্যতঃ।
সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদন রহিতাঃ নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ।
পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞান মাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।

গমে। শ্রীশিবোক্তে অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবৃতিত্বেন আবরণত্বেন। যদুক্তং। চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ পূজ্যন্তে সহ শক্তিকাঃ। পূর্ব্বাদি দিক্ষু ক্রমশো বিদিক্ষু পরমেশ্বরাঃ। শ্রীরামসিংহ বদন কূর্ম্মোপেন্দ্রা মহাদ্ভুতা ইতি ॥ ১৪৪ ॥

মহাবারাহ বাক্যতঃ পৃথিবীং প্রতীতি শেষঃ। শাস্ত্রে শ্রীবরাহ পুরাণাদৌ। হানোপদান রহিতা নাশ জন্ম রহিতাঃ। পরমানন্দ সন্দোহাঃ পরম পূরকাঃ। জ্ঞানমাত্রাঃ সাত্বতমতে জ্ঞানাশ্রয়াঃ অধিকরণ বাচ্য এবৌনাদিক প্রত্যয়াৎ। বেদান্তি মতে জ্ঞান স্বরূপা ইত্যর্থঃ। কেষাঞ্চিন্মতে জ্ঞানান্যেব মাত্রাণি জ্ঞাপকানি যেষামিতি জ্ঞান পদং নানার্থকং মতস্য নানাত্বাৎ। এতৎ প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চতুর্ব্বেদ শিখাধৃতা শ্রুতিরুত্থাপিতা সা যথা। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাঽহং সহস্রধাঽহমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈষামনুজ্ঞান বন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্বএব হ্যেতে পূর্ণা অবতারাঃ

চতুর্দ্দশাক্ষরি মন্ত্রে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহ ইহাঁরা আবরণ দেবতা রূপে পূজিত হয়েন ॥ ১৪৪ ॥

যদি বল বরাহ পুরাণাদিতে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীর প্রতি বলিয়াছেন, ধরণি! সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যত যত দেহ আছে তৎ সমুদায় নিত্য,শাশ্বত ও জন্ম মৃত্যু রহিত এবং তাহা কখন মায়িক নহে। সেই সকল পরমানন্দ পরিপূর্ণ ও

সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জিতা ইতি॥ ১৪৫॥
কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে॥ ৪৬॥
মণি র্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ ১৪৭॥

অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইত্যাদিকা॥ ১৪৫॥

তমেব পূর্ব্ব পক্ষং পুষ্ণাতি কিঞ্চেতি॥ ১৪৬॥

মণি বৈদূর্য্যং নীলাদিভিগুণৈর্যুতঃ সন্ যথা বিভাগেনোপলক্ষিতো ভবতি। যদ্বা মণির্বিভাগেনোপ লক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুক্তো ভবতি। তথা ধ্যানভেদাৎ রূপভেদং শ্যাম গৌরাদিকং। নতু তাত্ত্বিকং ভেদং প্রাপ্নোতি যতোঽচ্যুতঃ চ্যুতি রহিতঃ। যদ্বা নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ সোঽচ্যুতঃ। যদুক্তং শ্রীকাশীখণ্ডে। ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে ইতি তথাহি শ্রীমাধ্বভাষ্যং উপাসনাভেদাদ্দর্শন ভেদ ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেক পট্টবস্ত্র বিশেষ পিচ্ছাবরব বিশেষাদি দ্রব্যং নানা বর্ণময় প্রধানৈক বর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থান বিশেষাদতঃ চক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণ বিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ড পট্ট বস্ত্র বিশেষাদি স্থানীয়ং নিজ প্রধান ভাসাম্ভ র্ভাবিত তদ্রূপান্তর শ্রীকৃষ্ণ রূপং তদ্বর্ণছবি স্থানীয়ানি রূপান্তরাণীত্যবসেয়ং॥ ১৪৭॥

সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান স্বরূপ, সকল মূর্ত্তিই সর্ব্ব গুণে পূর্ণ এবং সর্ব্ব দোষ বর্জ্জিত॥ ১৪৫॥

অপর নারদ পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন॥ ৪৬॥

বৈদূর্য্যমণি যথা বিভাগক্রমে নীল পীতাদি গুণের সহিত যুক্ত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত ধ্যান ভেদ নিমিত্ত শ্যাম গৌরাদি রূপ প্রকাশ করেন॥ ১৪৭॥

তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া ॥ ১৪৮ ॥
অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেহখিলাঃ ।
তথাপ্যখিল শক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥ ১৪৯
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ প্রকাশিতা ।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানা শক্তি প্রকাশিতা ॥ ১৫০ ॥

তস্মাত্তাত্ত্বিক ভেদাভাবাৎ তেষামবতারাণাং তারতম্যং উৎকৃষ্টাপকৃষ্টত্বং ॥১৪৮॥ সিদ্ধান্তমাহ অত্রোচ্যতে ইতি তে অবতারাঃ তত্র তেষু অবতারেষু ॥ ১৪৯ ॥ অংশত্বং শক্তীনামল্পাংশ প্রকাশিতা শক্তিমত্ত্বেহপি শক্ত্যল্পাংশ প্রকাশকত্বং । পূর্ণত্বং অংশিত্বং নানা অনেক প্রকারেণ শক্তিপ্রকাশকত্ব' যথা নানা নানাবিধা পূর্ণত্বাভিব্যঞ্জিকা যা শক্তি স্তৎ প্রকাশকত্বং যদ্বা নানা শক্তিরনেকাংশঃ শক্তীনামনেকাংশ প্রকাশকত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

অতএব তত্ত্বসম্বন্ধীয় ভেদের অভাব বশতঃ অবতার সকলের তারতম্য অর্থাৎ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টত্ব ব্যাখ্যা করিতেছ ॥ ১৪৮ অহে ! তবে এ স্থানে সিদ্ধান্ত বলি শুন, যদিচ পরমেশ্বরত্ব প্রযুক্ত সেই সকল অবতার পূর্ণ তথাপি তৎ সমুদায়ে নিখিল শক্তির অপ্রকাশ জানিতে হইবে অর্থাৎ সেই সেই অবতারে সকল শক্তির প্রকাশ হয় নাই ॥ ১৪৯ ॥

শক্তিমত্ত্বেও সর্ব্বদা শক্তি সকলের অল্পাংশত্ব প্রকাশিতার নাম অংশত্ব, আর স্বেচ্ছা বশতঃ নানা শক্তি প্রকাশিতার নাম পূর্ণত্ব, অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও যিনি সর্ব্বদা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন তাঁহার নাম অংশ, আর যিনি ইচ্ছানুসারে বিবিধ শক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে পূর্ণ বলে ॥ ১৫০ ॥

শক্তিরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপা তেজো মুখা গুণাঃ।
শক্তের্ব্যক্তি স্তথাব্যক্তি স্তারতম্যস্য কারণং॥ ১৫১॥
শক্তিঃ সমাপি পুর্য্যাদি দাহে দীপাগ্নি পুঞ্জয়োঃ।
শীতাদ্যার্ত্তি ক্ষয়েণাগ্নি পুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ॥ ১৫২॥
এবমেব গুণাদীনামাবিস্কারানুসারতঃ।
ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাদ্ভক্তাদীনাং যথা যথং॥ ১৫৩॥

নম্নু তর্হি শক্তিরেব কেত্যত আহ শক্তিরিতি ঐশ্বর্য্যাদয়ো গুণাঃ শক্তিরুচ্যন্তে। তথা তেন রূপেণ ব্যক্তিশ্চ॥ ১৫১॥

ভজনীয় বিশেষে ভক্তসুখে বক্তব্যে নিদর্শনানাহ শক্তিরিতি। আর্ত্তিঃ পীড়া। ১৫২॥

আবিস্কারানুসারতঃ প্রকাশানুসারেণ। সৌখ্যং সুখং স্বার্থে ষণ যথাযথং যথার্থং॥ ১৫৩॥

যদি বল শক্তিই কি, তাহার ভেদ এই, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও তেজ ইত্যাদি গুণ সকলকে শক্তি বলে, তত্তদ্রূপে শক্তির প্রকাশ ও শক্তির অপ্রকাশ এই উভয়ই তরতমের প্রতি কারণ॥ ১৫১॥

ভজনীয় বিশেষে ভক্তের সুখ হইয়া থাকে, তাহার নিদর্শন এই যে, যেমন গৃহদাহ বিষয়ে দীপ ও অগ্নিপুঞ্জ এতদুভয়ের শক্তি তুল্য লইলেও শীতাদি পীড়া নাশক প্রযুক্ত অগ্নিপুঞ্জ হইতেই সুখ হইয়া থাকে॥ ১৫২॥

তাহার ন্যায় গুণ সকলের প্রকাশানুসারে সংসার নাশ নিমিত্ত ভক্ত সকলের যথাযথ সুখানুভব হয়॥ ১৫৩॥

কিঞ্চ ।

একত্বঞ্চ পৃথক্ ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা ।
তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমনন্তাচিন্ত্য শক্তিতঃ ॥ ১৫৪ ॥
তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্ প্রকাশিতা ॥

যথা শ্রীদশমে ॥

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

সাঙ্কর্য্যং নিরসিতুমাহ একত্বঞ্চেতি তস্মিন্ একত্র একস্মিন্ ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীশুক আহ চিত্রমিতি এতদ্বত অহো চিত্রং কিং তৎ এক এব শ্রীকৃষ্ণঃ দ্ব্যষ্ট সাহস্রং স্ত্রীর্যদুদাবহৎ পরিণীতবান্ । নন্থু কিমত্রাশ্চর্য্যং তত্রাহ গৃহেস্বিতি তৎ সংখ্যকেষু সর্ব্বেষ্বিতি শেষঃ । ভবতু ততোপি কিং তত্রাহ পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণি গ্রহণাদি বিবাহ বিধিং কৃতবান্ । নন্থু ক্রমশ উদ্বাহেনাসম্ভব মেতৎ তত্রাহ যুগপদিতি । নন্থু যোগেশ্বরোপি যুগপন্নানা বপুংষি বিধায় তদ্বিধাতুং শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরারাধ্য চরণানাং যুষ্মাকমপি চিত্রং তত্রাহ

আরও বলি ॥

যদি এরূপ আশঙ্কা কর এক শ্রীকৃষ্ণে এককালীন একত্ব, পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিতা কি রূপে সম্ভব হয়, তাহার উত্তর এই যে, অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে কিছুই অসম্ভব নহে ॥ ১৫৪ ॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একত্ব হইয়াও যে পৃথক্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ যথা ॥

শ্রীদশমে ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

একা শ্রীকৃষ্ণ এক কালীন পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শরীরে

গৃহেষু দ্ব্যষ্ট সাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৫৫ ॥

পৃথক্ত্বেপ্যেক রূপতাপত্তির্যথা ॥

শ্রীপাদ্মে ॥

স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ ।

একেন বপুষেতি । তর্হি কিমনেন বাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুষা তৎ কৃতবান্ নৈবং । আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানা গারেষু যোষিতাং । সবিধং স্বগৃহে পাণীনম্নুরূপঃ স্বমায়য়েতি শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ তত্তদনুরূপতা প্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্বৈনৈকপদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি একেন নরাকারেণৈব বপুষা পৃথক্ পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমান স্তথা বিহিতবান্ তস্মাদেকমেব নর বপুর্যৎসৌ যুগপৎ সর্ব্বদেশং সর্ব্ব ক্রিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদেতদাশ্চর্য্য মিতি বাক্যার্থঃ। ইত্থমেব শ্রীপঞ্চমে লোকালোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য তেবা মিত্যাদি গদ্যোপদিষ্টস্য তাদৃশত্বং ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামি চরণৈঃ। মহাবিভূতেঃ পারমৈশ্বর্য্যস্য পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা সমন্তাদাস্ত ইতি। অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরো ব্যয় ইত্যত্রা-প্যস্তত্তাবদ্রূপ ধরত্বং নাম যুগপত্তাবৎ প্রদেশ প্রকাশত্ব মেবেতি ব্যাখ্যেয়ং নতু নারায়ণাদি বদ্ভিন্নাকারত্বং। যথোক্তং অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ইতি। এষ এবাস্যত্রা কারস্য প্রকাশস্যচ ভেদো মন্তব্যঃ। অন্যৎ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে প্রকাশ লক্ষণ ব্যাখ্যায়াঞ্চ দ্রষ্টব্যং ॥ ১৫৫ ॥

বহুধা ভূত্বা বহু প্রকারেণ দৃশ্যমানো ভূত্বেত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতৌ।

ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর যে পাণি গ্রহণ করিয়াছেন ইহা অতি আশ্চর্য্য ! ॥ ১৫৫ ॥

পৃথক্ত্ব হইলেও এক রূপতা পত্তির্যথা ॥

পদ্মপুরাণে ॥

সেই নির্গুণ পুরুষোত্তম দেব হরি বহুধা হইয়াও পুনরায়

একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ ॥ ১৫৬ ॥
একস্যৈবাংশাংশিত্বং বিরুদ্ধ শক্তিত্বঞ্চ যথা ॥
শ্রীদশমে ॥
যজন্তি ত্বন্ময়া স্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেক মূর্ত্তিকমিতি ॥ ১৫৭ ॥
কৌর্ম্মে ॥

একং বসন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি। মৎস্য স্বতোচ। এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ইতি ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীমদক্রূরঃ স্তৌতি জয়ন্তীতি ত্বমেব প্রধানত্বেন বিদ্যন্তে যেষাং তে ত্বন্ময়াঃ বৈষ্ণবাঃ পঞ্চরাত্রাদি বিধিজ্ঞাঃ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ভেদেন বহুমূর্ত্তিং শ্রীমহানারায়ণ রূপেণৈক মূর্ত্তিঞ্চ ত্বামেব যজন্তি বিলাস বিলাসিনোরভেদাত্ত্বয্যেব তেষাং ভজনাদিকং পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ। ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয্যেব সর্ব্বমিতি শ্রুতেঃ ॥ ১৫৭ ॥

ঐকীভুত হইয়া শয়ন করেন, তাঁহাতে কোন দোষ নাই এবং তিন সকলের আদি কর্ত্তা ॥ ১৫৬ ॥

একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধ শক্তিত্ব যথা ॥

শ্রীদশমে ৪০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

অক্রূর কহিলেন ব্রহ্মন্! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব শৈবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত, তাঁহারা আপনকার স্বরূপ আত্মার চিন্তা করত আপনকার কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধান দ্বারা বাসুদেবাদি ভেদে বহু মূর্ত্তি এবং নারায়ণ রূপে এক মূর্ত্তি যে আপনি আপনকার অর্চ্চনা করেন ॥ ১৫৭ ॥

কূর্ম্মপুরাণে ॥

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোহণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্ত লোচনঃ।
ঐশ্বর্য্য যোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে ।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈব হার্য্যাঃ কথঞ্চন ।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫৮ ॥
ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

অস্থূলঃ অপরিমেয়ত্বাৎ লিঙ্গত্রয় শূন্যাদ্বা। ন অণুঃ সর্ব্ব ব্যাপকত্বাৎ। স্থূলঃ কৃপয়া প্রপঞ্চ গোচরত্বাৎ বিরাড়্ রূপত্বাদ্বা। অণুঃ সর্ব্ব জীব মিজন্তৃত্বেন বর্ত্তমানত্বাৎ। অবর্ণঃ প্রাকৃত বর্ণ রহিতত্বাৎ শ্যামঃ শ্যামবর্ণো ভগবানিতি বিশেষ্যং পরমে পরাঃ তৎপরা মা গোপ্যাদয়ো লক্ষ্ম্যো যস্মিন্। যদ্বা পরা অন্তত্বেন পরিণতা মা মায়া যস্মিন্ মায়োত্তরে ভগবতীত্যর্থঃ। বিরুদ্ধা একাধিকরণ বৃত্তিত্বেনাযোগ্যা অপি গুণাঃ সমাহার্য্যাঃ সম্যক্ ত্বয়া যোজ্যাঃ অলৌকিকসিদ্ধে ভূষণ মেতন্ন দূষণ মিতি ন্যায়াত্তর্কাগোচরত্বাচ্চ। তথাহি। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥ ১৫৮ ॥

যিনি সর্ব্বতোভাবে স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন, অথচ যিনি স্থূলও বটেন, সূক্ষ্মও বটেন, এবং যাঁহার কোন বর্ণ নাই অথচ যিনি শ্যামবর্ণ ও রক্তান্ত লোচন। ঐশ্বর্য্য যোগ হেতু সেই ভগবান্ পরম পুরুষ বিরুদ্ধার্থও স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাতে কখন দোষ সকল উদাহরণ করিবে না, অলৌকিক সিদ্ধ প্রযুক্ত বিরুদ্ধ গুণ সকলও তাঁহাতে সম্যক্ প্রকারে যোজনা করিবে ॥ ১৫৮ ॥

বিরুদ্ধ অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তিত্ব যথা ॥

বিরুদ্ধানন্তাচিন্ত্য শক্তিত্বং যথা গদ্যৈঃ ॥
দুরববোধ ইবায়ং তব বিহার যোগো যদশরণো
২শরীর ইদমনবেক্ষিতাঽস্মৎ সমবায় আত্মনৈবা
বিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি।
অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণ বিসর্গ
পতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত কুশলাকুশলং ফলমুপা

অত্র ভাবার্থ দীপিকা নন্বু কেবলানুভব স্বরূপস্বে সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বং কথং তত্রাহুঃ দুরববোধ ইবায়ং বিহার যোগঃ ক্রীড়োপায়ঃ যদযস্মাদশরণো নিরাশ্রয়ঃ ইদং বিশ্বং অনবেক্ষিতোঽস্মাকং সমবায় সাহায্যং যেন সঃ। দুর্গেয়ত্বান্তর মাহুঃ অথ তত্রেতি যথেহ দেবদত্তো নির্ম্মায় তত্র স্বকৃত শুভাশুভয়োঃ ফল মুপাদত্তে এবং ভবান্ ব্রহ্ম স্বরূপো জীবরূপেণ গুণ বিসর্গে পতিতঃ সন্নুপা-

---

ষষ্ঠস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩১ গদ্য হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত ॥

ভবগন্! আপনার বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধের ন্যায় বোধ হইতেছে, যে হেতু আপনার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই এবং আপনি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মা দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, অথচ কোন প্রকারে আপনার আত্মার বিকার মাত্র হইতেছে না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপনি ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে আমাদেরও সাহার্য্য অপেক্ষা করেন না ॥

অতএব দেবদত্ত (ঐ নামে কোন ব্যক্তি) যেমন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার কৃত শুভাশুভের ফল

দদাতি অহো স্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জস
দর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ। নহি বিরোধ
উভয়ং ভগবত্যপরি গণিত গুণগণ ঈশ্বরে অনব
গাহ্য মাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন বিকল্প বিতর্ক বিচার প্রমাণা
ভাস কুতর্ক শাস্ত্র কলিলান্তঃকরণাশয় দুরবগ্রহবাদিনাং

দদাতি যদ্বা সমঞ্জসং অপ্রচ্যুতং দর্শনং চিচ্ছক্তি র্যস্য স ভবান্ উদাস্তে উদাসীনঃ সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে ইতি। তদেবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব মুক্ত্বা তৎ পরীহারেণ জ্ঞান প্রকারমাহঃ নহীতি বিরুধ্যত ইতি বিরোধঃ ন বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। নহ্যন্য দৃষ্টান্তেন ত্বয়ি বিকল্পো যুজ্যতে অতর্ক্যৈশ্বর্য্যত্বাদিত্যাহঃ ভগবতীতি অপরিমিতা গুণগণা যস্য তস্মিন্নীশ্বরে স্বতন্ত্রে অনবগাহ্য মতর্ক্যং মাহাত্ম্যং যস্য তস্মিন্

প্রাপ্ত হয়, আপনি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াও জীব রূপে গুণ রূপ সংসারে পতিত হওত কি তদ্রূপ স্বকৃত কুশলা কুশল ভোগ করেন? না স্বয়ং যে আত্মরাম ও উপশম শীল, তদ্রূপই থাকিয়া অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তি প্রভাবে ঐ বিষয়ে উদাসীন হওত অর্থাৎ কেবল কি সাক্ষি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকেন? আমরা ইহার তথ্য জানিতে পারিতেছি না ॥

পরন্তু হে প্রভো আপনাতে এই উভয়ই অবিরুদ্ধ, একারণ অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনাতে সন্দেহ করা যুক্ত হয় না, যে হেতু আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ স্বতন্ত্র, আপনাতে অপরিমিত গুণ রাশি সতত দেদীপ্যমান, আপনকার মাহাত্ম্য অতর্কণীয় অতএব যে সকল শাস্ত্রে বিকল্প অর্থাৎ " এই রূপ কি এই রূপ" ইত্যাকার সংশয়, বিতর্ক অর্থাৎ " এবিষয়ে যুক্তি কি "

বিবাদানবসরে উপরত সমস্ত মায়াময়ে কেবল এবাত্ম
মায়ামন্তর্দ্ধায় কোন্বহর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভা

বিকল্প এবং স্যা এবম্বেতি বিতর্কঃ কিমত্র যুক্তমিতি বিচারঃ ইত্থমেবেতি তত্র প্রমাণাভাসাঃ তদনুগ্রাহকাঃ কুতর্কাশ্চার্ব্বাচীনাঃ বস্তু স্বরূপা সংস্পর্শিনো বিকল্পাদয় স্তেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলং অন্তঃকরণ মাশয়ো যস্ত দুরবগ্রহস্ত তেন বাদিনাং বিবাদস্যানবসরে অগোচরে। নমু শ্রদ্ধা মাত্র মেতদযুক্তিরুচ্যতাং তত্রাহুঃ উপরতে মায়াময়ঃ সংসারো যস্মিন্ কেবলে প্যাত্ম মায়াং মধ্যে নিধায় কোন্বর্থঃ কর্ত্তৃত্বাদি ন সম্ভবতি। যদি বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি র্ভবেত্তর্হি বিরোধঃ স্যান্নতু তদস্তীত্যাহুঃ স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি অনুগ্রহ

এই রূপ চিন্তা, বিচার অর্থাৎ "ইহা এই প্রকারই" এই রূপ বিবাদ এবং তদনুকূল প্রমাণাভাস ও কুতর্ক, এ সকল দেদীপ্যমান, (কিন্তু এ সকল কোন প্রকারেই বস্তু স্বরূপ স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে,) সেই সকল শাস্ত্র দ্বারা যে দুরবগ্রাহের আশ্রয় ব্যাকুলিত তাদৃশ দুরবগ্রাহ অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি বিবাদ করে আপনি তাহাদিগের বিবাদের অগোচর। অপর আপনি সমস্ত মায়াময় সংসার বর্জিত এবং কেবল স্ব স্বরূপ। মায়াকে মধ্যে রাখিয়া আপনাতে কর্তৃত্বাদি কোন্ বিষয় না সম্ভবে? ফলতঃ যদি বস্তুতঃ আপনাতে কর্তৃত্বাদি হয় তবেই বিরোধ সম্ভাবনা, তাহা কদাপি নাই, কারণ আপনার স্বরূপ দ্বয় দেখিতে পাই না॥ প্রভো! যদিও আপনকার অনুগ্রহ নিগ্রহ নাই তথাপি মানব দিগের মতি এক প্রকার নহে, কতক ব্যক্তির বুদ্ধি সমান, কতক

বাং সম বিষম মতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ
সর্পাদি ধিয়ামিতি ॥ ১৫৯ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥

বিনা শরীরচেষ্টাত্বং বিনা ভূম্যাদি সংশ্রয়ং।
বিনা সহায়াং স্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমং ॥ ১৬০ ॥
উক্তো গুণ বিসর্গেণ দেবাসুর নরাদিকঃ।

নিগ্রহাদিকস্ত তত্তন্মতি ভেদেন ত্বন্মায়য়া ত্বয়ি স্ফুরতীত্যাহুঃ সমা বিষমাচ মতি র্যেষাং তেষাং মমাভিপ্রায়ং সর্পাদি বিষয়া ধিয়ো যেষাং যথা রজ্জুখণ্ডস্তথা ভাতীত্যেষা। অশরীরঃ প্রাকৃত শরীর রহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

ন শরীর ইত্যস্য বিবৃতিঃ বিনা শরীরেতি অশরণ ইত্যস্য ভূম্যাদীতি তত্র শরণ শব্দস্যাশ্রয় বাচ্যতা শরণং গৃহ রক্ষিত্রো রিত্যমরাৎ। অনবেক্ষিতে ত্যস্য সহায়ানিতি। বিহার যোগ ইত্যস্য সদুর্গমমিতি ॥ ১৬০ ॥

গুণ বিসর্গেণ পদেন। তস্মিন্ গুণ বিসর্গে ॥ ১৬১ ॥

লোকের মতি বিষমা, অতএব সর্পাদি বিষয়ক বুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তি দিগের পক্ষে রজ্জু খণ্ড যেমন সর্প ভ্রম জন্মাইয়া থাকে তাহার ন্যায় আপনিও ঐ সকল সম ও বিষম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের অভিপ্রায়ের অনুগামী হইয়া নানা রূপ হয়েন ॥১৫৯

এই স্থলে কারিকা সকল যথা ॥

শারীরিক চেষ্টা ব্যতিরেকে, ভূম্যাদির আশ্রয় ব্যতিরেকে এবং সহায় ব্যতিরেকে সেই অবিক্রিয় পরমাত্মার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম ॥ ১৬০ ॥

উক্ত হইয়াছে গুণ সৃষ্টি দ্বারা দেব অসুর নরাদি রূপে

তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যন্তু তদ্ভবেৎ।
যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতং ॥ ১৬১ ॥
তেন স্বকৃতমাত্মীয় কৃতং শুভ শুভেতরং।
সুখ দুঃখাদি রূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্।
আত্মারাম তয়া কিম্বা তত্রোদাস্তে তরামিতি।
ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি।
তত্র হেতু র্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ং।
তথৈবেশ্বর ইত্যাদি পদানাং পঞ্চকং মতং ॥ ১৬২ ॥
ভগবত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞং সদ্‌গুণত্বং তথান্যতঃ।

তেন পারতন্ত্র্যেণ আত্মীয় কৃতং স্বশক্তি কৃতং স্বস্যাত্মীয় বাচকত্বাৎ। শুভ শুভেতরং শুভাশুভং ॥ ১৬২ ॥

অন্যতঃ অন্যৈঃ পদপঞ্চকৈঃ ॥ ১৬৩ ॥

পতিত অর্থাৎ আসক্ত হওয়ায়, তাঁহার পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছে, যখন আশ্রিত দেব সকলে পরাধীনত্ব, তখন ইহা কৃপা জনিত জানিতে হইবে ॥ ১৬১ ॥

সেই পরাধীনত্ব বশতঃ স্বকৃত অর্থাৎ স্বীয় শক্তিকৃত শুভাশুভ অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি রূপ ফল কি আপনি স্বীকার করেন? অথবা আত্মারাম প্রযুক্ত তাহাতে উদাসীন হইয়া থাকেন? তাহা আমারা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, কিন্তু এই দুই আপনাতে বিরুদ্ধ নহে। ইহার হেতু উল্লিখিত গদ্যে ভগবতি ইত্যাদি পঞ্চ পদে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬২ ॥

ভগবত্ব এই পদ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব, অন্য পঞ্চ পদে সদ্‌গুণত্ব।

ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্রচ স্ফুটং॥ ১৬৩॥
যদ্যপি ব্রহ্মতা হেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাত্তটস্থতা।
তথাপ্যাদি গুণদ্বয্যা ভবেদ্ভক্তানুকূলতা॥ ১৬৪॥
নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা।
তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাং।
বিবাদস্যানবসরে তস্য তাবদগোচরে॥ ১৬৫॥
অতোঽচিন্ত্যাত্ম শক্তিং তাং মধ্যে কৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ।
কোন্বর্থঃ স্যাদ্বিরুদ্ধোপি তথৈবাস্যাহ্যচিন্ত্যতা।

তটস্থতা উদাসীনতা। আদি গুণদ্বয্যা ভগবত্তয়া অপরিগণিত গুণ গণ তয়াচ কারণ ভূতয়া॥ ১৬৪॥

তস্য বিবাদস্য॥ ১৬৫॥

তাং দুর্ঘটন ঘটনা কারিত্বেন প্রসিদ্ধাং। নু ভোঃ বিরুদ্ধোঽপি কোঽর্থঃ

অপর কেবলত্ব এই পদে স্পষ্ট রূপেই ব্রহ্মত্ব লাভ হইতেছে॥ ১৬৩॥

যদিচ ব্রহ্মতা নিমিত্ত সর্ব্বত্র উদাসীনত্ব তথাপি আদি গুণ দ্বয় অর্থাৎ ভগবত্তা ও অপরিগণিত গুণ গণতা এই দুই পদ দ্বারা ভক্তের প্রতি অনুকূলত্ব॥ ১৬৪॥

যদি বল এক কালীন এক স্বরূপের দ্বিরূপতা কি রূপে সম্ভব হয়, তাহাতে উত্তর এই অর্ব্বাচীন ইত্যাদি পদে তৎ সদৃশ বাদিদিগের বিবাদের অনবসরে অর্থাৎ সেই বিবাদের অগোচরে॥ ১৬৫॥

অতএব দুর্ঘট ঘটনা কারিত্ব রূপে প্রসিদ্ধা অচিন্ত্য আত্ম শক্তিকে মধ্যে রাখিলে এস্থলে কোন্ অর্থ দুঘট হয়? অর্থাৎ কিছুই দুর্ঘট নহে, যে হেতু আত্ম শক্তির অচিন্ত্যত্ব আছে,

সাচ নানা বিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়াম্মতা ॥ ১৬৬ ॥
শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাদিতিচ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ ॥ ১৬৭ ॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে ॥ ১৬৮ ॥
তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহ্যত্বে নাস্য মাহাত্মামুচ্যতে ॥ ১৬৯ ॥

দুর্ঘট স্যান্ন দুর্ঘটঃ স্যাদিত্যর্থঃ অস্য আত্মশক্তেঃ ॥ ১৬৬ ॥

নম্বনুমান বিরুদ্ধমেতৎ কথং যথা তথ্যেন সম্ভাবয়সীত্যাহ শ্রুতেস্থিতি॥ ১৬৭

নমু শব্দস্য তাবদনুমানাদি সহকারিত্বেন প্রবৃত্তিরিত্যাহ অচিন্ত্যা ইতি। তস্য তাবত্তৎ সহকারিত্বং প্রাপঞ্চিক পরমিতি ফলিতার্থঃ। মণ্যাদিষু মণিমন্ত্র মহৌষধিষু ॥ ১৬৮ ॥

তাদৃশীমচিন্ত্যাত্ম শক্তিত্বং ॥ ১৬৯

শক্তি নানা বিরুদ্ধ কার্য্য সকলের আশ্রয় রূপে সম্মতা ॥ ১৬৬

যদি বল অনুমান বিরুদ্ধকে কেন যথার্থ বলিয়া সম্ভবনা করিতেছ? তাহাতে উত্তর এই যে, ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন শব্দ মূল প্রযুক্ত শ্রুতির প্রমাণতা ॥ ১৬৭ ॥

যদি বল শব্দের অনুমানাদি সহকারিত্ব রূপে প্রবৃত্তি হয়; তাহার উত্তর এই যে, যে সকল ভাব অচিন্ত্য তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না, এই স্কন্দপুরাণীয় বচন হেতু মণিমন্ত্র মহৌষধাদিতে দুর্ঘট ঘটনা দেখা যায় ॥ ১৬৮ ॥

তদৃশী অচিন্ত্যাত্ম শক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধি হয় না, যে হেতু তাঁহার মাহাত্ম্য তর্কের অগোচরত্ব রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৬৯ ॥

অজ্ঞানমিন্দ্রজালম্বা বীক্ষ্যতে যত্র কুত্রচিৎ।
অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিদ্ধ্যতি॥ ১৭০॥
তচ্চ তত্র নহীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ।
তথা ভগবতীত্যাদি পদানাং ষঠ্‌ত্বয়স্যচ।
ভবেৎ প্রয়োগ তাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেবহি॥ ১৭১॥
তস্মান্ন শাস্ত্র যুক্তিভ্যামুভয়ং তদ্বিরুদ্ধ্যতে।
তথাপ্যুচ্চাবচধিয়ামনেবং তত্ত্ববেদিনাং।

তেন অনবগাহ্য মাহাত্ম্যেন॥ ১৭০॥

তদজ্ঞানমিন্দ্রজালঞ্চ তত্র ঈশ্বরে নহি নহি উপরতেত্যদঃ উপরত সমস্ত মায়াময় ইত্যদঃ পদং স্ফুটমেবাহেত্যন্বয়ঃ। যদ্বা অদস্তৎ অত্র নহীত্যাহ উপরতেপি॥ ১৭১॥

তৎ উভয়ং উদাসীনত্বং আসক্তত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে। অনেবং তত্ত্ববেদিনাং এবংতত্ত্বমজানতাং॥ ১৭২॥

যদি বল, যে কোন স্থানে অজ্ঞান বা ইন্দ্রজাল দেখা যায় তাহাতে তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যতা প্রসিদ্ধ হয় না॥ ১৮০॥

তাহার উত্তর এই, অজ্ঞান বা ইন্দ্রজাল ঈশ্বরে সম্ভব হয় না, কারণ " উপরত মায়াময়ে ,, এই পদ, তথা " ভগবতি ,, ইত্যাদি ছয় পদে স্পষ্ট রূপে বলিতেছে, তাহা না হইলে এস্থলে প্রয়োগের তাৎপর্য্য বিফল হয়॥ ১৭১॥

অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা উদাসীনত্ব ও আসক্তত্ব এই দুই বিরুদ্ধ হয় না, তথা উচ্চাবচ বুদ্ধি শালি অতত্ত্বজ্ঞ দিগের মতানুসারে রজ্জু যেমন সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহার

মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবত্বং যথা তথা ॥ ১৭২ ॥
নমু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ভগবান্ পুনঃ।
নানা ধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপ দ্বয়মীক্ষ্যতে।
ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎ স্বরূপস্য নৈবহি।
কদাপি দ্বৈতমেকস্যা হ্যব্যক্ত্যাবক্ত্যা ভিদা দ্বয়ং।
অতো বিরোধ স্তচ্ছক্তি বিলাসানাং যদীয়তে।
তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং নতু দূষণং।
ইয়মেব বিরোধোক্তি স্তৃতীয়েঽপিচ দৃশ্যতে ॥ ১৭৩ ॥

নমু ভোঃ কেবলং জ্ঞানমিত্যত্র নমু ভো স্তৎ স্বরূপস্য ব্রহ্মত্ব ভগবত্বতঃ। দ্বিরূপত্বেন ভবত্তদ্দ্বয়োর্ধর্ম্ম দ্বয়ং পুনরিতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ পুস্তকে বর্ত্ততে তদপি ভদ্রমেকার্থত্বেন প্রত্যায়কত্বাৎ। তৎ স্বরূপস্য কদাপি দ্বৈতং ন স্ফূর্ত্ত্যা স্ফূর্ত্তিত্বেন তদিত্যাহ একস্য ভগবতো হ্যব্যক্ত্যা অপ্রকাশেন ব্যক্ত্যা প্রকাশেন স্বরূপ শক্ত্যা স্ফোরকত্বেন ব্রহ্মেতি ভগবানিতি ভিদা দ্বয়ং ভেদদ্বয়মিত্যর্থঃ। এতদ্বিবৃতিঃ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যত্র পদ্যে শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে দর্শিতাস্তে ॥ ১৭৩

ন্যায় আসক্ত তুল্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৭২ ॥

অহে! কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলে, পুনরায় নানা ধর্ম্ম বিশিষ্ট ভগবান্ ব্রহ্ম, এ কিরূপ, তাহা হইলে এক স্বরূপের ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব এই দুই দৃষ্ট হয়, এই বলিয়া ষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যে স্বরূপেতি পাঠে এক স্বরূপের প্রকাশ অপ্রকাশ ভেদদ্বয় দ্বারা কখনই দ্বৈত হইতে পারে না, অতএব ইহার সমাধান এই যে, ভগবৎ শক্তি বিলাস সকলের যে বিরোধ দেখা যাইতেছে, ইহাই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য, ইহা ভূষণ ভিন্ন দূষণ নহে। এই রূপ বিরোধোক্তি তৃতীয়স্কন্ধেও দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৭৩ ॥

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবো২ভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়ো২থারিভয়াৎ পলায়নং।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ
স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধী র্বিদামিহেতি॥ ১৭৪॥
তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা।
ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণং॥ ১৭৫॥
যথা যথাচ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা।

অনীহস্য অচেষ্টস্য দুর্গাশ্রয়ঃ দুর্গমাশ্রয়ণং শত্রুভয়াৎ পলায়নঞ্চ অথ শব্দমাত্র চার্থত্বাৎ। ইহ এষু কর্ম্মাদিষু বিদাং বিজ্ঞাং॥ ১৭৪॥
চেদ্যদি॥ ১৭৫॥

তৃতীয় স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে॥

উদ্ধব কহিলেন প্রভো! আপনি নিঃস্পৃহ এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কর্ম্ম করেন এবং অজ হইয়াও যে জন্ম লয়েন আর আপনি কাল স্বরূপ হইয়াও যে শত্রু ভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন, অপর স্বয়ং আত্ম রতি তথাপি ভূরি ভূরি প্রমদা সঙ্গে যে গৃহধর্ম্ম আচরণ করেন, এ সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিদ্বজ্জনেরও বুদ্ধি সংশয়ে খিন্ন হয়॥ ১৭৪

পূর্ব্বোক্ত তৎ তৎ বিষয় যদি যথার্থ না হয় তাহা হইলে বিদ্বান্ দিগের বুদ্ধিভ্রম হইতে পারে, সুতরাং অচিন্ত্য শক্তির লীলা সকলের প্রতিও কারণতা হয় না॥ ১৭৫॥

ভগবানের যেমন যেমন ইচ্ছা হয়, অচিন্ত্য শক্তিও তথা তথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ

এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতার্থো নিরূপ্যতে ॥ ১৭৬ ॥
নন্নু যঃ প্রকৃতিস্বামী যোঽন্তর্যামীচ পূরুষঃ।
তাভ্যামধিকতা নাস্য কংসারেরুপপদ্যতে ॥ ১৭৭ ॥
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
তথাহি প্রথমে ॥
সংভূতং ষোড়শ কলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।

সা অচিন্ত্যা শক্তিঃ ॥ ১৭৬ ॥
তাভ্যাং প্রকৃতি স্বাম্যন্তর্যামিভ্যাং ॥ ১৭৭ ॥
জগৃহ ইত্যত্র শ্রীভাবার্থদীপিকা। যদুক্তং। অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতার কথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরত্বেনানুক্রমিষ্যন্। প্রথমং পুরুষাবতারমাহ পঞ্চভিঃ জগৃহ ইতি মহদাদিভিঃ মহদহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্রৈঃ একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানীতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্। নন্নু যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈব

করিয়া প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতেছি ॥ ১৭৬ ॥

অহে! যে পুরুষ প্রকৃতির স্বামী এবং যিনি অন্তর্যামী এই দুই কর্তৃক অচিন্ত্য শক্তি অধিকৃতা হইয়াছেন, ইহাতে কংসারির কিছুই উপপন্ন হইতেছে না ॥ ১৭৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

প্রথম স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোক হইতে ৫ শ্লোক পর্য্যন্ত।

সূত কহিলেন ভগবান্! লোক সকল সৃজন করিবার মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব এবং পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষ রূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভীহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ।
যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোক বিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতং॥
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্র চক্ষুষা
সহস্র পাদোরু ভুজাননাদ্ভুতং।

ভূত স্তথাপি বিরাড্ জীবান্তর্যামিণো ভগবতো বিরাড্ রূপেণ উপাসনার্থ মেব যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং। কোঽসৌ ভগবানিত্যপেক্ষয়া তং বিশিনষ্টি যস্যেতি যস্য অম্ভসি শয়ানস্য একার্ণবে বিশ্রান্তস্য। তত্র চ যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ নাভিরেব হ্রদ স্তস্মিন্ যদম্বুজং তস্মাৎ সকাশাৎ ব্রহ্মা আসীৎ পাদ্মে কল্পে স পৌরুষং রূপং জগৃহে। কীদৃশং রূপং তদাহ যস্যেতি। নন্বু কীদৃশো বিগ্রহস্তস্য যো হ্যম্ভসি শেতে স্ম তদাহ তত্তস্য ভগবতো রূপন্তু বিশুদ্ধং রজ আদ্যসংভিন্নং

পূর্ব্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে তাঁহার নাভি স্বরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

তাঁহার ঐ বিরাট্ মূর্ত্তির অবয়ব সংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সমস্ত লোক কল্পিত হয়, সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমঃ প্রভৃতিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ॥

ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি সহস্র সহস্র চরণ, সহস্র সহস্র উরু এবং সহস্র সহস্র বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং তাঁহার মস্তক, শ্রবণ নয়ন ও নাসিকার সংখ্যা ছিল না, আর অসংখ্য বসন শিরো

সহস্র মূর্দ্ধ শ্রবণাক্ষি নাসিকং
সহস্র মৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ ॥
এতন্নানা বতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং ।
যস্যাংশাংসেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয় ইতি ॥ ১৭৮

অতএবোর্জ্জিতং নিরতিশয় সত্বং। এতচ্চ যোগিনাং প্রত্যক্ষমেবাহ অদভ্র অনল্পং জ্ঞানাত্মকং যচ্চক্ষুস্তেন। সহস্রং মূর্দ্ধাদয়ো যস্মিন্ তৎ সহস্রং যানি মৌল্যাদীনি তৈ রুল্লসৎ শোভনং। এতত্তু কূটস্থং। নন্বস্যাবতার বদা বির্ভাব তিরোভাব বদিত্যাহ এতদিতি এতত্তু আদি নারায়ণ রূপং নিধীয়তে হস্মিন্নিধানং কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থানমিত্যর্থঃ বীজং উদ্‌গমস্থানং বীজত্বে নানা বীজতুল্যং কিন্ত্বব্যয়ং ন কেবলমবতারাণামেব বীজং কিন্তু সর্ব্ব প্রাণিনা মিত্যাহ যস্যাংশো ব্রহ্মা তস্যাংশো মরীচ্যাদি স্তেনেত্যেষা ॥ ১৭৮ ॥

ভূষণ এবং কুণ্ডলে শোভমান হয়েন। যোগি গণ অনল্প জ্ঞান রূপ চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান ॥

ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ, অথচ অব্যয়, কদাপি তাহার বিনাশ নাই এবং সকলের নিধান অর্থাৎ প্রবেশ স্থান, কেননা ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া পরে কার্য্যাবসান হইলে তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অপর মরীচি প্রভৃতি যে সকল ঋষি দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তাঁহার অংশের অংশ, কেন না বিরাট্ মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহার অংশ হইলেন, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ সেই ব্রহ্মার অংশে উৎপন্ন অতএব যে সকল সৃষ্ট প্রাণি দৃষ্ট হয় ঐ বিরাট্ মূর্ত্তিই পরম্পরায় সে সমুদায়ের বীজ ॥ ১৭৮ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥ ১৭৯ ॥
আদৌ সর্ব্বাবতারাগ্রে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
মহত্তত্ত্বাদিভিঃ কৃত্বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া ॥
পৌরুষং পুরুষাকারমথবা পুরুষাভিধং।
রূপমানন্দচিন্মূর্ত্তিং জগৃহে প্রাদুরাচরৎ ॥ ১৮০ ॥
অর্থঃ সম্ভূতমিত্যস্য সম্যক্ সত্যমিতীরিতঃ।
সম্ভূতং যুক্তমিতি বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া।

অত্র এষু পঞ্চসু ॥ ১৭৯ ॥

জগৃহ ইতি পদ্যং বিবৃণোতি ষড়্‌ভিঃ। আদাবিতি। ভগবানিত্যস্য বিবৃতিঃ পুরুষোত্তম ইতি অংশাংশিনোরভেদান্মর্য্যাদয়োক্তের্বা। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বচনাভিপ্রায়াদ্বা। ভুবনানামিতি লোকস্ত ভুবনে জনে ইত্যমরাৎ ॥ ১৮০ ॥

সম্যক্ সত্যমিত্যর্থবিবরণং পৌরুষং রূপমিত্যস্য বিশেষণাভি ব্যঞ্জকং যুক্তমিতি বেতি মহদাদিভি র্মিলিতমিত্যর্থপরং সংভূয়াম্ভোধি মভ্যেতি মহা

উক্ত ৫ শ্লোকের কারিকা ॥ ১৭৯ ॥

"জগৃহে পৌরুষং রূপং" এই শ্লোকের বৃত্তি এই যে আদৌ শব্দের অর্থ সকল অবতারের অগ্রে। ভগবান্ শব্দের অর্থ পুরুষোত্তম, ভুবন শব্দের অর্থ লোক, মহদাদি শব্দের অর্থ মহত্তত্ত্বাদি, পৌরুষ শব্দের অর্থ পুরুষাকার অথবা পুরুষ নামক, রূপ শব্দের অর্থ আনন্দ চিন্মূর্ত্তি, জগৃহে ক্রিয়ার অর্থ প্রাদুর্ভূত করিলেন ॥ ১৮০ ॥

সম্ভূ শব্দের অর্থ সত্য অথবা যুক্ত, ভুবন সকলের সৃষ্টি

ষোড়শৈব কলা যস্মিংস্তং ষোড়শ কলং মতং ॥ ১৮১ ॥
তাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রোক্তাঃ বৈষ্ণবৈঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ।
শক্তিত্বেন চ তা ভক্তিবিবেকাদিষু সম্মতাঃ ॥ ১৮২ ॥
শ্রীভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তি বিদ্যেতি সপ্তকং।
বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয় ইতি ॥ ১৮৩ ॥
তদিদং পৌরুষং রূপং ত্রিবিধং পূর্ব্বমীরিতং ॥ ১৮৪ ॥

নদ্যা নগাপগেতি সাহিত্যদর্পণে সম্ভবত্তের্মিলনার্থত্বাৎ সম্ভবন্ত সুরস্ত্রিয় ইত্যত্র সম্ভবন্ত মিলিতা ভবন্ত্বিতি শ্রীতোষণী ব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ১৮১ ॥

শাস্ত্রাণাং শ্রীনারদপঞ্চরাত্র্যাদীনাং দর্শনাৎ তাঃ ষোড়ষ কলাঃ বৈষ্ণবৈঃ সাত্বত তন্ত্রাভিজ্ঞৈঃ শক্তিত্বেন প্রোক্তা ইত্যন্বয়ঃ। চকারাদংশত্বেন সপঞ্চ ভূতানামেকাদশেন্দ্রিয়াণামংশত্বাৎ তাঃ শক্তয়ঃ ॥ ১৮২ ॥

শক্তীর্গণয়ন্নাহ শ্রীরিতি বিমলাদ্যা ইতি বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈবচ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানা ইত্যষ্টৌ অনুগ্রহেতি নব ॥ ১৮৩ ॥

পূর্ব্বং পুরুষাবতার প্রসঙ্গে ॥ ১৮৪ ॥

করিতে ইচ্ছা করিয়া, ষোড়শ কলাই যাহাতে অবস্থিতি করে তাহার নাম ষোড়শ কল ॥ ১৮১ ॥

সাত্বততন্ত্রাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র দৃষ্টে সেই ষোড়শ কলাকে শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, চাকর প্রযুক্ত অংশও বলিয়াছেন, ॥ ১৮২ ॥

শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি ও বিদ্যা এই সাত, অপর বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা এই নয় সাকল্যে শোলটী শক্তি ॥ ১৮৩

অতএব পূর্ব্বে পুরুষাবতার প্রসঙ্গে এই পুরুষ রূপ ত্রিবিধ

তত্র প্রোচ্য মহৎস্রষ্টৃ রূপমণ্ডস্থউচ্যতে ॥ ১৮৫ ॥
যস্যাজাণ্ড প্রবেশেন শয়ানস্য তদম্ভসি।
নাভীহৃদাম্বুজাদাসীদিতি সুব্যক্তমেবহি ॥ ১৮৬ ॥
যস্য নাভীহ্রদাব্জস্যাবয়বাঃ কর্ণিকাদয়ঃ।
সংস্থানান্যত্র বিন্যাস বিশেষাস্তৈস্তু কল্পিতঃ।
লোকানাং সর্ব্ব জগতাং বিস্তারো বিততিঃ কিল ॥ ১৮৭

তত্র জগৃহ ইত্যত্র পদ্যে মহৎ স্রষ্টৃরূপং প্রোচ্য অণ্ডস্থং দ্বিতীয়ং পৌরুষং রূপং উচ্যতে যস্যেতি পদ্যেনেতি শেষঃ ॥ ১৮৫ ॥

তদম্ভসি গর্ভোদকে। আসীৎ ব্রহ্মেতি শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

তস্যাবয়বেত্যর্থমাহ সার্দ্ধেন যস্য নাভীত্যাদি তৈর্বিন্যাস বিশেষৈঃ লোকানাং বিস্তরঃ কল্পিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৮৪ ॥

"জগৃহে পৌরুষং রূপং,, এই পদ্যে প্রথম মহৎ স্রষ্টৃ রূপ উল্লেখ করিয়া ॥ ১৮৫ ॥

অণ্ডস্থ দ্বিতীয় পুরুষ রূপ বলিতেছেন যথা "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য" এই পদ্যে অজাণ্ড প্রবেশ হেতু গর্ভোদশায়ি পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন এই কথা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে ॥ ১৮৬ ॥

"যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ" এই পদ্যে যস্য শব্দের অর্থ যে নাভিপদ্মের, অবয়ব শব্দে কর্ণিকাদি, সংস্থান শব্দের অর্থ বিন্যাস বিশেষ, ঐ সকল অবয়ব বিন্যাস দ্বারা রচিত। লোক শব্দের অর্থ সমস্ত জগৎ। বিস্তার শব্দের অর্থ বিততি ॥ ১৮৭ ॥

স শেতে যেন রূপেণ তচ্ছুদ্ধ সত্ত্বমূর্জ্জিতং ॥ ১৮৮ ॥
পশ্যন্তীত্যাদি শব্দেন তদেবেদং বিশিষ্যতে ॥ ১৮৯ ॥
এতদ্রূপস্তু নানাবতারাণামুদয়াস্পদং ॥ ১৯০ ॥
তথৈকাদশে ॥
ভূতৈ র্যদা পঞ্চভিরাত্ম সৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান

তত্রা ইত্যস্যার্থমাহ স শেতে ইতি ॥ ১৮৮ ॥

তৎ শুদ্ধং সত্ত্বং বিশিষ্যতে বিশেষ্যত্বেন নিরূপ্যতে বিশেষস্য বিশেষণ সাপেক্ষত্বাৎ ॥ ১৮৯ ॥

এতন্নানেত্যস্যার্থমাহ এতদিতি ॥ ১৯০ ॥

ভূতৈরিতি বিবৃতমেতৎ পুরুষাবতার প্রসঙ্গে ॥ ১৯১ ॥

সেই পুরুষ যে রূপে শয়ন করেন তাহাই শুদ্ধ তাহাকেই ঊর্জ্জিত সত্ত্ব বলে ॥ ১৮৮ ॥

সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব কি প্রকার এই আকাঙ্ক্ষায় " পশ্যন্ত্যাদো রূপ এই শ্লোকে পশ্যন্তি শব্দ দ্বারা বিশেষ্য রূপে নিরূপণ করিলেন ॥ ১৮৯

"এতন্নানা বতারাণাং " এই শ্লোকে নানা অবতার সকলের উদয় হইবার স্থান ॥ ১৮৯ ॥

এই বিষয় ১১ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

দ্রবিড় কহিলেন হে বিদেহরাজ ! প্রথমত পুরুষাবতার বলিতেছি শ্রবণ কর, স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রূপ পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অংশ রূপে তাহাতে প্রবেশ করত আদিদেব নারায়ণ পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯১ ॥

মহাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ ১৯১ ॥
নারায়ণো হত্র পরম ব্যোমেশোনঃ স আত্মনা।
পুং স্বরূপেণ সৃষ্টৈ স্তৈর্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বা বিরাড্ তনুং।
বিষ্টঃ স্বাংশেন তেনৈব সংপ্রাপ্তঃ পুরুষাভিধাং ॥ ১৯২ ॥
প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য নিরূপ্যতে।
সো হস্য গর্ব্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ।
শেতে প্রবিশ্য লোকাব্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীরবারিধৌ ॥ ১৯৩॥
অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাং।

পরমব্যোমেশানঃ পরমব্যোমেশান্মহা নারায়ণাদূনঃ নিকৃষ্টঃ সমষ্টি ব্যষ্টি স্রষ্টৄণামাদি ভূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯২ ॥
গর্ব্ভোদে শয্যা যস্য স গর্ব্ভোদশয্য তস্য দ্বিতীয় পুরুষস্য যো বিলাসঃ স লোকাব্জং প্রবিশ্য একাংশেন বিষ্ণুনামা সন্ ক্ষীরবারিধৌ শেতে ॥ ১৯৩ ॥

এই বিষয়ে সার্দ্ধেক শ্লোকের কারিকা যথা ॥

এই স্থানে যাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তিনি পরমব্যোম নাথ মহানারায়ণ হইতে ঊন অর্থাৎ নিকৃষ্ট, সমষ্টি ব্যষ্টি স্রষ্টাদিগের আদিভূত, ঐ দেব স্বয়ং পুরুষরূপে সৃষ্ট ভূত সকলের দ্বারা বিরাট্ তনু সৃষ্টি পূর্ব্বক অংশ রূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়া পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮৩ ॥

এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কি ফল লাভ হইল এই আশঙ্কায় নিরূপণ করিতেছেন। গর্ব্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের বিলাস রূপ যে চতুর্ভুজ, তিনি লোক পদ্মের অর্থাৎ ভুবন কোষের মধ্যে একাংশে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণু নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্ষীর সাগরে শয়ান রহিয়াছেন ॥ ১৯৪ ॥

হৃদ্যন্তর্যামিতাং প্রাপ্তো নানা রূপ ইব স্থিতঃ॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থমিতি বিষ্ণো র্যদুচ্যতে।
রূপং সাত্বততন্ত্রে তদ্বিলাসো হ্যস্যৈব সম্মতঃ॥ ১৯৪॥
অতঃ ক্ষীরাম্বুধে স্তীরে কৃতোপস্থানকঃ সুরৈঃ।
এষ এবাবতীর্ণো ঽভূৎ কৃষ্ণাখ্য ইতি যুজ্যতে॥ ১৯৫॥
অথাত্র পূর্ব্ব পক্ষে বঃ সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে।

বিশিনষ্টি অয়ঞ্চেতি। নানা রূপঃ অধিকরণানুরূপঃ ইতি বিষ্ণো রূপং যদুচ্যতে তত্তৃতীয় পুরুষাখ্যং রূপং অস্যানিরুদ্ধাখ্য চতুর্ভুজস্য বিলাস এব সম্মত ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৯৪॥

তমেব পূর্ব্বপক্ষং পরিষ্করোতি অত ইতি সুরৈঃ শ্রীব্রহ্মাদিভিঃ কৃতমুপস্থানমুপসত্তি র্যস্য স এব শ্রীমদনিরুদ্ধ বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবতীর্ণো ভূদিতি মতং যুজ্যতে যুক্তং ভবতি যুজধাতো দৈবাদিকত্বাৎ॥ ১৯৫॥

বো যুষ্মাকং শ্রীভাগবতাদি তাৎপর্য্যার্থানভিজ্ঞানাং পূর্ব্ব পক্ষে সিদ্ধান্ত

এই বিষ্ণু দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরিদিগের হৃদয়ে অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া নানা রূপের ন্যায় অবস্থিত হয়েন॥

সাত্বততন্ত্রে "তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং" এই শ্লোকে বিষ্ণুর যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অনিরুদ্ধাখ্য চতুর্ভুজের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া সম্মত॥ ১৯৪॥

অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীর সমুদ্রের তীরে যে ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন তিনি শ্রীমৎ অনিরুদ্ধের বিলাস মূর্ত্তি রূপে কৃষ্ণ নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই যুক্তি সঙ্গত হয়॥ ১৯৫॥

অনন্তর এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদির তাৎপর্য্যার্থানভিজ্ঞ

যথা শ্রীদশমে তেষু সুরেষ্বেবাশরীরগীঃ॥ ১৯৬॥
বসুদেব গৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয় ইতি॥ ১৯৭॥
তত্র কারিকাঃ॥
পুরুষস্য পরত্বেন সাক্ষাচ্চ ভগবানিতি।

প্রতিপদ্যতে স্বয়মুপাস্থিতো ভবতি। অশরীর গীঃ॥ ১৯৬॥

বসুদেবেতি পুরুষো জনিষ্যতে নন্বহং তর্হি গর্ভোদশায়ীত্যাহ পর ইতি তর্হি প্রথম ইত্যাহ ভগবানিতি তর্হি শ্রীমহানারায়ণ ইত্যাহ সাক্ষাৎ স্বরূমিত্যর্থঃ। তৎ প্রিয়ার্থং তস্য প্রিয়াণাং শ্রীরাধাদীনামর্থং সেবায়ৈ সুর স্ত্রিয়ঃ সম্ভবন্তু জায়ন্তাং অত্র সুরস্ত্রিয়ঃ শ্রীমদুপেন্দ্র পরিকররূপা এবেতি শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে দর্শিতং। যদ্বা সম্ভবন্তু মিলিতা ভবন্তু তৎপ্রিয়ার্থং তৎপ্রীত্যৈ সাক্ষা দবতরতি শ্রীভগবতি তদংশাস্তর বন্নিত্যানপায়ি মহাশক্তিরূপাসু তৎ প্রেয় সীষু তাসামপি প্রবেশস্য ন্যায্যত্বাৎ॥ ৯৭॥

তোমাদিগের পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে। দশম স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে সেই সকল ব্রহ্মাদি দেব গণের প্রতি আকাশবাণী যথা॥ ১৯৬॥

যিনি অনিরুদ্ধের বিলাসমূর্ত্তি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ তিনি আকাশ বণীতে কহিলেন বসুদেবের গৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ শীঘ্রই জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রিয়ার্থ দেবস্ত্রী সকল অবনীতলে উৎপন্ন হউন॥ ১৯৭॥

এই শ্লোকের কারিকা যথা॥

পুরুষের পরত্ব প্রযুক্ত এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ এই সকল

এতস্যৈব মহৎস্রষ্টা সোঽংশ ইত্যপি বিশ্রুতঃ॥ ১৯৮ ॥
অত্র শ্রীস্বামীপাদানামপি সম্মতি বীক্ষ্যতে।
যদংশভাগেনেত্যস্য ব্যাখ্যাং কুর্ব্বদ্ভিরেব তৈঃ।
অংশেন ভাগো মায়ায়া যেনেত্যংশোঽস্য পূরুষঃ।
ভাগো ভজনমিত্যেবং পূর্ণতাস্য স্ফুটী কৃতা॥ ১৯৯ ॥
কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যাকৃত স্তোত্রে নিরূপিতং॥
যথা॥

এতস্য সাক্ষাৎ ভগবতঃ মহৎ স্রষ্টা প্রথম পুরুষঃ অংশঃ॥ ১৯৮ ॥
অত্র মতে তৈঃ শ্রীস্বামিপাদৈঃ এবমনেন প্রকারেণ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণতা অংশিতা স্ফুটীকৃতা অভিধয়ৈব বোধিতা॥ ১৯৯ ॥

মহৎস্রষ্টা প্রথম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ রূপে বিশ্রুত॥ ১৯৮ ॥

এই বিষয়ে শ্রীধরস্বামিপাদদিগেরও সম্মতি দেখা যায়। যেহেতু দশমস্কন্ধের ২ অধ্যায়ে "অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, যাঁহার অংশ দ্বারা মায়ার ভাগ এই অর্থে অংশ পুরুষ, ভাগ শব্দে ভজন ইত্যাদি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা স্পষ্ট রূপে অভিধা* বৃত্তি দ্বারা বোধ করাইয়াছেন॥ ১৯৯ ॥

অপর ঐ দশমে ৮৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে দেবকী কৃত স্তোত্রে নিরূপণ যথা॥

* শব্দোচ্চারণ মাত্রে যে অর্থ সহসা বোধ গম্য হয় তাহাকে অভিধা বৃত্তি বলে॥

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মং স্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ইতি ॥২০

তত্র কারিকাঃ ॥

যস্যাংশঃ পুরুষ স্তস্য স্যাদংশঃ প্রকৃতিস্তু সা।
তস্যা অংশা গুণা স্তেষাং ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ ॥ ২০১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

যস্তেত্যত্র দীপিকা যস্যাংশঃ পুরুষঃ তস্যাংশো মায়া তস্যাংশো গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণু মাত্র লেশেন বিশ্বোৎপত্যাদয়ো ভবন্তি তং ত্বাং গতিং শরণং গতাস্মীত্যেষা। কিলেতি প্রসিদ্ধমেবেদমিত্যর্থঃ। হে বিশ্বাত্মন্ হে সর্ব্বমূল স্বরূপ হে আদ্য মূল নারায়ণ। অদ্যেতি ক্বচিচ্ছেদঃ। এতাবন্তং কালং নৈব ত্বাং প্রার্থয়িতুং শরণং ব্রজামীত্যাশয় পরঃ ॥ ২০০ ॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকৃতিঃ সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রধানাখ্যা জড়া পুরুষীয় চৈতন্যাধ্যাসাদ্ধা চেতনবতী ভবতীতি। গুণাঃ সত্ব রজ স্তমাংসি তেষাং গুণানাং অস্য বিশ্বস্য ॥ ২০১ ॥

দেবকী কহিলেন হে বিশ্বাত্মন্! যাঁহার অংশের অংশ দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি বিনাশ হইয়া থাকে, সেই তুমি, আজ আমারা তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২০০ ॥

এই শ্লোকের কারিকা যথা ॥

যাঁহার অংশ পুরুষ. সেই পুরুষের অংশ প্রকৃতি, প্রকৃতির অংশ সত্ব রজ স্তমঃ গুণত্রয়, ইহাদের বিভাগ দ্বারা এই জগতের উদ্ভবাদি হইয়া থাকে ॥ ২০১ ॥

অপর ঐ দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

নারায়ণ স্ত্বং নহি সর্ব্ব দেহিনা।
মাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর ভূ জলায়না।

অত্র দীপিকা তর্হি নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাং মম কিমায়াতং তত্রাহ নারায়ণ স্ত্বমিতি নহীতি কা কা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি কুতোঽহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্ব্ব দেহিনামাত্মাসি এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীব সমূহো অয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি তমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি এব মপি কিং নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকুঃ। অধীশ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নরস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ ত্বমখিল লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি। অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণ পদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বনাথা প্রসিদ্ধমিত্যা শঙ্ক্যাহ নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যে হ্যর্থাঃ তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্দেবা নারায়ণঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জা তানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ

ব্রহ্মা কহিলেন হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে হেতু অপনি সর্ব্ব দেহির আত্মা, এই রূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমত নহে, কারণ, নর অর্থাৎ জীব সমূহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব সর্ব্ব দেহির আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত আপনিই নারায়ণ। অপর হে দেব! আপনি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন, ইহাতে ও নারায়ণ শব্দ বাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোক সমূহকে

তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়েতি ॥ ২০২ ॥

তত্র কারিকা ॥

জগত্রয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং বদন্।
কৃষ্ণস্যাথ স্বয়ং দৃষ্টং পরমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতং।
পর্য্যাপ্তাজাণ্ড নিযুতং স্মৃত্বাভীতি ভরাকুলঃ।
নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ সাপরাধ ইবাত্মভূঃ।

স্মৃত ইতি। তথা আপো নারা ইত্যাদি ননু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ তচ্চাপি সত্যং নেত্যেষা। অত্র পুরুষ ত্রয় সঙ্গতিস্তোষণী দৃষ্ট্যা প্রত্যেতব্যা প্রকৃত গ্রন্থ বিরোধ ভয়ান্নসা বিবৃতা ॥ ২০২ ॥

তত্র প্রথম পুরুষস্যাংশত্ব মবগণয়ন্নাহ জগত্রয়েতি পদ্যেন অব্যবহিত পূর্ব্ব স্থেনেত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য অদ্ভুতং পর্য্যাপ্তাজাণ্ড নিযুতং পঞ্চ যোজন পরিমিতস্য

যিনি অয়ন অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিনিই নারায়ণ। ভগবন্! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও তোমার মূর্ত্তি, ইহা সত্যই, তোমার মায়া নহে ॥ ২০২ ॥

উক্ত শ্লোকের কারিকা যথা ॥

"জগত্রয়াম্ভোদধি সংপ্লবোদে" এই পদ্যে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণতা বলিতে বলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত পর্য্যাপ্ত অজাণ্ড নিযুত অর্থাৎ পঞ্চ যোজনপরিমিত বৃন্দাবনের বনাদি প্রদেশে কোটি কোটি সনাথ ব্রহ্মাণ্ডাদি বোধ জনক পরম ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ছিলেন, পরে ব্রহ্মা ঐ সমুদায় ঐশ্বর্য্য

হে অধীশেত্যজাণ্ডৌঘ স্থিতান্তর্যামি পুরুষাঃ।
ঈশাস্তেভ্যো হধিকাধীশো হি যতঃ সর্ব্ব দেহিনাং।
সমষ্টীনাং সবৈকুণ্ঠ জীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ।
তেষামখিল লোকানাং সাক্ষী দ্রষ্টাপ্যসি স্বয়ং ॥ ২০৪ ॥
অতো যো নর ভূ নীরায়নান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

শ্রীবৃন্দাবনস্য বনাদি প্রদেশে কোটি কোটি সনাথ ব্রহ্মাণ্ডাদ্যবগমময়ং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমৈশ্বর্য্যং স্বয়মাত্মনা দৃষ্টং ॥ ১০৩ ॥

স্মৃত্বা ত্বং নারায়ণো ন ইত্যাহ নব ভূ নীরায়না দতি নরাজ্জাতানি তত্ত্বানীত্য নুসারেণ যে নর ভুবো মহদাদয় স্তৎ সাহিত্য পাঠান্নীরঞ্চ নর প্রভমেব ততো নারা আপ ইত্যনুসারেণ তজ্রূপাশ্চ যঃ কারণ জলার্ণবস্তদাশ্রয়ত্বাৎ প্রথম পুরুষশ্চ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ স তবাঙ্গত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ। অতস্তদঙ্গোৎ

স্মরণ করিয়া ভয়াতিশয় বশতঃ আকুল চিত্তে "নারায়ণ স্ত্বং ন" অর্থাৎ তুমি কি নারায়ণ নহ, এই শ্লোক বলিয়া ছিলেন।

উক্ত শ্লোকে হে অধীশ। এই শব্দের অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড সমূহে অবস্থিত যে সকল অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁহারাই ঈশ্বর, অপনি সেই সকল হইতে অধিক, একারণ অধীশ, যেহেতু সর্ব্ব দেহিদিগের অর্থাৎ আপনি সমষ্টি সবৈকুণ্ঠ জীব সকলের প্রকাশক এবং সেই অখিল লোকদিগের সাক্ষী অর্থাৎ স্বয়ং দ্রষ্টাও হইয়াছেন ॥ ২০৩ ॥

অতএব নর ভূ জলের আশ্রয় প্রযুক্ত প্রথম পুরুষ যিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত, চিন্ময়া শক্তি বৈভব সকল দ্বারা

সত্তেহঙ্গমংশঃ পূর্ণস্থ চিন্মায়া শক্তি বৈভবৈঃ ॥ ২০৪ ॥
চাতুষ্পাদিকমৈশ্বর্য্যং তব তস্য তু পাদিকং।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনেতি তে বচঃ।
তচ্চাংশত্বং ভবেৎ সত্যং বিরাড়্‌বন্নতু মায়িকং ॥ ২০৫ ॥
শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ॥
যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

পরত্বাৎ তবৈব পুত্রো ভবেয়মিতি ভাবঃ পদ্যস্থঃ ॥ ২০৪ ॥

তস্য প্রথম পুরুষস্য পাদিকমৈশ্বর্য্য মিতি যোজ্যং। বিষ্টভ্যাহমিতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেপি তথৈবার্জ্জুনং প্রতি কথিতত্বাৎ। যদ্বা বিষ্টভ্যামিতি শ্রুতিস্থ বচনং ॥ ২০৫ ॥

যস্য মহাবিষ্ণোরেক নিশ্বসিত কালম বলম্ব্য জগদণ্ডনাথা মহাব্রহ্মাদয়ো জীবন্তি ব্রহ্মাদীনাং বিষ্ণুনিমেষ কাল পর্য্যন্ত স্থিতত্বাৎ। যদুক্তং বারাহে। ব্রাহ্ম সম্বৎসর কৃতাদেকাহং শৈবমুচ্যতে। শৈবসম্বৎসর শতান্নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুরিতি ব্রহ্মাদীনাং তদানীং শিব পুরে স্থায়িত্বাচ্ছিবলয়ে তল্লয়ো মন্তব্যঃ। যথা চতুর্থে

পূর্ণ স্বরূপ আপনার তিনি অঙ্গ অর্থাৎ অংশ ॥ ২০৪ ॥

আপনার চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য এবং প্রথম পুরুষের একপাদ ঐশ্বর্য্য, ভগবদ্গীতায় আপনি অর্জুনকে বলিয়াছেন, আমার একাংশে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। অতএব অংশত্ব সত্য হয়, বিরাটের ন্যায় মায়িক নহে ॥ ২০৫ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায় ॥

যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস কাল অবলম্বন করিয়া তল্লোম বিবরস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ব্রহ্মা সকল জীবন ধারণ করিয়া

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা বিশেষো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ২০৬ ॥
অতঃ পুরুষ এবাস্য কৃষ্ণস্যাংশো ভবেদ্যদি।
তদ্বিলাসস্তু নিতরাং ভবেৎ ক্ষীরাব্ধিনায়কঃ ॥ ২০৭ ॥
ননু দ্বিতীয়স্কন্ধে তু যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে।
কিং বিধাত্রা স হি সিত কৃষ্ণ কেশতয়োদিতঃ ॥ ২০৮ ॥

স্বধর্ম্ম নিষ্ঠঃ শত জন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং। অব্যাবৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়েতি। স মহান্ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ পুরুষো যস্য গোবিন্দস্য কলা বিশেষঃ স্বাংশাংশ স্তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ ॥ ২০৬ ॥

তস্য পুরুষস্য বিলাসঃ ক্ষীরার্ণবাধিপতিঃ সুতরামংশো ভবেৎ অংশবিলাসত্বেনাংশত্বসভেদাৎ ॥ ২০৭ ॥

বিধাত্রা স যাদবঃ কিং সিত কৃষ্ণ কেশ তয়া শিত কৃষ্ণ কেশত্বেন উদিতো নারদায়েতি শেষঃ ॥ ২০৮ ॥

থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার এক কলা বিশেষ হয়েন, তিনি আদি পুরুষ গোবিন্দ, তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ২০৬ ॥

অতএব পুরুষই যদি এই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন সুতরাং তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি ক্ষীরাব্ধিনাথেরও অংশত্ব সিদ্ধি হইল ॥ ২০৭ ॥

অহে! তবে দ্বিতীয়স্কন্ধে যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মা কেন তাঁহাকে সিত কৃষ্ণ কেশ বলিয়া নারদকে উপদেশ প্রদান করেন? ॥ ২০৯ ॥

তথাহি ॥

ভূমেঃ সুরেতর বরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ

ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত কৃষ্ণ কেশঃ।

অত্র দীপিকা শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহ ভূমেরিতি দশভিঃ সুরেতরা অসুরাংশ সম্ভূতা রাজানস্তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈর্বিমর্দ্দিতায়া ভারেণ পীড়িতায়াঃ কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোঽসৌ জাতঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব নতু বয়ঃ পরিণাম কৃতং অবিকারিত্বাৎ। যদুক্তং। বিষ্ণুপুরাণে। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ইতি। যচ্চ ভারতে। স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চ জহ্রে শুক্লমেক মপরঞ্চাপি কৃষ্ণং। তৌচাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ইতি। তত্তু ন কেশমাত্রা বতারাভিপ্রায়ং ভারাবতরণরূপ কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎ কেশাবেব তৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়ো বর্ণ সূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপর বিরোধাপত্তেঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেতদ্বিরোধাচ্চ। কথম্ভূতঃ পরমেশ্বর তয়া জনৈরনুপলক্ষ্যো মার্গো যস্য তদীশ্বরত্বে কিং প্রমাণং অতিমানুষ কর্ম্মাণ্যথানুপপত্তিরেবেত্যাহ আত্মনো মহিমা উপনিবধ্যতে অভিব্যজ্যতে যেষু তানীত্যেষা। অত্র কচিৎ টীকায়াং সিতঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ সিতকৃষ্ণং

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা দ্বিতীয়স্কন্দে সপ্তমাধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন নারদ! অসুরাংশ সম্ভূত যে সকল রাজা, তাহাদিগের সৈন্য ভারে এই ভূমি নিপীড়িতা হইলে, ইহার ভারাবতরণ জন্য সিত কৃষ্ণ কেশ ধারী সেই ভগবান্ আপন

জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্ম মহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২০৯ ॥
নৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্য পদ্যস্যার্থো বিধীয়তে।
কলয়া শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ বিধিনা সিতাঃ।
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যে নেতি বিগ্রহঃ।

সিতকৃষ্ণশ্চ তৎ কশ্চ সিতকৃষ্ণকঃ সিতকৃষ্ণকয়োরীশ সিতকৃষ্ণকেশঃ অপ্রাকৃত প্রাকৃত সুখয়োরীশঃ মুক্ত্যাভ্যুদয়প্রদ ইত্যর্থঃ। যদ্বা কলয়া মায়য়া সহ যদ্বা কলাভিঃ সহ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভিঃ সহ কলয়া জাতাবেক বচনমিতি প্রকারান্তরং তিষ্ঠতি ॥ ২০৯ ॥
সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাদিত্যত্র ভগবতঃ শ্রীনারায়ণস্য স এব শ্রীনারায়ণ এব নতু তদংশ এবেত্যর্থ ইতিচেৎ তথাপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন বিরোধঃ স্যাদযদ্যপি বা ভগবতো মহানারায়ণস্য স এব শ্রীমহানারায়ণ এব সাক্ষাদিত্যর্থঃ কল্প্যঃ তথাপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্র অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিত্যনেন বিরোধস্তস্য শুক্লকৃষ্ণ কেশাভাবাদপ্রসিদ্ধস্ব দোষ প্রসক্তিশ্চ স্যাদিত্যপরিতোষৈবাহ নৈবমিতি। সিতা ইতি সিঙ বন্ধনে

অংশ বলদেবের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় মহিমা প্রকাশক ভূরি ভূরি অলৌকিক কর্ম্ম করেন, কিন্তু তাঁহার বর্ম্ম কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ॥ ২০৯ ॥

অহে! এরূপ বলিও না, উক্ত পদ্যের অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। কলা দ্বারা অর্থাৎ শিল্প নৈপুণ্য বিশেষ বিধি দ্বারা যিনি অতিশয় শ্যাম বর্ণ কেশকে বন্ধন করিয়াছেন, তিনিই ঐ কেশের বৈদগ্ধী বিশেষ হেতু কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত

স এবেত্যস্য বৈদগ্ধী বিশেষাৎ কৃষ্ণ ঈরিতঃ॥ ২১০॥
কিম্বা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিত শ্যাম কেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥ ২১১॥
কিঞ্চ॥ ২১২॥
মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্ফুটং।

কর্ম্মণি ক্তঃ॥ ২১০॥

নন্বু কলাশব্দস্য নানার্থত্বেন সিদ্ধায়ামপি ব্যাখ্যায়াং ঝটিত্যর্থাবগমকত্বা ভাবাৎ যে তাং নানুমন্যতে তানবগময়িতুমর্থান্তরমপ্যাহ কিম্বেতি। অংশেন শ্রীনারায়ণাখ্যেন সিতশ্যামৌ কেশৌ যস্য সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিঃ করণীয়া॥ ২১১॥

অথ ধর্ম্মপুত্র বিলাস্যনিরুদ্ধাবতারত্ব ভ্রমং নিরস্যন্ পক্রমতে কিঞ্চেতি॥২১২

মার্কণ্ডেয়েন তে পিতা অনিরুদ্ধ এবায়ং লয়াব্ধিস্থ বজ্রং বোধায়িতুং স্ফুট মভিধয়ৈব কীর্ত্তিতমিত্যন্বয়ঃ। তস্মাত্তব পিতুরনিরুদ্ধস্য যো বিলাসোঽনিরুদ্ধঃ

হয়েন॥২১০॥

অথবা যিনি কলায় অর্থাৎ অংশে সিত কৃষ্ণ কেশ বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই এস্থলে লীলাপুরুষোত্তম রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছেন॥ ২১১॥

ধর্ম্মপুত্রের বিলাস মূর্ত্তি অনিরুদ্ধাবতারত্ব ভ্রম নিরাস পূর্ব্বক বলিতেছেন কিঞ্চেতি॥ ২১২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি স্পষ্ট রূপে বজ্রকে বলিয়া ছেন, তোমার পিতা যিনি অনিরুদ্ধের বিলাস রূপী অনিরুদ্ধ তিনিই প্রলয় সমুদ্রে অবস্থিত হয়েন অতএব তাঁহারই বিলাস

লয়াব্ধিস্থো হনিরুদ্ধোহয়ং পিতা ত ইতি কীর্ত্তিতং॥ ২১৩

তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ॥ ২১৪॥

কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃ পুনঃ।

দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাত স্তত্র কৌতূহলং মম॥ ২১৫॥

মার্কণ্ডেয়োত্তরং॥

ভূয়ো ভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ।

স এব প্রলয় সমুদ্রস্থস্তদ্বিলাসোঽয়ং ধর্ম্মপুত্র ইতি মন্তব্যং॥ ২১৩॥

তত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্র কর্ত্তৃক প্রশ্নঃ॥ ২১৪॥

অসৌ কো বালরূপেণ বর্ত্ততে যঃ কল্পান্তেষু পুনঃ পুনর্দৃষ্টোপি ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেনাপি ন জ্ঞাতঃ ন বোদ্ধুং শক্তঃ॥ ২১৫॥

অসৌ কল্পক্ষয়ে সময়া অন্তিকেপি দৃষ্টোপি ময়া ন জ্ঞাতঃ কথমিত্যাহ মোহিতেন অর্থাৎ জগৎপতিনা। যদ্বা সময়া মধ্যে এব ন বিজ্ঞাতঃ পশ্চাত্তু বিজ্ঞাত এবেত্যর্থঃ। যদুক্তং মেদিনীকারেণ সময়ান্তিক মধ্যয়ো রিতি। অথবা ময়া কীদৃশেন সা মায়া তয়া মোহিতেন সা লক্ষ্যাং স্ত্রী কৃপায়াঞ্চ

মূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র॥ ২১৩॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্র প্রশ্ন যথা॥ ২১৪॥

যিনি বাল রূপে কল্পান্ত সকলে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, তিনি কে? এ বিষয়ে আমার কৌতূহল হইতেছে॥ ২১৫॥

মার্কণ্ডেয়ের উত্তর যথা॥

পুনঃ পুনঃ কল্প ক্ষয়ে সমীপে জগৎপতি দেবকে দেখিয়াছিলাম কিন্তু আমি মায়া মোহিত প্রযুক্ত কিছুই জানিতে

কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ॥ ২১৬॥
কল্পক্ষয়ে ব্যতীতেতু তস্ত দেবং পিতামহাৎ।
অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিমিতি॥ ২১৭
তত্র কারিকা॥
অন্যথা মুনিবর্য্যো হয়মবদিষ্যদিদং তদা।
তং শ্রীকৃষ্ণং বিজানামিপ্রপিতামহমেব তে॥ ২১৮॥
অতঃ কেশাবতারস্থ ভ্রমোপ্যারাৎ পরাহতঃ॥ ২১৯॥

মায়ায়াং নেন্দুদন্তয়োরিতি সংসারাবর্ত্তঃ॥ ২১৬॥

তর্হি কথঙ্কারমসৌ জ্ঞাতোদ্যাবধি বা ন কৃত এবেত্যাহ কল্পক্ষয় ইতি পিতামহাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জগৎপতিং ব্যষ্টি জীবান্তর্যামিণং॥ ২১৭॥

অন্যথা এবমন্তরেণ অয়ং পুরাণাচার্য্যঃ মুনিবর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণিঃ। যদ্বা মুনিত্বাদেব ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবাত্মক দোষ চতুষ্টয় রহিতত্বং বর্য্যত্বাদেব সর্ব্বজ্ঞত্বেন মাননীয়ত্বমবসেয়ং॥ ২১৮॥

অতো হনিরুদ্ধাবতারস্থ ভ্রমনিরাসাৎ কেশাবতারস্থ ভ্রমঃ পূর্ব্বং নিরস্তোপি

পারি নাই॥ ২১৬॥

কল্প ক্ষয় অতীত হইলে ব্রহ্মার প্রমুখাৎ সেই জগৎপতি দেব, যিনি তোমার পিতা অনিরুদ্ধ তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছিলাম॥ ২১৭॥

এই বিষয়ে কারিকা যথা॥

ইহা ব্যতিরেকে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় সেই সময়ে এই কথা বলিতে পারিতেন, যিনি তোমার পিতামহ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি জানি॥ ২১৮॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কেশাবতারস্থ ভ্রম হইয়াছিল

আরান্দূরে পরাহতঃ শ্রীধর্ম্মপুত্র নারাণস্যানিরুদ্ধেনাভেদাৎ অপিনা মহাকাল পুরনাথাবতারত্ব ভ্রম নিরাসাৎ কেশাবতারত্ব ভ্রমোপি গত ইতি ব্যঞ্জিতং তথাহি। দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়াত্র নীতা ভুবি ধর্ম্ম গুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিমে॥ অত্র দীপিকা মে কলাবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং শীঘ্রং মে অন্তি সকাশং ইতং আগচ্ছতমিত্যেষা। অস্যা অয়মাশয়ঃ। অবনের্ভরাসুরান্ হত্বা মে অন্তি অন্তিকং প্রস্থাপয়িতুং মে কলা পৃথ্বী তস্যামবতীর্ণো প্রকটতাং প্রাপ্তৌ। যদ্বা মে কলা ভারনাশকো বিষ্ণুস্তেন সহাবতীর্ণো ইতং আগচ্ছতং আসনোপরি উপবিশতমিত্যর্থঃ। স্বকৃতমপরাধং পরিহর্ত্তুমাহ ইহ ভুবি স্থানে ময়া যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ভূয়ো বহুবারং একমেক কৃত্বা ত্বয়া দ্বিজাত্মজানীতা আনীতাঃ। মদর্শনার্থং তে বালাহৃতা স্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথেতি হেতি শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণোক্তেঃ। নন্বসুবান্ হত্বা তবান্তিক প্রস্থাপনে কিং প্রয়োজনমিত্যাহ ধর্ম্মগুপ্তয়ে ধর্ম্মরক্ষণায় তেষাং মুক্তয়ে তদুপদ্রুত জনরক্ষণায়েত্যর্থঃ তদ্ধতানাং মহাকালপুর প্রবেশস্য শ্রীহরিবংশাদৌ প্রসিদ্ধেঃ। অত্রাস্মি শব্দস্যাব্যয়ত্বাচ্চ তুর্থী তুঙ্গর্ভাৎ কর্ম্ম ইত্যনেন এধোভ্যো ব্রজতীতি বৎ সিদ্ধা। যদ্যবশিষ্টাসুরহনানন্তরমেব পুনস্তত্র তদাগমনে তাৎপর্য্যং স্যাত্তদাহ তমিতি বিধ্যর্থ বর্ত্তমান প্রতিপাদক পদং ন দেয়ং স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যামপি অবনের্ভরাসুরান্ ভূয়ঃ পুনরপি হত্বা ইহ মে অন্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং তরয়েতং অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তমিত্যর্থঃ। তদ্ধতানাং মুক্তি প্রসিদ্ধেঃ। মহাকালপুর জ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগ বিত্তমা ইতি। শ্রীহরিবংশে শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। ত্বরয়েতমিতি প্রার্থনায়াং হেতু নিজস্বস্য তস্য লিপ্তিরূপমিতি ব্যাখ্যয়া তস্য পূর্ণতমত্বং দর্শিতং তথা পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোক সংগ্রহমিত্যত্র ধর্ম্মমাচরতাং কুর্ব্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইতি ব্যাখ্যাতং। আচরতাং আচরতমিতি দীপিকা মতে নারায়ণা বিবেতি বাচক লুপ্তো

নন্বস্তু পুরুষাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যাঘ বিদ্বিষঃ।
কিন্তু শ্রীবাসুদেবোঽত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্য নিষেবিতঃ ॥ ১ ॥
ত্রিপাদ পাদ বিভূত্যোশ্চ নানা রূপ ইব স্থিতঃ।
উন্মীলদ্বালমার্ত্তণ্ড পরার্দ্ধ মধুরদ্যুতিঃ ॥ ২ ॥

পদেনেত্যবসেয়ং ॥ ২১৯ ॥

অথ পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত বাসুদেবাবতারত্ব ভ্রমং নিরস্যন্নাহ নন্বিতি। তজ্জায়ান্না য়েকোৎকর্ষ ইতি। শ্রীদণ্ড্যাচার্য্য বচন প্রামাণেন শ্রীবাসুদেবস্য তাদৃশ সৌষ্ঠব নিরূপয়ন্নাহ কিন্ত্বিতি সর্ব্বৈরৈশ্বর্য্য নর্ত্তকৈশ্চ নিষেবিতঃ নতু নিষেবক ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ত্রিপাদ বিভূতৌ পাদ বিভূতৌচ নানা রূপ ইব অধিকরণানুরূপ ইব স্থিতঃ। অয়ং ভাবঃ। ত্রিপাদ্বিভূতৌ পরমব্যোম্নি চাতুষ্পাদিক বিভূতিমদ্বৃন্দাবনস্থ বৈকুণ্ঠে একপাদ বিভূতি মানেব স্থিতঃ। কেষাঞ্চিন্মতে কারণার্ণবাস্থকস্য সঙ্কর্ষণস্যোপরিবূহাস্থরেণ বাসুদেবস্য পুরুষত্বেন পরিণতত্বাদেক পাদ বিভূতি স্থমবসেয়ং ॥ ২ ॥

তাহা দূরে পরাহত হইল ॥ ২১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি কেশাবতার ভ্রম নিরাস ॥ * ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত বাসুদেবাবতার ভ্রম নিরাস করত কহিলেন। অহে! যদি এরূপ আশঙ্কা কর পুরুষ ত্রয় হইতে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব থাকুক, কিন্তু যাঁহারা যাঁহারা ঐশ্বর্য্য নর্ত্তক, তাঁহারাও বাসুদেবের সেবা করিয়া থাকেন ইহাতে বাসুদেব ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ॥ ১।

এই বাসুদেব পরার্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত উদয় শীল বাল সূর্য্যের ন্যায় মধুর কান্তি বিশিষ্ট। ইনি ত্রিপাদ বিভূতি ও পাদ বিভূতিতে অধিকারানুরূপ নানা রূপে অবস্থিত হয়েন ॥ ২ ॥

ক্বচিন্নবঘন শ্যামঃ ক্বচিজ্জাম্বূনদ প্রভঃ।
মহা বৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ॥ ৩॥
পরমাত্মা বল জ্ঞান বীর্য্যতেজোঽভিরন্বিতঃ।
মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্ব্যূহানাং চতুষ্টয়ং॥ ৪॥
তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্য শ্চিত্তে তদধি দৈবতং।

ক্বচিৎ। বাসুদেবো জগৎকর্ত্তা মহানীলাম্বুজদ্যুতিঃ। সর্ব্বেষামবতারাণাং দেবানামাদি কারণমিতি। সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবঃ সুবর্ণ পঙ্কজদ্যুতিরিতি শ্রীকপিল হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তত্বাৎ স্থানভেদাদ্বর্ণভেদোঽবগন্তব্যঃ॥ ৩॥

আত্মভ্যঃ পরমাত্মভ্যঃ পুরুষ ত্রয়েভ্যঃ পরমঃ পরমাত্মা ভগবত্ত্বাৎ যদ্বা পরমাত্ম নিষ্ঠাংশত্বাৎ পরমাত্মা। যেন সহ ব্যূহানাং চতুষ্টয়ং মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং। যদ্বা যস্য বাসুদেবস্য নারায়ণ বিলাসত্বে নৈকবিধস্য ব্যূহানাং চতুষ্টয়ং বাসুদেবাদি রূপং। অথবা যস্য ব্যূহানাং চতুষ্টয়ং চিত্তাধিষ্ঠাত্রাদি রূপং পরমাত্মেত্যন্বয়ঃ॥ ৪॥

ব্যূহান্তরৈর্ব্যূহানামভেদেনাহ তস্যেতি তস্য ব্যূহ চতুষ্টয়স্য আদ্যো

অপর ইনি কখন নবঘনশ্যাম রূপ এবং কখন স্বর্ণ বর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেন, শাস্ত্রে ইহঁাকে মহা বৈকুণ্ঠনাথের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩॥

পরমাত্মা বাসুদেব বল জ্ঞান বীর্য্য ও তেজঃ সকলে অন্বিত, যঁাহার সহিত নারায়ণব্যূহের চতুষ্টয় পরাবস্থা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে॥ ৪॥

সেই ব্যূহ চতুষ্টয়ের আদ্য এই বাসুদেব চিত্ত মধ্যে চিত্তের

তথা বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য যথাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে।
যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ ॥ ৬ ॥
জীবশ্চ স্যাৎ স্বয়ং জীব প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ।
পূর্ণ শারদ শুভ্রাংশু পরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ।
উপাস্যো হ্যয়মহঙ্কারে শেষন্যস্ত নিজাংশকঃ ॥ ৭ ॥

বাসুদেবঃ তদধিদৈবতঃ চিত্তাধিষ্ঠাতৃ ॥ ৫॥

যস্য বাসুদেবস্য নিজাংশো বিলাসঃ ভগবানিতি পুরুষাতীতত্বেন পরমাত্মস্বাভাবাৎ। দ্বিতীয় মতে পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥

জীবশ্চেতি জীবয়তীতি জীব ইত্যর্থঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যত্র জীবয়তীতি জীবঃ নতু স্বয়ং জীব ইতি সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্য কৃদ্ভির্ব্যাখ্যানাৎ। শেষে ন্যস্তোঽর্পিতো নিজোঽংশো ভূধরাত্মকো যেন সঃ ॥ ৭ ॥

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে অবস্থিতি করেন এবং ইহাঁকে বিশুদ্ধ সত্ত্বের অধিষ্ঠান বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

উক্ত বাসুদেবের নিজাংশ অর্থাৎ বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া সঙ্কর্ষণকে বর্ণন করিয়াছেন, এই সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয় ব্যূহ রূপে সম্মত ॥ ৬ ॥

ইনি স্বয়ং সর্ব্ব জীব নিয়ন্তা, ইহাঁর ব্যূহ হইতেই জীব সকল উৎপন্ন হয়, ইহাঁর বর্ণ পূর্ণ শারদ শশধরের ন্যায় অসীম মধুর দ্যুতি, ইনি অহঙ্কার তত্ত্বে উপাস্য এবং ইহাঁর ভূধারণাত্মিকা শক্তি শেষদেবে সমর্পিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তক সুরদ্বিষাং।
অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহার কারকঃ ॥ ৮ ॥
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ।
যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে ॥
স্তবত্যাচ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে।
শুদ্ধজাম্বূনদ প্রখ্যঃ কচিন্নীল ঘনচ্ছবিঃ ॥ ৯ ॥
নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্ত নিজাংশকঃ।

স্মরারাতেঃ শ্রীশিবস্য। সর্পান্তক সুর দ্বিষাং সর্প যমাসুরাণাং। যস্য সঙ্কর্ষণস্য বিলাসঃ প্রদ্যুম্ন স্তৃতীয়াখ্যো ব্যূহঃ খ্যাতঃ। ইলাবৃতে বর্ষে ॥ ৯ ॥

কামে প্রসিদ্ধকামে ন্যস্তো নিজাংশো যেন। যত্তু এতৎ প্রদ্যুম্ন বিলাসিন শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য কামাংশকত্ব মুক্তং তত্তু বিলাস বিলাসিনো রভেদাৎ। তথাহি কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধ প্রাগ্রুদ্র মন্যুনেতি অত্র যঃ কামো রুদ্রমন্যুনা অদগ্ধ

এই সঙ্কর্ষণ দেব কামশত্রু শিব, অধর্ম্ম, সর্প, যম ও অসুর সকলের মধ্যে অন্তর্যামিত্ব রূপে অবস্থিতি করিয়া জগৎ সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন উক্ত সঙ্কর্ষণ দেবের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্রুত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহাঁকে বুদ্ধিতত্ত্বে উপাসনা করিয়া থাকেন, ইলাবৃতবর্ষে লক্ষ্মীদেবী স্তব সহকারে ইহাঁর উপাসনা করিতেছেন, ইনি কখন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ এবং কখন নবঘন শ্যাম বর্ণ হয়েন ॥ ৯ ॥

এই প্রদ্যুম্ন বিশ্ব সৃষ্টির কারণ, ইনি কামদেবে স্বীয় অংশ সমর্পণ পূর্ব্বক বিধাতা, মরিচ্যাদি প্রজাপতি, রাগি পুরুষ তথা

বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্যচ।
অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ॥ ১০॥
ব্যূহ স্তুর্য্যোঽ নিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে।
যো ঽনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে॥ ১১॥
নীলজীমূত সঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণ তৎপরঃ।
ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভৃতাং তথা।
অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিং॥ ১২॥
মোক্ষধর্ম্মেতু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতং।
অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতং॥ ১৩॥

তত্র হেতুঃ বাসুদেবাংশ ইতি তদংশস্য দাহাভাবাৎ॥ ১০॥
যস্য প্রদ্যুম্নস্য বিলাসঃ॥ ১১॥
নীল জীমূত সঙ্কাশঃ নীলমেঘ কান্তিঃ। ভূভৃতাং নৃপাণাং॥ ১২॥
অহঙ্কারস্যাধিদৈবতমনিরুদ্ধ ইতি অহঙ্কার ইতি সপ্তম্যন্তপাঠঃ ক্বচিৎ॥ ১৩॥

কন্দর্প এই সকলের অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ১০॥

উক্ত প্রদ্যুম্নের বিলাস মূর্ত্তি অনিরুদ্ধ নামক চতুর্থ ব্যূহ, পণ্ডিতগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধকে উপাসনা করেন॥ ১১॥

ইনি নীল নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিশ্বরক্ষণ বিষয়ে তৎপর এবং ধর্ম্ম, মনু, দেব ও রাজা এই সকলের অন্তর্যামিত্ব রূপে অবস্থিত হইয়া জগতের স্থিতি বিধান করিয়া থাকেন॥ ১২॥

কিন্তু মোক্ষ ধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১৩॥

সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা ॥ ১৪ ॥
পাদ্মেতু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্ চতুষ্টয়ে।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫ ॥
তথা পাদবিভূতৌচ নিবসন্তি ক্রমাদিমে।
জলাবৃতিস্থ বৈকুণ্ঠ স্থিত বেদবতীপুরে।
সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।

পঞ্চরাত্রাণামপীত্যপিঃ পুরাণানামিতি সূচয়তি ॥ ১৪ ॥

ত্রিপাদ বিভূতিমত্ত্বং দর্শয়তি পাদ্মেত্বিতি ॥ ১৫ ॥

পাদবিভূতাবিতি সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানাং বিশেষণং। দ্বারকা পুরস্ত নিত্যাখ্য ইতি বিশেষণাৎ পাদবিভূতিমত্তা নিবারিতা অস্য স্বয়ং রূপ নিবাস ধামত্বাচ্চাতুষ্পাদিক বিভূতি মত্ত্বং মন্তব্যং। যদ্বা দ্বারকাপুরে সত্যোর্দ্ধস্থ বৈকুণ্ঠস্থে। যদুক্তং বরাহপুরাণে। প্রার্থ্যমানেন হরিণা বিভূতি রূপয়ো শ্রিয়া। বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যত্র দিব্যং নারায়ণাশ্রয়ং। সর্ব্বেষামবতারাণাং পুরী যত্র বিরাজতে। তত্রাপ্যযোধ্যা রামস্য বাস ভূমি র্মনোহরা। সর্ব্বকাম্তিমতি স্বচ্ছা মণিকাঞ্চন ভূষিতা। তত্র দ্বারবতী ভাতি দশ যোজন বিস্তৃতিঃ। হেম

সমুদায় পঞ্চরাত্র ও পুরাণ সকলের এই রূপ ব্যবস্থা সম্মত ॥ ১৪ ॥

অপর পদ্মপুরাণে পরমব্যোমে পূর্ব্বাদি দিক্ চতুষ্টয়ে ক্রমে বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয় কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

ইহারা ক্রমে পাদবিভূতি অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠস্থিত বেদবতী পুরে, সত্য লোকের ঊর্দ্ধে নিত্য স্বরূপ বিষ্ণু লোকে, দ্বারকা পুরে, জলার্ণবের উত্তর শ্বেত

শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপ ঐরাবতীপুরে।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত ক্রোড় পর্য্যঙ্কধামনি ॥ ১৬ ॥
সাত্বতীয়ে ক্বচিত্তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ।
তত্র ব্রহ্মাতু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্ত বিধয়া হরিঃ।
কিন্তু ব্যূহাস্তু চত্বারো রাজদ্ভুজ চতুষ্টয়াঃ ॥
অজস্র পরমৈশ্বর্য্য মর্য্যাদাপরিভূষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

মণ্ডপ সঙ্কীর্ণা মণিস্তম্ভাদি শোভিতা। বৈকুণ্ঠেতু গতে ধাম স্বং স্বং ধাম প্রবেক্ষ্যতীতি ॥ ১৬ ॥

নারায়ণোঽত্র বাসুদেবাদি ন্যূনঃ পরমব্যোমেশ স্বাংশ রূপঃ। হবির্নতু আবেশাবতারঃ অষ্টানামীশ্বরাণাং সাহচর্য্যাৎ রাজন্তি ভূজানাং চতুষ্টয়ানি যেষু তে ॥ ১৭ ॥

দ্বীপে ঐরাবতী পুরে এবং ক্ষীরসাগরস্থ অনন্তের ক্রোড় পর্য্যঙ্কধামে অবস্থিতি করেন ॥ ১৬ ॥

কোন কোন সাত্বত তন্ত্রে নব ব্যূহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা বাসুদেবাদি চতুষ্টয় অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, তথা নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি নয়, এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা ব্রহ্মা হরি স্বরূপ কিন্তু বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ভুজ চতুষ্টয়ে বিরাজিত এবং নিরন্তর পরমৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যে পরিভূষিত ॥ ১৭

অত্রাপি বাসুদেবোঽয়ং সংপূর্ণানন্দ সংপ্লবঃ।
ঐশ্বর্য্যাদৌ নির্ব্বিশেষঃ পরমব্যোমনায়কাৎ।
আদ্যানামপি সর্ব্বেষামাদিভূতঃ সুপর্ব্বণাং।
ইত্যাশঙ্কে স এবায়ং কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবাতরৎ।
বাসুদেবতয়া যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব সুবিশ্রুতঃ॥ ১৮॥
নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ সমাধানং বিধীয়তে।
অদ্য ব্যূহাদপি শ্রেষ্ঠঃ কথ্যতে দেবকীসুতঃ॥ ১৯॥
তথাচ প্রথমে॥

নির্ব্বিশেষঃ বিলাস বিলাসিনোরভেদাৎ। যদ্বা নির্ শব্দস্য নঞর্থত্বং তস্যচ ঈষদর্থত্বং তেন ঈশদ্বিশেষ ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আদ্যব্যূহাদ্বাসুদেবাৎ॥ ১৯॥

উক্ত চারি ব্যূহের মধ্যে এই বাসুদেব সম্পূর্ণ আনন্দ ময়, এবং পরম ব্যোমনাথ হইতে ঐশ্বর্য্যাদিতে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ নাথের তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্, অপর যে সকল আদিদেব অর্থাৎ নবব্যূহ ইনি তাঁহাদিগেরও আদি স্বরূপ, অতএব আশঙ্কা হয় সেই বাসুদেবই কৃষ্ণ নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে হেতু সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১৮॥

অহে। এরূপ আশঙ্কা করিও না, উপযুক্ত শ্রবণ কর, এবিষয়ের সমাধান করিতেছি, আদ্য ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব হইতে দেবকী নন্দন শ্রেষ্ঠ, এই রূপ কথিত হইয়াছে॥ ১৯॥

যথা প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে।

এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি ॥ ২১ ॥

অথ কৃষ্ণস্য পরমাত্ম গণাৎ ক্রমতঃ উৎকর্ষং নিরূপ্য ভগবদ্ভ্যঃ উৎকর্ষং নিরূপয়িতুং সর্ব্ব বেদান্ত পুরাণেতিহাস শিরোমণি শ্রীভাগবতীয় পরিভাষা সূত্র মুথাপয়তি এতেচেতি। এতে উক্তাশ্চতুঃসন নারদ বরাহাদয়ঃ অনুক্তা হয়গ্রীব হরি হংস পৃশ্নিগর্ভ বিভু সত্যসেন বৈকুণ্ঠাজিত সার্ব্বভৌম বিশ্বক্সেন ধর্ম্মসেতু সুধাম যোগেশ্বর বৃহদ্ভানু শুক্লরক্ত শ্যাম কৃষ্ণনামাদ্যাঃ পুংসঃ প্রথম মুদ্দিষ্টস্য পুরুষস্য অংশ কলাঃ অত্র ব্যষ্টি সমষ্টিত্বেন অংশাঃ কলাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্রাংশাঃ সাংশাঃ শ্রীবরাহাদয়ঃ কলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ স্বয়ং রূপস্য সাংশাঃ স্ব স্ব ধামনি তিষ্ঠন্ত্যেব তথাপ্যবতার সময়ে পুরুষং নিমিত্তীকৃত্যাবতরণাৎ তথাত্বং। কৃষ্ণস্থিতি যো বিংশতি তমাবতারত্বেন কথিতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ এষ এব পুরুষস্যাবতারীত্যর্থঃ। পুরুষস্য সঙ্কর্ষণত্বাত্তস্যতু তদতিরিক্তত্বা দিত্যর্থঃ। ন চায়ং বাসুদেবাবতারঃ তস্য ভগবত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি বাচ্যং অনুবাদমনুক্তৈ্বব ন বিধেয়মদীরয়েদিতি ধ্বনিকারোক্তদিশা কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ব লক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমিত্যর্থাৎ তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ব লক্ষণধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূল বাসুদেবত্বমেব সিদ্ধং নন্ তর্হি স কিং মহা নারায়ণাবতার ইত্যাহ স্বয়মিতি অত্রচ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব ভগবান্ নারায়ণঃ নতু তৎপ্রাদুর্ভূতত্বং। ন চ স্বয়ং ভগবাংস্তু কৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ করণীয়স্তস্যাদ্যত্বা দেতভেদানীন্তনাবতারত্বাদিতি বাচ্যং তু শব্দস্যাস্থানপদ দোষাপত্তে র্বিধেয়

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম তন্মধ্যে কেহ কেহ পুরুষের অংশ এবং কেহ কেহ বা কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্ব শক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম গণ হইতে ক্রমে উৎকর্ষ নিরূপণানন্তর ভগবৎ সকল হইতে উৎকর্ষ নিরূপণ করিবার

কোটেঃ পরত্র প্রযুজ্যমানত্বেন ধ্বনি প্রস্থানাচার্য্য গুরূণাং মতসিদ্ধত্বাৎ তস্য তদ্রূপত্বেনাপ্রকট প্রকাশস্য তস্মিন্ সদাতনত্বাৎ। অবতার গণনাচাস্য স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ পরিজন বৃন্দানামানন্দ বিশেষ চমৎকার কিমপি মাধুর্য্যং নিজ জন্মাদি লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকল লোক দৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়েবেতি কৃষ্ণসন্দর্ভঃ। তস্মাদেতস্যৈব বিলাসঃ শ্রীমহানরায়ণ ইতি পূর্ব্বোক্তমিত্থং সিদ্ধমেব ॥ ২০ ॥

নিমিত্ত সমস্ত বেদ বেদান্ত পুরাণ ও ইতিহাসের শিরোমণি স্বরূপ শ্রীভাগবতীয় পরিভাষা সূত্র উত্থাপন করিয়া কহিলেন, এতে অর্থাৎ উল্লিখিত চতুঃসন, নারদ ও বরাহাদি তথা অনুক্ত হয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, বিশ্বকৃসেন, ধর্ম্মসেতু, সুধাম, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু এবং শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ নামক যুগাবতার প্রভৃতি প্রথমোদ্দিষ্ট পুরুষ মূর্ত্তির অংশ কলা অর্থাৎ অংশ, কলা ও অংশকলা এই তিন প্রকার হয়েন। এস্থলে অংশ শব্দে স্বীয় অংশ শ্রীবরাহাদি, কলা শ্রীনারদাদি, অংশের কলা প্রজাপতি প্রভৃতি। যদিচ এখানে মৎস্যাদি মূর্ত্তি স্বয়ংরূপের অংশ কলা রূপে স্ব স্ব ধামে অবস্থিত আছেন, তথাপি অবতার সময়ে পুরুষকে নিমিত্ত করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই কারণে ইহাঁদের পুরুষের অংশ কলাত্ব সিদ্ধি হয়। "কৃষ্ণস্তু" ইতি। যিনি বিংশতিতম অবতারত্ব রূপে কথিত হইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, তিনিই পুরুষের অবতারী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পুরুষাবতার হইয়াছে, কারণ পুরুষের

পুং নাম্নঃ পুরুষস্তেতে শ্রীবরাহ ঝষাদয়ঃ ।
অংশা অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যা কলা মতাঃ ॥ ২১
তুর্ভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

এতদেব বিবৃণোতি পুন্নাম্ন ইতি শ্রীবরাহ মৎস্যাদয়োঽংশাবতারাঃ স্যুঃ ॥২১
তর্হি কিং শ্রীকৃষ্ণোঽংশাবতারঃ কলা বেতি সন্দেহং পরিহরন্নাহ তুর্ভিন্নো

সঙ্কর্ষণত্ব প্রযুক্ত তাঁহার তাঁহা হইতে অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে অতিরিক্ত নিমিত্ত কৃষ্ণ অবতারী। অহে। তবে কৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার, যে হেতু তাঁহার ভগবত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, এ কথা বলিও না, কারণ অনুবাদ উল্লেখ না করিয়া বিধেয়ের উদাহরণ করিতে নাই, এই ধ্বনিকার উক্ত ন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্ব লক্ষণ ধর্ম্ম সাধ্য হইল কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণত্ব সাধ্য হইল না অতএব কৃষ্ণেরই ভগবত্ত্বলক্ষণ ধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণেরই মূল বাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইল।

অহে! তবে তিনি মহানারায়ণের অবতার হউন এরূপ বলিতে পারি, এই বিষয়ে কহিলেন তাহা নয়, তিনি স্বয়ং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভগবান্ নারায়ণ, তিনি নারায়ণের প্রাদুর্ভূত নহেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি শ্রী মহানারায়ণ ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ের কারিকা যথা ॥

পুং নামক পুরুষের শ্রীবরাহ মৎস্য প্রভৃতি অংশাবতার এবং সনৎকুমারাদি কলা অবতার ॥ ২১ ॥

তুশব্দের অর্থ ভিন্নোপক্রমে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, পুরুষোত্তম



স্বয়মিত্যপযাত্যস্য বাসুদেবাবতারতা ॥ ২২ ॥
শ্রীদশমে চৈবমেবোক্তং ॥ ২৩ ॥
অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য

পেতি স্বয়মিতি পদেন বাসুদেবস্যাবতারতা বাসুদেব এবাবতারো বিলাসো যস্য তত্তা শ্রীমহানারায়ণতাচ তস্ত্রেণাপযাতা নিরস্তেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অত্র প্রথম কোটিমপাকর্ত্তুমাহ শ্রীদশমেচৈবমিতি ॥ ২৩ ॥

অস্যাপীতি যদ্যপ্যস্যার্থাভিব্যঞ্জনেঽত্র তাৎপর্য্যং নাস্তি তথাপ্যেকত্র ছাত্র সুখ সংকলনায় কিঞ্চিৎ সংগৃহ্যতে। অত্র দীপিকা। নম্নু নৌমীতি প্রতিজ্ঞায় কিং স্বরূপানুবাদ মাত্রং ক্রিয়তে অত আহ অস্যাপীতি ভো দেব অস্যাপি স্থূল ভত্বেন প্রকাশিতস্যাপি তব বপুষঃ অবতারস্য মহিমানং অবসিতুং জ্ঞাতুং কোঽপি ব্রহ্মা অহমপি ন ঈশে ন শক্নোমি। যদ্বা কশ্চিদপি ন ঈশে ন সমর্থ আসীৎ স্থূলত্বায় বিশেষণ দ্বয়ং। মদনুগ্রহস্য মমানুগ্রহো যস্মাৎ তন্মদনু গ্রহং তস্য। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ। তর্হি কিমিতি জ্ঞাতুং ন শক্যতে অত আহ নমু ভূতময়স্য অচিন্ত্য শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকস্য যদ্বা অস্যৈবং তদা কথং পুনঃ সাক্ষাত্তবৈব কেবলস্য আত্মসুখা মুভূতেরেব স্ব সুখানুভবমাত্রস্য অবতারিণো গুণাতীতস্য মহিমানং আন্তরেণ নিরুদ্ধেনাপি মনসা কোবা জ্ঞাতুং সমর্থো ভবেৎ। অথবা ভূতময়স্যাপিতু

এবং স্বয়ং অতএব শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্ব ভ্রম নিবৃত্তি হইল ॥ ২২ ॥

যথা শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে। ২৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! আমি আপনার স্তব করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে, এরূপ অনুবাদ করিতেছি, ইহার কারণ

স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।

বিরাড্রূপস্যাপি তব তন্নিয়ম্যস্য বপুষঃ মহি অবসিতুং কোপি নেশে তদা সাক্ষাত্তবৈব অসাধারণস্য নিযম্য নিযন্তৃভেদ রহিতস্য উক্ত লক্ষণস্যাস্য মহি মহিমানং কোপি নেশে ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থ ইত্যেষা। তত্র নন্বিত্যাদ্যন্তে উৎকর্ষ বর্ণনমেব স্তুতির্নামেতি হেতুরধ্যাহার্য্যঃ। ভব বপুষ ইতি চতুর্থ চরণাদত্রাপি ভবেতি যোজনয়া সাধিতং। তব যদ্বপুর্যঃ কশ্চিদবতারঃ তস্যত্যের্থঃ কীদৃশস্য বপুষঃ অস্যাপি জগতি সুলভত্বেন প্রকাশিতত্বাত্তত্রেদন্তানির্দেশং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ। মদনুগ্রহস্যেতি মদীয় সৃষ্টিপালকাদিতি ভাবঃ। তদেতন্মতে নতু ভূতময়স্যেতি তবর্গ পঞ্চমদ্বয়াদি ভাগময় এব পাঠঃ নতু তৎ পঞ্চমাদি ভাগময়ঃ নতু বা প্রথম তৎ টবর্গ পঞ্চম প্রথম দ্বয়াদি ভাগময়ঃ। উত্তর ব্যাখ্যায়াং তয়োর্নতু তস্যোরস্পর্শাৎ তস্মাদযত্তু প্রথম ব্যাখ্যায়াং নন্বিতি ব্যাখ্যাতং তৎখলু নুকারস্য তুকারার্থ তয়া স্বীকারাজ্জ্ঞেয়ং। নেশে মহিত্ববসিতুমিত্যস্যানুষঙ্গা যোজনয়া বা অত্র দ্বিতীয়ার্থে নস্ত বিকারার্থো জ্ঞেয়ঃ। নুর্নিশ্চয়ার্থো জ্ঞেয়ঃ। নন্বিতি তবর্গ পঞ্চমাস্য পাঠস্ত টীকায়াং মূলেচ প্রায়ঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। তস্মাদথবেত্যস্য পাঠান্তর ইত্যেবার্থো জ্ঞেয়ঃ। সাক্ষাত্তবেতি স্বয়ং ভগবতস্তবেত্যর্থঃ। কেবলস্যেত্যেবকার ব্যাখ্যা তত্তদবতারানতীত্য বিরাজমানস্যেত্যর্থঃ। গুণাতীতস্যেতি তত্রচ পুরুষত্রিদেবী

আছে। হে দেব! সুলভত্ব রূপে প্রকাশিত এই যে আপনার অবতার ইহারও মহিমা নিরুদ্ধ মনের দ্বারাও অবগত হইতে কেহ সমর্থ হইবেক না। ভগবন্! আমি আপনার এই অবতারকে সুলভ বলিতেছি কেন, ইহা হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল, আর এই রূপ ভক্ত জনের যদ্রূপ ইচ্ছা তদনুরূপ হয়, কিন্তু হে দেব! অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় ইহা

নেশে মহিত্ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ

বন্নতু ত্রৈগুণ্য তত্তদ্গুণ পরিচ্ছিন্নাধিকারস্তেত্যর্থঃ। স্বসুখানুভূতিমাত্রস্যাপি তত্ত দবতারিত্ব' মহিমবত্ত্বঞ্চ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাদিতি। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকীতি শ্রুতি প্রামাণ্যাদ্গম্যতে। নচ নির্ব্বিশেষ তয়া তদাবির্ভাব বিশেষস্য ব্রহ্মণ এব দুর্জ্ঞেয়তাধিক্য মাত্র প্রতিপদ্যতে। তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্যত ইত্যাদ্যুত্তর বাক্যদ্বয়ে সবিশেষস্যৈব তদা ধিক্য' ব্যাখ্যাস্যতে। অথ নেত্যত্র বিরাড়্রূপস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বোল্লেখঃ স্বয়ং ভগবতি তস্মিন্ পরম কৈমুত্যং প্রতিপাদয়তি স্ম। অস্মিন্নেব পক্ষে তণূভৃত ময়স্যেতি চিৎসুখ পাঠঃ সংগচ্ছতে তণুভিঃ সূক্ষ্মৈরাব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যস্তৈর্ব্যাপ্তত্বাদিতি হি তদ্ব্যাখ্যা। পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষেতু তণু সূক্ষ্মাচিন্ত্যং যদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং ভগবত্ত্বং তৎস্বরূপস্যেত্যর্থঃ। অস্য মহতো ভূতস্যেতি শ্রুতেঃ। লোকনাথ মহদ্ভূতমিতি সহস্র নামস্তোত্রাচ্চ। নিযন্তৃ নিযম্য ভেদরহিতস্যেতি বিরাড়্রূপস্য স্বস্মিন্নিযম্যস্যৈবান্তর্ভূক্তত্বান্নতস্য কশ্চিন্নিয়ন্তা নচ কস্যচিন্নিযম্য ইতি বিবক্ষয়া। উক্ত লক্ষণস্যেতি অত্র বপুরাদি বিশেষণৈর্দর্শিতস্যেত্যর্থ ইতি সাত্বতনীরাজিত চরণৈঃ সাত্বত মতং সংকলিতং। অথ শ্রীতোষণীস্থা স্বতন্ত্রা ব্যাখ্যা নম্ন মমৈতাদৃশং স্বরূপমনূদ্য কিং স্তৌষীত্যাশঙ্কয়া স সম্ভ্রমং তত্র নিজ সামর্থ্যমাহ অস্যাপীতি অস্য জগতো বন্দ্যেন বপুবাধিদৈবিকং রূপং নারায়ণাখ্যং তব বপুস্তস্যাপি যোজ্যং। নারায়ণোঽঙ্গং নর ভূ জলায়নাদিতি বক্ষ্যতে। বপুষো বিশেষণানি মদনুগ্রহস্যেত্যাদীনি সাক্ষাত্তবৈবেতি পূর্ব্ববৎ আত্মনা স্বয়মেক কর্ত্রা সুখানুভূতির্যস্য অনন্য বেদ্যানন্দস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অস্য

ভূতময় নহে, এইরূপ অচিন্ত্য ও শুদ্ধ সত্বময়। প্রভো! যখন এই রূপেরই মহিমা জানা যায় না তখন কেবল আত্মসুখানু

সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম সুখানুভূতেরিতি ॥ ২৪ ॥

তত্র কারিকা ॥

দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি খ্যাতং যস্য বপুঃ সহি।
ব্যূহানামাদিমো বাসুদেবো দেব বপুর্গতঃ ॥ ২৫ ॥
ততো হপি মহি মাহাত্ম্যং সাক্ষাদেবাত্র তে সতঃ।
কোহপি ধাতাপ্যবসিতুং জ্ঞাতুং নেশেহস্মি ন ক্ষমঃ ॥ ২৬

তব যদ্দেব বপুরধুনা দর্শিতেষু চতুর্ভুজ রূপেষ্বেক তমমপি বপু স্তস্যাপি যোজ্যং অত্র মদনুগ্রহস্যেতি তদ্দর্শনাদেব তন্মহিম জ্ঞাত ইতি ভাব ইত্যেষা ॥২৪

স বাসুদেবো দেব বপুর্গতঃ। অত্র পূর্ব্বপদস্থাপ্যসংগ্রহেপি তথা প্রতীতিঃ হরির্হর্ত্তৃহরিরিতি বৎ বাচ্যৈব। নতু শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র রুক্মিণেতি বদ্ব্যাখ্যা ॥ ২৫ ॥

ততো বাসুদেবাৎ। সাক্ষাৎ সতো বর্ত্তমানস্য ॥ ২৬ ॥

ভব মাত্র স্বরূপ গুণাতীত অবতারী যে আপনি, আপনার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেক ? ॥ ২৪ ॥

এই বিষয়ে কারিকা যথা ॥

যাঁহার স্বীয় নামে দেব শব্দ রহিয়াছে এবং যাঁহার বপুঃ দেব বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই ব্যূহ সকলের আদি বাসুদেব, তাঁহারই বপুঃ দেব বপুঃ বলিয়া সম্মত ॥ ২৫ ॥

ঐ বাসুদেব হইতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান যে আপনি অপনার মাহাত্ম্য আমি ব্রহ্মা হইয়া কোন মতে জানিতে সক্ষম হই নাই না ॥ ২৬ ॥

কিমুতাহো আত্মসুখানুভূতে ব্র্ক্ষ রূপ তঃ।
এবমর্থস্য পদ্যস্য কৈমুত্য ন্যায় সংস্থিতঃ।
ন্যূনে হ্ধিকেচ কৈমুত্যং তত্র ন্যূনে ভবেদ্যথা।
কৌস্তুভস্য মহাতেজাঃ সূর্য্য কোটি শতাদপি।
অয়ং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্দিপ্তিমানিতি॥ ২৭॥
অথাধিকে যথা ধ্বান্তৈঃ শক্যো দীপোহপি নার্দ্দিতুং।
সতু মার্ত্তণ্ড কোটীভিঃ সমঃ কিমুত কৌস্তুভঃ॥ ২৮॥

কিমুতাহো ইত্যত্র অব্যয়োৎ কেবলাচোরচীত্যনেনাসন্ধিঃ॥ ২৭॥ প্রস্তুতমপি প্রস্তাবাদাহ অথাধিক ইতি ধ্বান্তৈরন্ধকারৈঃ কর্তৃভিঃ দীপোহপি অর্দিতুং পীড়িতুমর্থান্নির্ব্বাতুং ন শক্যঃ। মার্ত্তণ্ড কোটীভিঃ সমঃ সদৃশঃ নতু প্রসিদ্ধঃ কৌস্তুভোহর্দিতুং শক্য ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ঘটঃ কর্ত্তুং পাবিত ইতি বৎ কর্ম্মবাধঃ॥ ২৮॥

অহো! আত্ম সুখানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার আর কি মহিমা বলিব॥

উক্ত পদ্যের কৈমুতিক ন্যায় সঙ্গত এই যে ন্যূনে এবং অধিকে কৈমুত্তিক ন্যায় সম্ভব হয়, তন্মধ্যে ন্যূনে কৈমুতিক ন্যায় যথা, কৌস্তুভ মণি কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও মহাতেজস্বী, ইহা যে প্রদীপ হইতে দীপ্তিমান্ এ বিষয়ে আর কি বলিব॥ ২৭॥

অধিকে কৈমুতিক যথা॥

যখন অন্ধকার সকল প্রদীপ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, তখন কোটি সূর্য্য তুল্য কৌস্তুভের কথা আর কি বলিব॥ ২৮॥

অতো ন্যূনাদপি ন্যূনে কৈমুত্যমিহতু স্থিতং।
ময্যেবানুগ্রহো যস্যেত্যনুগ্রহ ভরো যতঃ।
ময্যেব বিহিতো ভূয়ানপূর্ব্বাশ্চর্য্য দর্শনাৎ।
স্বেচ্ছাময়স্য ভক্তানাং কামায়াখিল কর্ম্মণঃ।
নতু ভূতময়স্যেতি পুরুষত্বঞ্চ খণ্ডিতং।
যদেষ সর্ব্ব জীবানাং পুরুষঃ পরমাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥
আন্তরেণ নিরুদ্ধেন মনসেত্যেক তানতা।
জ্ঞাতুং স্যান্মহিমা শক্যো যদ্যপ্যেভি র্বিশেষণৈঃ।

ন্যূনাদ্বাসুদেবাৎ ন্যূনে ব্রহ্মণি। ইহ পদ্যে। ময়ি ব্রহ্মণি ভূয়াননেক প্রকারোঽনুগ্রহভরো যতঃ বিহিতঃ কথং কারমিত্যাহ অপূর্ব্বাশ্চর্য্য দর্শ নাদিতি ॥ ২৯।

একতানতা তদেক নিষ্ঠত্বং ॥ ৩০ ॥

অতএব এস্থলে ন্যূন হইতে ন্যূনে অর্থাৎ ন্যূন বাসুদেব হইতে ন্যূন যে ব্রহ্ম তাহাতে কৈমুতিক ন্যায় অবস্থিত হইল। যাঁহার আমাতে অনুগ্রহ এই স্থলে আমি যে ব্রহ্মা আশ্চর্য্য দর্শন হেতু আমার প্রতি অনেক প্রকার অনুগ্রহাতিশয় বিস্তার হইয়াছে। "স্বেচ্ছাময়স্য" এই পদে ভক্তদিগের অভিলাষ নিমিত্ত ভগবান্ নিখিল কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। "নতু ভূতময়স্য" এই পদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুরুষাবতারত্ব খণ্ডিত হইল, যে হেতু এই পুরুষ সমস্ত জীবের পরমাশ্রয় ॥ ২৯ ॥

"মনসান্তরেণ" এই পদে অন্তর শব্দের অর্থ নিরুদ্ধ অর্থাৎ মনের একাগ্রতা। যদিচ এই সকল বিশেষণ দ্বারা আপনাকে

ন্তত্র কারিকে ॥

জ্ঞাতুং তথাপি নেশোঽস্মীত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতোদিতা ॥ ৩০ ॥

জানতা বাসুদেবাচ্চ ব্রহ্মতশ্চাধিকাধিকং।

মাহাত্ম্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বিরিঞ্চেন সমর্থিতং ॥ ৩১ ॥

অতো মন্বক্ষর মনোর্ধ্যানে স্বায়ম্ভুবাগমে।

চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাবৃতিরীরিতাঃ।

ক্রমাদি দীপিকায়াঞ্চ বস্বক্ষর মনোর্ব্বিধৌ।

গোকুলেশাবৃতিত্বেন বাসুদেবাদয়ো মতাঃ ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ ইতি বাসুদেবাদি ভ্রমো নিরাসঃ ॥ * ॥

বাসুদেবাচ্চেতি চকারাৎ পুরুষাদিত্যর্থঃ। সমর্থিতং ধ্বনিতং ॥ ৩১ ॥ মন্বক্ষর মনোশ্চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রস্য। আবৃতিরিতি পঞ্চ বৃক্ষা নৌ র্ভবন্তীতি বৎ বিধেয় ত্তয়ৈকত্বং। বস্বক্ষর মনোক্ষরষ্টার মন্ত্রস্য ॥ ৩২ ॥

জানিতে সমর্থ হয়, তথাপি আমি যে ব্রহ্মা আপনার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য হেতু কিছুই জানিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা বাসুদেব ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইহাই সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

অতএব স্বায়ম্ভুব আগমে চতুর্দ্দশাক্ষরি মন্ত্রের ধ্যানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চার শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অপর ক্রমদীপিকায় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বিধিতে বাসুদেবাদি চতুষ্টয় গোকুলেশ্বরের আবরণ দেবতা বলিয়া সম্মত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাসুদেবাবতার ভ্রম নিরাস ॥ * ॥

নন্থ শ্রৈষ্ঠ্যং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথং।
যদ্‌ব্রহ্ম শ্রীভগবতো রৈক্যমেব প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১ ॥
পুরুষঃ পরমাত্মাচ ব্রহ্মচ জ্ঞানমিত্যপি।
স একো ভগবানেব শাস্ত্রেষু বহুধোচ্যতে ॥ ২ ॥
তথাচ স্কান্দে ॥
ভগবান্ পরমাত্মেতি প্রোচ্যতেঽষ্টাঙ্গযোগিভিঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্ঠৈ র্জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানযোগিভিরিতি ॥ ৩ ॥

কারিকা প্রাপ্তস্য শ্রীমহানারায়ণতঃ শ্রৈষ্ঠ্যোত্তর পক্ষাশ্রয়ত্বাদুদাহরণ পদ্যস্থ কৈমুতিক লব্ধাং ব্রহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতাং নিরূপয়ন্নাহ নন্বিতি যুজ্যতে যুক্তং ভবতি যৎ যস্মাৎ ঐক্যং একত্বং ॥ ১ ॥

তদেবানূদ্য শাস্ত্রার্থং দর্শয়তি পুরুষ ইতি পুরুষঃ প্রকৃতি দ্রষ্টা পরমাত্মা জীবনিয়ন্তা ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্ফোরকত্বং। জ্ঞানং আবিদ্যক জ্ঞানাতিরিক্ত স্বরূপং ॥ ২ ॥

শাস্ত্রমেব ভগবন্তমনূদ্য বিধেয়ানি দর্শয়ন্নাহ তথাচ স্কান্দে ইতি ॥ ৩ ॥

অহে! ব্রহ্ম হইতে মুকুন্দের শ্রেষ্ঠতা কি রূপে যুক্ত হয়, যে হেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ এতদুভয়ে ঐক্যতা প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১ ॥

শাস্ত্র সকলে এক ভগবান্‌কে পুরুষ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও জ্ঞান ইত্যাদি ভেদে বহুধারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

উক্ত বিষয় স্কন্দপুরাণে যথা ॥

অষ্টাঙ্গ যোগি গণ ভগবান্ ও পরমাত্মা, উপনিষন্নিষ্ঠ বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম এবং জ্ঞানযোগি সকল জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৩ ॥

প্রথমেচ ॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং

অথ জ্ঞানমেবানূদ্য ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবতো বিধেয়ত্বেন নির্দ্দেষ্টুং প্রথম স্কন্ধপদ্যং দর্শয়তি বদন্তীতি অত্র দীপিকা নন্বচ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্ম জিজ্ঞা সৈব ধর্ম্ম এবহি তত্ত্বমিতি কেচিত্তত্রাহ বদন্তীতি তত্ত্ববিদস্ত তদেব তত্ত্বং বদন্তি কিং তজ্জ্ঞানং নাম অদ্বয়মিতি ক্ষণিক জ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি নন্ব তত্ত্ববিদো ঽপি বিগীত বচনা এবমেবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরবভিধানাদিত্যাহ ঔপ নিষদৈ ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈ ভগবানিতি অভিধীয়ত ইত্যেষা। নামান্তরৈরভিধানাদিতি বিভূতি তদ্বতোবংশাশিনোশ্চাভেদাদিত্যর্থঃ আহুঃ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে তদেকমেবাখণ্ডানন্দ স্বরূপং তত্ত্বং থূৎ কৃত পারমেষ্ঠ্যাদি কানন্দ সমুদয়ানাং পরম হংসানাং সাধন বশাত্তাদাত্ম্যমাপন্নে সত্যামপি তদীয় স্বরূপ শক্তি বৈচিত্র্যাং তদ্গ্রহণাসমর্থে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্বা তদ্বদেবাবিতিরিক্ত শক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্য মানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। তদেব তত্ত্বং স্বরূপ ভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তৃ পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয় রূপং তদনুভবানন্দ সন্দোহান্তর্ভাবিত তাদৃশ ব্রহ্মানন্দানাং ভাগবত পরমহংসানাং তথানুভবৈক সাধকতম তদীয় স্বরূপানন্দ শক্তি বিশেষাত্মক ভক্তি ভাবিতেষ্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্বা তদ্বদেব বিবিক্ত তাদৃশ শক্তি শক্তিমতা বিভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবা নিতি শব্দ্যত ইতি শ্রীজীবগোস্বামী চরণাঃ। অত্রাপি ত এব তথা বিধ এব ভগবদ্রূপ পূর্ণাবির্ভাবং তত্ত্বং পূর্ণবজ্জীবাদি নিয়ন্তৃত্বেন স্ফুরদ্বা প্রতিপাদ্য

যথা প্রথম স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বের অনেক নাম যথা। বেদ ব্যবসায়িরা তাঁহাকে ব্রহ্ম এবং

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি ॥৭
সত্যমুক্তং শৃণু তত স্তৃতীয়স্কন্ধ কীর্ত্তিং ॥ ৪ ॥
যথা ॥
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্ দ্বারৈ রর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।

মানং বা পরমাত্মতেতি শব্দ্যত ইত্যাহুঃ ॥ ৪ ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তি লক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ইতি তত্রত্য পূর্ব্বপদ্যে জ্ঞান যোগেন ভক্তিযোগবদ্ভা ভগবানেব প্রাপ্যস্তে ইতি নির্ণীয় সম্যঙ্ নির্দ্ধারয়িতু মাহ শ্রীকপিলদেবঃ অথেতি অত্র দীপিকা নমু জ্ঞান যোগস্যাত্ম লাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে ভক্তিযোগস্যতু ভজনীয়েশ্বর প্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি যথা বহূনাং রূপ রসাদিনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদ প্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈ র্নানা প্রতীয়তে চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসনেন মধুরঃ স্পর্শেন শীত ইত্যাদি তথা

হিরণ্যগর্ভোপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥

অহে। সত্য বলিয়াছ, অতএব তৃতীয় স্কন্ধে যাহা বলিয়াছেন বলি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

যথা তৃতীয়ে ৩২ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! শাস্ত্রে জ্ঞান যোগের ফল আত্মালাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বর প্রাপ্তি অবগত হইয়া এমত মনে করিবেন না যে ঐ দুইয়ের এক প্রয়োজন, যেমন বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি এক বিষয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়-

একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিরিতি ॥ ৫ ॥

তত্র কারিকাঃ ॥

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেবং স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥

যথা রূপ রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে।

জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।

ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যত ইত্যেষা। অত্র শ্রীভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ সর্ব্বাংশ প্রত্যাযকত্বাদ্ভক্তি যোগশ্চ স্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥

এতৎ পরিপাটীমাহ অত্র কারিকা ইতি ॥ ৬ ॥

মান হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুত এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বর্ত্ম দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন ॥ ৫ ॥

এই বিষয়ে কারিকা যথা ॥

ভগবানেতে ভূরি ভূরি তৎ তৎ স্বরূপ বিদ্যমান আছে, উপাসনার অনুসারে উপাসকে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন ক্ষীরাদি সর্ব্বদা রূপ রস প্রভৃতি অনেক গুণের আশ্রয় হইলেও, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা এক অর্থই বহুধা রূপে পরিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা শুক্লবর্ণ ও জিহ্বা দ্বারা মধুর স্বাদ অনুভব হয়, তদ্রূপ উপাসনার ভেদে ভগবান্ এক হইয়াও, বহু রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।

অপর যেমন জিহ্বা দ্বারাই মাধুর্য্যানুভব হয়, অন্য ইন্দ্রিয়

যথাচ চক্ষুরাদীনি গৃহ্নন্ত্যর্থং নিজং নিজং।
তথাহন্যা বাহ্য করণ স্থানীয়োপাসনা হ্যখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃ স্থানীয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থলাভতঃ।
ইতি প্রবর শাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদি গুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥ ৬ ॥
তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।

অত্র দীপিকা এবং তাবৎ সগুণনির্গুণযো রুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমিতি কথা শ্রবণাদিনৈব তৎপ্রাপ্তি র্নান্যথেত্যুক্তং ইদানীং যদ্যভয়ো রবিশেষেণ তথাপি গুণাতীতস্য জ্ঞানং কথঞ্চিদ্ভবেৎ নতু সগুণস্য অচিন্ত্যানন্ত গুণত্বাদিতি স্তৌতি শ্লোকদ্বয়েন তথাপীতি হে ভূমন অপরিচ্ছিন্ন অগুণস্য তে মহিমা অমলাত্মভিঃ প্রত্যাহৃতৈ রিন্দ্রিয়ৈর্বিবোদ্ধুং বোধগোচরী ভবিতুং অর্হতি

দ্বারা হয় না, আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ অন্য উপাসনা সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় স্থানীয় কিন্তু ভক্তিই চিত্ত স্থানীয়, এতদ্দ্বারা তৎ সমুদায় অর্থ লভ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রধান প্রধান শাস্ত্র সকলে ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্য বশতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তথাচ শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ৬। ৭ শ্লোকে ॥

হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও সগুণ নির্গুণ উভয়ই অবিশেষে দুর্জ্ঞেয়, তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিমা সহজে জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যে হেতু আত্মাকারান্তঃ

অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্য বোধ্যাত্ম তয়া নচান্যথা।
গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য।

যোগ্যো ভবতি। অথবা বিবোদ্ধুং জ্ঞাতুমর্হতি অর্হতে শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা মহিমেতি মহিমানং কশ্চিদ্বোদ্ধুমর্হতীত্যর্থঃ কথং স্বানুভবাৎ আত্মাকারান্তকরণ সাক্ষাৎকারাৎ, নন্বন্তঃকরণমপি সবিকারমেব বিষয়ী করোতীতি কথমাত্মাকারতা ভবেত্যত আহ অবিক্রিয়াদিতি বিক্রিয়া বিশেষাকারস্তদ্রহিতাৎ বিশেষ পরিত্যাগ এবাত্মাকারতেত্যর্থঃ। নন্বন্তঃকরণ সাক্ষাৎকার বিষয়ত্বে অনাত্মত্ব প্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ অরূপত ইতি রূপং বিষয়ঃ অবিষয়াৎ বৃত্তি বিষয়ত্বেবাত্মনো ন ফল বিষয়ত্বং অতো নায়ং দোষ ইতি ভাবঃ কথং তর্হি স্ফূর্তিঃ অনন্য বোধ্যাত্ম তয়া স্বপ্রকাশিতত্বেনৈব নত্বন্যথা ইদং তদিতি বিষয়ত্বেনেত্যর্থঃ। অথবা মা সম্পত্তোহস্যঙ্গা লক্ষ্মীরপি।

করণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বিশেষাকার রহিত হওয়াতে ঐ আত্মকারতা অসম্ভব নহে। পরন্তু যদিও অন্তঃকরণ সাক্ষাৎ কারের বিষয়, তথাপি ফল বিষয় না হওয়াতে অনাত্মত্ব প্রসক্তি নাই। প্রভো! স্ব প্রকাশকত্ব হেতু উহার স্ফূর্তি হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে তাহা হইত না॥

হে দেব! আপনি এই বিশ্বের হিতার্থ গুণাবিষ্কার পুরঃসর অবতীর্ণ এবং গুণ সকলের অধিষ্ঠাতা, আপনার গুণের বিশেষ বিবরণ দূরে থাকুক, "তাহা এতাবৎ" বলিয়া গণনা

কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ
ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাস ইতি॥ ৭॥
ননু প্রাকৃত রূপত্বান্মৃগতৃষ্ণোপমাজুষাং।
গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা॥ ৮॥

অগুণস্য তে মহি মহিমানং অমলৈ রন্তর্বৃত্তিভি রিন্দ্রিয়ৈরপি তথা যাদৃগ্বস্তুতঃ তেন রূপেণ বিবোদ্ধুং কিমর্হতি নার্হতোবেত্যর্থঃ। কথং তর্হ্যতি তদাহ স্বানুভবাদিত্যাদিনা উক্তাদ্যমেবৈতৎ। গুণাত্মনঃ গুণানা মাত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুঃ তে তব পুনর্গুণান্ বিমাতু' এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি কে ঈশিরে সমর্থা বভূবুঃ দূরতস্তদ্বিশেষ বার্ত্তা। কথম্ভূতস্য তব অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুধা গুণাবিষ্কারেণাবতীর্ণস্য। ননু কালেন নিপুণৈঃ কিমশক্যমত আহ কালেনেতি বাশব্দো বিতর্কে সুকল্পৈ রতি নিপুণৈঃ বহু জন্ম কালেন ভূপরমাণবো বিমিতাঃ বিশেষেণ গণিতা ভবেযুঃ তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি তথা দ্যুভাসঃ। দিবি নক্ষত্রাদি কিরণ পরমাণবোঽপীত্যেষা প্রকৃত গ্রন্থসঙ্গত্যা বিলিখিতা তোষণী ব্যাখ্যা সাত্বত মত সম্মতা প্রস্তুত মত বিঘটিকা ইতোঽত্র ন লিখিতা॥ ৭॥

মৃগতৃষ্ণোপমাযুষাং মৃগতৃষ্ণা সাদৃশ্য ভাজাং॥ ৮॥

করিতেও কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেক? ভগবন্! যে সকল নিপুণ ব্যক্তি কর্তৃক বহু জন্ম ও বহু কালে ভূমির পরমাণু ও আকাশের হিমকণা এবং স্বর্গস্থ নক্ষত্রাদির কিরণ পরমাণুও পরিগণিত হয়, তাহারাও আপনার গুণ গণনায় সমর্থ নহে॥৭

অহে! যখন প্রাকৃত রূপ হেতু মৃগতৃষ্ণা সাদৃশ্য ভজনাকারি গুণ সকলের গণনা হয় না, তখন এখানে আশ্চর্য্য কি?॥ ৮

নৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে।
তেষাং স্বরূপ ভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেবহি ॥ ৯ ॥
তথাহি ব্রহ্মতর্কে ॥
গুণৈঃ স্বরূপ ভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।
ন বিষ্ণো র্নচ মুক্তানাং কাপি ভিন্নো গুণো মতঃ ॥ ১০ ॥
বিষ্ণুপুরাণেচ ॥
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্রচ প্রাকৃতা গুণাঃ।

সিদ্ধান্তমাহ নৈবমিতি স্বরূপ ভূতত্বাৎ তৎ স্বরূপ রূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

বিষ্ণোর্গুণো বিষ্ণুনা ন ভিন্নো মুক্তানান্তু গুণো মুক্তৈর্ন ভিন্নো মতঃ তত্তৎ স্বরূপত এব তত্তদ্‌গুণা ইত্যর্থঃ পদি ন্যায়েন সম্বন্ধি পদাক্ষেপাৎ। স্থান দ্বয়ে নঞ তাদৃশ তাৎপর্য্যকত্বাচ্চ তদেবং পূর্ব্বং তদৈশ্বর্য্যাদীনাং গুণানাং স্বরূপ মূলত্বং সাধিতং। তচ্চ তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মত্বাদ্যুক্তং। যথা জ্যোতিরন্তরঙ্গ ধর্ম্মাণাং তদীয় শুক্লাদি গুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব ন তম আদি রূপত্বং তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

এরূপ আশঙ্কা করিও না সিদ্ধান্ত বলি শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকলে প্রাকৃতত্ব নাই, তৎ স্বরূপ প্রযুক্ত সেই সকল গুণের সুখ রূপত্বই হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

যথা ব্রহ্মতর্কে ॥

স্বরূপ ভূত গুণ সকল দ্বারা ঈশ্বর হরি গুণবান্ হইয়া থাকেন, একারণ বিষ্ণু ও মুক্ত ব্যক্তিদিগের গুণ কখন ভিন্ন হয় না, তত্তৎ স্বরূপই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ সকল অবস্থিতি করে না,

স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ ১১ ॥
তথা তত্রৈব ॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ ১২ ॥
পাদ্মেচ ॥
যো হসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।

স ঈশঃ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং। শক্তিরিন্দ্রিয়াণাং পাটবতা। বলং শরীরস্য পাঠবতা। ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ব বশীকারিত্বং। বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামস্ত্যেনেত্যর্থঃ। ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি ভগবতো বিশেষণান্যেবৈতানি নতূপলক্ষণানীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যোহসৌ জগদীশ্বরঃ শাস্ত্রেষু শ্রুতি স্মৃত্যাদিষু নির্গুণ উক্তঃ ইতি এতৎ উদিতং প্রাকৃতৈর্গুণহীনত্বং রহিতত্বমুচ্যত ইত্যন্বয়ঃ যদ্বা যো জগদীশ্বরো

সেই পুরুষ সমুদায় শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ অতএব তিনি প্রসন্ন হউন ॥ ১১ ॥

পুনরায় বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ ইত্যাদি সকল হেয় গুণাদি ব্যতিরেকে ভগবৎ শব্দের বিশেষণ জানিতে হইবেক ॥ ১২ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র সকলে যে এই জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই প্রাকৃত হেয় গুণ সকলে

প্রাকৃতৈর্হেয় সংযুক্তৈ গুর্ণৈহীনত্বমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীপ্রথমেচ ॥

ইমে চান্যেচ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।

প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভি র্ন বিয়ন্তিস্ম কর্হিচিদিতি ॥ ১৪ ॥

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।

বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দ ঘনাকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥

ভবতি অসৌ স শ্রুত্যাদিষু নির্গুণ উক্তঃ ইত্যন্বয়ঃ নন্থ কিন্তাবন্নির্গুণত্বমিত্য পেক্ষায়ামাহ প্রাকৃতৈরিতি। গুণৈর্হীনঃ স উচ্যতে ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩ ॥

ইমেচেত্যত্র টীকা এতে একোন চত্বারিংশৎ অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো নিত্যাঃ সহজা নবিয়ন্তি নক্ষীয়ন্তে স্মেত্যেষা। ইমে পূর্ব্বোক্তাঃ সত্যাদয়োঽনহঙ্কৃত্যন্তা এক চত্বারিংশদ্ গুণা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অত এভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

বিরহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

প্রথম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

পৃথিবী ধর্ম্মকে কহিলেন হে ভগবন্! এই এক চত্বারিংশৎ গুণ এবং ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্ব ইত্যাদি মহৎ মহৎ গুণ যাঁহাতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, যে সকল ব্যক্তি মহত্ব ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সকল গুণেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

অতএব এই সকল প্রমাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিযুতাযুত অর্থাৎ অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট এবং ইনি মহাশক্তি ও পূর্ণ আনন্দ ঘনমূর্ত্তি স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকং ।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভোপমং ॥ ১৬ ॥
তথাচ শ্রীগীতাসু ॥
যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৭ ॥

তদ্ব্রহ্ম অস্য সূর্য্যোপমস্য প্রভোপমং কথ্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যোমামিতি অব্যভিচারেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রিতেন ভক্তিযোগেন প্রেম্না যো মাং সেবতে ভজতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগুল্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মভূয়ায় নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বং প্রাপ্তুং কল্পতে যোগ্যো ভবতি তুমর্থাৎ কর্ম্মণ ইতি চতুর্থী সংশয় চ্ছেদনী কৃতস্য ব্রহ্মভূয়ায় হিরণ্যগর্ভত্বায়েত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যং গুণমার্গোপাসকানা মর্চ্চিরাদিমার্গেণ তৎপ্রাপ্তের্বেদান্তাদি সিদ্ধেঃ ॥ ১৭ ।

অপর ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহেন, ব্রহ্মের কোন বিশেষণ নাই, তিনি অবিশেষ এবং শরীর শূন্য, অতএব সূর্য্য ও প্রভা, এই দুইয়ের যদ্রূপ প্রভেদ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ও ব্রহ্মে উপমা জানিবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য স্থানীয় এবং ব্রহ্ম প্রভা স্থানীয়, এই মাত্র ভেদ ॥ ১৬ ॥

এই রূপ ভগবদ্গীতায় বচন সকল আছে যথা ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি অমিশ্রিত ভক্তি যোগ অর্থাৎ প্রেম ভক্তি দ্বারা আমাকে সেবা করে, সে এই সমুদায় গুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম যে আমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে যোগ্য হয় ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।

নমু ত্বদ্ভক্ত্যা কথমেতান্ তরতীত্যাহ ব্রহ্মণোহীতি বিবৃতমেতৎ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে হি যস্মাৎ ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরম প্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াঙ্গত্বেন দর্শিতং তস্য পুচ্ছত্ব রূপিতঃ ব্রহ্মণঃ আনন্দময়োঽভ্যাসাদিতি সূত্রকার সম্মত পরব্রহ্ম ভাব আনন্দময়াখ্যঃ প্রচুর প্রকাশো রবিরিতিবৎ প্রচুর আনন্দ রূপঃ শ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা যদ্যপি ব্রহ্মণো মমচ ন ভিন্ন বস্তুত্বং তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈবোদিতৈঃ ময়ি প্রতিষ্ঠাস্ত পরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ স্বরূপ শক্তি প্রকাশেনৈব স্বরূপ প্রকাশ্যাধিক্যার্হত্বাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎ প্রকাশ শ্রবণাৎ। অত একস্যাপি বস্তু নস্তথা প্রকাশভেদো রজনী খণ্ডিনে জ্যোতিষো মার্ত্তণ্ডস্য মণ্ডলস্তদ্দাভক্তি স্তেদবদুৎ প্রেক্ষ্যঃ। অতো ব্রহ্ম প্রকাশস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোত্যতীর্থঃ। অত্র শ্রীবিষ্ণু পুরাণমপি সংপ্রবদতে। সুখাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তথাত্রাপি শ্রীস্বামিভিঃ। সর্ব্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা তদুক্তং শ্রীভগবতা ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি। অত্রচ তৈ র্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ ইতি অত্র চি প্রত্যয়স্ত তত্তদুপাসক হৃদি তৎ প্রকাশস্যাভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যত ইতীত্থমেব অত্রৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসর কল্পিতা মতু তৎকৃতা। অসম্বদ্ধত্বাৎ নহি নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি নচ তৎ প্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ। নচামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদ্যনন্তর পাদত্রয়োক্তা নাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে ন বা শ্রুতিশৈলী বিষ্ণুপুরাণয়োঃ সম্বাদি তাস্তি তস্মান্ন সাদরণীয়া যদি স্বাদরণীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয় ইতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামি চরণৈঃ। শ্রুতি শৌলীতু স বা এষ পুরুষো হন্ন রস

যদি এরূপ আশঙ্কা কর তোমার ভক্তি দ্বারা কি রূপে এই সকল গুণ অতীত হইবে, তাহার সিদ্ধান্ত এই আমি যখন

শাশ্বতস্যচ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্যচেতি ॥ ১৮ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥ ১৯ ॥

স ব্রহ্মভাবমাসাদ্য লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্।

মমানন্দ ঘনং প্রেম্না ভজেদিত্যয়মাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলং।

কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিশেষেণাপি লভ্যতে ॥ ২১ ॥

ময় ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তরঙ্গৈকৈকাত্ম কথনান্তে ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবীপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যেষা। অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইত্যেষাচ বিষ্ণুপুরাণং তাবৎ স ব্রহ্ম পারঃ পর পার ভূত ইত্যেতৎ শুভাশ্রয়ঃ। সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইত্যেতচ্চ ॥ ১৮ ॥

অত্র অনয়োঃ ॥ ১৯ ॥

প্রেম্নেতি ভক্তিযোগেনেত্যস্য বিবৃতিঃ ॥ ২০ ॥

যৎ যস্মাৎ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মের, নিত্য মুক্তির, শাশ্বত ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়, তখন আমার ভক্তি দ্বারাই গুণ সকল হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ে কারিকা সকল যথা। ॥ ১৯ ॥

"যোমামব্যভিচারেণেতি" এই শ্লোকের বৃত্তি এই যে সেই জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ লীলাবিগ্রহ আশ্রয় করিয়া আমি যে আনন্দঘন আমাকে প্রেম সহকারে ভজন করিবে, এই অভি প্রায় ॥ ২০ ॥

অব্যভিচারিণী ভক্তির প্রেম সেবাই ফল, যেহেতু কেবল শত্রুভাব দ্বারাই ব্রহ্ম ভাব লাভ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

নন্বু তে যাদবস্যাস্য ভজনাদ্ব্রহ্মতা কথং।
ইত্যাহ ব্রহ্মণোহীতি হি যতোহহং পুরস্তব।
স্থিতোহয়ং বিবিধানন্দ পূর্ণচিদ্ঘন বিগ্রহঃ॥ ২২॥
ব্রহ্মণশ্চিৎ স্বরূপস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ।
রবিস্তেজো ঘনাকারঃ করৌঘস্য যথা ভবেৎ॥ ২৩॥
অমৃতেনাব্যয়েনেহ নিত্য মুক্তিরুদীর্য্যতে।
শাশ্বতেন তু ধর্ম্মেণ ভগবদ্ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ২৪॥
ঐকান্তিক সুখেনাত্র প্রেম ভক্তিরসোৎসবঃ।

দ্বিতীয় পদ্যং ব্যাচষ্টে নন্বিতি অয়মহং তব পুরঃস্থিতঃ॥ ২২॥
করৌঘস্য কিরণ সমূহস্য যথা পরমাশ্রয়ো ভবেৎ॥ ২৩॥
ইহ পদ্যে॥ ২৪॥

যদি বল তুমি যাদব, তোমার ভজন হেতু কি রূপে ব্রহ্মতা লাভ হইবে। ইহার উত্তর এই "ব্রহ্মণোহীতি" হি শব্দের অর্থ যতঃ অর্থাৎ যে হেতু, অহং শব্দের অর্থ আমি তোমার অগ্রবর্ত্তি এই বিবিধ আনন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞানঘন মূর্ত্তি রূপে অবস্থিত॥ ২২॥

আমি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়, যেমন তেজোঘন সূর্য্য কিরণ সমূহের আশ্রয় হয়েন, তদ্রূপ॥ ২৩॥

উক্ত পদ্যে অব্যয় ও অমৃত পদে নিত্য মুক্তি এবং শাশ্বত ধর্ম্মপদে ভগবদ্ধর্ম্ম বলা যায়॥ ২৪॥

ঐকান্তিক সুখ এই পদে প্রেমভক্তি রসের উৎসব

যেন মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারো বিধীয়তে ॥ ২৫
কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
যেন প্রেমভক্তিরসোৎসবেন ॥ ২৫ ॥

যস্য গোবিন্দস্য প্রভা কান্তিঃ তদ্ব্রহ্ম তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ। অত্র প্রভা মনুদ্য ব্রহ্মণো বিধেয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ তস্যচ তদ্বিভূতিত্বেন পর্য্যবসানতেত্যাহ অশেষা বসুধাদ্যা যা বিভূতয়স্তাভির্ভিন্নং ভেদং প্রাপ্তং যৎ বিভূত্যন্তঃ পাতাপি ধরাদ্যাভিঃ সহ ভিন্নমিত্যর্থঃ। যদুক্তমেকাদশে বিভূতি প্রসঙ্গ এব। পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতি রহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিতি। টীকাচ পরং ব্রহ্মচেত্যেষা। পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদ্গুণ পাতিত্বেন শ্রূয়তে এষ স্ত্রোষ পুরুষ এব প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ লোকএষ আলোকো যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽস্তঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপ ইতি অতএবাবিগীত শিষ্টৈরপ্যুক্তং যদণ্ড মণ্ডান্তর গোচরঞ্চ যদ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানিচ। গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইতি ॥ ২৬ ॥

বুঝায়, ইহা দ্বারা মোক্ষ সুখও তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অপর ব্রহ্মসংহিতায় যথা ॥

যে প্রভাব শালি গোবিন্দের প্রভা অর্থাৎ স্বীয় কান্তি স্বরূপ অপরিসীম নিষ্কল ও অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলে পৃথিবী বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি বিভূতির সহিত ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই গোবিন্দ আদি

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ২৬ ॥
তত্র কারিকে ॥
নিষ্কলাদি স্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদ কোটিষু।
বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতং ॥ ২৭ ॥
সদা প্রভাব যুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ।

উপাগতং প্রাপ্তং কর্ত্তরি ক্তঃ ॥ ২৭ ॥

যস্য গোবিন্দস্য। প্রকরণেঽস্মিন্নেতদুক্তং ভবতি যদ্যপ্যেক রূপেঽপি বস্তুনি স্বগত নানা বিশেষো বিদ্যতে তথাপি তাদৃশ শক্তি যুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্তৎ সর্ব্ব বিশেষ গ্রহণে নিমিত্ততা দৃশ্যতে নত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য্য মণ্ডলং প্রকাশ মাত্রত্বেন গৃহ্লাতি দিব্যাতু প্রকাশ মাত্র স্বরূপত্বেপি তদন্তর্গত দিব্য সভাদিকং গৃহ্লাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্ত্বেন তয়ৈব সম্যক্ত্বং দৃশ্যতে তচ্চ ভগবানেবেতি তয়ৈব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্য স্বসাম্যক্ত্বেন দর্শিতত্বাৎ তেন সম্যগেব তৎ দৃশ্যতে। তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্যা সম্যগ্রূপত্বং তত্রচ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণৈকাকারস্য জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবান্তর্ভেদ পর্য্যালোচনেষসামর্থ্যাদ্বহিরেবা বস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভব সিদ্ধ নানা প্রকাশ বৈচিত্রেঽপি স্ব প্রকাশ লক্ষণ পরতত্ত্বে প্রকাশ সামান্য মাত্রং যদা গৃহ্যতে তত্তস্য প্রভারূপত্বে নৈবোৎপ্রেক্ষ্যতে স্তস্তশ্চাঘনত্বমংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্য তস্মাদ

পুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ২৬ ॥

এই স্থলে দুইটী কারিকা যথা ॥

নিষ্কলাদি স্বরূপ প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তিনি অর্ব্বুদ কোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলে পৃথিবী প্রভৃতি বিভূতির সহিত ভিন্ন অর্থাৎ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭ ॥

যিনি সর্ব্বদা প্রভাব যুক্ত, যাঁহার প্রভা অর্থাৎ কান্তি

তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থ স্ফুটীকৃতঃ ॥ ২৮ ॥
নন্মু ভোস্তব ভাবোঽয়ং জ্ঞাত এব ময়া ধ্রুবং।
পরব্যোমপতেঃ শৌরিরবতার স্তুয়োচ্যতে ॥ ২৯ ॥
জন্মাদি লীলা প্রাকট্যাদবতার তয়াপ্যসৌ।
প্রোক্তো বিলাস এব স্যাৎ সর্ব্বোৎকর্ষাতিভূমতঃ ॥ ৩০ ॥
যঃ পরব্যোমনাথঃ স্যাদসমানোর্দ্ধ বৈভবঃ।

খণ্ডতত্ত্ব রূপো ভগবান্ সামান্যাকার স্ব স্ফূর্ত্তি লক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকরস্থ ব্রহ্মণোপ্যা শ্রয়ঃ ইতি যুক্তমেব অন্যৎ বুভুৎসা চেৎ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥ ২৮ ॥

অথাদি নারায়ণতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমস্য দর্শয়ন্ সংহার প্রতিহার মূলাং প্রক্রিয়া মারভতে নন্বিতি শ্রীপরব্যোমপতেঃ শ্রীমহানারায়ণস্য ॥ ২৯ ॥

অসৌ শৌরির্বিলাসঃ প্রোক্ত এব স্যান্নভবেদিত্যর্থঃ তত্রাশংসায়াং লিঙ্ ॥ ৩০

ভজ্জয়ান্ নায়কোৎকর্ষ ইতি রীতিং দর্শয়ন্নাহ য ইতি স্বনাস্মীয়ং অসাধারণ

স্বরূপ ব্রহ্ম সেই গোবিন্দকে ভজনা করি, ব্রহ্মসংহিতোক্ত পদ্যের এই অর্থ স্পষ্টীকৃত হইল ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে সংহারের দ্বার স্বরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া কহিলেন, যদি বল, অহে! আমি নিশ্চয় রূপে তোমার অভিপ্রায় জানিলাম, তুমি পরম ব্যোমপতি মহানারায়ণের অবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিলা ॥ ২৯ ॥

অপর জন্মাদি লীলা প্রকটন প্রযুক্ত অবতার হইলেও এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরব্যোমনাথের বিলাস মূর্ত্তি রূপে কথিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

কারণ যিনি অসমানোর্দ্ধ বৈভব অর্থাৎ যাঁহার তুল্য বা

শ্রুতি স্মৃতি মহাতন্ত্র বর্ণিতোৎকর্ষ সৌষ্ঠবঃ।
লোকসৃষ্টেঃ পুরা ব্রাহ্মে কল্পে যঃ পরমেষ্ঠিনে।
মহাবৈকুণ্ঠ লোকস্থং স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ ॥ ৩১ ॥
তথাহি দ্বিতীস্কন্ধে ॥
তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরং।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং ॥ ৩২ ॥

মিতি বা ॥ ৩১ ॥

তস্মা ইত্যত্র টীকা তস্মৈ ব্রহ্মণে স্বলোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং শ্রেষ্ঠং ন যৎ পরং যতঃ পরমুৎকৃষ্টমন্যন্নাস্তি তমেবং লোকমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো যস্মাৎ স্বদৃষ্ট বদ্ভিঃ সৎপুণ্যবদ্ভিঃ। যস্য স্বস্য দৃষ্টং দর্শনমস্তি যেষাং আত্মবদ্ভি রিত্যর্থ ইত্যেষা। পুরুষৈরিত্যত্র বিবুধৈরিতি পাঠঃ শ্রীচিৎসুখ সম্মতঃ ॥ ৩২ ॥

অধিক ঐশ্বর্য্য শালী কেহ নাই, শ্রুতি স্মৃতি মহাতন্ত্রে যাঁহার উৎকর্ষাতিশয় বর্ণন করিতেছেন, সেই পরব্যোমনাথ মহানারায়ণ লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠস্থ আপনার স্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোক হইতে ১৬ শ্লোক পর্য্যন্ত ॥

ব্রহ্মার তপস্যায় ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করাইলেন। ঐ লোকে ক্লেশ বা মোহ বা ভয়ের লেশ মাত্র নাই, পুণ্যবান্

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্র লোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।

প্রবর্ত্তত ইত্যত্র টীকা তাভ্যাং মিশ্রং সত্বঞ্চ ন প্রবর্ত্ততে। শুদ্ধমেব সত্বং কালবিক্রমো নাশঃ অপরে রাগ লোভাদয়ঃ ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যং অনুব্রতা পার্ষদা ইতেষা ॥ ৩৩ ॥

শ্যামেত্যত্র টীকা শ্যামাশ্চ অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ পদ্মনেত্রাঃ পীতাম্বরাঃ সুরুচঃ অতিকমনীয়াঃ সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ উন্মীষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণি প্রবেকা

লোকেরা সর্ব্বদাই তাহার প্রসংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩২॥

অপর সে স্থানে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণে মিশ্রিত সত্বও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সেখানে কালের বিক্রম অর্থাৎ কাল কৃত বিনাশও হয় না। অধিক কি বলিব মায়াও সে স্থানে স্থান প্রাপ্ত হয় না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোহাদির কথা বক্তব্য কি? অর্থাৎ সে সকলের থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব তত্রস্থ ভগবৎ পারিষদ্ গণকে সুর এবং অসুর সকলে নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

উক্ত বৈকুণ্ঠ ধামে যে সকল পরিষদ্ গণ আছেন, তাঁহাদের শোভার কথা কি বলিব! তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, চক্ষুঃ পদ্ম সন্নিভ, পীতাম্বর পরিধান, অতি কমনীয়, ও

সর্ব্বে চতুর্বাহব উন্মিষণ্মণি
প্রবেক নিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবাল বৈদুর্য্য মৃণাল বর্চ্চসঃ
পরিস্ফুরৎ কুণ্ডল মৌলি মালিনঃ॥ ৩৪॥
ভ্রাজিষ্ণুভি র্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানা বলিভি র্মহাত্মনাং।
বিরোচমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ

মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকাখ্যাভরণানি যেষাং তে সুবর্চ্চসঃ অতি তেজস্বিনঃ। প্রবলাদিবদ্বর্চ্চো বর্ণো যেষাং তে পরিস্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলয়ো সন্তি যেষামিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

ভ্রাজিষ্ণুভিরিত্যত্র টীকা পার্ষদাননুবর্ণ্য পুনরপি লোকং বর্ণয়তি ভ্রাজিষ্ণুভিঃ দেদীপ্যমানাভিঃ প্রমাদোত্তমানাং দিবঃ কান্তয়ঃ তাভির্দ্যোতমানঃ সহ বিদ্যুদ্ভির্বর্ত্তমানাঃ সবিদ্যুতস্তাভিরভ্রাবলিভিঃ তত্র বিদ্যুত ইব স্ত্রিয়ঃ অবভ্র

সুকুমার আকার, সকলেই চতুর্ব্বাহু ধারী, সকলেরই বক্ষঃ স্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণি যুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী। অপর তাঁহাদিগের কান্তি প্রবাল, বৈদুর্য্য ও মৃণালের তুল্য, আর তাঁহারা সকলেই দীপ্তি শালি কুণ্ডল, কিরীট ও মালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ৩৪॥

অপর ঐ লোকের চারিদিকে মহাত্মাদিগের বিমান শ্রেণি দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়া থাকে, আর দিব্যাঙ্গনা গণের রূপ লাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান হয়, ফলতঃ বিদ্যুৎ সহ মেঘশ্রেণি গগন মণ্ডলে উদিত হইলে তাহার যদ্রূপ শোভা হয় ঐ লোক সতত

সবিদ্যুদভ্রা বলিভির্যথা নভঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায় পাদয়োঃ
করোতি মানং সহসা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ৩৬ ॥
দদর্শ তত্রাখিল সাত্বতাং পতিং

পঙ্‌ক্তয় ইব বিমানানি নভ ইব লোক ইত্যেষা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরিত্যত্র টীকা শ্রীঃ সম্পৎ রূপিণী মূর্ত্তিমতী মানং পূজাং বিভূতিভিঃ নানা বিভবৈঃ প্রেঙ্খং আন্দোলং শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তঃ তস্যানুগা ভ্রমরাঃ তৈ র্বিবিধ গীয়মানা স্বয়ন্তু প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্মগায়তী ভবতীত্যেষা ॥ ৩৬ ॥

দদর্শেত্যত্র টীকা য এবম্ভূতো লোকঃ তত্র তস্মিন্ ইত্যেষা। শোভনা যে পার্ষদা স্তেষামগ্র্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ স্বপার্ষদাগ্রৈরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ঈশ্বরং দদর্শেতি বক্ষ্যমাণেনান্বয়ঃ। তং কীদৃশং সাত্বতাং পতিমিত্যাদিভির্বিশেষণৈর্যুক্তং তত্র

তদ্রূপ বিরাজমান ॥ ৩৫ ॥

ঐ স্থানে সম্পত্তি রূপিণী শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভব দ্বারা ভগবানের চরণ দ্বয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানা প্রকারে গুণ গান করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে পরন্তু তিনি স্বয়ং স্বীয় প্রিয় হরির কীর্ত্তি গান করণে ক্ষণ কালের জন্য ক্ষান্ত ন হেন ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্ত রূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ষদ গণ কর্ত্তৃক চারিদিকে

শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং।
সুনন্দ নন্দ প্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুং ॥
ভৃত্য প্রসাদাভিমুখং দৃগাবং
প্রসন্নহাসারুণ লোচনাননং।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥
অধ্যার্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং

টীকা ভৃত্যানাং প্রসাদেঽভিমুখঃ দৃগেবাসব ইব দৃষ্টৃণাং হর্ষকরী যস্য তং প্রসন্ন হাসারুণ লোচনঞ্চ আননং যস্য বক্ষসি স্থিতয়াচ শ্রিয়া লক্ষিতমিত্যর্থঃ। অধ্যার্হণীয়ং বরিষ্ঠং সিংহাসনং চতস্রঃ প্রকৃতি পুরুষমহদহঙ্কৃতি রূপাঃ। ষোড়শ একাদশেন্দ্রিয় মহাভূতাখ্যাঃ পঞ্চ তন্মাত্র রূপা যা শক্তয় স্তাভির্বৃতং স্বৈর্ভগৈঃ

বেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি এবং সমস্ত জগতের পতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন ॥

তিনি ভৃত্য বর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অভিমুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন হর্ষকর আসব তুল্য দেখাইতেছে, অপর তদীয় বদন সাহাস্য, লোচন অরুণ বর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং পীত বসন পরিধান, আর বক্ষঃ স্থল লক্ষ্মী দ্বারা অলঙ্কৃত আছে এবং স্বয়ং চতুর্ভুজ হইয়া বসিয়া আছেন ॥

অপর তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার এই চারি, তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং

বৃতং চতুঃ ষোড়শ পঞ্চ শক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরং ॥ ৩৭ ॥
অত্র কারিকাঃ ॥
যদ্যতঃ পরমুৎকৃষ্টং পদমন্যন্নহি ক্বচিৎ।
সংক্লেশাঃ পঞ্চাবিদ্যাদ্যা বিমোহো নির্ব্বিবেকতা ॥
সাধ্বসং পাততো ভীতির্নসন্ত্যেতানি যত্র তং।

স্বাভাবিকৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকৈঃ অসাধারণৈ রিত্যর্থঃ। এবং সত্যপি সএব ধামন্ স্ব স্বরূপ এব রমমাণমত এবমীশ্বর মিত্যেষা। অতএব এতৈর্বিশেষণৈরিত্যর্থঃ প্রকৃতার্থাবগমকঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মা ইতি পদ্যং ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাং যদিতি। পঞ্চাবিদ্যাদ্যা ইতি আদিনা

পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরিবৃত। আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন পরন্তু এবম্প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন অতএব স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন ॥ ৩৭

উক্ত বিষয়ের কারিকা সকল যথা ॥

"তস্মৈ স্বলোকং" এই পদ্যের কারিকা এই যে, যৎ এই শব্দের অর্থ যাহা হইতে, পর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ যাহা হইতে উৎকৃষ্ট স্থান অন্য কুত্রাপি নাই সংক্লেশ শব্দে পঞ্চ অবিদ্যাদি, বিমোহ শব্দে নির্ব্বিবেকতা, সাধ্বস শব্দে পাত হইতে ভয়, এই সকল যে স্থানে নাই। স্বদৃষ্ট শব্দের অর্থ আত্মার সাক্ষাৎ কার অর্থাৎ যাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎ কার

স্বদৃষ্টমাত্মনঃ সাক্ষাৎকার স্তৎবস্তিরীড়িতং ॥ ৩৮ ॥
রজস্তমশ্চ নো যত্র সত্ত্বং সঞ্জ্যক্ তয়ো র্ন চ।
গুণা যত্র প্রকৃতিজা ন সন্তীতিহি দর্শিতং ॥
ন কাল বিক্রমো যত্র সর্ব্ব বিধ্বংস কারিতা।
পরং মূলমনর্থানাং যত্র মায়ৈব নাস্তি হি।
অপরে তত্র কিমুত বিকারা মহদাদয়ঃ।
অতো বৈকুণ্ঠ লোকস্য কথিতা নিত্যসিদ্ধতা ॥ ৩৯ ॥
হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণ হরিৎ সিতাঃ।

অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশা মন্তব্যাঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রবর্ত্তত ইতি পাদ্মীয় পাদত্রয়ং ব্যাচষ্টে ত্রিভিঃ। রজ ইতি। তমশ্চেত্যুক্তিঃ সত্ত্বঞ্চেত্যত্র চকারস্ত দ্বাভ্যামন্বয়াৎ ॥ ৩৯ ॥
হরেরনুব্রতাদ্যেকপাদ্যেন পদ্যদ্বয়ং ব্যাচষ্টে সার্দ্ধপদ্যেন হরেরিতি। তত্র

করিয়াছেন, সেই সকল পুরুষ ঐ লোকের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

"প্রবর্ত্ততে যত্র" এই শ্লোকের কারিকা এই যে, যে স্থানে রজঃ নাই, তমঃ নাই, যেখানে সত্ব ও রজ স্তম মিশ্রিত সত্ব নাই এবং যথায় প্রকৃতি জনিত গুণ মাত্র নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইল। অপর যেখানে কালের সর্ব্ব বিধ্বংস কারিত্ব বিক্রম নাই এবং পরম অনর্থের মূল মায়াও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে অপর বিকারি মহাদাদির কথা আর কি বলিব, অতএব বৈকুণ্ঠ লোকের নিত্য সিদ্ধতা কথিত হইল ॥ ৩৯ ॥

"হরে রনুব্রতা যত্র" ইত্যাদি পদে ভক্তগণ যে স্থানে

তত্তদ্রূপং বিভাব্য স্বং তদ্ভক্ত্যা তমুপাগতাঃ।
অথবা নিত্য সিদ্ধত্বাত্তদ্রুচামপ্যনাদিতা ॥ ৪০ ॥
শ্রীঃ সম্পদ্রূপিণী মূর্ত্তা যত্র পদ্মাংশ সম্ভবা।
মানং সেবাং রচয়তি বিবিধাভির্বিভূতিভিঃ।
কুসুমাকর শব্দেন ঋতূনামধিপো মতঃ।
তেন তস্যানুগৈগ্রীষ্ম বর্ষাদ্যৈ ঋ্তুভিশ্চ যা।
বিশেষোদ্গীয়মানাপি প্রিয়কর্ম্মৈব গায়তী।

রূপং বিভাব্য স্বং তদ্ভক্ত্যা তমুপাগতা ইত্যত্র তত্তদ্বর্ণমুপাস্তেশং তৎসারূপ্য মুপাগতা ইতি কচিৎ পাঠস্তত্র ত্বদীয় নানাবতার ভজনাত্তথাত্বং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ তর্হ্যর্ব্বাচীনতা গতা ভক্তানামিত্যাহ অথবেতি। অনাদিতা আদিরহিতত্বং তে তথা অনাদি সিদ্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরিতি পদ্যং ব্যাচষ্টে ত্রিভিঃ শ্রীরিতি। তিঙন্তা ক্রিয়া লক্ষিতা লক্ষণয়া প্রাপ্তা নত্বভিধয়া ॥ ৪১ ॥

শ্যাম অরুণ হরিৎ ও শুক্ল বর্ণ ভগবানের সেই সেই স্বীয় রূপ ভক্তি সহকারে চিন্তা করিয়া তত্তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা নিত্য সিদ্ধ প্রযুক্ত ভক্ত গণের অনাদি ঐ রূপ হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

"শ্রীর্যত্র রূপিণী" এই পদ্যের করিকা এই যে, যে স্থানে পদ্মাংশ সম্ভবা সম্পদ্রূপিণী শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি সকল দ্বারা মান অর্থাৎ সেবা রচনা করিতেছেন। কুসুমাকর শব্দে ঋতু সকলের অধিপতি বসন্ত, একারণ তাহার অনুগামী গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সকল কর্তৃক যিনি বিশেষ রূপে উদ্গীয়মানা হইয়াও প্রিয়তমের কর্ম্মই গান করিতেছেন। "গায়তী" এই শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তিঙন্ত

শত্রন্তেন পদেনাত্র তিঙন্তা লক্ষিতা ক্রিয়া ॥ ৪১ ॥
তত্রেশ্বরং দদর্শাসৌ কথং ভূতং দৃগাসবং।
সান্দ্রানন্দৈ দৃ‌শাং সুষ্ঠু মাদকত্বাৎ স আসবঃ।
পীতাংশুক পদেনাত্র ধ্বন্যতে শ্যামবর্ণতা ॥ ৪২ ॥
অধ্যার্হণীয় শব্দেন মহাযোগাখ্য পীঠকং।
শ্রীপাদ্মোত্তর খণ্ডোক্তমত্রৈবাগ্রে প্রবক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥
চতস্রো হ্লাদিনী কীর্ত্তি করুণা তুষ্টয়ঃ স্মৃতাঃ।

দদর্শ ইত্যাদি পদ্যত্রয়ং ব্যাচষ্টে সোদাহরণৈঃ সার্দ্ধ ষড্‌ভিঃ তত্রেশ্বরমিতি ॥ ৪২ ॥

পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্তং সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতমিতি ॥ ৪৩ ॥

ক্রিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

"দদর্শ তত্রাখিল সাত্বতাং পতিং" এই পদ্যের কারিকা এই যে, ব্রহ্মা সেই স্থানে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, যদি বল সেই ঈশ্বর কিরূপ, তাহার উত্তর, তিনি নেত্রের আসব অর্থাৎ নিবিড় আনন্দ সমূহ দ্বারা সুন্দর রূপে চক্ষুঃ সকলের মাদকত্ব প্রযুক্ত আসব তুল্য। পীতাংশুক অর্থাৎ পীত বসন এই পদে শ্যাম বর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪২ ॥

"অধ্যার্হণীয়" এই পদ্যের বৃত্তি এই যে, অধ্যার্হণীয় শব্দে মহাযোগ পীঠ, পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্ত যোগ পীঠ এই গ্রন্থের অগ্রে বর্ণিত হইবে ॥ ৪৩ ॥

"বৃতং চতুঃ ষোড়শ পঞ্চ শক্তিভিঃ" এই পাদের কারিকা এই যে, চতুঃ শক্তি যথা-হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি। ষোড়শ

শক্তয়ঃ ষোড়শাত্রৈব পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতাঃ।
বিদ্যায়াঃ পঞ্চ পর্ব্বাণি সাংখ্যাদীন্যত্র পঞ্চচ ॥ ৪৪ ॥
তানি পঞ্চরাত্রে ॥
সাংখ্য যোগৌতু বৈরাগ্যঃ তপোভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চ পর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেদিতি ॥ ৪৫ ॥
ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চ বিংশত্যা শক্তিভি স্তদা।
ভগৈরৈশ্বর্য্য ধর্ম্মাদ্যৈঃ স্বৈ রসাধারণোদয়ৈঃ।

পূর্ব্বং ষোড়শকলমিত্যত্র শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তি রিলা লীলা কান্তি র্বিদ্যেতি সপ্তকং। বিমলাদ্যা নবেত্যোক্তা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয় ইতি ॥ ৪৪ ॥
ইতি পঞ্চ পর্ব্বা বিদ্যা যয়া বিদয়া ॥ ৪৫ ॥
ইত্যেতাভিঃ পূর্ব্বোক্তাভিঃ ॥ ৪৬ ॥

শক্তি, ষোড়শ কল এই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা শ্রী, ভু, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি ও বিদ্যা এই সাত, তথা বিমলাদি নয় এই ষোড়শ শক্তি। পঞ্চ শক্তি, এ স্থলে বিদ্যার সাংখ্যাদি পঞ্চ পর্ব্ব ॥ ৪৪ ॥

সেই সকল পঞ্চ পর্ব্ব যথা পঞ্চরাত্রে ॥

সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও কেশবে ভক্তি, এই পঞ্চ পর্ব্ব বিশিষ্টা বিদ্যা, ইহার দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ হরিতে প্রবেশ করেন ॥ ৪৫ ॥

তৎ কালীন উল্লিত এই পঞ্চ বিংশতি শক্তি দ্বারা মহা যোগ পীঠ আবৃত। অপর ভগশব্দে ধর্ম্মাদি ঐশ্বর্য্য, স্ব শব্দে অসাধারণ প্রভাব, ইতরত্র শব্দে বিরিঞ্চি প্রভৃতিতে, অধ্রুব

ইতরত্র বিরিঞ্চ্যাদাবক্রুরৈ রস্থিরৈঃ কৃশৈঃ ॥ ৪৬ ॥
স্ব এব ধাম্নি বৈকুণ্ঠে রতিং বিদধতং সদা।
কিম্বা স্বরূপ ভূতত্বাৎ শ্রিয় স্তস্যাঃ স্বধামতা ॥ ৪৭ ॥
তথাচ ভার্গবতন্ত্রে ॥
শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি শব্দৈরপি বিভাব্যতে ॥ ৪৮ ॥
কিঞ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥
প্রধান পরমব্যোম্নো রন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গ স্বেদজনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৪৯ ॥

তস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বধামতা স্বধামত্বং স্বধামনি শ্রিয়াং রতিং বিদধতমিত্যর্থঃ ॥৪৭॥
অবিভিন্নাপি শক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥
অন্তরে মধ্যে ॥ ৪৯ ॥

শব্দে অস্থির এবং কৃশ ॥ ৪৬ ॥

স্বীয় ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে রমমাণ অর্থাৎ সর্ব্বদা রতি বিধান করিতেছেন অথবা স্বরূপ শক্তি প্রযুক্ত লক্ষ্মীর স্বধামত্ব, অতএব তাহাতেই রতি বিধান করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

উক্ত বিষয় ভার্গবতন্ত্রে যথা ॥

শক্তি ও শক্তিমান্ এতদুভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। শক্তি বিভিন্না না হইলেও স্বেচ্ছাদি শব্দ সকল দ্বারা বিভাবিত হয় ॥ ৪৮ ॥

আরো বলি পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে যথা ॥

প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যে পবিত্র বিরজা নদী অবস্থিত আছে, তাহা বেদাঙ্গ রূপ ঘর্ম্মবারি দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি পাদভূতং সনাতনং ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥ ৫০ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং ।
অনেক কোটি সূর্য্যাগ্নি তুল্য বর্চ্চসমব্যয়ং ।
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্ব প্রলয় বর্জিতং ।
অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদি বর্জিতং ।
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দ সুখাহ্বয়ং ।
সমানাধিক্য রহিতমাদ্যন্ত রহিতং শুভং ।
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দ সাগরং ।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৫১ ॥

তস্যা বিরজায়াঃ পারে পরব্যোম পদঃ স্থানমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ব্রহ্মণঃ পদমাশ্রয়ঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমুৎকৃষ্টং সদ্ম ॥ ৫১ ॥

ঐ বিরজার পারে ত্রিপাদ বিভূতি শালী সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত, অর্থাৎ পরিমাণ রহিত পরব্যোম নামে স্থান আছে ॥ ৫০ ॥

যাহা শুদ্ধ সত্ত্ব ময়, অলৌকিক, অবিনাশি এবং ব্রহ্মের আশ্রয়। অপর যে ধাম অনেক কোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়। তথা সর্ব্ব বেদ স্বরূপ, শুভ্র বর্ণ, সর্ব্ব প্রকার প্রলয় বর্জিত, সংখ্যা শূন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণ ভাব বিরহিত, সত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থা ত্রয় বর্জিত, স্বর্ণময়, মোক্ষ পদ, ব্রহ্মানন্দ সুখ স্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই, যাহা আদ্যন্ত শূন্য, মঙ্গল স্বরূপ, তেজো দ্বারা অতিশয় অদ্ভুত, রমণীয়, নিত্য ও আনন্দ সমুদ্র ইত্যাদি গুণ যুক্ত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ৫১ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা নো নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ॥ ৫২॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতং।
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটি শতৈরপি॥ ৫৩॥
তত্রৈবাগ্রে॥
শ্রীশাণ্ড্রিভক্তিসেবৈক রসভোগ বিবর্দ্ধিতাঃ।
মহাত্মনো মহাভাগা ভগবৎ পাদসেবকাঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি প্রেম সুখপ্রদং।

তৎ পরব্যোম॥ ৫২॥

তৎপরব্যোম বর্ণয়িতুং ন শক্যং যতো বিষ্ণো র্ব্যাপকস্য ধাম দেহ স্বরূপ মিত্যর্থঃ। যদুক্তমাদি বারাহে ধামতদ্দেহরূপক মিতি। শাশ্বতং নবায়মানং নিত্য মতএবাচ্যুতং॥ ৫৩॥

তদ্বৈকুণ্ঠঃ ধাম যান্তি প্রাপ্নুবন্তি হরেঃ সর্ব্ব দুঃখ হর্ত্তুঃ॥ ৫৪॥

অপর সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি ইহাঁরা যে লোক প্রকাশ করিতে পারেন না এবং যে স্থানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই হরির পরম ধাম॥ ৫২॥

পরন্তু ঐ পরব্যোম শাশ্বত, নিত্য ও অবিনাশী, তাহা শত, কোটি কল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই॥ ৫৩॥

ঐ পদ্মপুরাণে অগ্রে আরও বর্ণিত হইয়াছে॥

যে সকল ব্যক্তি মহাত্মা, মহাভাগ্যবান্ ভগবৎ পাদ সেবানুরক্ত এবং লক্ষ্মীকান্তের চরণ পদ্মের ভক্তি সেবা রূপ এক রস ভোগ দ্বারা পরি বর্দ্ধিত, তাঁহারাই সেই বিষ্ণুর প্রেম

নানা জনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদং।
প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈ র্বৃতং॥ ৫৪॥
তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা।
মণিকাঞ্চন চিত্রাঢ্য প্রাকারৈ স্তোরণৈ র্বৃতা।
চতুর্দ্বার সমাযুক্তা রত্ন গোপুর সংবৃতা।
চণ্ডাদি দ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা॥ ৫৫॥
চণ্ড প্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্র সুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃ বিধাতরৌ॥ ৫৬॥

তন্মধ্যে তস্য ধাম্নো মধ্যে রত্নময়ানি যানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি তৈঃ সংবৃতা। কুমুদাদ্যৈ দিক্ পতিভিঃ॥ ৫৫॥

দ্বারপালান্ বিবৃণোতি চণ্ডেতি॥ ৫৬॥

সুখ প্রদ পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন। ঐ হরির বৈকুণ্ঠ স্থান নানা জনপদেআকীর্ণ এবং রত্নময় প্রাকার, বিমান ও সৌধ সমূহে পরিবৃত॥ ৫৪॥

ঐ পরব্যোমের মধ্য ভাগে অযোধ্যানামে এক নগরী আছে তাহা মণিকাঞ্চন নির্ম্মিত বিচিত্র প্রাকার ও তোরণে পরিবৃত তথা চতুর্দ্বার এবং রত্ন ময় গোপুরে অর্থাৎ পুর দ্বারে সংযুক্ত, এবং তাহা চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদি দিক্ পাল সকল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে॥ ৫৫॥

অপর ঐ অযোধ্যা নগরীর পূর্ব্ব দ্বারে চণ্ড প্রচণ্ড, দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র সুভদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয় বিজয় ও উত্তর দ্বারে ধাতা বিধাতা অবস্থিত আছেন॥ ৫৬॥

কুমুদ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে ॥ ৫৭ ॥
কোটি বৈশ্বানর প্রখ্য গৃহপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতা।
আরূঢ় যৌবনৈ নিত্যৈ দিব্য নারীনরৈর্যুতা ॥ ৫৮ ॥
অন্তঃ পুরস্তু দেবস্য মধ্যে পুর্য্যা মনোহরং।
মণিপ্রাকার সংযুক্তং বরতোরণ শোভিতং।
বিমানৈ র্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভি র্বৃতং।
দিব্যাপ্সরো গণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতং ॥ ৫৯ ॥

দিক্‌পতীন্ বিবৃণোতি কুমুদ ইতি শুভাননে হে পার্ব্বতি ॥ ৫৭ ॥
প্রখ্যঃ সদৃশঃ ॥ ৫৮ ॥
পুর্য্যা মধ্যে দেবস্যান্তঃ পুরং ॥ ৫৯ ॥

হে পার্ব্বতি! ঐ পুরীতে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র; সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই অষ্ট দিক্‌পাল পূর্ব্বাদি দিকে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অপর ঐ অযোধ্যা কোটি অগ্নি সদৃশ গৃহ পঙ্‌ক্তি এবং নবযৌবন বিশিষ্ট নর নারীতে সমাকীর্ণ ॥ ৫৮ ॥

তথা তাহার মধ্য ভাগে দেবোত্তমের মণিপ্রাকার সংযুক্ত, সুশোভন তোরণ শোভিত অন্তঃপুর আছে, ঐ অন্তঃপুর বহু বহু বিমান, মুখ্য মুখ্য গৃহ ও প্রাসাদ সমূহে পরিবৃত এবং দিব্য দিব্য অপ্সরা স্ত্রীগণে সর্ব্বতো ভাবে সমলঙ্কৃত ॥ ৫৯ ॥

মধ্যেতু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং মহোৎসবং।
মাণিক্যস্তম্ভ সাহস্র জুষ্টং রত্নময়ং শুভং।
নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতং ॥ ৬০ ॥
মধ্যে সিংহাসনং দিব্যং সর্ব্ববেদময়ং শুভং।
ধর্ম্মাদি দৈবতৈ র্নিত্যৈ র্বৃতং বেদময়াত্মকৈঃ।
ধর্ম্মজ্ঞান মহৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ॥ ৬১ ॥
তত্রৈব ॥
বসন্তি মধ্যমে তত্র বহ্নি সূর্য্য সুধাংশবঃ।

মণ্ডপং চতুষ্কোণাবচ্ছিন্ন গৃহ বিশেষং মহোৎসবং মহান্ত উৎসবা যস্মিন্ তং ॥ ৬০ ॥

ধর্ম্মাদিভির্দৈবতৈর্বৃতং তৈঃ কীদৃশৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ধর্ম্মাদিভিরুপলক্ষিতৈঃ। নতু ধর্ম্মাদিভিঃ পাদবিগ্রহৈশ্চ বৃতমিতি যোজ্যং ত্রিপাদ বিভূতি ধামত্বাৎ ॥ ৬১

আনুষঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতং বর্ণয়ন্তি তত্র পরব্যোমনি। ইতি হেতো

তাহার মধ্যে মণিমাণিক্য ময় সহস্র স্তম্ভ সুশোভিত নিত্য মহোৎসব পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট রত্নময় অতি পবিত্র রাজ স্থান রূপ এক মণ্ডপ আছে, তাহা নিত্য মুক্ত গণে সমাকীর্ণ ও সামগানে উপশোভিত ॥ ৬০ ॥

তন্মধ্যে অত্যুত্তম পবিত্র সর্ব্ব বেদময় এক সিংহাসন আছে, তাহা ধর্ম্ম, জ্ঞান, মহৈশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য রূপ পাদ বিগ্রহে উপলক্ষিত নিত্য ধর্ম্মাদি দৈবতগণে পরিবৃত ॥ ৬১ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই।

সেই সিংহাসনের মধ্যে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কূর্ম্ম, নাগরাজ,

কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয় স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠ রূপত্বমাস্থিতাঃ।
সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতং ॥ ৬২ ॥
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মমুদয়ার্ক সমপ্রভং।
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু সাবিত্র্যাং শুভদর্শনে।
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশ স্তত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্ ॥ ৬৩ ॥
ইন্দীবর দলশ্যামঃ সূর্য্যকোটি সমপ্রভঃ।
যুবা কুমার স্নিগ্ধাঙ্গঃ কোমলাবয়বৈর্যুতঃ ॥ ৬৪ ॥

যোগপীঠং স্মৃতং ॥ ৬২ ॥

তন্মধ্যে তস্য যোগপীঠস্য মধ্যে কর্ণিকায়াং পদ্ম মধ্য কর্ণিকায়াং কীদৃশ্যাং সাবিত্র্যাং গায়ত্রী রূপায়াং তত্র তস্যাং তন্মধ্য কর্ণিকায়াং ॥ ৬৩ ॥

কুমারঃ যুবরাজস্তত্বেনৈবানাদিস্থিতেঃ। নিক্কিসর্গপাঠে কুমার ইব স্নিগ্ধাঙ্গঃ ॥ ৬৪

বেদময় গরুড়, ছন্দঃ ও মন্ত্র সকল পীঠ রূপে অবস্থিত, ইহাকেই সর্ব্বাক্ষরময় দিব্য যোগপীঠ বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

তাহার মধ্যে বাল সূর্য্য সমপ্রভ অষ্টদল পদ্ম, হে শুভ দর্শনে! ঐ পদ্মের সাবিত্রী রূপ কর্ণিকায় ঈশ্বরীর সহিত পরম পুরুষ দেবেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৬৩ ॥

তাঁহার বর্ণ ইন্দীবর দলের ন্যায় শ্যাম, তিনি কোটি সূর্য্য তুল্য প্রভাশালী, যুবা, কুমারের ন্যায় স্নিগ্ধাঙ্গ ও সুকোমল অবয়ব সম্পন্ন ॥ ৬৪ ॥

ফুল্লরক্তাম্বুজনিভ কোমলাঙ্ঘ্রি করাব্জবান্।
প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষঃ সুভ্রূলত যুগাঙ্কিতঃ।
সুনাসা সুকপোলাঢ্যঃ সুশোভ মুখপঙ্কজঃ।
মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সুস্মিতাধর বিদ্রুমঃ।
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশ সুস্মিতানন পঙ্কজঃ।
তরুণাদিত্য বর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।
সুস্নিগ্ধ নীল কুটিল কুন্তলৈরুপশোভিতঃ।
মন্দারপারিজাতাঢ্য কবরীকৃত কেশবান্।
প্রাতরুদ্যৎ সহস্রাংশু নিজ কৌস্তুভশোভিতঃ॥ ৬৫॥

সুভ্রূলতেত্যার্ষং ছন্দোনুরোধাৎ অথবা শোভনে ভ্রূলতে যস্মিন্ স সুভ্রূলতঃ যুগং হস্ত চতুষ্কং তেনাঙ্কিতঃ সচাসৌ যুগাঙ্কিতশ্চেতি যদুক্তং মেদিনীকারেণ যুগো রথ হলাদ্যঙ্গে ন দ্বয়োস্তু কৃতাদিষু। যুগ্মে হস্ত চতুষ্কেপি বৃদ্ধিনামৌষধেপিচেতি॥ ৬৫॥

প্রফুল্ল রক্ত কমল সদৃশ কোমল চরণ ও হস্ত পদ্মশালী, তথা প্রফুল্ল পদ্মলোচন, সুন্দর ভ্রূ যুগলাঙ্কিত, শোভন নাসা, শোভন কপোল ও শোভন মুখ পদ্ম সমন্বিত। অপর তাঁহার মুক্তা ফলতুল্য দন্ত, বিদ্রুম সদৃশ সুহাস্যান্বিত অধর, পূর্ণচন্দ্র সমতুল বদন পদ্ম। আর তিনি বাল সূর্য্য বর্ণ বিশিষ্ট কুণ্ডল দ্বয়ে বিরাজিত, সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ কুটিল কুন্তলে পরিশোভিত, মন্দার ও পারিজাত যুক্ত কবরীকৃত কেশশালী, প্রাতঃকালীয় বাল সূর্য্য তুল্য কৌস্তুভশোভিত॥ ৬৫॥

হার স্বর্ণ স্রগাসক্ত কম্বুগ্রীবা বিরাজিতঃ।
সিংহ স্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংশৈ র্বিরাজিতঃ॥ ৬৬॥
পীনবৃত্তায়তভুজৈশ্চতুর্ভি রুপশোভিতঃ।
অঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈঃ কেয়ূরৈরুপশোভিতঃ॥ ৬৭॥
বালার্ক কোটি সঙ্কাশৈঃ কৌস্তুভাদ্যৈঃ সুভূষণৈঃ।
বিরাজিত মহাবক্ষো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ৬৮॥
বিধাতু র্জননস্থান নাভিপঙ্কজশোভিতঃ।

হার স্বর্ণস্রগ্‌ভ্যামাসক্তা যা কম্বুবদ্‌গ্রীবা তয়া বিরাজিতঃ। অংশৈঃ স্কন্ধৈঃ॥ ৬৬॥

পীনাঃ পুষ্টাঃ বৃত্তাঃ বর্ত্তুলাকারা আয়তা দীর্ঘাশ্চ যে ভুজাস্তৈঃ॥ ৬৭॥ কৌস্তুভাদ্যৈ র্বিভূষণৈর্বিরাজিতা যন্মহাবক্ষস্তত্র যা বনমালা তয়া শোভিতঃ সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিত্যনেন সঙ্গতিঃ করণীয়া। যদ্বা কৌস্তুভাদ্যৈ র্বিরাজিতং মহাবক্ষো যস্য স বিরাজিত মহাবক্ষাঃ স চাসৌ বনমালা বিভূষিতশ্চেতি অথবা কৌস্তুভাদ্যৈঃ সহ বিরাজিতং মহঃ কান্তির্যস্য স বিরাজিতমহাঃ॥ ৬৮॥

বিধাতুর্জনন স্থানং যন্নাভিপঙ্কজং তেন শোভিতঃ। অংশাংশিনো রভেদা

অপর হার ও স্বর্ণ মালায় আসক্ত কম্বু তুল্য গ্রীবায় তথা উচ্চ অথচ স্থূল স্কন্ধে বিরাজিত॥ ৬৬॥

আর পীন বর্ত্তুলা কার ও দীর্ঘ বাহু চতুষ্টয়ে তথা অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও অঙ্গদে পরিশোভিত॥ ৬৭॥

এবং কোটি বাল সূর্য্য সদৃশ কৌস্তুভাদি মনোহর ভূষণ সকলে বনমালালঙ্কৃত বক্ষঃস্থল বিরাজিত॥ ৬৮॥

অপর তিনি বিধাতার জন্মস্থান রূপ নাভিপদ্মে সুশোভিত,

বালাতপ নিভ শ্লক্ষ্ণ পীত বস্ত্র সমন্বিতঃ।
নানা রত্ন বিচিত্রাঙ্ঘ্রি কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ।
সজ্যোৎস্ন চন্দ্রপ্রতিম নখ পঙ্‌ক্তিভিরাবৃতঃ॥
কোটি কন্দর্পলাবণ্যঃ সৌন্দর্য্য নিধিরচ্যুতঃ॥ ৬৯॥
দিব্য চন্দন লিপ্তাঙ্গো বনমালা বিভূষিতঃ।
শঙ্খ চক্র গৃহীতাভ্যামূর্দ্ধবাহুভ্যাং বিরাজিতঃ।
বরদাভয় হস্তাভ্যামিতরাভ্যাং তথৈবচ॥ ৭০॥
বামাঙ্গ সংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্মহেশ্বরী।

দেবোক্তিঃ॥ ৬৯॥

অবনৈ রক্তকৈর্দ্দিব্যা বা মালাস্তাভির্বিভূষিতঃ। যদ্বা অবন শ্রেণ্যা বিভূষিতঃ। যদ্বা বনমালয়া জলমালয়া তজ্জন্যত্বেন লক্ষণয়া অর্থাৎ পদ্মমালয়া বিভূষিতঃ। ঊর্দ্ধবাহুভ্যাং ঊর্দ্ধস্থাভ্যাং। ইতরাভ্যাং নিম্ন হস্তাভ্যাং॥ ৭০॥

মহালক্ষ্মীং বর্ণয়ন্তি সার্দ্ধ সপ্তভিঃ। বামাঙ্গেতি সুবর্ণ রজত স্রজেতি দিশা

বাল সূর্য্য তুল্য মনোহর পীত বসন সমন্বিত, তথা নানা রত্ন খচিত বলয়া দ্বয়ে চরণ যুগল বিরাজিত, চন্দ্রিকা বিশিষ্ট চন্দ্র তুল্য নখ পঙ্‌ক্তিতে পরিবৃত, আর তিনি কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শালী ও সৌন্দর্য্যের নিধি স্বরূপ॥ ৬৯॥

দিব্য চন্দনে অঙ্গ সমুদায় পরিলিপ্ত ও বনমালায় বিভূষিত, তথা শঙ্খ চক্রে ঊর্দ্ধ বাহু দ্বয় এবং বর ও অভয় এই দুই দ্বারা নিম্ন বাহু দ্বয় পরিশোভিত॥ ৭০॥

অপর ঐ দেবের বামাঙ্গে স্বর্ণ বর্ণা, তরুণী, সুবর্ণ রজত মালা শালিনী, মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী দেবী অবস্থিত আছেন,

হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণ রজত স্রজা।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না যৌবনারম্ভবিগ্রহা।
রত্ন কুণ্ডল সংযুক্তা নীল কুঞ্চিত শীর্ষজা।
দিব্য চন্দন লিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা।
মন্দার কেতকী জাতী পুষ্পাঞ্চিত সুকুন্তলা।
সুভ্রূঃ সুনাসা সুশ্রোণী পীনোন্নতপয়োধরা।
পরিপুর্ণেন্দুসঙ্কাশ সুস্মিতানন পঙ্কজা।
তরুণাদিত্য বর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা তপ্ত কাঞ্চন ভূষণা।
হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাম্বুজভূষিতা ॥ ৭১ ॥
নানারত্ন বিচিত্রাঢ্য কনকাম্বুজ মালয়া।

বাচেতি বহ্বলন্তাদাৎ প্রত্যয়ঃ। যদ্বা উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৭১ ॥

তিনি সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না, নবযৌবন শালিনী, রত্ন কুণ্ডল সংযুক্তা, নীল বর্ণ কুঞ্চিত কেশা, দিব্য চন্দন লিপ্তাঙ্গী, মনোহর পুষ্প শোভিতা। অপর তাঁহার কেশ সকল মন্দার কেতকী ও জাতী পুষ্পে পরিশোভিত, মনোহর ভ্রূ, শোভন নাসিকা, সুন্দর শ্রোণীদেশ, পয়োধর পীন অথচ উন্নত, বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, হাস্যান্বিত মুখপদ্ম, তরুণারুণ সদৃশ কুণ্ডল দ্বয় কর্ণে বিরাজিত, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, তপ্ত কাঞ্চন ময় ভূষণ। অপর তিনি চারি হস্ত সমন্বিতা ও কনক পদ্মে বিভূষিতা ॥ ৭১ ॥

নানা রত্নে খচিত স্বর্ণ পদ্ম মালা, হার, কেয়ূর, বলয়,



হার কেয়ূরকটকৈ রঙ্গুরীয়ৈশ্চ ভূষিতা॥ ৭২॥
ভুজযুগ্ম ধৃতোদগ্র পদ্মযুগ্ম বিরাজিতা।
গৃহীত মাতুলাঙ্গাখ্য জাম্বূনদ করাঞ্চিতা॥ ৭৩॥
এবং নিত্যানপায়িন্যা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ।
মোদতে পরম ব্যোম্নি শাশ্বতে সর্ব্বদা প্রভুঃ॥ ৭৪॥
পার্শ্বয়োরবনী লীলে সমাসীনে শুভাননে।
অষ্টদিক্ষু দলাগ্রেষু বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ॥ ৭৫॥

নানা রত্ন বিচিত্রৈ রাঢ্যা যুক্তা'ষা কনক পদ্মমালা তয়া বিভূষিতা॥ ৭২॥

ভুজযুগ্মেন ধৃতং যদুদগ্রং নব্যং পদ্মযুগ্মং তেন বিরাজিতা। গৃহীতং মাতুলাঙ্গাখ্যং জাম্বূনদং যাভ্যাং তৌচ তৌ করৌ চেতি তাভ্যামঞ্চিতা॥ ৭৩॥

এবমিত্থং ভূতায়া॥ ৭৪॥

পার্শ্বদ্বয়ে। শুভে আননে যয়োস্তে। যদ্বা শ্রীপার্ব্বতী কর্ত্তৃক সম্বোধনং বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ সমাসীনা ইত্যর্থঃ॥ ৭৫॥

ও অঙ্গুরীয়কে পরিশোভিতা॥ ৭২॥

আর তাঁহার দুই ভুজে নূতন পদ্ম যুগল ধৃত, অন্য দুই ভুজে মাতুলাঙ্গাখ্য জাম্বূনদ বিভূষিত॥ ৭৩॥

এবম্ভূতা অনপায়িনী মহালক্ষ্মীর সহিত প্রভু মহেশ্বর সর্ব্বদা নিত্য ধাম পরমব্যোমে বিরাজ করিতেছেন॥ ৭৪॥

তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে শোভন মুখী অবনী ও লীলা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আর পদ্মের অষ্টদলাগ্রে বিমলাদি অষ্ট শক্তি বিরাজ করিতেছেন॥ ৭৫॥

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানাঃ ক্রিয়া যোগা তথৈবচ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানা মহিষ্যঃ পরমাত্মনঃ।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ সুধাকর সমপ্রভান্।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতং॥ ৭৬॥
দিব্যাপ্সরোগণাঃ পঞ্চ শতসংখ্যাশ্চ যোষিতঃ।
অন্তঃপুর নিবাসিন্যঃ সর্ব্বাভরণ ভূষিতাঃ।
পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কোটি বৈশ্বানরপ্রভাঃ।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নাঃ শীতাংশু সদৃশাননাঃ॥ ৭৭॥

তাসাং নামানি সেবাশ্চাহ বিমলোৎকর্ষিণীতি। অচ্যুতং পতিং প্রাপ্য তা মোদন্ত ইতি যোজ্যং। যদ্বা অচ্যুতং পতিং মোদয়ন্তীত্যর্থঃ অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থত্বাৎ॥ ৭৬॥

দিব্যাপ্সরো গণাঃ যোষিতশ্চ মোদন্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ৭৭॥

যথা বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা এবং ঈশানা, পরমাত্মার এই আটটী শক্তি, ইহাঁরা সকলেই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না, করে সুধাকর কর সদৃশ দিব্য চামর গ্রহণ করিয়া অচ্যুত পতিকে আমোদিত করিতেছেন॥ ৭৬॥

আর তথায় দিব্য অপ্সরোগণ, তথা পঞ্চ শত যোষিৎ, ইহাঁরা সকল অন্তঃপুরবাসিনী ও সর্ব্বাভরণ ভূষিত, ইহাঁদের সকলেরই হস্তে পদ্ম এবং সকলেই কোটি অগ্নি তুল্য প্রভাশালিনী, সর্ব্ব সল্লক্ষণ সম্পন্না ও সকলেরই বদন চন্দ্র সদৃশ॥ ৭৭॥

তাভিঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে পরমঃ পুমান্।
অনন্তবিহগাধীশ সেনান্যাদ্যৈঃ সুরেশ্বরৈঃ।
অন্যৈঃ পরিজনৈর্ম্মুক্তৈ র্নিত্যৈশ্চ পরিসংবৃতঃ।
মোদতে রময়া সার্দ্ধং ভোগৈশ্বর্য্যৈঃ পরঃ পুমানিতি ॥৭৮॥
অত্র কারিকাঃ ॥
অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র যৎপুনঃ পুনরুচ্যতে।
তদসম্ভাব্য বস্তুত্বাৎ প্রতীত্যৈ হেতুবাদিনাং ॥ ৭৯ ॥
শ্রীশনিশ্বাস রূপাণাং বেদানাং তত্র মূর্ত্ততা।
তত স্তদঙ্গতো জাতাঃ স্বেদাঃ পরম পাবনাঃ ॥ ৮০ ॥

তাভিঃ পূর্ব্বোক্তাভি র্মহিষ্যাদিভিঃ। সেনানীঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
অর্থতঃ সমানার্থাৎ শব্দত এক শব্দস্য মুহুঃ প্রয়োগাৎ তৎ পুনঃ পুনর্ব্বচনং ॥ ৭৯ ॥
তদঙ্গতস্তেষামঙ্গেভ্যঃ ॥ ৮০ ॥

এই সকলে পরিবৃত হইয়া রাজা পরম পুরুষ শোভা পাইতেছেন। তথা দেবেশ্বর অনন্ত, গরুড়, কার্ত্তিকেয়, ও অন্যান্য নিত্য, মুক্ত, পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

এই বিষয়ে কারিকা সকল যথা ॥

এস্থলে অর্থদ্বারা ও শব্দ দ্বারা তুল্য শব্দের যে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়াছে, অসম্ভাবনীয় বস্তু প্রযুক্ত তাহা হেতু বাদিদিগের প্রতীতি নিমিত্ত ॥ ৭৯ ॥

তথায় লক্ষ্মীকান্তের নিশ্বাস রূপ বেদ সকল মূর্ত্তিমান্ ও তাঁহাদের অঙ্গ হইতে স্বেদ বারি সকল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮০

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ।
অমৃতং স্বষ্ঠু মধুরং শাশ্বতন্তু মুহু র্নবং।
শুদ্ধসত্ত্বন্তু তৎ প্রোক্তং সত্বমপ্রাকৃতন্তু যৎ।
নিত্যাক্ষরাদি শব্দৈস্তু ষড়্ভাব পরিবর্জিতং ॥ ৮১ ॥
কিঞ্চানুত্থাপিতানামপি কারিকাঃ ॥ ৮২ ॥
আদ্যমাবরণং দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু কিলাষ্টস্বু।
ব্যূহৈর্লক্ষ্ম্যাদি সহিতৈ র্বাসুদেবাদিভির্মতং ॥ ৮৩ ॥

ধামত্বাৎ আশ্রয়ত্বাৎ॥ ৮১ ॥
অনুত্থাপিতানাং দিগাদ্যাবরণাভিব্যঞ্জক পদ্যানাং তত্রত্যানাং ॥ ৮২ ॥
আদ্যমাবরণং মতং তেষাং সর্ব্বেষামুপজীব্যত্বাৎ। অষ্টস্বিত্যুপাদানাৎ দিক্ষ্বিত্যত্র বিদুক্ষ্বপীতি ব্যাখ্যেয়ং তদগ্রে ব্যক্তী ভবিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥

ত্রিপাদ বিভূতির ধাম প্রযুক্ত ঐ লোক ত্রিপাদ স্বরূপ। যে হেতু পাদ বিভূতি সমুদায় মায়িক রূপে কথিত হইয়াছে ॥

অমৃত শব্দের অর্থ সুন্দর মধুর, শাশ্বত শব্দের অর্থ মুহুর্মুহুঃ নূতন। আর যাহা অপ্রাকৃত সত্ব তাহাকেই শুদ্ধ সত্ব বলা যায়, নিত্য ও অক্ষরাদি শব্দে ষড়্ভাব অর্থাৎ ক্ষুৎ, পিপাসা জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ এই ছয় ভাব বর্জিত ॥ ৮১ ॥

অপর দিগাদি আবরণ প্রকাশক যে সকল পদ্য উক্ত হয় নাই তৎ সমুদায়ের কারিকা যথা ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্মী প্রভৃতির সহিত বাসুদেবাদি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহ চতুষ্টয় প্রথমাবরণ রূপে সম্মত ॥ ৮৩ ॥

পূর্য্যো লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা রতেঃ কান্তেরনুক্রমাৎ।
বিদিক্ষু পরমব্যোম্ন আগ্নেয্যাদিষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥
কেশবাদ্যৈ রিহ চতুর্বিংশত্যাতু দ্বিতীয়কং।
অষ্টাসু কিল কাষ্ঠাসু তেষাং জ্ঞেয়ং ত্রয়ং ত্রয়ং ॥ ৮৫ ॥
দশভি র্মৎস্য কূর্ম্মাদ্যৈ র্দশদিক্ষু তৃতীয়কং ॥ ৮৬ ॥
সত্যাচ্যুতানন্ত দুর্গা বিষ্বক্সেন গজাননৈঃ।
শঙ্খপদ্ম নিধিভ্যাঞ্চ তুর্য্যমষ্টাসু দিক্ষ্বিদং ॥ ৮৭ ॥
ঋগ্বেদাদি চতুষ্কেণ সাবিত্র্যা গরুড়েনচ।

লক্ষ্ম্যাদীনাং পূর্য্যঃ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

কেশবাদ্যৈঃ কেশব নারায়ণ মাধবাদ্যৈঃ দ্বিতীয়কমাবরণং মতমিতি পূর্ব্বে ণান্বয়ঃ। এবমুত্তরত্র। তেষাং কেশবাদীনাং ॥ ৮৫ ॥

দশভিঃ স্বাংশৈঃ ॥ ৮৬ ॥

ইদং তুর্য্যং ॥ ৮৭ ॥

সাবিত্র্যা শ্রীগায়ত্র্যা ॥ ৮৮ ॥

তথা পরব্যোমের আগ্নেয় প্রভৃতি বিদিক্ সকলে ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি ও কান্তি এই চারিটী শক্তির পুরী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৮৪ ॥

কেশবাদি চতুর্বিংশতি তিনটী তিনটী করিয়া অর্থাৎ কেশব, নারায়ণ ও মাধব রূপে কথিত হয়েন ॥ ৮৫ ॥

অপর মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি দশ দশ দিকে তৃতীয় আবরণ ॥ ৮৬

আর সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গণেশ, শঙ্খ ও পদ্মনিধি, ইহাঁরা আট দিকে চতুর্থাবরণ ॥ ৮৭ ॥

ঋক্ বেদ প্রভৃতি চারি, তথা গায়ত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও মখ

তথা ধর্ম্মমখাভ্যাঞ্চ পঞ্চমং পূর্ব্ববন্মতং ॥ ৮৮ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম খড়্গ শার্ঙ্গ হলৈ স্তথা।
মুষলেনচ ষষ্ঠং স্যাদিন্দ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং তথা ॥ ৮৯ ॥
সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব বিশ্বেদেবা স্তথৈবচ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যেঽত্র দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃত নাকেঽস্মিন্ননিত্যা স্ত্রিদিবেশ্বরাঃ ॥ ৯০ ॥
বাসুদেবাদি মূর্ত্তীণাং সপ্ত তেস্তু চতুর্ভুজঃ।

ইন্দ্রাদ্যৈরষ্টদিক্‌পালৈঃ ॥ ৮৯ ॥

দিক্‌পালানামপি নিত্যতায়াঃ কা কথা সাধ্যাদীনামপি তত্রত্যানাং নিত্যত্বং দর্শয়ন্নাহ সাধ্যা ইতি সাধ্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা নিত্যাঃ। সাধ্যা দ্বাদশ মরুদ্গণা ঊনপঞ্চাশৎ। বিশ্বেদেবা দশ। অন্যে আদিত্যা দ্বাদশ বসবো হষ্টৌ তুষিতাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ আভাস্বরাশ্চতুঃষষ্টিঃ মহারাজিকা বিংশত্যুত্তর দ্বিশত সংখ্যকাঃ রুদ্রা একাদশ। আদিত্যা দ্বাদশ প্রোক্তা বিশ্বেদেবা দশ স্মৃতাঃ। বসবশ্চাষ্ট বিখ্যাতাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ তুষিতা মতাঃ। আভাস্বরাশ্চতুঃষষ্টি র্বাতাঃ পঞ্চাশদূনকাঃ। মহারাজিক নামানো দ্বে শতে বিংশতিস্তথা। সাধ্যা দ্বাদশ বিখ্যাতা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতা ইতি ॥ ৯০ ॥

ইহাঁরা পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চমাবরণ ॥ ৮৮ ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষল এই আট ষষ্ঠ আবরণ। তথা ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল সপ্তম আবরণ ॥ ৮৯

তথা সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবতা, ইহাঁরা সকল পরব্যোমে নিত্য এবং প্রাকৃত স্বর্গে অনিত্য রূপে অবস্থিত থাকেন॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাসুদেবাদি ৭৪ চতুঃ সপ্ততি মূর্ত্তির চতুঃ সপ্ততি

লোকস্তু তাবৎ সংখ্যাকাঃ পরে ধাম্নি চকাসতি ॥ ৯১ ॥
অথ পুরুষাবতারাণাং মধ্যে বিষ্ণুঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥
ত্রিষু পুংসোঽবতারেষু রুদ্রাৎ পদ্মভবাত্তথা।
ভৃগ্বাদি কৃত নির্দ্ধারাদ্বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ।
কিং পুনঃ পুরুষস্তত্র বাসুদেবোঽত্র কিন্তরাং।
তত্রাপি কিন্তমাং সোঽয়ং মহাবৈকুণ্ঠনায়কঃ ॥ ১ ॥
সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ সচৈশান্যাবৃতির্মতা ॥ ২ ॥

তাবৎ সংখ্যাকাশ্চতুঃ সপ্ততি সংখ্যকাঃ। চকাসতি বিরাজন্তে ॥ ৯১ ॥

ত্রিষু রুদ্র পদ্ম ভব বিষ্ণুষু। তত্র রুদ্র পদ্ম ভব বিষ্ণুষু পুরুষোত্তম ইতি কিং মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয় শূরতম ইতিবৎ সপ্তমী অত্র পুরুষে। তত্রাপি বাসুদেবোঽপি ॥ ১ ॥

ননু সদাশিবঃ কারণ কারণং পরং তস্মাচ্চ সর্ব্বে প্রভবন্তি দেবা ইত্যাদি

সংখ্যক লোক পরব্যোমে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯১ ॥

॥ * ॥ ইতি ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ॥ *

অথ পুরুষাবতার ও নারায়ণাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব।

অপর পুরুষের অবতার রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই তিনের মধ্যে ভৃগু প্রভৃতি মুণিগণের কৃত নিশ্চয় প্রযুক্ত রুদ্র এবং ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণুই মহত্তম অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অহে! তবে কি ঐ তিনের মধ্যে পুরুষ এবং পুরুষ হইতে বাসুদেব ও বাসুদেব হইতে মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ শ্রেষ্ঠ হইলেন? ॥ ১ ॥

আর লিঙ্গপুরাণে বলিয়াছেন শ্রীসদাশিব ইনি সর্ব্ব কারণের কারণ, ইহাঁ হইতে সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এ নিমিত্ত শ্রীসদাশিবই সর্ব্ব প্রধান, উক্ত বিষয়ের

অতোক্রুবেহ্নয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং দ্বয়োর্ন হি।
দীপোত্থ দীপতুল্যত্বাৎ স্যাদ্বিলাসবিলাসিনোঃ ॥ ৩ ॥
মৈবং বাদি মহাবাদিন্নধুনা ত্বমপেশলঃ।
গহনৈশ্বর্য্য বিজ্ঞান রসাস্বাদনয়োরসি ॥ ৪ ॥
সর্ব্ব বেদান্ততঃ সারং বেদ কল্পতরোঃ ফলং।

লিঙ্গপুরাণীয় বচনাৎ স এব মহত্তমো জ্ঞায়তামিত্যন্তঃ সমাদধাতি সদা শিবাখ্যো য ইতি স মহাবৈকুণ্ঠস্য ঐশান্যাবৃত্তি র্মতা ॥ ২ ॥

অনয়োর্নারায়ণ বসুদেব পুত্রয়োঃ। বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিলাসী শ্রীনারায়ণঃ ॥ ৩ ॥

বাদিনমাক্ষিপ্য স্বমতং স্থাপয়ন্নাহ মৈবমিতি হে মহাবাদিন্ ত্বমপেশলো হপটুরসি ॥ ৪ ॥

সমাধান এই যে সদাশিব নামে যে শম্ভু, তিনি মহাবৈকুণ্ঠের ঐশান্য দিকের আবরণ দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, একারণ সদাশিব সর্ব্ব প্রধান হইতে পারেন না ॥ ২ ॥

তবে এরূপ বলা যাউক নারায়ণ ও বসুদেবনন্দন এত দুভয়ের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, দীপ হইতে দীপোৎপত্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বিলাস ও নারায়ণ বিলাসী ॥ ৩ ॥

অহে মহাবাদিন্। এরূপ বলিও না, নিবিড় ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞান এবং রসাস্বাদন এই দুই বিষয়ে এখনও তুমি অপটু আছ॥ ৪

সকল বেদান্তের সার স্বরূপ বেদ রূপ কল্পতরুর ফল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ এই দুইয়ের ভেদ বিষয়ে

শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং সর্ব্বতো বরং ॥ ৫ ॥
তথাহি শ্রীতৃতীয়ে ॥
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয় স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্তকামঃ
বলিং হরদ্ভিশ্চির লোকপালৈঃ

অত্র দ্বয়োর্বৈলক্ষণ্যে ॥ ৫ ॥

স্বয়মিত্যত্র টীকা তদেবং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎপুন রস্মানত্যন্তং ব্যথয়তীত্যাহ। স্বয়ন্তু স এবং ভূতঃ তস্য তৎ কৈঙ্কর্য্যং নো হস্মান্ বিপ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্য মতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং বা অধীশঃ স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যা পরমানন্দ স্বরূপ সম্পত্ত্যৈব প্রাপ্ত সমস্ত ভোগঃ। বলিং করং অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ চিরকালীনৈ র্লোক পালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য প্রণমতাং কিং কিরীট সংঘট্ট ধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যত ইত্যেষা ॥ ৬ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ৫ ॥

যথা তৃতীয়স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয়! সেই ভগবান্ স্বয়ং তিনি পুরুষ ত্রয়ের অথবা লোক ত্রয়ের কিম্বা গুণত্রয়ের অধীশ্বর এবং পরমানন্দ স্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না, লোকপাল সকলও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর অথবা পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব

কিরীট কোটীরিত পাদপীঠঃ ॥ ৬ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥

বিদ্যেতি নাস্য সাম্যাতিশয়ৌ যত্রেতি বিগ্রহে।

সর্ব্বেভ্যস্তৎস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ।

আধিক্যং পরমব্যোমনাথাদপ্যস্য দর্শিতং ॥ ৭ ॥

স্বয়ং পদেন চাস্যাস্য নৈরপেক্ষ্যমুদীরিতং ॥ ৮ ॥

রামোঽপ্যধিক সাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ।

পরমব্যোমনাথাদপীত্যপিনা বাসুদেবাদিভ্যস্তু সুতরামিত্যর্থো দ্যোতিতঃ ॥ ৭ ॥

নমু নারায়ণীয়ত্বেনৈবাস্যাসমানত্বমনূর্দ্ধত্বঞ্চেত্যত আহ স্বয়ং পদেনেতি অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৮ ॥

নমু নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত লীলাতনোরধিক সাম্য বিমুক্ত ধাম্ন

কিরীটাগ্র দ্বারা তদীয় পাদ পীঠের স্তব করিতেন ॥ ৬ ॥

উক্ত শ্লোকের কারিকা যথা ॥

যাঁহাতে অন্যের সাম্য ও আতিশয্য নাই এই সমাসে,সমুদায় তৎ স্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপণ প্রযুক্ত পরব্যোম নাথ হইতেও ইহাঁর আধিক্য প্রদর্শিত হইল ॥ ৭ ॥

অহে! যদি এরূপ আশঙ্কা কর, নারায়ণের সম্বন্ধীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অসমানত্ব ও অনূর্দ্ধত্ব, তবে ইহার সমাধান এই যে, স্বয়ং পদ প্রয়োগ হেতু এই শ্রীকৃষ্ণের অন্য নৈরপেক্ষ্য কথিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও অপেক্ষা করেন না, ইনি স্বতন্ত্র ॥ ৮ ॥

অপর, যদি এরূপ বিতর্ক কর, নবম স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে

তত্র স্বয়ং পদাভাবাৎ কৃষ্ণৈনৈক্যেন তস্য তৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীনবমস্কন্ধীয় বচনাত্রামঃ কৃষ্ণ সমোহস্তি কিমেতয়া পরিপাট্যেত্যত আহ রামোপ্যধিকেতি যৎ অবাদি তৎ কৃষ্ণেন সহৈক তয়া অভেদোপচারত্বেনে

১২ শ্লোকে "নেদং যশোরঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত লীলাতনো রধিক সাম্য বিমুক্তি ধাম্নঃ। রক্ষোবধো জলধিবন্ধন মন্ত্রপূগৈঃ কিং তস্য শক্রহননে কপয়ঃ সহায়াঃ" ॥ অস্যার্থঃ। শুকদেব কহিলেন হে রাজন্। ভগবান্ রামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধন ও অস্ত্র সমূহ দ্বারা রাক্ষস বধ ইত্যাদি কার্য্য যদিও কবিগণ আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তথাচ তাঁহার যশঃস্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ যাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্য বর্জিত, তাঁহার বৈরিবধে কপিগণ কি সহায়তা করিবে? অতএব সুগ্রীবাদি সমীপে রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ যদ্রূপ লীলা মাত্র, রাক্ষস বধাদিও তদ্রূপ লীলা মাত্র জানিবেন। হে মহারাজ! আমার একথা অযুক্ত এমত মনে করিবেন না, দেবগণের প্রার্থনায় লীলার্থই ঐ ভগবান্ অবতার স্বীকার করিয়াছিলেন ॥

যদি বল এই বর্ণন হেতু শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সমান, তবে এরূপ পরিপাটীর প্রয়োজন কি? উক্ত বিষয়ের সমাধান, রামচন্দ্রও অধিক ও সাম্য এতদুভয় হইতে মুক্ত বিগ্রহ, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদোপ চার জানিবা, তবে যদি এরূপ মনে কর রামচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব না হয় কেন, তাহার উত্তর এই নবমস্কন্ধীয় পদ্যে স্বয়ং পদের প্রয়োগ হয় নাই একারণ রামচন্দ্রের সহিত

নরলীলাদি সাধর্ম্ম্যাচ্ছ্রেষ্ঠ রূপং তদস্য যৎ ॥ ১০ ॥

তথাচ শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ॥

অন্তরঙ্গ স্বরূপা যে মৎস্য কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী।

সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজ ইতি ॥ ১১ ॥

স্বয়ন্ত্বসম্যাতিশয়ঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

তাৎর্থঃ। নন্থ কথং শ্রীরামেণ সহৈকতয়া শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠ রূপং নস্তাদিত্যাহ তত্র স্বয়ং পদাভাবাদিতি ॥ ৯ ॥

নন্থ শ্রীরামস্য শ্রীনারায়ণীয়ত্বাৎ তৎ সমতা যুক্তেত্যত আহ নরলীলা দীতি ॥ ১০ ॥

অত্র এষু সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বশক্ত্যা সর্ব্বান্তরঙ্গেন ধর্ম্মেণ বা ॥ ১১ ॥

নন্থ নিরস্ত সাম্যাতিশয়স্তু যৎ স্বয়মিতি শ্রীতৃতীয়স্কন্ধ পদ্য বদত্রাপি শ্রীনারা-

---

শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বলিতে পারি না ॥ ৯ ॥

অহে। তবে নারায়ণ সম্বন্ধীয় প্রযুক্ত শ্রীরামচন্দ্রে তৎ সমতা উপযুক্ত হয়, এই বিষয়ে বলিলেন, নরলীলাদি সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ রূপ ॥ ১০ ॥

উক্ত বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল অবতার আছেন ইহাঁরা আমার অন্তরঙ্গ স্বরূপ কিন্তু এ সকলের মধ্যে আবার দশরথ নন্দন রামচন্দ্র আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ॥ ১১ ॥

অপর যদি এ রূপ আশঙ্কা কর তৃতীয়স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে "যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো গৃণন্ত্যবিদ্যা পটলং বিভিৎসবঃ"। অস্যার্থঃ। কশ্যপঋষি দিতিকে কহিলেন প্রিয়ে!

ইত্যস্ত পরমৈশ্বর্য্য বিশেষস্যানুবর্ণনে।
পদস্য স্বয়মিত্যস্য দ্বিরুক্তির্বোধয়ত্যসৌ।
কৃষ্ণস্যান্য স্বরূপৈক্যাদাধিক্যং নেতি সর্ব্বথা॥ ১২॥

রূপেণৈক্যাত্তথোক্তি রিতি কুচোদ্যং পরিহরন্নাহ স্বয়মিতি দ্বাভ্যাং অন্য স্বরূপৈঃ শ্রীনারায়ণাদিভি রৈক্যাদভেদাৎ আধিক্যং নেতিসর্ব্বথা বোধয়তি জ্ঞাপ য়তি অন্যথা স্বয়ং পদস্য দ্বিরাবৃত্তি র্ন স্যাৎ। তৃতীয়স্কন্ধে পদ্যার্থঃ স্বয়ংরূপ লক্ষণে বিবৃতোঽস্তি॥ ১২॥

মহাদেব অনর্থক অনিষিদ্ধ সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পিশাচ বোধে উপহাস করিও না, পণ্ডিতগণ অবিদ্যা পটলভেদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার বিষয়াশক্তি শূন্য আচরণ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিচিত্র চরিত্রের কথা কি বলিব? তিনি স্বয়ং সাধুগণের গতি, অপর তাঁহা অপেক্ষা অতিশয় কেহ নাই, তথাপি আপনি পিশাচবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। এই উক্তির ন্যায় এ স্থানেও শ্রীনারায়ণের সহিত ঐক্য প্রযুক্ত ঐ প্রকার বর্ণন হইয়াছে, এই কুতর্ক পরিহার পূর্ব্বক কহিলেন তৃতীয়স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে "স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়" এই পদে তথা প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই পদে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য্য বিশেষের বর্ণন বিষয়ে স্বয়ং পদের দ্বিরুক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্বরূপের অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদির সহিত অভেদ প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে ঐ শ্রীনারায়ণাদির আধিক্য নাই, ইহাই বোধ করাইতেছে॥ ১২॥

ত্র্যধীশ ইতি গোলোক মথুরা দ্বারকাভিধং।
যৎ পদত্রিতয়ং তস্য সোঽধিপত্বাদধীশ্বরঃ॥ ১৩॥
প্রকৃতীশ বিরাড়ন্তর্যামি ক্ষীরাব্ধি শায়িনাং।
ত্রয়াণামুপরীশোঽয়ং ত্র্যধীশ ইতি বা স্মৃতঃ॥ ১৪॥
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা তত্রাপি প্রাপ্ত সর্ব্ব সমীহিতঃ।
স্বেনাত্মনা স্বয়াবাত্ম ভূতয়া শক্তিবর্য্যয়া।

গোলোকেতি শ্রীবৃন্দাবনেনাভেদাদেকত্বেনোক্তিঃ॥ ১৩॥

প্রকৃতীশঃ প্রথম পুরুষঃ বিরাড়ন্তর্যামী দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয়ঃ পুরুষঃ। প্রকৃতীশেত্যাদীনাং ত্রয়াণামুপরীশ ইত্যুক্তে তর্হি নারায়ণঃ ইত্যত আহ স্বয়মিতি॥ ১৪॥

প্রাপ্তঃ সর্ব্বঃ সমীহিত ইতি ফলিতার্থ কথনং তদেব বিশদয়াহ স্বেনেতি

তৃতীয়স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে যে ত্র্যধীশ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে তাহার বৃত্তি এই। গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা নামে যে স্থান ত্রয় তাহার অধিপ অর্থাৎ স্বামী এই প্রযুক্ত অধীশ্বর॥ ১৩॥

অথবা প্রকৃতীশ প্রথম পুরুষ, বিরাড়ন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষ এই তিনের উপর যিনি ঈশ্বর এই অর্থেই বা ত্র্যধীশ বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৪॥

অপর "স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যা" এই পদে, তাহাতেও আবার "প্রাপ্ত সর্ব্ব সমীহিতঃ" এই পদে স্পষ্ট অর্থ এই যে, স্ব শব্দে আত্মা অথবা স্বরূপ ভূত প্রধান শক্তি অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কিম্বা প্রধান শক্তির সহিত বিরাজ করেন এই অর্থে স্বরাট্,

রাজতীতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমুচ্যতে।
তদেব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পদেতয়া।
আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং কামাঃ প্রেষ্ঠার্থ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥
চিরেতি তু চিরায়ুষ্কা লোকপাঃ পদ্মজাদয়ঃ।
তেষাং কিরীট কোটীভি র্মুকুটানাং শতার্ব্বুদৈঃ।
ঈড়িতে সংস্তুতে পাদ পীঠে যস্যেতি বিগ্রহঃ।
হীরাদি রত্ন মুকুটৈঃ পাদপীঠাভিঘট্টনাৎ।
জনিতেন স্বনৌঘেন বাঢ়মুৎপ্রেক্ষ্যতে স্তুতিঃ।

তদেব স্বারাজ্যমেব। এতয়া সম্পদা আপ্তাঃ কামা যমিতি দ্বিতীয়ান্যপদার্থ বহুব্রীহিঃ ॥ ১৫ ॥

লোকপা লোকপালা ইত্যর্থঃ। কোটিশব্দোঽত্র সংখ্যাপরঃ। পাদ

স্বরাটের ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মকে স্বারাজ্য বলে। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পদ্, তদ্দ্বারা সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কাম শব্দের অর্থ অভীষ্টার্থ সিদ্ধি ॥ ১৫ ॥

চির শব্দে চিরায়ুঃ, লোকপাল শব্দে ব্রহ্মা প্রভৃতি, তাঁহাদিগের। কিরীট কোটি অর্থাৎ শতার্ব্বুদ মুকুট দ্বারা ঈড়িত অর্থাৎ সংস্তুত হইতেছে পাদ পীঠ যাঁহার এই সমাসে "কিরীট কোটীরিত পাদ পীঠঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হয়।

তাৎপর্য্য। হীরকাদি রত্ন খচিত মুকুট সমূহ দ্বারা পাদ পীঠের সংস্পর্শ হেতু যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইতেছে, তদ্দ্বারাই যেন সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপাল সকল স্ব স্ব

স্ব স্ব কর্ম্মণ্যবস্থিত্যা তৈ স্তৈ ব্র্হ্মাদি লোকপৈঃ ॥ ১৬ ॥
আজ্ঞাপালনমেবাস্য বলের্হরণমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাতা পৌরাণ্যেষা বিলিখ্যতে ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং প্রায়ো নানা বিধাত্মনাং।
বৃন্দানি ভগবচ্ছক্তৌ বিচিত্রাণি চকাসতি ॥ ১৯ ॥
শতকোটি প্রমাণানি যোজনানান্তু কানিচিৎ।
অণ্ডানি বিরাজন্তে শক্তি বৈচিত্র্যতো হরেঃ ॥ ২০ ॥

পীঠয়োরভিঘট্টনাৎ সংস্পর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥
বলিং হরদ্ভিরিত্যস্যার্থং বিবৃণোতি আজ্ঞাপালনমিতি ॥ ১৭ ॥
অথ লোকপালানাং চিরায়ুষ্ট্বং প্রস্তৌতি অথাত্রেতি ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানাং বৃন্দানি চকাসতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥
প্রায়ো নানা বিধাত্মনামিত্যত্র প্রায়িকত্বং দর্শয়ন্নাহ শতেতি ॥ ২০

কর্ম্মে অবস্থিতি নিমিত্ত স্তব করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

"বলিং হরদ্ভিঃ" এই পদের বৃত্তি, আজ্ঞা পালনকে বলি হরণ বলা যায় ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাদি লোকপাল সকলের চির জীবিত্ব বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণীয় প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে যথা ॥ ১৮ ॥

ভগবৎ শক্তিতে প্রায় নানা বিধ স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গণের বিচিত্র বৃন্দ সকল প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৯ ॥

ভগবানের বিচিত্র শক্তি বশতঃ কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি যোজন ॥ ২০ ॥

কানিচিচ্চ নিখর্ব্বেণ তেষাং পদ্মাযুতেনচ।
তৎ পরার্দ্ধ শতেনাপি বিস্তৃতানিতু কানিচিৎ।
অজাণ্ডানি বিরাজন্তে কেষুচিদ্বিংশতিঃ কৃতা।
ভুবনানাঞ্চ পঞ্চাশৎ কুত্রচিৎ সপ্ততিস্তথা।
শতং সহস্রমযুতং লক্ষং ক্বচন রাজতি॥ ২১॥
ব্রহ্মাদ্যা লোকপা স্তেষু নানা রূপাশ্চকাশতি।
পরমর্দ্ধি সহস্রেণ সেব্যমানা সমন্ততঃ।
ক্বচিদিন্দ্রাদয় স্তেষু মহাকল্পা শতায়ুষঃ।
মহাকল্পা পরার্দ্ধায়ুর্ভাজো ব্রহ্মাদয় স্তথা॥ ২২॥

বিস্তৃতানীত্যত্র সর্ব্বেষাং তৃতীয়ান্তানামন্বয়ঃ। কেষুচিদজাণ্ডেষু ভুবনানাং বিংশতিঃ পঞ্চাশদাদিচ রাজতি॥ ২১॥

তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু॥ ২২॥

কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড দশ সহস্র কোটি যোজন, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অযুত পদ্ম যোজন এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড পরার্দ্ধশতযোজন পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। অপর কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি ভুবন, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ ভুবন, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ৭০ সপ্ততি ভুবন, এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, সহস্র, অযুত ও লক্ষ ভুবন বিরাজ করিতেছে॥ ২১॥

অপর সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি লোকপাল সকল সহস্র সহস্র পরম ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবমান হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে মহা কল্প শতায়ুঃ ইন্দ্রাদি দেব ও মহাকল্প শত পরার্দ্ধায়ুঃ ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন॥ ২২॥

তে তে ব্রহ্মসুরেশাদ্যাঃ কথিতাশ্চিরলোকপাঃ।
স্তুতাঙ্ঘ্রি পীঠঃ কৃষ্ণোহয়ং তেষাং মুকুটকোটিভিঃ॥ ২৩
একদা দ্বারকাপুর্য্যাং সুধর্ম্মায়াং মুরান্তকে।
বিরাজতি তমাগত্য দ্বারাধ্যক্ষো ন্যবেদয়ৎ।
দিদৃক্ষুর্দেব পাদাব্জং ব্রহ্মা দ্বারেঽবতিষ্ঠতে॥ ২৪ ॥
আগতঃ কতমো ব্রহ্মা দ্বারীতি পরিপৃচ্ছ তং।
ইত্যচ্যুত গিরং শৃণ্বন্নেত্য দ্বারাধিপঃ পুনঃ।

যে যে এবং ভূতাস্তেতে তেষাং ব্রহ্মসুরেশাদ্যানাং॥ ২৩॥

মুরান্তকে বিরাজতি সতি দ্বারাধ্যক্ষ আগত্য তং মুরান্তকং ন্যবেদয়ৎ নিবেদনমেবাহ দিদৃক্ষুরিতি॥ ২৪॥

তং ব্রহ্মাণং পরিপৃচ্ছ ইতি কৃষ্ণবাক্যং শৃণ্বন্ এত্য ব্রহ্মাণং পৃষ্ট্বা কৃষ্ণাগ্রে

যাহা হউক, সেই সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি চির লোকপাল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মুকুট কোটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ পীঠ স্তুত হইতেছে॥ ২৩॥

কোন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীর সুধর্ম্মা সভায় বিরাজ করিতেছিলেন এমত সময়ে দ্বারাধ্যক্ষ আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিল, দেব! ব্রহ্মা আপনার চরণপদ্ম সন্দর্শনাভিলাষে দ্বারে অবস্থিত রহিয়াছেন॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন দ্বারপাল! কোন্ ব্রহ্মা দ্বারে আসিয়াছেন, গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারাধ্যক্ষ পুনরায় দ্বারে গমন করত জিজ্ঞাসা করিল আপনি কোন্ ব্রহ্মা, তাহাতে ব্রহ্মা যাহা কহিলেন

পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমাগত্য কৃষ্ণাগ্রেচ তমব্রবীৎ।
আগতঃ সনকাদীনাং জনকশ্চতুরাননঃ ॥ ২৫ ॥
আনয়েতি হরের্বাচা তেন ব্রহ্মা প্রবেশিতঃ।
প্রণমদ্দণ্ডবৎ পৃষ্টঃ কৃষ্ণেন কিমিহাগতঃ।
তমিতি প্রাহ তং ব্রহ্মা দেবাগমন কারণং।
বক্ষ্যে পশ্চাদযদাখ্যাদ্য ব্রহ্মা কতম ইত্যদঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তন্নাথ ব্রহ্মা নান্যোঽস্তি মদ্যতঃ ॥ ২৬ ॥
অথ স্মিত্বা মুকুন্দেন দ্বারবত্যাং দ্রুতং তদা।

আগত্য চতুরানন আগত ইতি তমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥
তেন দ্বারাধিপেন কিং কথং। মৎ মত্তঃ ॥ ২৬ ॥
মুকুন্দেন স্মৃতাঃ লোকপালাঃ ॥ ২৭ ॥

তৎ শ্রবণানন্তর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া বলিল, প্রভো। সনকাদির জনক চতুরানন ব্রহ্মা আসিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তবে তাঁহাকে আনয়ন কর, দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে ব্রহ্মাকে লইয়া গেলে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণাগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জন্য আসিয়াছ। ব্রহ্মা কহিলেন দেব। আগমনের কারণ পরে বলিব, আপনি আজ যে বলিলেন ইনি কোন্ ব্রহ্মা, অতএব হে নাথ। আমা ভিন্ন যে অন্য ব্রহ্মা আছে তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক যখন স্মরণ করিলেন তৎ কালীন কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপাল সকল শীঘ্র

স্মৃতা ব্রহ্মাণ্ড কোটিভ্যো লোকপালাঃ সনাগতাঃ ॥ ২৭ ॥
অষ্ট বক্ত্রাশ্চতুঃষষ্টি বক্ত্রাঃ শতমুখা স্তথা।
সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটি বক্ত্রা বিরিঞ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥
রুদ্রাশ্চ বিংশতি মুখা স্তথা পঞ্চাশদাননাঃ।
শতবক্ত্রাঃ সহস্রাস্যা লক্ষবাহু শিরোভৃতঃ।
পুরন্দরাশ্চ লক্ষাক্ষা নিযুতাক্ষা স্তথাপরে ॥ ২৯ ॥
অপরে লোকপালাশ্চ বিবিধাকৃতি ভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্র ব্রহ্মাণং বিশেষয়তি অষ্টেতি ॥ ২৮ ॥
লক্ষং বাহূন্ শিরাংসি বিভ্রতি যে ॥ ২৯ ॥
অপরে বহ্ন্যাদয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

তাঁহাদেব মধ্যে যে সকল ব্রহ্মা ছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ অষ্ট বদন, কেহ কেহ ষষ্টি বদন, কেহ কেহ শত মুখ, কেহ কেহ সহস্র মুখ, কেহ কেহ লক্ষ মুখ এবং কেহ কেহ বা কোটি মুখ ছিলেন ॥ ২৮ ॥

আর যে সকল রুদ্র আগমন করিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ বিংশতি বদন, কেহ কেহ পঞ্চাশৎ বদন, কেহ কেহ শত বদন, কেহ কেহ সহস্র বদন এবং কেহ কেহ বা লক্ষ বাহু ও লক্ষ বদন ছিলেন, তথা যে সকল ইন্দ্র আগমন করিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ লক্ষ চক্ষুঃ ও কেহ কেহ নিযুত চক্ষুঃ ছিলেন ॥ ২৯ ॥

আর অন্যান্য যে সকল লোকপালের আগমন হইল

কৃষ্ণস্য পুরতঃ প্রাপ্তাঃ পাদপীঠমবানমন্।
তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াত্তস্মিন্নুন্মমাদ চতুর্মুখঃ॥ ৩১॥
কিঞ্চ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রোক্তং সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলাঃ।
দেশতো জীবতশ্চাপি তুল্যরূপা ভবন্ত্যমী॥ ৩২॥
তথাহি॥
এক রূপাস্তথৈবাণ্ডাঃ সর্ব্ব এব নরেশ্বর।

তান্ লোকপালান্ তস্মিন্ কৃষ্ণস্য পুরতঃ উন্মমাদ উন্মত্তো বভূব॥ ৩১॥

মতান্তরমুত্থাপয়তি কিঞ্চেতি। জীবতশ্চাপীত্যপিনা প্রমাণতশ্চেত্যর্থো দ্যোতিতঃ॥ ৩২॥

নরেশ্বর হে ব্রজ॥ ৩৩॥

তাঁহাদের বিবিধ প্রকার আকার ও বিবিধ প্রকার ভূষণ ছিল॥ ৩০॥

তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আসিয়া তদীয় পাদ পীঠে প্রণাম করিলে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণাগ্রে ঐ সমুদায় লোকপাল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় বশতঃ উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন॥ ৩১॥

এস্থলে মতান্তর যথা॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে, যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে তৎসমুদায় দেশ, জন্তু ও প্রমাণে তুল্য রূপ॥ ৩২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন যথা॥

হে বজ্র! যে সকল ব্রহ্মাণ্ড আছে, তৎসমুদায় এক রূপ

তুল্য দেশ বিভাগশ্চ তুল্য জন্তব এবচেতি ॥ ৩৩ ॥
বিরোধেঽত্র সমুৎপন্নে সমাধানং বিধীয়তে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীকৌর্ম্মে ॥
বিরোধো বাক্যয়ো র্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে।
যথা বিরুদ্ধতা চ স্যাত্তথার্থঃ কল্পতে তয়োরিতি ॥ ৩৫ ॥
যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিঃ ॥ ৩৬ ॥
তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা।

অত্র অনয়োর্ব্বিরোধে সমুৎপন্নে সতি ॥ ৩৪ ॥
কল্পতে কল্পয়িতুং যোগ্যো ভবতি। কল্প্যত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৫ ॥
জাতু কদাচিৎ। অত্র জাতু শব্দোপাদানাদ্যুগপদিতি লভ্যতে। সকলাণ্ডানি সমানীতার্থঃ ॥ ৩৬

তাহাদের দেশ বিভাগ ও জন্তু সকলই তুল্য ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই দুইয়ের পরস্পর যে বিরোধ দেখা যাইতেছে তাহার সমাধান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

যথা কূর্ম্মপুরাণে ॥

যে স্থলে উভয় বচনের বিরোধ হয় সে স্থলে কোন বচনই অপ্রামাণ্য হয় না, যে রূপে বিরুদ্ধতা না ঘটে, সেই রূপে অর্থ কল্পনা করা উপযুক্ত ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ হরি কদাচিৎ তুল্য ব্রহ্মাণ্ড সকল এক কালীন সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ।
প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রি স্তস্য কীর্ত্তিতেতি ॥ ৩৭ ॥
অতঃ সংহৃত্য সর্ব্বাণি পুনরণ্ডান্যসৌ সৃজন্।
বিসমাণি সৃজেজ্জাতু কদাচিচ্চ সমান্যপি ॥ ৩৮ ॥
ইত্যৌপোদ্ঘাতিকং প্রোচ্য প্রকৃতং পরিলিখ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ময়া মার্কণ্ডেয়েন। প্রকৃতৌ স্ব স্বরূপে ॥ ৩৭ ॥

অতঃ সমান রূপত্বেন শ্রীমার্কণ্ডেয়োক্তত্বাৎ। কদাচিৎ সর্ব্বাণি বিষমাণি সংহৃত্য বিষমাণি সৃজেৎ কদাচিৎ সমানি সংহৃত্য সমানি সৃজেৎ নতুভয়ানি সংহৃত্য উভয়ানি সৃজেৎ বিরোধাৎ ॥ ৩৮ ॥

প্রকৃতে তদুপযোগি প্রসঙ্গান্তরমৌপোদ্ঘাতিকং ॥ ৩৯ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন হে বজ্র! আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে সকল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছি জগৎপতি যখন এক কালীন তৎসমুদয় সংহার করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়েন, তখন সেই কাল তাঁহার সম্বন্ধে রাত্রি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ৩৭ ॥

অতএব জগৎপতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া পুনরায় সৃজন করিয়া থাকেন, কখন বিষম রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সংহার করিয়া বিষম রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করেন, কখন সমান রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সংহার করিয়া সমান রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করেন কিন্তু উভয় রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সংহার করিয়া উভয় রূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করেন না ॥ ৩৮ ॥

যাহা হউক, এই ঔপোদ্ঘাতিক উল্লেখ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত লিখিতেছি। অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

যন্মর্ত্য লীলৌপয়িকং স্বযোগ
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্যচ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গমিতি ॥ ৪০ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥

যন্মর্ত্যেত্যত্র টীকা তদেব বিম্বং বর্ণয়তি ত্রিভিঃ যন্মর্ত্ত্যা লীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং স্বস্যাপি বিস্ময় জনকং যতঃ সোভগর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য পরং পদং পরাকাষ্ঠা ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্নিত্যেষা ॥ ৪০ ॥

করিতে যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণীয় প্রক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা সমাধানানন্তর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিতেছি॥ প্রকৃত প্রস্তাবের উপযোগি যে প্রসঙ্গান্তর তাহাকে ঔপোদ্ঘাতিক বলে॥ ৩৯ ॥

আরও তৃতীয় স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে বর্ণন আছে॥

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয়! সেই মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল, ভগবান্ আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্য সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা হওয়াতে তাঁহার আপনারও বিস্ময় জনক হইয়াছিল। অধিকন্তু সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল এ রূপ সুশোভন ছিল যে, ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিতে পারিত॥ ৪০ ॥

উক্ত পদ্যের কারিকা যথা॥

যদ্বিম্বং মর্ত্যলীলানাং ভবেদৌপয়িকং পরং।
পূর্ব্বপদ্যস্থিতং বিম্বং যৎ পদেনানুকৃষ্যতে ॥ ৪১ ॥
বিবিধাশ্চর্য্য মাধুর্য্য বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদি সম্ভবাৎ।
স্বস্য দেবাদি লীলাভ্যো মর্ত্যলীলা মনোহরা ॥ ৪২ ॥

ঔপয়িক উপায়াদাদ্ হ্রস্বশ্চ। পূর্ব্বপদ্যে প্রদর্শ্যাতে তপ্ত তপসামবিতৃপ্ত দৃশাং নৃণাং। আদায়ান্তরধাদ্যস্ত স্ববিম্বং লোকলোচনমিত্যত্র স্থিতং ॥ ৪১ ॥

ঔপয়িকত্বং দর্শয়ন্নাহ বিবিধেতি মনোহরা রসাধিক্যার্থঃ যদুক্তমন্যত্র অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং লীলা হরেরিতি রসায়নত্বমিতি ॥ ৪২ ॥

যে বিম্ব অর্থাৎ মূর্ত্তি কেবল মর্ত্ত্যলীলার পরম উপযুক্ত, উল্লিখিত পদ্যে বিম্ব শব্দের প্রয়োগ না থাকাতে, পূর্ব্ব শ্লোক যে "প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্ত দৃশাং নৃণাং। আদায়ান্তরধাদ্যস্ত স্ববিম্বং লোকলোচনং॥ শ্লোকার্থ। উদ্ধব বিদুরকে বলিলেন মহাশয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত লোক দিগকে আপনার মূর্ত্তি প্রকৃষ্ট রূপে দর্শন করাইয়া এক্ষণে লোক লোচন স্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাহাদের নয়ন সন্নিধান হইতে যেন বল দ্বারা গ্রহণ করিয়া আপনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে অনেক কাল দর্শন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের তপস্যা নাথাকাতে নেত্রের তৃপ্তি জন্মে নাই ॥

এই শ্লোকস্থ বিম্ব শব্দকে যৎপদ আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

বিবিধ আশ্চর্য্য, মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভব হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় দেবাদি লীলা হইতে মর্ত্ত্য লীলা অতিশয় মনোহর ॥ ৪২ ॥

ধ্বন্যতে বিম্বশব্দেন সদ্‌গুণাবলিশালিনাং।
সকল স্ব স্বরূপাণাং মূলত্বং তস্য সর্ব্বথা ॥ ৪৩ ॥
অতস্তদেব নিঃশেষ গুণরূপাস্পদত্বতঃ।
বিচিত্রে নরলীলানামতিযোগ্যমুদীর্য্যতে ॥ ৪৪ ॥
স্বযোগমায়া চিচ্ছক্তি র্বলং তস্যাঃ সমর্থতা।
এতদ্দর্শয়তা সাক্ষাৎ কুর্ব্বতা প্রকটীকৃতং ॥ ৪৫ ॥
অহো মদীয় চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাহদ্ভুতং।
দিব্যাতিদিব্য লোকেষু যদ্গন্ধোঽপি ন সংভবেৎ।

মূলত্বং স্বয়ং রূপত্বং ॥ ৪৩ ॥
অতো মূলত্ব ধ্বননাৎ তদেব বিম্বমেব ॥ ৪৪ ॥
এতদ্বলং ॥ ৪৫ ॥
অদ্ভুতত্বং ব্যনক্তি দিব্যেতি যস্য গন্ধোপি লেশোপি। যয়া চিচ্ছক্ত্যা ॥ ৪৬ ॥

বিম্বশব্দে এই অর্থ প্রকাশ হইতেছে সদ্‌গুণ পুঞ্জশালি যে সকল স্বীয় রূপ আছে সর্ব্বতো ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ তৎ সমুদায়ের মূল ॥ ৪৩ ॥

অতএব নিখিল গুণ রূপের আস্পদ হেতু; ঐ বিম্ব বিচিত্রে নরলীলার অতিশয় যোগ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

স্বযোগ মায়া শব্দের অর্থ চিৎ শক্তি, তাঁহার বল অর্থাৎ সামর্থ্য, ঐ বল দেখাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য প্রকট করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ভগবান্ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, অহো! আমার চিৎশক্তির অদ্ভুত প্রভাব দেখ। দিব্য দিব্য লোক সকলে

তজ্জগন্মঙ্গলং রূপং যয়াবিষ্কৃতমীদৃশং ।
স্বযোগ মায়েত্যাদ্যস্যা ভাবোঽয়মিতি গম্যতে ॥ ৪৬ ॥
স্বস্যাত্মনোঽপি পরম ব্যোমেশাদ্যাত্ম দর্শিনঃ ।
বিস্মাপনং নবোদ্দাম চমৎকৃতি করং পরং ॥ ৪৭ ॥
সৌভগর্দ্ধি র্মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য পরমাবধিঃ ।
তস্যাঃ পরং পদং নিত্যোৎকর্ষ সম্পদ্বরাস্পদং ॥ ৪৮ ॥
যত্তু কৌস্তুভমীনেন্দ্র কুণ্ডলাদ্যং হি ভূষণং ।

আত্মনোপীত্যপিনা আত্মীয়ানাস্ত সুতরামিতি দ্যোতিতং। কীদৃশস্ত পরমব্যোমেশাদয়ো যে আত্মনঃ স্বমূর্ত্তয়স্তেষাং দর্শিনঃ। অদৃশ্য দর্শকতা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। যদ্বা পরমব্যোমেশাদীন্ আত্মনি দর্শয়িতুং শীলং যস্ত ॥ ৪৭ ॥

তস্যাঃ সৌভগর্দ্ধেঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি বিগ্রহে সতি ॥ ৪৯ ॥

যাহার গন্ধও সম্ভব হয় না, সেই ঈদৃশ জগন্মঙ্গল রূপ, যে চিচ্ছক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই নাম স্বযোগমায়া, এ স্থলে স্বযোগ মায়া শব্দের এই রূপ ভাব অনুভব হইতেছে ॥ ৪৬ ॥

"স্বস্য" শব্দের অর্থ আপনার এবং আত্ম সম্বন্ধীয় পরম ব্যোম নাথাদির। বিস্মাপন শব্দের অর্থ অভিনব অসীম বিস্ময় জনক ॥ ৪৭ ॥

সৌভাগর্দ্ধি শব্দের অর্থ মহা আশ্চর্য্যময় সৌন্দর্য্যের পরম সীমা পর্য্যন্ত। সেই সৌভগর্দ্ধির পরম পদ অর্থাৎ নিত্যোৎকর্ষ সম্পদের উৎকৃষ্ট আধার স্বরূপ ॥ ৪৮ ॥

কৌস্তুভ ও কুণ্ডল প্রভৃতি যে সকল ভূষণ তৎ সমুদায়ের

তস্যাপি ভূষণান্যঙ্গান্যস্যেতি সতি বিগ্রহে।
তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদমসমোর্দ্ধত্বমীরিতং ॥ ৪৯ ॥
সচ্চিদানন্দ সান্দ্রত্বাদ্দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনোঃ ॥ ৫০ ॥
তথাচ কৌর্ম্মে ॥
দেহ দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি ॥ ৫১ ॥✓
কিঞ্চ শ্রীদশমে শ্রীপুরস্ত্রীণামুক্তৌ ॥ ৫২ ॥
গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং ।

অবিশেষঃ বিশেষত্বেনানিরুক্তেঃ ॥ ৫০ ॥
দেহ দেহিনোর্ভিদা ভেদঃ ॥ ৫১ ॥
বিগ্রহবর্ণনানন্তরং রূপবর্ণনস্য ন্যায্যত্বাত্তদেবাহ কিঞ্চেতি ॥ ৫২ ॥
তাদৃশ সৌন্দর্য্য দর্শনোদ্ভাবিতাধুনিক রতি বাসনাঃ শ্রীমথুরা বাসিন্যঃ শ্রীগোপিকা সৌভাগ্যাতিশয় গর্ব্বেণ বর্ণনেন স্ব স্ব নিষ্ঠাং প্রাক্তনীং রতি মুক্তা

ভূষণ স্বরূপ যাঁহার অঙ্গ সমুদায় এই সমাসে। সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সমান বা অতিশয় নাই ইহাই কীর্ত্তিত হইল। ৪৯

সচ্চিদানন্দ ঘন প্রযুক্ত দেহ দেহির অবিশেষ হেতু এস্থলে এই ভেদ উপচার মাত্র ॥ ৫০ ॥

উক্ত বিষয় যথা কূর্ম্মপুরাণে ॥

দেহ দেহির ভেদ কোন মতে সম্ভব হয় না ॥ ৫১ ॥

আরো বলি ॥

শ্রীদশমে ৪৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে পুরস্ত্রীগণের উক্তি ॥ ৫২

অহো কি কষ্ট! আমরা অতি অল্পপুণ্যা, যে হেতু

লাবণ্য সারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ

বয়স্যা আহুঃ গোপ্য ইতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নেবাচরন্নিত্যর্থঃ যদ্যস্মাৎ অমুষ্য শ্রীনন্দনন্দনস্য রূপং সৌন্দর্য্যং দৃগ্‌ভিঃ করণ ভূতাভিঃ পিবন্তি অত্র বর্ত্তমানীয় প্রয়োগ প্রক্ষেপেণ পানস্যানবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক তয়া বিয়োগেপি তাসাং স্ফূর্ত্তি দ্যোতিতা। তস্মাদেতাদৃশং ভাগ্যং ন তপো জন্যমিত্যাস্থধ্বনিঃ। অত্র সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং মীলিতং যদভিরামতাধিকে। উদ্যতা জয়িনি কামিনী মুখে তেন সাহসমনুষ্ঠিতং পুনরিতি বদুত্তর বাক্যার্থ গতস্য যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দানা পেক্ষকত্বং প্রত্যেতব্যং। কীদৃশং অনুসবানি মধুনি অভিনবানি যস্মিন্ তৎ কচিদ্বিশেষ্যস্য প্রাঙ্‌নিপাত দর্শনাৎ। অত্র মধ্বাস্পদত্বেন রূপস্যাপি পদ্মত্বং বাচ্যং তেনচ দৃশাং ভমরীত্বং সমাসোক্ত্যা মন্তব্যং। তদুক্তং দর্পণে। সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গ বিশেষণৈঃ। ব্যবহার সমারোপঃ প্রস্তুতে ন্যস্য বস্তুন ইতি। পুনঃ কীদৃশং লাবণ্যস্য কান্তি কন্দলী চাকচিক্যস্য সারঃ শ্রৈষ্ঠ্যাংশো যত্র তৎ। নম্বেন্যেষু শ্রীবিগ্রহেষু তাদৃশত্বসম্ভবাৎ কথং চমৎকারাতিশয় ইত্যতঃ আহুঃ অসমোর্দ্ধং নবিদ্যতে সমোর্দ্ধে যস্য তৎ নম্বত্রৈতন্নাস্তি চেৎ কুতঃ প্রাপ্তমিত্যাহুঃ। অনন্য সিদ্ধং স্বাভাবিকত্বমেব নত্বলঙ্করাদিভিস্তাদৃশমিত্যর্থঃ। অস্য স্বয়ং রূপত্বেন রূপস্যাপি স্বয়ং রূপত্বং মন্তব্যং। মাধুর্য্যানুভবাত্তস্মিন্ তাদৃশীং রতিমভিব্যজ্য ঐশ্বর্য্যাদ্যতিশয়িতাশ্রয়েণ তস্মিন্নমুরজ্যন্ত্যা আহুঃ ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যস্য ভাবে তদ্ধিত প্রত্যয়াৎ। ঈশ্বরস্যেতি পাঠে অমুষ্যেশ্বরস্যেতি যোজ্যং যশসঃ শ্রিয়ঃ সম্পত্তেশ্চ একান্ত ধাম নিত্যাশ্রয়মিত্যর্থঃ। এতদুপলক্ষণত্বাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য বলানাম

অসময়ে এই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁর নিত্য নবীন মনোহর রূপ অহরহঃ নয়ন গোচর করিতেছেন, আহা! ইহাঁর লাবণ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাঁর সমান বা অধিক লাবণ্য শালী

মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যঞ্চ ॥

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ বীরুধস্ত্বৎ

পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

পীতি প্রত্যেতব্যং। অন্যত্রৈষাং কেবলমধ্যাস এবেতি ভাবঃ। গোপ্যঃ কিং কীদৃশং তপ আচরন্ তজ্জানীত চেৎ কথয়ত তদেব তপো বয়মাচরিষ্যাম ইতি ভাবঃ তাভিরন্যাঃ সমবয়স্কাঃ প্রতিদ্যোতিতঃ। যদ্বা দুরাপঞ্চেৎ কথং ভবত্য স্তম্মিন্ননুরজ্যন্তি তত্রাহুঃ। শ্রিয়ঃ প্রেয়স্যা একান্ত ধাম তস্মাত্তদাশ্রয়েণ তং ভজিষ্যাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা ঈশ্বরাণাং সম্বন্ধি যদ্যশস্তস্য শ্রিয়ঃ সম্পত্তেঃ সমূহস্য একান্তাশ্রয়ং সর্ব্বেষামবতারাবতারিণাং বীজত্বাদিত্যর্থঃ। তাসাং তজ্জ্ঞানস্য প্রাচুর্য্যান্নাসমঞ্জসমেতৎ ॥ ৫৩ ॥

স্ব কর্তৃক চরাচর কর্ষকত্বাসাধারণ লিঙ্গেন সর্ব্বাতিশয়িত্বং সাধয়ন্নপি দেশেন যদ্বচনং তদেবোত্থাপয়তি ধন্যেয়মিতি ত্বৎ ত্বত্ত ইয়ং শ্রীবরাহলব্ধ তাদৃশ প্রসাদাপি ধরণী ধন্যা সর্ব্বপাতালাদিভ্যস্তদভাবাচ্ছ্রেষ্ঠা আস্তাং তাবদস্যা উৎকৃষ্টত্বমেতজ্জাতা অপি তৃণ বীরুধস্তৃণ রূপা লতা দুর্ব্বাদ্যা অপি ত্বত্তো ধন্যাঃ যতঃ পাদস্পৃশোঽর্থাত্তব। যদ্বা ত্বদিত্যত্র বিভক্তি পরিণামঃ কার্য্যঃ। নমু দুর্ব্বা

কেহ নাই। অপর এই লাবণ্য আভরণাদি দ্বারা উৎপন্ন, এমত বলা যাইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্য যশঃ তথা লক্ষ্মীর অব্যভিচারি স্থান অতএব ইহা অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীদশমে ১৫ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ॥

অদ্য এই বৃন্দাবন ভূমি এবং অত্রস্থ তৃণ লতা সকল ধন্য হইল, যে হেতু আপনার পদ দ্বয় স্পর্শ করিতেছে। এখানে আপনার নখরে স্পৃষ্ট হওয়াতে অত্রত্য এই সকল বৃক্ষ লতা-

নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎ স্পৃহাশ্রীরিতি ॥ ৫৪ ॥
অত্র কারিকাঃ ॥
শ্রীবৃন্দাবনতদ্বাসি মাধুর্য্যোল্লল চেতসা।

দীনাং দেব পূজন সামগ্রীত্বান্নতদযোগ্যত্বেত্যাহ ক্রমলতা ক্রমলতাশ্চাপি ধন্যাঃ যতঃ করাজাভিমৃষ্টাঃ যত তব করাজ্জাতানি অভিমৃষ্টানি অভিমর্শানানি স্পর্শনানি যেষাং যাসাঞ্চ তে তাস্তথা। যদ্বা করস্যৈ রঙ্গুলিভিরভিমৃষ্টাঃ নখৈরভিমৃষ্টা লতা ইত্যর্থঃ শ্লিষ্টঃ। ত্বত্তো যে সদয়াবলোকা স্তৈর্নদ্যাদয়ো ধন্যা ইতি। ভুজয়ো রন্তরেণ মধ্যে ত্বৎ ত্বাং প্রাপ্য গোপ্যঃ শ্যামলতা ধন্যাঃ। গোপী শ্যামা পারি বর্হে ইত্যমরঃ। ত্বদিতি যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। শ্লেষ পক্ষে গোপ্য গোপিকা ভুজয়োরন্তরেণ বক্ষসা ত্বাং ধন্যাঃ। এতত্তু তৎ প্রেয়সী রূপল ক্ষ্যোক্তং সামান্যতশ্চেত্তদা সখ্য ভাবান্নর্ম্মোক্তমিতি কারিকায়াং ব্যক্তী ভবি ষ্যতি। শ্যামসুন্দরং ভবন্তমৃতে তাঃ কথং মষ্যনুরক্তা ইত্যত আহ শ্রীরপি শ্রীনারায়ণ প্রেয়স্যপি যৎস্পৃহা যস্মৈ বক্ষসে স্পৃহয়তি যা সেত্যর্থঃ। প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয় ইতি ন্যায়েন সাপি তবৈতাদৃশ প্রলম্বাদিক হনন সামর্থ্যস্য তাদৃশ সৌন্দর্য্যস্যচ দর্শনাত্ত্বষ্যনুরজ্যতি স্মেতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীবৃন্দাবন তদ্বাসিনোর্ম্মাধুর্য্যেষূল্ললং ঈপ্সিতং চেতো যস্য তেন। লল

কেও ধন্য বলিয়া প্রশংসা করি। অপর এখানকার নদী পর্ব্বত তথা মৃগ ও পক্ষীগণও ধন্য, কারণ লক্ষ্মীও এক সময় যাহার নিমিত্ত সস্পৃহ হয়েন, ইহারা আপনার সেই ভুজান্তর অনা-য়াসে লাভ করিতেছে ॥ ৫৪ ॥

এস্থলে কারিকা যথা ॥

বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন বাসির মাধুর্য্যে সতৃষ্ণ চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ

তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনং।
তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ ॥ ৫৫ ॥
অতোত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে।
সখ্যভাবাত্তথা রামে নর্ম্মণেবেদমীরিতং ॥ ৫৬ ॥
ভুজান্তরস্তু বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গনাঃ।
যৎস্পৃহা বক্ষসে যস্মৈ শ্রীরপ্যাচরতি স্পৃহাং ॥ ৫৭ ॥
তৎ স্পৃহয়ৈব পরং তস্যা নতু তৎ প্রাপ্তি যোগ্যতা ॥৫৮॥

ঈপ্সায়ামিতি ধাত্বর্থাৎ সঃ স্তবঃ ॥ ৫৫ ॥
রামোৎকর্ষানুবর্ণনেনৈব তাৎপর্য্যং কিন্তু সোৎকর্ষং বর্ণন ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬
তেন বক্ষসা ৫৭ ॥
তৎ স্পৃহয়ৈব বক্ষঃ স্পৃহৈব পরং কেবলং ॥ ৫৮ ॥

তদীয় স্তবে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন বৃন্দাবন আমারই উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে, অনন্তর ছল পূর্ব্বক বলদেবকে উদ্দেশ করিয়া ঐ বৃন্দাবনের স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অতএব এস্থলে রামের উৎকর্ষ বর্ণন তাৎপর্য্য নয়, নিজোৎ কর্ষ বর্ণনই তাৎপর্য্য, সখ্য ভাবহেতু পরিহাস ছলে যেন বল-দেবের প্রতি ঐ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

ভুজান্তর শব্দের অর্থ বক্ষঃ, ঐ বক্ষ দ্বারা ব্রজাঙ্গনা সকল ধন্য। যৎ স্পৃহা অর্থাৎ যে বক্ষঃ স্থলের প্রতি লক্ষ্মীও স্পৃহা করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

কিন্তু লক্ষ্মীর বক্ষঃ স্থলে কেবল স্পৃহা মাত্র, তৎ প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা নাই ॥ ৫৮ ॥

সদা বক্ষঃস্থল স্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা।
কৃষ্ণোরঃ স্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকং॥ ৫৯॥
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে॥ ৬০॥
শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ।
কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণং॥ ৬১॥
বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপী রূপেতি সাব্রবীৎ।

বৈকুণ্ঠেশিতুঃ শ্রীনারায়ণস্ত ইন্দিরা লক্ষ্মীঃ ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধি তনয়া রমেতি হারাবলী॥ ৫৯॥

পৌরাণিক্যং পদ্মপুরাণীয়ং॥ ৬০॥

তত্র কৃষ্ণ সৌন্দর্য্যে লুব্ধা স্থিতেত্যর্থঃ। ততো লোভান্তরং॥ ৬১॥

বিজিহীর্ষে বিহর্ত্তুমিচ্ছে॥ ৬২॥

লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাথের বক্ষঃ স্থলে অবস্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের প্রতি স্পৃহা করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণেরই রূপকে প্রার্থনা করেন॥ ৫৯॥

এই বিষয়ে পদ্মপুরাণীয় উপাখ্যান লিখিত হইতেছে॥ ৬০

লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাহাতে লালসান্বিত হয়েন, অনন্তর তৎ প্রাপ্তি কামনায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার তপস্যার কারণ কি?॥ ৬১॥

লক্ষ্মী কহিলেন আমি গোপী দেহ প্রাপ্ত হইয়া গোকুল মধ্যে তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি, এতৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন ইহা অতি দুর্লভ, পুনরায় লক্ষ্মী

তদ্দুর্ল্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥
স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি।
এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥ ৬৩ ॥
যথোক্তং শ্রীদশমে শ্রীনাগপত্নীভিঃ ॥
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ল্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতেতি ॥ ৬৪ ॥
নাম্নোঽপি মহিমৈতস্য সর্ব্বতোঽধিক ঈর্য্যতে ॥ ৬৫ ॥

তদ্রূপা রেখা রূপা সতী তস্য বক্ষসি স্থিতা আস্তে স্ম ॥ ৬৩ ॥

যদ্বাঞ্ছয়া ললনা উৎসুকা সতী শ্রীঃ শ্রীনারায়ণপ্রেয়স্যপি কামান্ অন্যাভিলাষান্ বিহায় তপ আচরৎ কৃতবতীত্যন্বয়ঃ। ললনেতি লল ঈপ্সায়াং। যদ্বা লল্যতে অসৌ ব্রহ্মাদিভিরেবম্ভূতাপি যদ্বাঞ্ছয়া যদভিলাষেণ ॥ ৬৪ ॥

বলিলেন ॥ ৬২

নাথ। আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তাহাই হউক, পরে লক্ষ্মী তদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্থলে স্থান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৩ ॥

দশম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে
নাগপত্নীগণ বলিয়াছেন ॥

হে ভগবন্। নারায়ণ প্রেয়সী লক্ষ্মীও যৎ কামনায় উৎসুকা হইয়া অন্যাভিলাষ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুচির কাল ব্রত ধারণ সহকারে তপস্যা আচারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪

সর্ব্বাপেক্ষা এই শ্রীকৃষ্ণের নামেরও মহিমা অধিক

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে ॥

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতীতি ॥ ৬৬ ॥

স্কান্দেচ ॥

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামেতি ॥ ৬৭ ॥

অথ বিশ্বরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টে নিরূপ্য নাম মহত্ত্বমপি বর্ণয়ন্নাহ নাম্নোপীতি এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৬৫ ॥

আবৃত্তিরাবর্ত্তনং তৎফলং ॥ ৬৬ ॥

ভৃগুবর হে শৌনক ॥ ৬৭ ॥

রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

পুণ্য স্বরূপ সহস্র নাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক বার মাত্র পাঠ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

স্কন্দপুরাণেতেও সূত বলিয়াছেন।

হে শৌনক! এই কৃষ্ণ নাম অতিশয় মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সমস্ত নিগম লতার ফল স্বরূপ এবং জ্ঞানময়, ইহা যদি শ্রদ্ধায় বা হেলায় এক বার মাত্র পরিগীত হয়েন তাহা হইলে ইনি নর মাত্রকেই উদ্ধার করিবেন ॥ ৬৭ ॥

অতঃ স্বয়ং পদাদিভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এবহি। ✓
স্বয়ং রূপ ইতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু॥ ৬৮॥
যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইতি॥ ৬৯॥
যথাচ॥
রামাদি মূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠ
ন্নানাবতারমকরোৎ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

অত ইতি শ্রীকৃষ্ণ এবহীত্যেবকারঃ শ্রীমহানারায়ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেপি স্বয়ং রূপত্বং বারয়তি॥ ৬৮॥

ঈশ্বর ইতি বিবৃতমেতৎ প্রসঙ্গ এব প্রাক্॥ ৬৯॥

রামাদীতি যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ শ্রীমহানারায়ণাদ্যংশী স্বয়ং সমভবৎ প্রকটো বভূব তং ভজামীত্যন্বয়ঃ। তং কীদৃশং গোবিন্দং লীলা বিশেষ প্রখ্যাপনায় গোবিন্দনামানমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটাবস্থায়ামপি তত্ত্ব

অতএব স্বয়ং পদাদি সকল হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে॥ ৬৮॥

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ইত্যাদি॥ ৬৯॥

ঐ ব্রহ্মসংহিতায় পুনরায় উক্ত হইয়াছে॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ এক তথাপি স্বনিয়মে স্থিত হইয়া রামাদি মূর্ত্তি রূপে লোকরঞ্জনা করেন এবং মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামনাদি রূপেও কলা কলাংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বয়ং পরমাত্মা গোকুলধামে অবতীর্ণ,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ৭০ ॥
তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোপ্যস্য বিলাসকঃ ॥ ৭১ ॥
অতো মিলিত্বা শ্রুতিভিঃ স্বসারো যঃ স্তবঃ কৃতঃ ॥
তং তাৎপর্য্য কৃতী কৃষ্ণমেব দেবর্ষিরানমৎ ॥ ৭২ ॥

ষ্ণেৎ স্থাপিতং তর্হি শ্রীরামদয়োপ্যবতারাঃ স্বয়ং রূপা ইতি তেষাং তত্ত্বং নির স্যন্নাহ কলানিয়মেন কলানাং শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিষু মূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্ত মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্নানাবতারং শ্রীরামাদ্যবতারমকরোৎ মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ হংস রাজন্য বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতার ইতি শ্রীদশমে শ্রীদেবানামুক্তেঃ দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম ইতি শ্রীগীতগোবিন্দোক্তেশ্চ ॥ ৭০ ॥

তস্মাৎ নানা স্থানেষু স্বয়ং পদাদি প্রয়োগাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সঞ্চয়াদ্বা। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৭১ ॥

একীভূয় তস্য স্তবস্য তৎ তাৎপর্য্যং উদ্দেশ্যং তস্মিন্ কৃতী সাবধানো দেবর্ষিঃ দেবানামপি জ্ঞান দাতা ঋষ্যগত্যাবিতি শাস্ত্রর্থাং সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ স্মারিতানেন গত্যর্থস্য তস্য জ্ঞানার্থত্বেন প্রতিপাদিতত্বাচ্চ কৃষ্ণমেব আনমন্ নতু শ্রীনারায়ণমিত্যেবকারার্থঃ। পৃষ্টবাক্যাথেন দ্যোতিতং তন্নমনমপি শ্রীকৃষ্ণাবতার তয়েতি মন্তব্যং ॥ ৭২ ॥

অতএব সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭০

অতএব নানা স্থানে স্বয়ং পদাদির প্রয়োগ হেতু পরম বৈকুণ্ঠ নাথও এই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি ॥ ৭১ ॥

এই কারণে শ্রুতি সকল একত্র হইয়া আপনাদের সার স্বরূপ যে স্তব করেন তাহার তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিয়াছিলেন, নারায়ণকে নমস্কার করেন নাই ॥ ৭২ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবত ইতি ॥ ৭৩ ॥

॥ * ॥ ইতি পুরুষাবতারাণাং মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠত্বং ॥ * ॥

অথ নারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠত্বং যথা ॥

নন্বেষ দ্বাপরস্যান্তে প্রাদুর্ভূতো যদূদ্বহঃ।
স বৈকুণ্ঠেশ্বরোঽনাদি স্তদ্বিলাসঃ কথং ভবেৎ ॥ ১ ॥
নৈবমস্যাদি শূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা।

নম ইত্যেতদ্বিবৃতং মঙ্গলাচরণে ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বপক্ষমাহ নন্বেষ ইতি এব ইতি সিদ্ধান্ত কোটি প্রবিষ্টত্বেন সাক্ষান্নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। অথোপন্যাসঃ। তদ্বিলাস স্তস্য যদূদ্বহস্য বিলাসঃ কথং ভবেৎ বরং বৈকুণ্ঠনাথস্য যদূদ্বহোবিলাসো ভবত্বিত্যর্থঃ। অত্র তৎ পদস্য বুদ্ধিস্থত্বেন পরামৃষ্টত্বাৎ যদ্বা তৎ পদস্য চরমপাদে প্রয়োগাৎ যৎপদমধ্যাবসীয়তে তস্মাদয় এষ যদূদ্বহঃ প্রাদুর্ভূতস্তস্য বিলাস ইতি যোজ্যঃ ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তমাহ নৈবমিতি এবং পূর্ব্বপক্ষো নোচিত ইত্যর্থঃ। অস্য যদূদ্বহস্য ॥ ২

যথা দশমস্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ॥

নারদ কহিলেন সেই অমল কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, সর্ব্ব ভূতের সংসার মোচনার্থ যিনি অংশ কলা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বপক্ষ।

অহে! দ্বাপরের অন্তে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠেশ্বর অনাদি অতএব ইনি ঐ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি কি প্রকারে হইতে পারেন ? ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্ত ॥

অহে! একথা বলিও না, আদি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাও

স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ ॥ ২ ॥

তথাহি শ্রীতৃতীয়ে ॥

স্বশান্তরূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ

রভ্যর্দ্দ্যমানেষনুকম্পিতাত্মা ।

পরাবরেশো মহদংশযুক্তো

হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ৩

অত্র কারিকা ॥

স্বশান্তেতি পদ্যং কারিকাবর্ত্তনাদ্বিশদং ভবিষ্যতীতি ন বিবৃতং ॥ ৩ ॥

অনাদি, তিনি স্বচ্ছন্দ হেতু বারম্বার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

তৃতীয় স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন হে মহাশয় ! ভগবান্ ঐ প্রকারে আত্ম মূর্ত্তি কেন প্রদর্শন করান্, ইহার যদি কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে শ্রবণ করুন, এই সংসারে যত শান্ত ও অশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সকলই তাঁহার স্বরূপ, সত্য বটে, কিন্তু যখন অশান্ত মূর্ত্তি সকল শান্ত মূর্ত্তিদিগকে নিপীড়িত করে তখন পরাবরেশ সেই ভগবানের অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হয়, তিনি তাহাদের ক্লেশ দর্শনে অসহিষ্ণু হওয়াতে যদিও আপনি অজ, তথাচ প্রকৃতির অংশে যুক্ত হইয়া, যেমন কাষ্ঠে নিত্য অগ্নি আবির্ভূত হয়, তাহার ন্যায় নিত্য সিদ্ধ আপনি মহাভূত রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

উক্ত শ্লোকের কারিকা যথা ॥

স্বে ভক্তাঃ স্বেচ তে শান্ত রূপাশ্চেত্যত্র বিগ্রহঃ।
শান্তি স্তন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ শাস্তা স্তন্নিষ্ঠ বুদ্ধয়ঃ॥ ৪॥
তেষু শূর সুতাদ্যেষু নন্দাদিষুচ সাধুষু।
ইতরৈ স্তদ্বিরুদ্ধৈস্ত কংসাদ্যৈরসুরাদিভিঃ।
স্বরূপৈঃ সুষ্ঠ্বরূপৈরিত্যরূপত্বং বিরূপতা।
ঘোরাতি বিকটাকারৈরিত্যর্থঃ স্ফুটমীরিতঃ॥ ৫॥
অভ্যর্দ্যমানেষ্বভিতঃ ক্রিয়মাণ মহার্ত্তিষু।

স্বে ভক্তাঃ স্ব শব্দস্যাত্মীয়ার্থত্বাৎ। বুদ্ধেস্তন্নিষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণৈকতানত্বং শান্তি রূচ্যত ইতি শেষঃ। তন্নিষ্ঠা বুদ্ধির্যেষাং তে শাস্তাঃ তদ্বিশিষ্টা ইতি ফলিতার্থঃ॥৪
তেষু শান্তেষু শূরসুতাদ্যেষু শ্রীবসুদেব দেবকী কুন্ত্যাদিষু তদ্বিরুদ্ধৈঃ অশান্তৈঃ। ঘোরা অতি বিকটা আকারা বিগ্রহাশ্চ ক্রিয়াশ্চ যেষাং॥ ৫॥
ক্রিয়মাণা মহত্য আর্ত্তয়ো যেষাং তেষু মায়াম্বয়োজ্ঝিতাঃ মায়া সম্বন্ধ

স্ব শব্দে ভক্ত, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই শান্ত স্বরূপ এস্থলে এই সমাস। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বুদ্ধির একাগ্রতার নাম শান্তি, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠ বুদ্ধি শালি ব্যক্তিদিগকে শান্ত বলা যায়॥ ৪॥

সেই শান্ত স্বরূপ বসুদেবাদি ও নন্দাদি সাধু সকলে। ইতর শব্দের অর্থ তদ্বিরুদ্ধ অশান্ত কংস প্রভৃতি অসুরাদি কর্তৃক। স্বরূপ শব্দের অর্থ এই যে, সুশব্দে সুষ্ঠু এবং অরূপ এই সন্ধি বিশ্লেষ করায় সু ও অরূপ দুই পদ হয়, অরূপ শব্দের অর্থ বিরূপতা। স্বরূপ শব্দে ঘোর বিকাটাকার এই অর্থ স্পষ্ট হইল॥ ৫॥

"অভ্যর্দ্দমানেষু" এই পদের অর্থ যাঁহাদের মহা পীড়া

অনুকম্পাযুতমনাঃ পরে মায়ান্বয়োজ্ঝিতাঃ।
গোলোকমুখ্যা অবরে মায়িকাজাণ্ডমণ্ডলাঃ।
পরেষামবরেষাঞ্চ তেষামীশোঽধিনায়কঃ॥ ৬॥
স্যুর্মহান্তোঽতি পরম মহত্তম তয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥ ৭।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।

মায়ারহিতাঃ যেষাং পরেষামবরেষাঞ্চ॥ ৬॥

বসু সংখ্যকা ইতি কৃষ্ণব্যূহাশ্চত্বারঃ শ্রীমহানারায়ণ ব্যূহাশ্চত্বার ইত্যষ্ট সংখ্যকা ব্যূহ ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

তেষা মুৎকর্ষাপকর্ষ গর্ভং ভেদমাহ বাস্বিতি সতাং শ্রীপঞ্চরাত্র কৃতাং শ্রীনারদাদীনাং মতাঃ সম্মতা ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

আচরিত হইয়াছে, অর্থাৎ সাধু সকল অসুরগণ কর্তৃক অতিশয় পীড়িত হইলে। "অনুকম্পিতাত্মা" এই পদের অর্থ অনুকম্পা যুক্ত চিত্ত। পর শব্দের অর্থ মায়া সম্বন্ধ রহিত অর্থাৎ গোলোক প্রভৃতি, অবর শব্দের অর্থ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সকল, তৎ সমুদায়ের ঈশ অর্থাৎ অধীশ্বর॥ ৬॥

মহৎ শব্দের অর্থ অতিশয় পরম মহত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চারি ব্যূহ এবং মহানারায়ণের চারি ব্যূহ এই দুইয়ে অষ্ট ব্যূহ, এই সকলকেই মহৎ শব্দে উল্লেখ করা যায়॥ ৭॥

তৎ সমুদায়ের উৎকর্ষাপকর্ষ গর্ভ ভেদ এই যে, মহা বৈকুণ্ঠনাথের বাসুদেব প্রভৃতি ব্যূহ চতুষ্টয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ চতুষ্টয় উৎকর্ষ শালী, পঞ্চরাত্র গ্রন্থকর্ত্তা নারদ প্রভৃতি

তেভ্যোপ্যুৎর্ষ ভাজোহমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ ॥ ৮
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথ ব্যূহৈঃ সহৈকতাং।
স্ববিলাসৈ রিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহ ক্রোড় বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ। ১০ ॥
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

এতে কৃষ্ণব্যূহা একতামৈক্যং অভ্যেত্য প্রাপ্য। অত্র সহোক্ত্যা শ্রীপর ব্যোমনাথ ব্যূহানামপকর্ষত্বমভিহিতমেব ॥ ৯ ॥

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। পরমব্যোমনাথশ্চেতি পুরুষাদয় ইতি চ পূর্ব্ব নির্দ্দেশা ন্নারায়ণস্য তদতিরিক্তপরত্বেঽপি ঝটিত্যর্থাবগমায় বিশেষণত্বেন নরসখ ইতি নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ১০ ॥

এভিঃ শ্রীপরব্যোম নাথাদিভির্বিলাসৈ র্বিলাস বিলাসৈশ্চ পুরুষাদভি রংশৈঃ ॥ ১১ ॥

সৎ সকলের এই মত ॥ ৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ সকল স্ববিলাস রূপ পরম ব্যোম নাথের ব্যূহের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

অংশ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমব্যোম নাথ এবং প্রসিদ্ধ অবতার যে সকল পুরুষাদি তথা শ্রীজানকীনাথ, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরভ্রাতা নারায়ণ ও হয়শীর্ষ প্রভৃতি ॥ ১০

এই সকলের সহিত সর্ব্বদা যোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হয়েন ॥ ১১ ॥

অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলা প্রকটতেক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটি র্বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশ দ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥ ১৩ ॥
বাসুদেবাদি লীলাস্তু মথুরা দ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈ র্ব্রজান্তস্ত বাল্যোহাভিশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ১৪ ॥
যথা শ্রীদাম্নিতার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোপি চতুর্ভুজঃ।

অত এভির্যোগং প্রাপ্য স্থিতেঃ তত্তল্লীলানাং শ্রীপরমব্যোমনাথাদি লীলানাং প্রাকটং ঈক্ষ্যতে শাস্ত্রতো যুক্তিতঃ স্থানাদীনাং প্রত্যক্ষতশ্চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যা বিরিঞ্চয়ে ব্রহ্মণে দর্শিতা সৈব বৈকুণ্ঠেশ্বর লীলা জ্ঞেয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রজান্তর্ব্রজমধ্যে ॥ ১৪ ॥

ব্রজমধ্যে শ্রীবাসুদেব লীলামুদাহরতি যথেতি তৃক্ষো মরীচিস্তস্যাপত্যমিতি

অতএব বৃন্দাবনে পরমব্যোম নাথাদির সেই সেই লীলা সকল প্রকট রূপে দেখাগিয়াছে ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্যে ঈশ্বর সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকলের কোটি সংখ্যা রূপ যে অদ্ভুত লীলা ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা জানিতে হইবে, যে হেতু ইহা অংশ দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, মথুরা ও দ্বারকাদি স্থানে বাসুদেবাদি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তথা ব্রজমধ্যে বাল্য চেষ্টা দ্বারা তত্তদ্রূপে অর্থাৎ বাসুদেবাদি রূপে সেই সেই লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা ॥ ১৫ ॥

যখন শ্রীদাম গরুড় হইতেন তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ

আদিত্যেষ্বথ লব্ধেষু বভৌ দ্বাদশভিভু্জৈঃ ॥ ১৫ ॥
তথা সঙ্কর্ষণী লীলা দৈত্যসংহারিকাপিচ।
মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ।
যা শ্রীগোপালতাপন্যাং বারাহাদিষুচ শ্রুতাঃ ॥ ১৬ ॥
এবং পুরুষ লীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে।

তার্ক্ষ্যো গরুড়ঃ। আদিত্যেষু দ্বাদশ সূর্য্যেষু ॥ ১৫ ॥
শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ত্রয় লীলামুদাহরন্নাহ তথেতি যা মূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৬
প্রাকট্যং ক্রিয়ত ইতি যোজ্যং ॥ ১৭ ॥

নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। অপর যৎ কালীন শ্রীকৃষ্ণ কালিয় দমন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করেন সেই সময় তাঁহার অতিশয় শীত হইয়াছিল, তন্নিবারণার্থ দ্বাদশ সূর্য্য আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হইলে, তিনি বাল্য লীলায় দ্বাদশ বহু বাসুদেব মূর্ত্তি প্রকটন পুরঃসর প্রত্যেকের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, একারণ অদ্যাপি বৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য ঘাট ও দ্বাদশাদিত্য টীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থান আছে ॥ ১৫ ॥

তথা দৈত্য সংহারিকা সঙ্কর্ষণী লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে, অপর মথুরা মণ্ডলে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দুই মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছেন, এই সকল মূর্ত্তি গোপালতাপনী ও বরাহাদি পুরাণ সকলে বিশ্রুত আছে ॥ ১৬ ॥

এই প্রকার অনন্তশায়ি রূপ মূর্ত্তি সমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে স্থন্দর রূপে পুরুষাবতারের লীলা সকল প্রকাশ করিয়া

অনন্তশাস্ত্রি রূপাভিঃ ক্রিয়তে সুষ্ঠু মূর্ত্তিভিঃ॥ ১৭॥
যদা যদাচ সা লীলা কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতা।
ভবেত্তত্তদুপাখ্যানং পুরাণেম্বিতি বিশ্রুতং॥ ১৮॥
যানি রামদি রূপাণি প্রাদুশ্চক্রে স্বকেলিষু।
তান্যধিষ্ঠান রূপেণ রাজন্তে হৃদ্যাপি মাথুরে॥ ১৯॥
গো পরার্দ্ধপয়ঃ পুরৈর্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ।
মমন্থাজিত রূপস্তং গোপৈর্দেবাসুরীকৃতৈঃ॥ ২০॥
অতএব ব্রহ্মাণ্ডে॥

তৎ তদা যদ্যং পাপং প্রতিজহি জগন্নাথ নত্রস্তু তস্ম ইতি বচ্চরম প্রযুক্তে নৈকেন তদাদি পদেন যদ্যদাদ্যাকর্ষণাৎ॥ ১৮॥
অধিষ্ঠান রূপেণ প্রতিমা রূপেণ॥ ১৯॥
যঃ ক্ষীরবারিধি র্জনিতস্তং মমন্থেত্যন্বয়ঃ॥ ২০॥

ছেন॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন যখন যে যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন পুরাণ সকলে সেই সেই লীলার উপখ্যান বিশ্রুত আছে॥ ১৮॥

স্বকীয় লীলা সকলে যে সমুদায় রামাদি রূপ প্রকটন করিয়াছেন, অদ্যাপি মথুরাপুরে তৎ সমুদায় প্রতিমারূপে বিরাজ করিতেছেন॥ ১৯॥

পরার্দ্ধ সংখ্যা গাভীর দুগ্ধ দ্বারা যে ক্ষীর সাগর উৎপন্ন হইয়াছিল, দেবাসুর মূর্ত্তিধারি গোপগণ সহ ভগবান্ অজিত তাহা স্বয়ং মন্থন করিয়াছিলেন॥ ২০॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু র্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
সএব বৃন্দাবন ভূং বিহারী নন্দনন্দনঃ।
এতস্যৈব পরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শত সহস্রশঃ।

যো ভগবান্নন্দনন্দনঃ বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুঃ। য এব নন্দনন্দন এব শ্বেতদ্বীপস্য ঈশঃ অনিরুদ্ধাখ্য ঈশ্বরঃ। যএব নন্দনন্দন এব নর নারায়ণশ্চ অত্র যদ্যপি নরনারায়ণয়োরেক এবাবতারস্তথাপন্য নারায়ণ ভ্রম নিরাসায় নরপদ মত্র বিশেষণং দত্তং সাহচর্য্যাৎ তৎ সহচরী তস্মাতেতি পর্য্যবসিতার্থঃ। স এব নন্দনন্দন এব বৃন্দাবন ভূবিহারী বৃন্দাবনে যা ভুবঃ প্রকটস্থানানি তেষু বিহারীত্যর্থঃ। যদ্বা বৃন্দাবনে যো ভুবাং স্থানানাং বিহারস্তদ্বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশ স্থান নিকরস্য বৃন্দাবন প্রদেশ মাত্রেষু বিশ্রামাত্তত্রত্যাবতার রূপেণ তত্র বিহারীতার্থঃ। অত্র চতুর্বাহ্বাদীননূদ্য নন্দনন্দনস্য বিধেয়ত্বেন কেচিদ্ব্যাচক্ষত তানাহ এতস্যৈবেতি এতস্যৈব নন্দনন্দনস্যৈব নতু তেষামেব ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্ত মাহ মহাগ্নেরিতি ইবেতি বাক্যালঙ্কারে এব কারার্থে বা। তত্রৈব মহাগ্নেরেব তে অবতারাস্তত্রৈব নন্দনন্দন এব হরৌ অত্র পদসা তন্ত্রতয়া দ্বাভ্যামন্বয়ঃ

যে ভগবান্ নন্দনন্দন পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু, যে ভগবান্ নন্দনন্দন শ্বেত দ্বীপের ঈশ্বর, অনিরুদ্ধ নামক যে ভগবান্ নন্দনন্দন নর নারায়ণ, সেই নন্দনন্দই বৃন্দাবন ভূমি বিহারী। এই নন্দনন্দনেরই মনোহর অবতার সকল অসংখ্য। যেমন মহাগ্নি হইতে শত সহস্র উল্কা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, তদ্রূপ নন্দনন্দন হরি হইতে অবতার সকল উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই গিয়া

তত্রৈব লীলা একত্বং ব্রজেযুস্তে হরৌ তথেতি ॥ ২১ ॥
ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য মহদংশৈস্তু যুক্ততা।
অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাং।
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাং।
সহস্র শীর্ষতাং কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাং।
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয় স্তত্তদ্বৃত্ত্যাবগামিনঃ ॥ ২২ ॥
উপোদ্ঘাতং সমাপ্যাথ প্রকৃতং লিখ্যতে পুনঃ ॥ ২৩ ॥

কৃতি প্রযত্ন প্রযোজ্যঃ ॥ ২১ ॥

মহদংশৈর্মহদ্ভিরংশৈশ্চেতার্থঃ। অতএব মহদংশ যোগাদেব। কেচিৎ পরাশরাদয়ঃ। মহেন্দ্রানুজতাং সহস্রশীর্ষতাং প্রথম পুরুষতাং তত্তদ্বৃত্ত্যাবগামিনো মুনয়ো ব্রূয়ুর্ন তু তেষাং দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতং প্রস্তুতং ॥ ২৩ ॥

প্রবেশ করেন ॥ ২১ ॥

অতএব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহৎ অংশ সকল দ্বারা যুক্ততা প্রসিদ্ধ, একারণ পুরাণাদিতে কোন কোন ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের নরসখ নারায়ণত্ব, কোন কোন ঋষিগণ বামনত্ব, কোন কোন ঋষিগণ ক্ষীরাব্ধিশায়িত্ব, কোন কোন ঋষিগণ সহস্র শীর্ষতা অর্থাৎ প্রথম পুরুষত্ব এবং কোন কোন ঋষিগণ বৈকুণ্ঠনাথত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু যে ঋষি যে ভাবাক্রান্ত তিনি সেই মূর্ত্তির অনুগামী হইয়া তত্তন্মূর্ত্তি রূপে শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

যাহা হউক প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব সমাপনানন্তর পুনরায়

অজো জন্মবিহীনোপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ ॥ ২৪ ॥
নম্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবানচিন্ত্যৈশ্বর্য্য বৈভবঃ ॥ ২৫ ॥
তত্র তত্র যথা বহ্নি স্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি কাষ্ঠাদের্হেতুং কিঞ্চিদবাপ্য সঃ ॥ ২৬ ॥
অনাদিমেব জন্মাদি লীলামেব তথাদ্ভুতাং।

আবিরাচরৎ আবিশ্চকার ॥ ২৪ ॥
বিরুদ্ধ্যতে বিরুদ্ধং ভবতি ॥ ২৫ ॥
তত্র মণি কাষ্ঠাদৌ সন্নপি বর্ত্তমানোপি মণিকাষ্ঠাদেঃ সকাশাৎ আদিনা তৃণাদীনাং গ্রহণং। হেতুং ঘর্ষণাদিকং অবাপ্য জায়তে প্রাদুর্ভবতি ॥ ২৬ ॥
দার্ষ্টান্তিকমাহ অনাদিমিতি। জন্মাদি লীলানাগমনাদিত্বং কথমিত্যাহ

প্রকৃত প্রস্তাব লিখিতেছি ॥ ২৩ ॥

তৃতীয় স্কন্ধের "স্বয়ং ত্বসম্যাতিশয়" এই পদ্যের চতুর্থ চরণে যে অজ শব্দ আছে, তাহার অর্থ এই, যিনি জন্ম বিহীন হইয়াও, জাত শব্দের অর্থ জন্ম অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অহে! এস্থলে যদি এরূপ আশঙ্কা কর, একের অজত্ব ও জন্মিত্ব অর্থাৎ যাঁহার জন্ম নাই তিনিই জন্ম গ্রহণ করেন এ কিরূপে সম্ভব হয়, এ বিষয়ের সমাধান এই যে, তিনি ভগবান্ অর্থাৎ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য বৈভব শালী, তাঁহাতে সকলই সম্ভব হয় ॥ ২৫ ॥

অগ্নি যেমন মণিকাষ্ঠাদিতে তেজঃ রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ মণিকাষ্ঠাদির ঘর্ষণ রূপ হেতু প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায় ॥ ২৬

তাহার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ অবলম্বন

হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ২৭ ॥
স্বলীলা কীর্ত্তি বিস্তারাল্লোকেম্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদি লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেবহি ॥ ২৯ ॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদৌ স্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।

অদ্ভুতাং তর্কাদ্যগোচরামিত্যর্থঃ। অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যো জয়েদিতি স্মৃতেঃ অলৌকি সিদ্ধেভূর্ষণমেতন্নতু দূষণমিতি ন্যায়াচ্চ। কদাচন বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর শেষে ॥ ২৭ ॥

হেতুমাহ সলিলেতি অনুজিঘৃক্ষুতা অনুগ্রহঃ কর্ত্তুমিচ্ছতা। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ২৮ ॥

স্বশাস্ত্র রূপেম্বপীতি যোজনয়া সঙ্গময়ন্নাহ তথেতি। প্রিয়েম্বপি করুণা হেতুরিতি যোজ্যং ॥ ২৯ ॥

করিয়া কখন অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরাবশেষে অদ্ভুত অনাদি জন্মাদি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

স্বীয় লীলা কীর্ত্তি বিস্তার দ্বারা লোক সকলের প্রতি অনুগ্রহ করণেচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সকলের প্রাকট্য বিষয়ে উত্তম হেতু ॥ ২৮ ॥

তথা ভয়ঙ্কর দানব গণ কর্তৃক প্রিয়তম সকল পীড়িত হইলে তাহাদের প্রতি করুণাই এস্থলে হেতু, ইহাই উক্ত হইল ॥ ২৯ ॥

অংশের কার্য্যও অংশিতে ঘটনা করিয়া হেতুর আভাস

অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তত্তবেদানুষঙ্গিকং ॥ ৩০ ॥
চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্নুৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েত্তান্ কৃপানিধিঃ ॥ ৩১
কৈরপি প্রেমবৈবশ্য ভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥ ৩২ ॥
কিঞ্চ ॥ ৩৩ ॥

অংশ কার্য্যমপ্যংশিনি ঘটয়িত্বা হেত্বাভাসমাহ ভূমীতি ॥ ৩০ ॥

নন্নু তৎকালাবচ্ছেদ এব তস্মৈ তাদৃশী লীলা শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধাস্তি সম্প্রতি ভজনানুসন্ধানান্নানা জন্মান্তরীয় সুভাদৃষ্টিতস্তাদৃশ কাল উপস্থিত এব দর্শনাদি র্ভবতীতি শঙ্কাং পরিহরন্নাহ চেদিতি তান্ নিজপ্রিয়ান্ ॥ ৩১ ॥

ঐতিহ্য প্রমাণেনাহ কৈরপীতি ॥ ৩২ ॥

তস্য জন্মাদি লীলানাং প্রাকট্যেঽপি নিত্যত্বং প্রদশ্য তন্মূর্ত্তে র্নিত্যত্বং বক্তুং

বলিতেছেন। যথা ভূমির ভার অপহরণ নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের যে আরাধনা, তাহাই এস্থলে আনুষঙ্গিক ॥ ৩০ ॥

অদ্যাপি যদি নিজ প্রিয় ভক্তগণ উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া যে যে লীলা দেখিতে ইচ্ছা করেন কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা দিগকে সেই সেই লীলা দেখাইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাস পরম্পরা গত প্রবাদ কথা দ্বারা কহিতেছেন। কোন কোন ভাগবতোত্তম প্রেমে বিবশ হইয়া অদ্যাপিও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিতে পান ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা সকলের প্রকটতাতেও নিত্যত্ব

যস্য পারিষাদাদীনামপ্যুক্তা নিত্য মূর্ত্তিতা।
তস্যেশ্বরেশিতু র্নিত্য মূর্ত্তিত্বে কা বিচিত্রতা॥ ৩৪॥
তথাপি শুষ্কবাদৈক নিষ্ঠানাং হেতুবাদিনাং।
তূষ্ণীম্ভাবায় বচনং পুরাণাদে র্বিলিখ্যতে॥ ৩৫॥
তথাহি শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতৌ॥
ত্বয্যেব নিত্য সুখবোধতনাবনন্তে

প্রক্রমতে কিঞ্চেতি॥ ৩৩॥

নিত্য মূর্ত্তিতা উক্তা অন্যৈঃ পরিজনৈ মু´ক্তৈ নি´ত্যৈশ্চ পরিসংবৃত ইত্যাদি শ্রীপাদ্মোত্তর খণ্ড বচনেন কথিতেত্যর্থঃ। কা বিচিত্রতা ন কিমপি বৈচিত্র্য মিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

শুষ্কোঽফলো যো বাদ স্তন্মাত্র নিষ্ঠানাং। যদ্বা শুষ্ক এব বাদো যেষু তানি অসত্তর্ক জরন্মীমাংসা সৌগত শাস্ত্রাণি তেষু এক নিষ্ঠা যেষাং॥ ৩৫॥

মায়াতো দুস্তর্ক শক্তিত উদ্যৎ উদ্ভবং যদপি প্রলীনং ভবচ্চ অপি শব্দস্য

দেখাইয়া তদীয় মূর্ত্তির নিত্যত্ব বলিবার নিমিত্ত আরম্ভ করিতেছেন যথা॥ ৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণের পারিষদগণেও যখন নিত্য মূর্ত্তিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, তাঁহার নিত্য মূর্ত্তিত্ব বিষয়ে বিচিত্রতা কি?॥ ৩৪॥

তথাপি শুষ্কবাদ মাত্র নিষ্ঠ হেতু বাদিদিগের তূষ্ণীম্ভাবের নিমিত্ত পুরাণাদির বচন সকল লিখিতেছি॥ ৩৫॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা॥

শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবে ১৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে॥

ব্রহ্মা কহিলেন অতএব অসৎ স্বরূপ, স্বপ্ন তুল্য, প্রতিভাস

মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীব্রহ্মাণ্ডে ॥

অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।

চার্থত্বাৎ তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং স্বপ্নাভ মস্তধিষণং পুরু দুঃখ মিতি পূর্ব্বার্দ্ধে স্থিতমিদং জগদিতি বিশেষ্যং ত্বয়ি সদিব অবভাতি ত্বদীয় তত্তৎ সত্তয়ৈব যৎ কিঞ্চিত্তত্তৎ সত্তাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ মায়য়া অপি স্বচ্ছক্তিত্বেন ত্বদাশ্রয়তা মাত্রতঃ সম্ভাবাদিতি ভাবঃ। তাদৃশ ত্বদ্ব্যতিরেকেতু পূর্ব্বার্দ্ধে অসৎ স্বরূপমিত্যাদি বিশেষণ চতুষ্টয়ং মন্তব্যং। নম্নু মায়াশ্রিত্য কথমেতৎ সত্ত্বেঃ ভাতীত্যাহ নিত্যেতি নিত্য সুখ স্বরূপা বোধ রূপাচ তন্নু র্নরাকৃতি পরব্রহ্ম রূপো বিগ্রহো যস্ত তস্মিন্ অতএব স্বামি চরণৈঃ সদিবেত্যুপলক্ষণ মেতৎ নিত্যমিব সুখমিব চেতনমিব চেতি ব্যাখ্যাতং। ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্যেতি শ্রীতো-ষণীকার চরণৈঃ। অথবা উদ্যদিত্যত্র উৎ পূর্ব্বাদিণধাতোঃ উদ্গমনার্থ মুদ্ভব নার্থত্বঞ্চ শ্লিষ্টং যদস্মাৎ। যদ্বা। মায়াত উদ্যদপি জগৎ ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্য যৎ জ্ঞানান্বিতং তৎ সদিব নিত্যমিবাবভাতি গত্যর্থস্য জ্ঞানার্থত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

রূপং মূর্ত্তিঃ অনাদেয় মগ্রাহ্যং অজন্যমিত্যর্থঃ। তর্হি পরিত্যাজ্যমিত্যাহ

শূন্য, দুঃখ বহুল, এই যে অশেষ জগৎ, নিত্য সুখ ও নিত্য জ্ঞান ময় মূর্ত্তি অনন্ত যে আপনি, আপনাতে মায়া দ্বারা উদ্ভুত হওয়াতে যদিও শেষে বিনশ্বর, তথাচ নিত্য বৎ প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ আপনি অধিষ্ঠান হওয়াতে আপনার গুণে তত্তৎ প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যথা ॥

ভগবান্ হরির যে শ্রীমূর্ত্তি অজন্য ও অপরিত্যাজ্য তাহা

আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবে ॥

নিত্যাবতারো ভগবান্নিত্য মূর্ত্তি র্জগৎপতিঃ।
নিত্য রূপো নিত্য গন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্য সুখানুভূঃ ॥ ৩৮ ॥

পাদ্মে।

শ্রীব্যাসাম্বরীষ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্যাসবচনং ॥

অহেয়ং অত্যাজ্যং। ননু তর্হি পুরাণেষু জন্মগ্রহণ মোচনে কথং শ্রূয়তে ইত্যাহ অস্য গ্রহ মোচনে আবির্ভাবতিরো ভাবৌ উক্তে কথিতে ইত্যন্বয়ঃ। অত্র অনুবাদত্বেন লিঙ্গগ্রহণং। যদ্বা আবির্ভাব তিরো ভাবাবেব গ্রহমোচনে উক্তে ইতি যোজ্যং ॥ ৩৭ ॥

অথস্ত তাবৎ শরীরস্য নিত্যত্বং তদীয় গন্ধাদিকমপি নিত্যমিত্যাহ নিত্যাবতার ইতি নিত্যা অবতারা যস্য অবতারিণস্তস্য মুদ্ভবনার্থঃ যদুক্তং শ্রী বারাহে। নাং নিত্যং মথুরা বিদ্ধি নং বৃন্দাবনং তথা। মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মাসাংশযং কৃথা ইতি ॥ ৩৮ ॥

আবির্ভাব এবং তিরোভাবাখ গ্রহণ ও মোচন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

ভগবান্ জগৎ পতির অবতার সকল নিত্য, তাঁহার মূর্ত্তি নিত্য, তাঁহার রূপ নিত্য, তাঁহার গন্ধ নিত্য এবং তিনি নিত্য ঐশ্বর্য্য ও নিত্য সুখ স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

পদ্মপুরাণে ব্যাসাম্বরীষ সম্বাদে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্যাস বাক্য যথা ॥

ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন।
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনিং জগৎপতিং।
বদন্তি বেদশিরস শ্চাক্ষুষং নাথমেঽস্তু তৎ॥ ৩৯॥
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং॥
পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং।
ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ।
কদম্ব মূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতং॥ ৪০॥

বেদশিরসঃ উপনিষদঃ॥ ৩৯॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণ বচনানন্তরং ভূপ হে অম্বরীষ বালং ষোড়শ বর্ষীয়ং যত্তুক্তমগ্রে শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ বর্ষাদাষোড়শাদ্বালা মিতি লোকে মতান্তবসিদ্ধি॥ ৪০॥

হে মধুসূদন! আমি চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, উপনিষৎ সকল আপনাকে যে কোন সত্য, পরম ব্রহ্ম, জগৎ যোনি ও জগৎপতি বলিয়া বর্ণন করেন, হে নাথ! তাহাই আমার চক্ষু র্গোচর হউক॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে মুনে! অবলোকন কর, আমি তোমাকে দেবগুহ্য মূর্ত্তি দর্শন করাইতেছি॥

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যের পর ব্যাসদেব কহিলেন।

রাজন্! তাহার পর আমি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলাম, আহা! সেই মূর্ত্তির কি আশ্চর্য্য শোভা, তাহা নীলাম্বুদ প্রভ বাল রূপ, গোপকন্যা পরিবৃত, গোপবেশ, গোপবালকদিগের সহিত হাস্য কারি, কদম্ব মূলে আসীন এবং পীত বাস॥ ৪০॥

তত্রৈবাগ্রে ॥

ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবন চরঃ স্ময়ন্।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম ॥ ৪১ ॥
ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণ কারণং।
সত্যং ব্যাপি পরানন্দঃ চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবং ॥ ৪২ ॥

তত এতদ্রূপ দর্শনাস্থরং মাংব্যাসং নিষ্ক্রিয়ং প্রাকৃত ক্রিয়া রহিতং অতো হস্মাদ্রূপাৎ পরতর মুৎকৃষ্টমন্যন্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

নম্নু নিরীহং নিরাকারং ব্রহ্ম এতস্মাদ্ব্রহ্মাদয়ো জায়েরন্নিত্যাদি শ্রুতি প্রমাণেন সর্ব্বকারণং ব্রহ্মৈবেতি সত্যং তথাপি কারণমিদমিতি দর্শয়ন্নাহ ইদমেবতি সত্যং নত্বস্য বন্নশ্বরং ব্যাপি নত্বন্যবদ্ব্যাপ্যং ক্ষণিকানন্দ বারণায় পরানন্দং অমূর্ত্তত্ব বারণায় চিদ্ঘনং জ্ঞানানি ঘনানি যস্মিন্নন্যত্রতু তল্লেশোদয়া ন্নৈবিড্যাভাবঃ। শাশ্বতং নবায়মানং শাশ্বতষ্টণ টিকণৌ চেতি সূত্র তবৈবার্থ ত্বাৎ শিবং মঙ্গল করং ॥ ৪২ ॥

ঐ পদ্মপুরাণে ॥

তাহার পর বৃন্দাবন বিহারী ভগবান্ হাস্য বদনে আমাকে কহিলেন ব্যাস! তুমি আমার যে রূপ সন্দর্শন করিলা, ইহা অলৌকিক, সনাতন, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি পরিপূর্ণ ও পদ্মপলাশ লোচন, ইহা অপেক্ষা আর আমার উৎকৃষ্ট রূপ নাই ॥ ৪১ ॥

বেদ সকল এই রূপকেই সর্ব্ব কারণের কারণ, সত্য, সর্ব্ব ব্যাপক, পরমানন্দ, জ্ঞানঘন, নিত্য নূতন ও মঙ্গল প্রদ ॥ ৪২ ॥

শ্রীবাসুদেবোপনিষদি ॥

মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জিতং।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়মিতি ॥ ৪৩ ॥
নস্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যো মায়িকরূপতঃ ॥ ৪৪॥
তথাহি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগদ্বচনং যথা ॥

মদ্রূপং কর্ম্ম ভক্ত্যা জানাতীত্যন্বয়ঃ কদৃশং অদ্বয়ং পুনঃ কীদৃশং ব্রহ্ম ব্যাপকং। যদ্বা মমৈব রূপ মদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অত্র রূপ মনদ্য ব্রহ্মণো বিধেয় তয়া তদতিরিক্তত্বং তৎ কারণত্বঞ্চাস্ত দ্যোতিতং ॥ ৪৩ ॥

তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষাবসর রাদ্ধান্তঃ সুখকর ইতি জৈমিনি মতমাশ্রিত্য শ্রীমোক্ষ ধর্ম্ম পদ্মপুরাণীয় বচনান্যুথায় পূর্ব্বপক্ষ মাহ নস্বরূপ ইতি অরূপঃ অমূর্ত্তিকঃ ॥ ৪৪ ॥

যথাহন্যো রূপবানিতি হেতো দৃশ্যতে তথায় মপীত্যেতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং ততশ্চ স্বস্ত রূপিত্বেপ্যদৃশ্যত্ব মুক্ত্বা নিজরূপস্যাপ্রাকৃতত্বমেব দর্শিতং। তদ্দর্শ-

---

শ্রীবাসুদেব উপনিষদে যথা ॥

আমার রূপ অদ্বয় ব্রহ্ম, আদ্য মধ্য অন্ত বর্জিত, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ এবং অব্যয়, ভক্তি দ্বারা এই রূপ জানিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

অহে! শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই অরূপ, কিন্তু মায়িক রূপ বশতই দৃশ্য হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

মোক্ষধর্ম্মোত্তরে ॥

ভগবান্ কহিলেন নারদ! যেমন অন্য পদার্থ রূপবান্ হেতু দৃশ্য হয়, তাহার ন্যায় তুমি আমার এরূপ জানিতে

এতত্ত্বয়া নবিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোহহং জগতো গুরুঃ।
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসীতি॥ ৪৫॥
তথাহি পাদ্মে॥
অনাম রূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়ত ইতি॥ ৪৬॥

নেচ পরম কৃপাময্যকুণ্ঠা মমৈচ্ছেব কারণমিত্যাহ ইচ্ছন্নিতি নশ্যেয়ং অদৃশ্যতা মাপদ্যেয়ং। তত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ ঈশ ইতি। তথাপি মাং সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং যং পশ্যসি তদ্যুক্তত্বেন যৎ প্রত্যেষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা মম মায়য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্নৈবমিত্যাদি মায়াত্র প্রতারণ শক্তিঃ। স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্ময়েতি বিশ্বপ্রকাশাৎ॥ ৪৫॥

স্মৃতিভিঃ পুরাণেতিহাসাদিভিঃ॥ ৪৬॥

পারিবা না, আমি ঈশ্বর ও জগতের গুরু, ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হয়, সর্ব্বভূত গুণ যুক্ত করিয়া যে আমাকে দেখিতেছ, আমি এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে জানিতে সমর্থ হইবা না॥ ৪৫॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা পদ্মপুরাণে॥

বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি যাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই এই ভগবান্ হরি ঈশ্বর অনাম এবং অরূপ॥ ৪৬॥

অত্র সমাধানং যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে ॥
অপ্রসিদ্ধি স্তদ্ গুণনামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপো ঽসাবুদীর্য্যতে ॥
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্তৃতা।
অকর্ত্তারমিতি প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদ ইতি ॥ ৪৭ ॥
ততশ্চ মোক্ষধর্ম্মীয় বচনং যোগ্যমেব তৎ ॥ ৪৮ ॥
তথাহি ॥

অপ্রসিদ্ধেঃ অনন্তত্বেন সম্যক্ বক্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। পুরাবিদঃ শ্রুতি স্মৃতিজ্ঞাঃ ॥ ৪৭ ॥

অতো বাসুদেবাধ্যাত্মীয় বচনাৎ। তৎ পূর্ব্বমুক্তং মোক্ষধর্ম্মীয় বচনং এতত্বয়া নবিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যত ইতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবং বচনং ব্যাচষ্টে তথাহীতি ॥ ৪৯ ॥

উক্ত বিষয়ের সমাধান যথা ॥
শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্ম গ্রন্থে ॥

গুণ ও নামের অনন্তত্ব প্রযুক্ত এই হরি অনাম তথা রূপের অপ্রাকৃতত্ব হেতু অরূপ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, প্রকৃতির সম্বন্ধ হেতু হরির কর্তৃত্ব নাই এই কারণে শ্রুতি স্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিত গণ হরিকে অকর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব বাসুদেবাধ্যাত্মীয় বচন হইতে মোক্ষ ধর্ম্মীয় বচন উপযুক্ত ॥ ৪৮ ॥

মোক্ষধর্ম্মীয় বচনের কারিকা যথা ॥ ৪৯ ॥

রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মাস্ম বিচার্য্যতাং ॥ ৫০ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতং।
অতো নিজস্য রূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতং ॥ ৫১ ॥
তদ্দর্শনেত্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈবচ কারণং।
ইত্যাহেচ্ছন্মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধ পদ্যং স্বয়ং পুনঃ।

দৃশ্যেত অর্থাজ্জনৈঃ। অসৌ মদ্বিধঃ দৃশ্যত ইতি অহং সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈরপি ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যেব দর্শয়ন্নাহ ইতু ি তি। অতোঽদৃশ্যত্বাদেব ৫১ ॥

তর্হি কথং পুরাণাদাবসকৃদ্দৃষ্টি বিষয়ত্বেন ত্বং গীয়স ইত্যাহ তদ্দর্শনে ইতি মম ইচ্ছৈব কারণং। নন্বিচ্ছা বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষঃ শব্দ বুদ্ধি কর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপরাভাব ইতি মতে বুদ্ধে স্ত্রিক্ষণ বৃত্তি নশ্যত্বেন মহুদর্শনত্বং কথমুদপাদী দিত্যাহ অকুণ্ঠাত্মেতি অনাবর্য্যা নশি নর্শধাতুঃ ॥ ৫২ ॥

রূপী অর্থাৎ রূপবান্ এই কারণে যেমন প্রাকৃত জন দৃশ্য হয়, তাহার ন্যায় মদ্বিধ জন দৃশ্য হইয়া থাকে ইহা তুমি বিবেচনা করিও না ॥ ৫০ ॥

এই বলিয়া ভগবান্ আপনার রূপবত্ত্বেও অদৃশ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব নিজ রূপের অপ্রাকৃতত্ব দর্শিত হইল ॥ ৫১

যদি বল তবে কি প্রকারে পুরাণাদিতে দৃষ্টির বিষয়ত্ব বলিয়া বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার উত্তর এই তদ্বিষয়ে আমার অনিবার্য্যা ইচ্ছাই কারণ, এই হেতু "ইচ্ছন্মুহূর্ত্তাদি" পদ্যার্দ্ধ স্বয়ং পুনরায় বলিয়াছেন। "নশ্যেয়ং" এই

নশ্যেয়মিত্য দৃশ্যঃ স্যাৎ যতো নশি রদর্শনে ॥ ৫২ ॥
তথাপি ভূত গুণবত্ত্বেন মা' ত্বং যদীক্ষসে।
এষা মায়া ময়া সৃষ্টা নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৫৩ ॥
মায়া শব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে ॥ ৫৪ ॥
স্বরূপ ভূতয়া নিত্য শক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ ॥
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনং।
ইত্যেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ ॥ ৫৫ ॥
তত্র স্বৈচ্ছিক প্রকাশত্বং মোক্ষধর্ম্ম এবচ ॥ ৫৬ ॥

ভূতগুণবত্ত্বেন ভূতগুণবন্তং কৃত্বা মাং। যদ্বা প্রাপ্ত গুণবত্ত্বেন ॥ ৫৩ ॥

কুত্রাপীত্যপিনা প্রধানাখ্যা শক্তিশ্চ সুতরাং গ্রাহ্যা মায়া স্যাচ্ছাম্বরী বুদ্ধ্যো রিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। বুদ্ধোঽত্র চিচ্ছক্তি পরঃ ॥ ৫৪ ॥

নিজে ভাষ্যে মধ্বাচার্য্যৈঃ ইত্যেষা ইয়ঙ্কাসাবেবাচেতি শ্রুতি দর্শিতা ॥ ৫৫

তদ্দর্শনে স্বকুণ্ঠাত্মা মমৈচ্ছেবচ কারণমিত্যনেন ইচ্ছন্নিত্যাভাষ্য তদযুক্তিঃ

ক্রিয়ার অর্থ অদৃশ্য, যে হেতু নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন ॥ ৫২ ॥

তথাপি ভূতগুণবত্ত্বরূপে যে আমাকে দেখিতেছ, আমি এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তুমি এই রূপ জানিতে সমর্থ হইবা না ॥ ৫৩

মায়া শব্দে কোন স্থানেও চিৎশক্তি বলা যায় ॥ ৫৪ ॥

সনাতন বিষ্ণু মায়া নাম্নী স্বরূপ ভূত নিত্য শক্তি যুক্ত, এই কারণে পণ্ডিত গণ তাঁহাকে মায়াময় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মধ্বাচার্য্যেরা স্বীয় ভাষ্যে এই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

এস্থলে স্বেচ্ছা প্রকাশকত্ব বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মই প্রমাণ

প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেব দেব সনাতনঃ।
সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ॥ ৫৭॥
বৃহস্পতি স্তদাক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ।
আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতৈ রোষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৫৮॥
উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ।
কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরি র্বিভুঃ॥ ৫৯॥

দর্শয়ন্নিতিহাসমুখাপয়তি তত্রেতি॥ ৫৬॥

শ্রীভীষ্ম আহ অস্য বসোঃ প্রীতঃ তং বসুং সাক্ষাদ্দর্শয়ামাস আত্মান মিতি শেষঃ॥ ৫৭॥

বেগিতঃ বেগযুক্তঃ॥ ৫৮॥

হি যতঃ ইহ যজ্ঞে সুরৈঃ ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ। ইহ এতেষু অস্মাসু॥ ৫৯॥

স্বরূপ॥ ৫৬॥

ভীষ্ম কহিলেন ভগবান্ দেব দেব সনাতন বসুর সম্বন্ধে প্রীত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ আপনার মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন, কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইল না॥৫৭॥

তাহাতে বৃহস্পতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে স্রুক্ উত্তোলন পূর্ব্বক আকাশের প্রতি তদ্দ্বারা প্রহার করিতে করিতে রোষে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন॥ ৫৮॥

এবং বলিলেন, উপস্থিত যজ্ঞভাগ সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণ প্রাপ্ত হইলেন, তবে কি নিমিত্ত ভগবান্ হরি আমা সকলে দর্শন গোচর হইলেন না অর্থাৎ আমরা কেন তাঁহার দর্শন পাইলাম না ?॥ ৫৯॥

ততঃ স তং সমুদ্ভূতং ভূমিপালো মহান্ বসুঃ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং সদস্যাস্তেচ সর্ব্বশঃ ॥ ৬০ ॥
অরোষণো হ্যসৌ দেবো যস্য ভাগোঽয়মুদ্যতঃ।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ॥ ৬১ ॥
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৬২ ॥

ততস্তদ্বচনানন্তরং সমুদ্ভূতং তং বৃহস্পতিং মুনিং মননশীলং ॥ ৬০ ॥
ন রোষ্যতেঽসৌ অরোষণো ন রোষণ পাত্র মিত্যর্থঃ। যদ্বা কস্মৈ চিন্নরুষ্যতি ন কুপ্যতি অতএব তবৈতাদৃশো রোষো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥
নন্বু তর্হি কিং কশ্চিদপি ন পশ্যতীত্যাহ যস্যেতি ॥ ৬২ ॥

এই বলিয়া বৃহস্পতি গাত্রোত্থান করিলে সেই বসুনামক পরম ধার্ম্মিক ভূমিপাল ও সদস্য গণ সকলেই মুনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন ॥ ৬০ ॥

বৃহস্পতে! যাঁহার এই যজ্ঞ ভাগ উপস্থিত সেই ভগবান্ হরি অরোষণ অর্থাৎ তিনি কাহারও প্রতি কোপ করেন না, তাঁহাকে দর্শন করিতে আপনি বা আমরা কেহই সমর্থ হইব না, অতএব তাঁহার প্রতি আপনার এতাদৃশ রোষ উপযুক্ত নয় ॥ ৬১ ॥

তবে কি তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না এমত আশঙ্কা করিবেন না, তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ৬২ ॥

এই স্থলে একত দ্বিত ত্রিত ঋষিগণের ব্যাক্য যথা ॥

তত্রৈকত দ্বিত ত্রিত বাক্যং ॥

অথ ব্রতস্যাবভৃতে বাগুবাচাশরীরিণী।
স্নিগ্ধ গম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভোঃ।
যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুমিতি ॥ ৬৩
ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্ব শক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্র বিষয়ত্বতঃ ॥ ৬৪ ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ॥

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানিক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।

অশরীরিণী অদৃশ্যা সতী বাক্ শ্রী সরস্বতী উবাচ কথিতবতী কীদৃশী বিভোঃ প্রহর্ষণকরী। কিমুবাচেত্যাহ যূয়মিতি হে ভক্তাঃ ॥ ৬৩ ॥

নেত্রেঽভিব্যক্তো ভবেন্নতু নেত্র বিষয়ত্বেন। যদ্বা নেত্র বিষয়ত্বং প্রাপ্য ন প্রকাশো ভবেদিত্যর্থঃ যজ্ গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী ॥ ৬৪ ॥

নিত্যশ্চাসাবব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নশ্চেত্তাদৃশোপি ভগবান্ নিজ শক্তিতঃ স্বেচ্ছা শক্তিভিঃ কর্ত্রী᷄ভিঃ ঈক্ষ্যতে দর্শ্যতে প্রয়োজক ণিঙস্মাদযক্। যদ্বা ঈক্ষত ইতি নির্যকারঃ পাঠ স্তত্র নিজশক্ত্যা করণয়া ঈক্ষতে স্বয়মেব পশ্যতি

অনন্তর ব্রতের অবভৃতে অর্থাৎ ব্রতানন্তর স্নান কৃত হইলে প্রভুর হর্ষকরী অদৃশ্যা সরস্বতী স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে কহিলেন অহে ভক্ত গণ। তোমারা সকল জিজ্ঞাসু, কি প্রকার সেই বিভুকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবা ॥ ৬৩ ॥

তিনি নেত্রের বিষয় নহেন, স্বেচ্ছা প্রকাশিকা স্বয়ং প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নেত্রের বিষয় হইয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ॥

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও তিনি স্বেচ্ছা শক্তি কর্তৃক

ভামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেত্তাহমিতং প্রভুমিতি ॥ ৬৫
সচ্চিদানন্দ রূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণো হধোক্ষজোহপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুরিতি ॥ ৬৬
যএব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এবহি।
একস্যৈবৈকদাচাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে ॥ ৬৭ ॥

তথাচ শ্রীদশমে ॥

নতু কৈশ্চিদ্দৃশ্যো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিজ শক্তিং প্রকাশ্য ঈক্ষণ কর্ত্তা ভবতি স ঐক্ষত বহুস্যামিত্যাদি শ্রুতেঃ। তাং নিজশক্তিং ॥ ৬৫ ॥

অধোক্ষজোহপি স্থগ ভূতেন্দ্রিয়োহপি ॥ ৬৬ ॥

বিরাজত ইতি পদমদ্যাপি তস্যৈতাদৃশত্বমস্তীতি দ্যোতয়তি। সর্ব্বাসাং জন্মাদি লীলানাং নিত্যত্বেন শ্রীজীবগোস্বামি চরণৈঃ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভাদৌ নির্ণীতত্বাদিহাপি অনাদিমেব জন্মাদি লীলামেব তথাভূতামিত্যাদিনা শ্রীগ্রন্থ কৃচ্চরণৈ রপি স্থাপিতত্বাৎ প্রকটাপ্রকটা চেত্যানেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাচ্চ ॥ ৬৭

দৃশ্য হয়েন কিন্তু সেই শক্তি ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি ঐ প্রভু পরমাত্মাকে দেখিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৬৫ ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত হইলেও সচ্চিদানন্দ রূপ প্রযুক্ত স্বীয় শক্তির প্রভাবে ভক্ত গণকে আপনার নিজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

যিনি সর্ব্ব ব্যাপক বিগ্রহ শালী, তিনিই পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহ বান্, কোন সময়ে একের পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন রূপ দ্বয় প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা।

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথেতি॥ ৬৮॥

শ্রীযশোদায়াঃ স্নেহাতিশয়ং দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরূপত্বমেকদৈবাহ নচান্তরিতি দ্বাভ্যাং তং প্রাকৃতং স্বাভাবিকং আত্মজং পুত্রং অধোক্ষজং অধোভূতমক্ষজমিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানং যস্য যনাবর্ত্ত দুগ্ধাদৌ বর্ত্তমানে মৃত্তক্ষণাদিনা অজ্ঞানিন মত্বা প্রতীত্য যথা যথা বদ্ববন্ধেতি যোজ্যং। তং পরিচ্ছিন্নমেবানূদ্য বিধেয় কোটৌ ব্যাপকত্বং দর্শয়ন্নাহ যস্যাত্মজস্য বহির্নাস্তি ব্যাপকত্বাদিতি ভাবঃ অতস্তৎ প্রতিযোগ্যপ্যন্তরমপি নাস্তি প্রতিযোগিত্বে নানুযোগিত্ব বাধাৎ এবং পূর্ব্বাপরে অপি। যদ্বা সন্ত্যান্তরাদিকং নাস্তি যো জগদনাদি পূর্ব্বাপর স্বরূপো যৎ সত্বেন যৎ সত্বাৎ জগৎ স্বরূপশ্চ তমেব ববন্ধ যত্তদোঃ সামানাপি করণ্যান্নচ স্বরূপান্তরমিত্যর্থঃ যথা প্রকৃতং বালং তথৈব তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তস্য তস্যাং নাস্ফুরদিত্যাহ আত্মজং মত্বা বাৎসল্য রসাত্মক মনস্থেন তদংশাচ্ছাদনাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথমন্যঃ কোঽপি ন ববন্ধ ইত্যাহ অব্যক্তং ন কেনাপি ব্যজ্যতে বন্ধনস্য কা কথা ইত্যর্থঃ॥ ৬৮॥

শ্রীদশম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে॥

হে রাজন্! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞা বলিলাম, তাহার কারণ শুন, যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব পর, অন্তর বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ, মানব লীলা কারি সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃত বালকের তুল্য উদূখলে বন্ধন করিলেন॥ ৬৮॥



অনেন পদ্যযুগ্মেন ব্রজরাজসুতস্য হি।
দামবন্ধন বেলয়ামেব ব্যক্তা দ্বিরূপতা ॥ ৬৯ ॥
তথৈবচ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেবহি ॥ ৭০ ॥
তথাচ শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাবাসি বচনং ॥ ৭১ ॥

দ্বিরূপত্বমেতস্য ঘ টয়ন্ স্পষ্টয়তি অনেনেতি দ্বিরূপতা বিভুপরিচ্ছিন্ন রূপতা ব্যক্তা প্রত্যেকাচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধানন্ত শক্তিময়ত্বাদ্ঘটত এব যুগপদ্দ্বয়মিত্যর্থঃ যদুক্তং শ্রুতিভিঃ। অস্থূলোঽনণুরমধ্যমোম ধ্যমোঽব্যাপকো ব্যাপকোঽহমিত্যাদি শ্রীনৃসিংহ তাপনীভিশ্চ তুরীয়ম তুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্ত মমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতো মুখমসর্ব্বতো মুখমিত্যাদি স্মৃতিকা রৈশ্চ অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোণুশ্চাপি সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্ত লোচন ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু স্বয়ং ভগবতা ময়াততমিদং সর্ব্বমিত্যাদি॥৬৯

অথ শ্রীকৃষ্ণরূপ দেহি দেহানাং নবায়মানং নিত্যঞ্চ সংকলয্য শ্রীলীলানাং পরিকর ধাম সময়ানাং নিত্যত্বং বদন্ প্রথমং সর্ব্বোপজীব্যত্বেন প্রাধান্যাৎ শ্রীজন্মাদি লীলানাং নিত্যত্বং দর্শয়তি তথৈবচেতি শ্রূয়তে শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিরিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৭০ ॥

দ্বারকাবাসী যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎকর্ম্মকং শ্রীপৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীকর্তৃকং বচনমিত্যর্থঃ

উক্ত পদ্য দ্বয়ে ব্রজরাজ সুতের রজ্জু বন্ধন কালীন পরিচ্ছন্না-পরিচ্ছিন্ন রূপ দ্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৬৯ ॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সকলে স্পষ্ট রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমুদায়ের নিত্যতা শুনা যায় ॥ ৭০ ॥

প্রথম স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে দ্বারকা বাসিদিগের

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং
অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনং।

অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাং। কৌরবেন্দ্রপুর স্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতিমনোহর ইতি তৎ প্রঘট্টকোক্তেঃ। কারিকায়াং দ্বারকাবাসিনা মুক্তাবিত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থঃ কর্ম্মতা বহুবচনন্তু গৌরবাৎ প্রত্যেতব্যং। যদ্বা কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণামিত্যত্র পৌর বেন্দ্র স্ত্রীণাং পুরস্ত্রীণাঞ্চেতি ব্যাখ্যানাৎ তথোক্তিঃ। তদানীং যজ্ঞ দর্শনার্থং তাসামপি তত্র গমনাৎ॥ ৭১॥

কুরুপুরস্ত্রিয়ঃ গজসাহ্বয়াচ্ছ্রী দ্বারকা গমনায়োদ্যমিনং শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য পর স্পরমাহুঃ অহো অলমিতি যদোঃ কুলং গোত্রং শ্লাঘ্যতমং মধোর্বনঞ্চ পুণ্যতমং অত্যর্থে তমপ্রত্যয়াত্তেহতিশয় শ্লাঘনীয় পুণ্যবতী ইত্যর্থঃ। কথমেতদিত্যাহ যৎ যে যদুকুলমধুনে যৎ পদস্যাব্যয়ত্বাৎ এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বজন্মনা স্ব প্রাদুর্ভাবেন নস্থন্যদ্বারা চংক্রমণেনচ অলমঞ্চতি অতিশয়ং পূজয়তি অলংকরোতি বা। নম্বপ্রকট প্রকাশস্য তস্য কথং প্রকাশান্তরতা ঘটত ইত্যাহ অলমিতি অলং সমর্থ শুষ্কতর্কাদ্যগোচর ইত্যর্থঃ অলৌকিকসিদ্ধে ভূষণমেতন্নদূষণমিতি ন্যায়াত্তর্কাদ্য গোচরত্বাচ্চ তথাহি অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা নতাং স্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদি। নম্বয় মেব বিষ্ণুরিত্যাহ পুংসাং কারণার্ণব গর্ভোদক ক্ষীরার্ণব শায়িনামৃষভস্তা-ননাদৃতা শ্রেষ্ঠো অন্যথা মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতি বক্তস্য পুরুষত্ব ভ্রমঃ স্যাৎ ষষ্ঠী চানাদর ইতি ষষ্ঠী। নমু তর্হি সঙ্কর্ষণ এবায়মিত্যাহ শ্রিয়ঃ রুক্মিণ্যাঃ প্রিয় স্তদানীং তস্যা এবালম্বনত্বাৎ। এষ এব পুরুষাণামৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ শ্রীনারায় ণশ্চ স স এব ইত্যর্থঃ। অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মদীরয়েদিত্যুক্তেঃ। অত্র সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতমিতি বদুত্তর বাক্য গত যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দানপেক্ষকত্বং প্রত্যেতব্যং। যদ্বা যদ্বস্মাৎ যদোঃ কুলং মধোর্বনং এষ অঞ্চতি তস্মাৎ শ্লাঘ্য

বাক্য যথা॥ ৭১॥

সখি! যদুর কুল অতিশয় শ্লাঘ্য, যে হেতু এই ভগবান্ জন্ম

যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতীতি ॥ ৭২ ॥
অঞ্চতীতি পদং বর্ত্তমান কালোপপাদকং।
দ্বারকাবাসিনামুক্তৌ লীলানাং বক্তি নিত্যতাং ॥ ৭৩ ॥
শ্রীদশমে শ্রীশুকোক্তৌ ॥ ৭৪ ॥

তমং পুণ্যতমঞ্চেত্যুত্তরস্থ যৎ পদস্থ পূর্ব্ব বাক্যার্থ গতত্বং। অথবা যদোঃ সকাশাৎ যো মধুস্তস্থ কুলং বনং বৃন্দাবনং যদ্বা যদোর্যদুবংশোদ্ভবস্থ শ্রীবসুদেবস্থ শ্রীনন্দস্থচ কুলং গোত্রং ভবনং বা যদুক্তং শ্রীমেদিনীকারেণ। কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয় গণেপিচ। । ভবনেচ তনৌ ক্লীবমিতি। স্বজন্মনেতি জনি প্রাদুর্ভাবে ঔণাদিক মন্ প্রত্যয়ঃ অহো ইতি আশ্চর্য্যে দ্বিরুক্তিরতিশয়ার্ত্তিদ্যোতিকা ॥ ৭২ ॥

ব্যাচষ্টে অঞ্চতীতি পদং কর্ত্তৃ ॥ ৭৩ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবন মথুরাদ্বারকাসু শ্রীকৃষ্ণস্থ নিত্যস্থিতিগর্ব্বাং তাসু তদীয়ানাং লীলানাং নিত্যতামাহ শ্রীদশম ইতি। তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃ সরিৎ পাদশৌচমিত্যত্রাতীত প্রয়োগং নিশম্য বিষীদন্তমিব শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুক সিদ্ধান্তমাহ শ্রীশুকোক্তাবিতি ॥ ৭৪ ॥

গ্রহণ করিয়া তাহাকে সৎকৃত করিয়াছেন এবং মথুরাও শ্লাঘ্যতম, যে হেতু ইনি পুনঃ পুনঃ পাদবিহার দ্বারা তাহাকে পূজিত করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

অঞ্চতি এই ক্রিয়া বর্ত্তমান কাল বাচক, দ্বারকা বাসিদের উক্তিতে অঞ্চতি লীলা সকলের নিত্যতা বলিতেছে। ৭৩

শ্রীদশম স্কন্ধে ৯০ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥ ৭৪ ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৭৫ ॥

জয়তীতি দেবক্যাং শ্রীযশোদায়াং শ্রীবসুদেব পত্ন্যাংচ জন্মনো বাদস্তত্ত্বাখ্যানং যস্য স শ্রীলীলাপুরুষোত্তমো জয়তি শ্রীবৃন্দাবন শ্রীমথুরা দ্বারকাসু প্রকাশ ভেদেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। পরাভিভূতাবুৎকর্ষে জয়িরন্তেস্ত্বকর্ম্মক ইতি মনোরমোক্তেঃ। তস্মাদুৎকৃষ্টা বয়ং প্রণতা ইতি চ ব্যজ্যতে স্বাপকর্ষানু কূলো ব্যাপার বিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ অত্র দেবকী শব্দেন যশোদা বাচ্যা দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়াং যশোদা দেবকীতিচ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়েতি শ্রীস্কান্দবচনাৎ। এতেন বাৎসল্য রস পোষকত্বেন তদীয়তয়া তেষু ধামসু বিহরতীতি বিবক্ষিতং। ননু কিং কেবলং বাৎসল্য রসপোষকো হসাবিত্যাহ জননিবাস ইতি জনৈঃ স্বভক্তজনৈঃ শ্রীবৃন্দাবনে রক্তকপত্রাদিভিঃ সহ পুরীদ্বয়ে শ্রীমদুদ্ধব দারুকাদিভিঃ সহ নিবাসো যস্য সালোক্যেত্যাদি পদ্যে জনা ভক্তজনা ইতি বৎ এতেন প্রীতি ভক্তিরস পোষকত্ব মস্য দ্যোতিতং। প্রেয়ো রসপোষকত্বমপ্যাহ যদুবর পরিষদিতি যদুবরাঃ শ্রীবৃন্দাবনে সুভদ্র মণ্ডলীভদ্রাদয়ঃ সখায়ঃ পুরীদ্বয়ে প্রসিদ্ধা যাদবাঃ পরিষদঃ সখায়ো যস্য সঃ য। রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারণাদিতি শ্রীস্কন্দপুরাণীয় শ্রীমথুরাখণ্ডাৎ

যিনি জন সকলের নিবাস স্বরূপ, যাঁহার দেবকীতে জন্ম বাদ মাত্র, যিনি যদুশ্রেষ্ঠ পারিষদ স্বরূপ স্বীয় বাহু দ্বারা অধর্ম্ম বিনাশ পূর্ব্বক স্থাবর জঙ্গমের ক্লেশ বিমোচন করিতে ছেন, আর যিনি সুস্মিত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজ ও পুরবনিতাদিগের কন্দর্প বর্দ্ধন করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয় যুক্ত হউন ॥ ৭৫ ॥

যাদবেষ্বপিসর্ব্বেষু ভবন্তো মেহতি বান্ধবা ইতি শ্রীহরিবংশে শ্রীনন্দাদীন্ প্রতি শ্রীরাবচনাচ্চ।

উজ্জলরসপোষকত্বমাহ সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজবনিতানাং শ্রীরাধিকাদীনাং পুরব নিতানাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং কামদেবং প্রেমানুরূপ বিলাসং বর্দ্ধয়ন্ মথুরায়ামপি শ্রীরুক্মিণ্যাদিস্থিতিঃ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি শ্রীগোপালতাপন্যাং প্রসিদ্ধা। অপ্রকট লীলায়ামেব শ্রীমুনীন্দ্রস্যৈব তদানীং তাৎপর্য্যাৎ প্রকট লীলায়া মপি ক্বচিৎ পুরাণাদৌ মথুরায়াং শ্রীরুক্মিণ্যা বিবাহ দর্শনাৎ অন্যথা মথুরায়াং প্রকট লীলায়াং পতিভেদাভাবেন নায়কস্য মন্নবতিত্বাভাবাপত্তিঃ স্যাৎ। নাগ যক্ষা দীনাং লীলাপরিকরাস্তঃ পাতিত্বং দর্শয়ন্নাহ স্বৈরিতি স্বৈরাত্মভিঃ প্রকাশৈ রিতি যাবৎ স্বমাত্মাত্মীয়য়ো রিতি সূত্রেণ স্বস্যাত্ম বাচকত্বেন স্থাপিতত্বাৎ আত্ম শব্দস্য শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বহুত্র প্রকাশত্বেন স্থাপিতত্বাচ্চ। অধর্ম্মং অধর্ম্ম প্রায়ং শ্রীবৃ ন্দাবনে যক্ষাদিকং অস্যন্ ক্ষিপন্ শ্রীদ্বারকাদৌ দোর্ভিরিব দোর্ভি রর্জ্জুনাদিভি রধর্ম্মং জয়দ্রথাদিং অস্যন্ তৈঃ কথম্ভূতৈঃ স্বৈ রাত্মীয়ৈ রিত্যর্থঃ। অথ তৎস্থ গোবর্দ্ধনাদীনাং দুঃখ হন্তৃত্বমাহ স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ ব্রজপুর বাসিনাং স্থাবরাণাং শ্রীগোবর্দ্ধন নন্দীশ্বর রৈবতাদীনাং চরাণাং সুরঙ্গাদি হরিণাদীনাং বিয়োগ দুঃখ হন্তা। অত্র সর্ব্বএব বর্ত্তমান প্রয়োগেনাসুরহন্তৃত্বাদি লীলা অপি নিত্যা মন্তব্যা অদ্যাপি তা বর্ত্তন্ত এবেতি। যত্তু সর্ব্বাস্তা নিত্য লীলাঃ স্যুর্বিনাসুরবিঘাতন মিতি সনৎ কুমার তন্ত্রীয় বচনং তচ্ছ্রী গোলোকে পরমেবেতি মন্তব্যং। অথবা স্বৈরিত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ কার্য্যস্তথাচ স্বেন স্বেন স্বেনেতি সর্ব্বত্রাম্বয়াভিপ্রায়ে ণৈকত্র বহুবচনমুপযুক্তং। পদ্যমেতৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীমজ্জীব গোস্বামি চরণৈঃ শ্রীবৃন্দাবন বাসীয় বচন তয়া ব্যাখ্যাতং তত্র চূর্ণকে শুকোক্তাবিত্যত্র শ্রীবৃন্দাবন বাসী বচন গর্ভায়াং শুকোক্তা বিতি ব্যাখ্যাতব্যং। অথ তদ্ব্যাখ্যা। কোহপি সোহয়মস্মাকং জীবন কোটি প্রিয়তমো বিষক্ প্রচারেণ বৃন্দাবনস্যৈব বিশেষতঃ স্থাবরাণাং জঙ্গমানাঞ্চ তদ্বিরহাদ্যদ্দুঃখং তন্নিহন্তা জয়তি সর্ব্বোৎ কর্ষেণ বর্ত্ততে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন এব। শ্রীবৃন্দাবনস্য স্থাবরাণামপি ভাবো বর্ণিত এব কেবলেনহি ভাবেনেত্যাদিনা। কেন বিশিষ্টঃ। সুস্মিতেন শ্রীমুখেন। এতেন সদাতনমানন্দৈক রসত্বং স্বেষু সদৈব সুপ্রসন্নত্বঞ্চ তস্য প্রকাশিতং।

শ্রীস্কান্দে শ্রীমথুরাখণ্ডে।
শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদ বাক্যং॥ ৭৬॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।

কিং কুর্ব্বন্ ব্রজরূপং যৎপুরং তৎসম্বন্ধিন্যো যা বনিতাঃ জনিতানুরাগাঃ কুলবধ্ব তাসাং কামদেবং সর্ব্ব প্রেমানন্দোপরি বিরাজমানত্বাত্তাসাং কামস্ত দেবঃ পরম দিব্য রূপস্তং বর্দ্ধয়ন্। নন্ু দেবক্যাঃ পুত্রোঽয়মিত্যেবং বদন্তি তৎ কথং যুষ্মাক মত্রাস্মদীয়ত্বেনাভিমানস্তত্রাহুঃ দেবক্যাং জন্মেতি বাদোমিথ্যৈব লোকেখ্যাতি র্যস্য সঃ। তর্হি কথং বাসুদেব ইতি তস্য নামেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ। জননিবাসঃ জনানাং স্বজনানামস্মাকং নিবাসত্বাদাশ্রয়ত্বাদেব তথাভিধীয়ত ইত্যর্থঃ স্বজনে ষস্মাসু কৃত বাসত্বাদেব বা। ততশ্চাধিকরণে কর্ত্তরি রৌণাদিকো বাসুঃ। সচ দীব্যতি ক্রীড়তীতি দেবশ্চ স ইতি বিগ্রহঃ। প্রাগয়ং বসুদেবস্যেত্যাদিকা শ্রীগর্গোক্তিরপি নাস্মভ্যং ভাতীতি ভাবঃ। কিমর্থমসৌ দেবকী জন্মবাদোঽভূ দিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ। যদুবরাঃ পরিষৎ সহায় রূপা যত্র তাদৃশং যথাস্যাত্তথা স্বৈ র্দোর্ভি ভুজ প্রায়ৈ রর্জ্জুনাদিভি রধর্ম্মং তৎ প্রচুরং দুষ্টকুলং অস্যন্ নিহন্তুং লক্ষণ হেত্বোঃ ক্রিয়ায়া শতৃপ্রত্যয় স্মরণাৎ। তস্যামাস্য জন্মনি খ্যাপিতে তে সহায়া ভবিষ্যন্তীত্যেব মনুসন্ধায়েত্যর্থঃ। তথোক্তং কংস বধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজেশ্বরং প্রতি জ্ঞাতীন্ বোদ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি। অত্র বিশেষণেনৈব শ্রীকৃষ্ণ রূপং বিশেষ্যং পদমুপস্থাপ্যতে। অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পাদ্মনীনামিতি বদিত্যেষা॥ ৭৫॥

জয়তীত্যাদি পদ্যস্থ বর্ত্তমান প্রয়োগ সহোদর বচনময় স্কান্দীয় বচন মপ্যু পদর্শয়তি শ্রীস্কান্দ ইতি॥ ৭৬॥

বৎসতরীভিশ্চেত্যত্র চকারাৎ গোপৈর্গোপাভিশ্চেতি পরিগ্রহঃ সংখ্যায়াঃ

স্কন্দ পুরাণে মথুরা খণ্ডে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ বাক্য যথা॥ ৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্য গত হইয়া রাম ও বালক গণে পরি

বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃত ইতি ॥ ৭৭ ॥
যদানয়োস্তু সম্বাদো দ্বারকায়াং হরিস্তদা।
তথাপি বর্ত্তমানত্বেনোক্তি স্তন্নৈত্যবাচিকা ॥ ৭৮ ॥
শ্রীপাদ্মে পাতালখণ্ডে ॥
শ্রীপার্ব্বতীং প্রতি শ্রীরুদ্র বচনং ॥ ৭৯ ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।

সমান জাতীয় নিবেশাৎ। ক্রীড়তীতি বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রায়ে লট বা তস্মাৎ ক্রীড়ায়াঃ সদাতনত্বঃ তৈ স্তাভিশ্চ সহ তস্য দ্যোতিতং নতু সর্ব্বদা তৎ ক্রীড়াকারিত্বং। যদ্বা প্রকাশ ভেদেন, তত্তৎ সার্ব্বদিকী তেষাং তাসাঞ্চ প্রকাশেন নানাত্বাৎ ॥ ৭৭ ॥

নন্বনেন প্রকট লীলা সময়ে ক্রীড়ায়া নিত্যতা দর্শিতা কথং পূর্ব্বপদ্য সাজাত্যমস্তেত্যত আহ যদানয়োস্ত্বিতি। অনয়োঃ শ্রীযুধিষ্ঠির নারদয়োঃ ॥ ৭৮

অথ লীলায়াঃ সাতত্যমুক্ত্বা কেবলং তন্নিবাসস্য সাতত্যং দর্শয়তি শ্রীপাদ্ম ইতি ॥ ৭৯ ॥

বৃত হওত বৎস ও বৎসতরী সকলের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

যুধিষ্ঠির ও নারদে যখন পরস্পর সম্বাদ হয় তৎ কালীন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থিত ছিলেন, তথাপি বর্ত্তমানত্বে যে উক্তি ইহাই তাঁহার নিত্য বাচিকা ॥ ৭৮ ॥

পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা ॥ ৭৯ ॥

আহা। যে মধুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন সেই

তত্র দেবো মুনিঃ সর্ব্বো বাসমিচ্ছতি সর্ব্বদেতি ॥ ৮০ ॥
লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ স্যুর্যাদবাস্তথা।
দেবাশ্চ ব্রহ্মজম্ভারি কুবেরতনয়াদয়ঃ।
নারদাদ্যাশ্চ দনুজ নাগযক্ষাদয়শ্চ তে ॥ ৮১ ॥

অত্র মধুপুরীপদেন গোকুলং মথুরাচাবগম্যতে ধামস্য দ্বিবিধং প্রাহুর্মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা। মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেবচেতি নির্দ্ধারণাৎ। এতেন কংসহেতি পদমপি ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যয় পরং মন্তব্যং। যদ্বা ভূত এব প্রত্যয়ো বহু শাসন সিদ্ধঃ পূর্ব্বকল্প এব তন্নাশাভিপ্রায়েণোক্তিঃ। যদ্বৈ তচ্ছ্রী মরথুাস্থলীলায়া নিত্যত্ব প্রতিপাদকমেব ॥ ৮০ ॥

অথ লীলায়া নিত্যত্বে ন তৎপরিকরাণামপি নিত্যত্বং সিদ্ধং তত্র দর্শিত বানেব পরিকরাঃ ক ইতি গোষ্ঠজনাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ যাদবাঃ শ্রীবসুদেবাদয়ঃ কুবেরতনয়ৌ নলকুবর মণিগ্রীবৌ তদাদয়ঃ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ যক্ষঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥ ৮১ ॥

মধুপুরী অতিশয় ধন্যতমা, তাহাতে দেব ও মুনিগণ সর্ব্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

লীলার নিত্যত্বে তৎ পরিকর সকলেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরিকর সকল কে? ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যথা। নন্দ প্রভৃতি গোষ্ঠ জন, বসুদেবাদি যাদব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীব তথা নারদাদি দেবগণ, অসুর সকল, কালিয় প্রভৃতি নাগ এবং শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষ, ইহাঁরা সকল লীলার পরিকর ॥ ৮১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারায়ণতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠত্বং ॥ * ॥

অথপ্রকটাপ্রকট লীলা ॥

প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে ॥ ১ ॥

তথাহি ॥

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি ॥ ২ ॥

নমু জন্মানন্তরমেব গোপ গোপীভিঃ ক্রড়া ততো ভিন্নৈবৈব মসুরাদি সংহার লীলাচ তস্যা ভিন্না কথমাসামেক কালতা নিত্যতা চেত্যতঃ সমধাতুং প্রক্রিয়া মারভতে প্রকটাপ্রকটাচেতি প্রকটা স্পষ্টা অপ্রকটা তদ্ভিন্না ॥ ১ ॥

যৌগপদিকীং লীলামাদিতো লক্ষয়তি সদানন্তৈরিতি। অনন্তৈঃ অপরিমিতৈঃ স্বৈরাত্মভিরাত্মীয়ৈশ্চ তেন শ্রীরাধাদীনামপি তাদৃশত্বং মতং স্বৈরিত্য-লিঙ্গ পরিণামাৎ স্বাভিরিত্যস্য লীলাভিরিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ॥ * ॥

অথ অপ্রকটাপ্রকট লীলা ॥

যদি বল জন্মের পরেই শ্রীকৃষ্ণের গোপ ও গোপীগণের সহিত ক্রীড়া কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্ যে অসুরাদি সংহার লীলা তাহার সহিত এক কালতা ও নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভব হয়, এ বিষয়ের সমাধান এই যে প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার হইয়াথাকে॥ ১ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অপরিমিত প্রকাশ স্বরূপ আত্মা ও আত্মীয় গণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈব স্ব পরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ ৩॥
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।

আনুক্রমিকীং লীলামাহ তত্রৈকেনেতি তত্র তেষু প্রকাশেষু কদাচিৎ সময়ং প্রাপ্য সচ সময়ো বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর শেষো মন্তব্যঃ। জগদন্তরে জগদ্‌গোচরং কর্ত্তুং প্রপঞ্চমধ্যং কর্ত্তুং বা নিমিত্ত সপ্তম্যা স্তথৈবার্থত্বাৎ। অন্তরং গোচরে ভেদে তাদর্থ্য পরিধানয়োঃ। অবধৌ সদৃশে ছিদ্রে বহির্মধ্যোন্তরাত্মনীতি সংসারাবর্ত্তঃ যদ্বা জগন্তি অন্তরে যস্য তজ্জগদন্তরং শ্রীবৃন্দাবনং তস্মিন্। যদুক্তং। অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতীতি। অত্রৈব বৃন্দাবনে প্রকাশে লীলাদিভিশ্চ দীব্যতি অর্থাদপ্রকটে প্রকটেতু জন্মাদি কুরুতে প্রকটয়তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মাণ্ডেষনেক বিধেষেকত্বেন শ্রীবৃন্দাবনস্য নিশ্চিতত্বাৎ কেবলং স্বেচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রাপঞ্চিক জননেত্র বিষয়ত্বা বিষয়ত্বাভ্যাং প্রকটাপ্রকটে লীলে স্বীকুতে নত্বপ্রকট প্রকাশত্বেনাস্য বৃন্দাবনস্য লীলা ভবতি সৈব তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশাদবিচ্ছিন্না ভবতি। একেন প্রকাশেন কদাচিৎ অনেকেন প্রকাশেন সর্ব্বদেত্যর্থঃ॥ ৩॥

নন্থু তর্হি শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতি পরব্রহ্মণঃ কথং মনুষ্যাকারা লীলা সুলগেত্যত আহ কৃষ্ণেতি। অনুক্রমেব পুষ্ণাতি প্রপঞ্চেতি। সা লীলা চেৎ প্রপঞ্চ গোচ

ভগবান্ হরি কোন এক সময়ে প্রকাশ সকলের মধ্যে এক প্রকাশ বিশিষ্ট হইয়া এবং কখন বা পরিবার সকলের সহিত মিলিত হইয়া জগন্মধ্যে জন্মাদি লীলা প্রকটন করেন॥ ৩॥

যদি বল নরাকৃতি পর ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যাকারা লীলা কি রূপে সুসঙ্গতা হয়, তাহার উত্তর এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অভি

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥ ৫ ॥
তত্র প্রকট লীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ ॥ ৬ ॥
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।
ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৭ ॥

রত্বেন উপলক্ষিতা স্যাৎ তদা প্রকটা স্যাৎ ॥ ৪ ॥

তাদৃশ্যঃ প্রকট সজাতীয়াঃ তদগোচরাঃ প্রপঞ্চাগোচরা ॥ ৫ ॥

শার্ঙ্গিন ইতি বৃন্দাবনে শৃঙ্গধারিণঃ শৃঙ্গমেব শার্ঙ্গমিতি স্বার্থিক তদ্ধিতাৎ পুরী দ্বয়ে শার্ঙ্গং ধনুস্তদ্ধারিণঃ। যদ্বা শার্ঙ্গীত্যব্যুৎপন্না সংজ্ঞা ॥ ৬ ॥

তত্র তত্র বৃন্দাবনাদৌ নষ্টপ্রকট প্রকাশ বিশেষ গোলোকাখ্য বৃন্দাবনাদৌ তদা চরনেপি তত্র তত্রেতি পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ॥ ৭ ॥

প্রায়ানুসারে প্রসিদ্ধা লীলাখ্যা শক্তিই সেই সকল পরিকর দিগের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। প্রপঞ্চ গোচরত্ব রূপে যে লীলা তাহাই প্রকট লীলা বলিয়া সম্মতা ॥ ৪ ॥

প্রপঞ্চের গোচর ভিন্ন অন্য যে সকল প্রকট সদৃশ লীলা, তৎ সমুদায়কে অপ্রকট লীলা বলে ॥ ৫ ॥

তন্মধ্যে প্রকট লীলায় শার্ঙ্গধন্বা হরির গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন হয় ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবনাদিতে যে সকল লীলা অপ্রকটা, সেই সকল লীলা তথায় তথায় অবস্থিতা। এই নিমিত্ত জয়তীত্যাদি পদ্য বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া।
বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গে হ্যংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ।
নিত্য লীলান্তরস্থৈস্তে বসুদেবাদিভি র্গতাঃ।
সাযুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ॥ ৮॥
যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্বুভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।

সহেতুকাং প্রকটাং দর্শয়তি দেবাদ্যংশেতি পদ্মজাজ্ঞয়া শ্রীব্রহ্মাদেশেন তে কশ্যপাদয়ঃ নিত্য লীলান্তরস্থৈরংশিভি র্বসুদেবাদিভিঃ সাযুজ্যং সংযোগং গতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ শূরমুখ্যতঃ শূরাদিভ্যঃ সকাশাৎ জায়ন্তে প্রাদুর্ভবন্তি কেচিত্তু শূরমুখ্যতঃ ইতি অহল্লক্ষণয়া শূর পদেন পর্য্যন্যাদয়ো গ্রাহ্যাঃ তদাদি পদেন শূরাদীনাং গ্রহণং এবং কশ্যপাদয় ইত্যত্র দ্রোণাদয়ঃ বসুদেবাদিভি রিত্যাদিনা শ্রীনন্দাদয়ো গ্রাহ্যাঃ তেহি মুখ্যা ইত্যর্থঃ ইত্যাহুঃ তন্ন চারু শ্রীনন্দনন্দনস্য বসুদেব দ্বারেণাদৌ প্রকটাত্তথা নির্দ্দেশস্য ন্যায্যত্বাদন্যথানুপপত্তি স্থল এব লক্ষণয়া আদরণীয়ত্বাচ্চ॥ ৮॥

যস্য লীলা পুরুষোত্তমস্য মহাশ্রীশঃ শ্রীমহানারায়ণঃ আবির্বুভূষুঃ আবির্ভবিতুমিচ্ছুঃ। পুরঃ আদৌ। আদৌ অস্য স্থিতাঃ পশ্চাদাবিষ্কর্ত্তব্যাঃ তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাদন্যে শ্রীবাসুদেব প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ব্যূহা যেন তাদৃশঃ সন্। অত্র পুত্র পৌত্রত্বেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়ো রাবিষ্কর্ত্তব্যতা বাসুদেবস্যাবিষ্কর্ত্তব্যতা

ব্রহ্মার অজ্ঞানুসারে দেবাদির অংশ স্বরূপ যে কশ্যপাদি ইহাঁরা অংশি রূপ নিত্য লীলার অন্তর্গত বসুদেবাদির সহিত শূর এবং পর্য্যন্য প্রভৃতি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৮

যে লীলাপুরুষোত্তমের মহানারায়ণ বিলাস মূর্ত্তি, সেই লীলা পুরুষোত্তম ঈশ্বর আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রে

অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য তদন্য ব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকট স্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥ ৯॥
ভূমির্ভার নিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া।
দ্বাপরান্ত্যাবসানে ঽস্মিন্নষ্টাবিংশে চতুর্যুগে।
ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়া স্মৃতং।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাট্যং দেবকীহৃদি॥ ১০॥

তু লোকরীত্যা ন প্রত্যেতব্যা নম্বেতাদৃশী রীতিঃ কস্য কস্মিন্ কদাপি ন শ্রূয়তে ইত্যাহ ঈশ্বরঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা অচিন্ত্য শক্তিমান্। হৃদয়ে মনসি আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেরিতি শ্রীদশমাৎ॥ ৯॥

অস্মিন্ বৈবস্বতীয়ে মন্বন্তরে। যদ্রূপং যন্মূর্ত্তিং অনিরুদ্ধতয়া অনিরুদ্ধ বিলাসত্বেন বিলাস বিলাসিনোরভেদাৎ। তৎ রূপং কর্ত্তৃ আনকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন রূপেণ লীলাপুরুষোত্তমেন ঐক্যং প্রাপ্য তত আনকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেদিত্যন্বয়ঃ॥ ১০॥

সঙ্কর্ষণকে আবিষ্কার পূর্ব্বক বাসুদেবাদি ব্যূহ ত্রয় আবিষ্কার কর্ত্তব্য বিবেচনায় বসুদেবের মনো মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৯॥

দেবগণের প্রার্থনানুসারে ভূমির ভার হরণার্থ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরাবসানে ক্ষীরসাগর শায়ির যে রূপ অনিরুদ্ধের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে সেই মূর্ত্তি বসুদেবের হৃদয়স্থ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০॥

প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈক স্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব॥ ১১॥
অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যামসিতায়াং মহানিশি।
তস্যা হৃদন্তিরোভূয় কারায়াং সূতি সদ্মনি।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ॥ ১২॥
জনয়িত্রী প্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত॥ ১৩॥

তস্যাঃ শ্রীদেবক্যাঃ॥ ১১॥

প্রাদুর্ভাব প্রকারং স্পষ্টয়তি। অথেতি ভাদ্রপদাষ্টম্যাং ভাদ্রপদস্য আ অষ্টম্যাং আরব্ধাষ্টম্যাং দিবসং ব্যাপ্য স্থিতায়াং তিথ্যাবিত্যর্থঃ নতু সপ্তমী বিদ্ধায়াং রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণী সহিতা যদীতি স্মৃতেঃ। মহানিশি অর্দ্ধরাত্রে। তস্যাঃ শ্রী দেবক্যা হৃদঃ মনসঃ সকাশাৎ দেবকী শয্যায়াং॥ ১২

জন্মকালে কাং চিদচিন্ত্য শক্তিং অস্য সঙ্গময়তি জনয়িত্রীতি লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং যথা স্যাত্তথা শিশুরজায়ত ইতি জনয়িত্রী প্রভৃতিভিঃ শ্রীদেবকী প্রভৃতিভি রবগম্যত ইত্যন্বয়ঃ। কশ্চিত্তু ব্রাহ্মীত্যাদিভি র্মাতৃকাগণৈরিত্যাহ

তথায় দেবকীর বাৎসল্যের এক স্বরূপ প্রেমানন্দামৃত সমূহ কর্তৃক হরি লাল্যমান হইয়া চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পাগিলেন॥ ১১॥

অনন্তর ভাদ্র মাসের অসিত পক্ষীয় অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় হৃদয় হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া বন্ধনালয়ের সুতিকা গৃহে দেবকীশয্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন॥ ১২॥

দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ লৌকিক ব্যবহারানুসারে জানিতে পারিলেন যে বিনা কষ্টে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল॥ ১৩॥

অয়ং চতুর্ভুজত্বেপি দ্বিভুজত্বেপি কৃষ্ণতাং।
নত্যজত্যেব তদ্ভাব গুণরূপাত্ম বৃত্তিভিঃ।
তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
গূঢ়ত্বাদি বচঃ ক্বাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে।
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গমিতি হি প্রথা ॥ ১৫ ॥

তচ্চিন্ত্যং বিরোধাভাবে হ্যন্যথা কল্পনস্যান্যায্যত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

অয়ং দেবকীসূনুঃ। কৃষ্ণতাং শ্রীলীলা পুরুষোত্তমতাং স্বয়ং ভগবত্তাম্বা যদ্যপি ন ত্যজতি তথাপি দ্বিভুজত্বস্য প্রাধান্যং শ্রৈষ্ঠ্যং উচ্যতে অভিধীয়তে অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং লীলা হরেরেতি রসায়নত্বমিত্যুক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

নন্ন শ্রীভাগবতাদৌ পরং ব্রহ্মণ এব মনুষ্যলিঙ্গতেত্যসকৃদেবোচ্যতে কথং মনুষ্যাকারস্য প্রধানতেত্যতঃ সমাদধাতি গূঢ়ত্বাদীতি গৌণত্বমিব নতু গৌণত্বং মুখ্যত্বমেবেত্যর্থঃ বিধেয় মনুবাদ কোটৌ প্রবেশয়িত্বা তথা তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্মনুষ্য লিঙ্গং যদগূঢ়ং অবিপক্ক বুদ্ধিভিরবেদ্যং তত্ত্বং তৎ পরং ব্রহ্মেতি

এই দেবকীনন্দন চতুর্ভুজ হইলেও দ্বিভুজত্ব রূপে কৃষ্ণতা অর্থাৎ তত্তৎ ভাব গুণ রূপ ও আত্মবৃত্তি সকল দ্বারা লীলা পুরুষোত্তমত্ব কিম্বা স্বয়ং ভগবত্ত্ব যদিচ ত্যাগ করেন নাই তথাপি শ্রীকৃষ্ণে দ্বিভুজত্বেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অহে! যদি এরূপ আশঙ্কা কর শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে পরম ব্রহ্মেরই মনুষ্যাকারতা বারম্বার উল্লেখ হইয়াছে তবে কি প্রকারে মনুষ্যাকারত্বের প্রধানতা হয়, এবিষয়ের সমাধান এই যে গূঢ়ত্বাদি বাক্যের কোন স্থানে গৌণত্বের ন্যায় অর্থাৎ অপ্রধানতার তুল্য কীর্ত্তন হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ এই "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গং" এই প্রথা ॥ ১৫ ॥

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ।
তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ ॥ ১৬ ॥
যোঽয়ং নিত্য সুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকট লীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূত্তথা ॥ ১৭ ॥
অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্র বিহিতে মহে।

যোজ্যং ॥ ১৫ ॥

অন্যামপ্যচিন্ত্য শক্তিমস্য দর্শয়তি অথেতি অথ কৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবানন্তরং। তত্র ব্রজেশ্বর্য্যাঃ তৎপদস্য সর্ব্বনামত্বেন বুদ্ধিস্থ পরামর্শান্নাভবন্মত নামা দোষঃ ॥ ১৬ ॥

অথ প্রকট প্রকাশয়োরেকাত্মতাভিব্যঞ্জিকা মন্যামপ্যবিচিন্ত্য শক্তিং দর্শয়তি যোঽয়মিতি অনাদিতোঽপ্রকট লীলায়াং তস্যা যশোদায়া নিত্য সুতত্বেন তন্নন্দনত্বেন রাজতি শোভমান এব কাল ত্রয়ে তিষ্ঠতি স কৃষ্ণঃ যথা দৈবকী দ্বারেণ প্রকটো ঽভূৎ তথা তদ্দ্বারেণ যশোদা দ্বারেণ প্রকটোঽভূদিত্যর্থঃ তস্যা ভক্তত্বাদ্দ্বারতা যদুক্তং তচ্চ দ্বারং তদেকাত্ম রূপস্তত্ক্ত এবচেতি। পরমতে বাসুদেব দ্বারেণ তস্যাদ্য ব্যূহত্বেন তদেকাত্ম রূপত্বাদিতি কশ্চিত্তন্ন চারু তত্রাপি শ্রী যশোদায়া দ্বারত্বস্য সম্ভবাৎ ॥ ১৭ ॥

অথ প্রাদুর্ভাবানন্তরং মহে উৎসবে মহ উৎসব উদ্ধব ইত্যমরঃ। এব

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় আপনার পুত্র স্থাপন এবং তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিয়া বহির্গত হয়েন॥ ১৬ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অর্থাৎ অপ্রকট লীলায় যে যশোদার নিত্য পুত্রত্ব রূপে বিরাজমান, প্রকট লীলায় সেই যশো-দার দ্বারাই প্রকাশ হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর নন্দবিহিত মহোৎসবে প্রকটতা প্রাপ্ত হইলে যে

তত্র প্রকটয়ত্যেষ লীলা বাল্যাদিকাঃ ক্রমাৎ।
করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোহপ্রকটেষপি ॥ ১৮ ॥
প্রেষ্ঠানন্দৈর্ব্রজে তৈস্তৈরাত্মনোপি বিমোহনৈঃ।
লীলোল্লাসৈর্বিহরতি শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ।

প্রকটাবস্থ এক এবাপ্রকটেষু প্রকাশেষু যাঃ কোটিশোহনন্তাঃ বাল্যাদিকা লীলাঃ করোতি তা এব ক্রমাৎ ক্রমং কৃত্বা নতু তাসাং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। নচ ক্রমাদিত্যনেন পূর্ব্বপূর্ব্ব লীলানামেব পর পর লীলাবির্ভাবে প্রকটাবস্থত্বান্নিত্যতৈব নতু প্রকট কালে সর্ব্বা নিত্যা যুগপত্তাসাং তত্রা নুদয়াদিতি বাচ্যং ব্রহ্মাণ্ডানামানন্ত্যাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলানামন্য ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কত্বেন সর্ব্বাসাং প্রকট লীলানাং সদা বর্ত্তমানাৎ। নচ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডানাং নাশাৎ লীলানা মভাবঃ আধারনাশে আধেয়ানাং নাশ ন্যায্যত্বাদিতি বাচ্যং যুগপৎ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড নাশস্য শ্রীভাগবচ্ছঙ্করাচার্য্য চরণৈ স্তত্ত্বদীপন টীকায়ামস্বীকৃতত্বাৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিচরণৈর্জন্ম কর্ম্মণো নিত্যত্বেন স্থাপিতত্বাচ্চ। মন্ত্রময়ী প্রকটাতু সর্ব্বদৈব নিত্যা তত্তদ্ধ্যানাবলম্বিনাং সাধকানাং তত্তৎ ফল লাভস্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধত্বাৎ ॥ ১৮॥

প্রেষ্ঠানন্দৈঃ প্রেষ্ঠানামানন্দদায়িভিঃ ॥ ১৯ ॥

কোটি কোটি লীলা প্রকট ও অপ্রকটে বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই সকল বাল্যাদি লীলা তথায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রিয়তম জনের আনন্দদায়ি লীলা সকল, যাহা তে আপনারও বিমোহন হয়, তৎ সমুদায় দ্বারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তম ব্রজে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নন্দ এবং যশোদার অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ সমান ও

স্বতত্বৈনৈব সতয়োরাত্মানং বেত্তি সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ ॥ ২১ ॥
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ ॥
গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ ২২ ॥ ৵

আত্মানং স্বুতত্বেন বেত্তি স্বুতোহমনয়োরিতি জানাতি ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মিভেদ গর্ভং প্রাচীনানাং মতং সোদাহরণমাহ কেচিদিতি নিত্যদেত্যন্তং কেচিন্মাত্মা ইত্যর্থঃ মানিতে হকপ্রত্যয়ান্বিতস্য কিমঃ সাক্ চেতি কাদেশাৎ এতেন তন্মতাদরোহপি ব্যক্তিতঃ ॥ ২১ ॥

আদ্যো বাসুদেবাখ্যো ব্যূহঃ সচ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমস্য ব্যূহো নতু মহা নারায়ণস্য মহা নারায়ণেন তস্যাভেদ এব বিলাসত্বাত্তয়োঃ শ্রীলীলাপুরুষো-ত্তমস্য। গৃহেষ্বিতি বহুত্বং গৃহাঃ পুং ভূম্নীত্যনুশাসনাৎ। মায়য়া মায়া শক্ত্যা দুর্গাখ্যয়া। গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপ গোভিরলঙ্কৃতমিত্যাদি শ্রীদশম প্রঘট্টকোক্তেঃ। অত্র সহোক্ত্যা প্রতীয়মানয়া মায়য়া অবরজাত্বং যথোক্তং শ্রীদশমে। অদৃশ্যতানুজাবিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট মহাভুজেতি। তৎ পশ্চাজ্জননা ভাবাদনুজপদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ যাতু নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত ইত্যনিয়মোক্তিঃ সাপ্যেবমনুসারেণ প্রত্যেতব্যা ॥ ২২ ॥

উর্দ্ধ বিরহিত বাৎসল্য দ্বারা সর্ব্বদাই আপনাকে তাঁহাদের সন্তানত্ব রূপে জানিতেন ॥ ২০ ॥

কোন কোন প্রাচীন ভগবদ্ভক্ত গণ এস্থলে এরূপ বলিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বসুদেবের গৃহে আদ্য ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করেন, আর গোকুল মধ্যে মায়া শক্তি দুর্গার সহিত শ্রীলীলা৵ পুরুষোত্তম আবির্ভূত হয়েন ॥ ২২ ॥

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরং ॥ ২৩ ॥
প্রাবিশাদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমং ॥ ২৪ ॥
এতচ্চাতিরহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥
যথা শ্রীদশমে ॥
নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ॥ ২৬ ॥

যদুবরঃ শ্রীবসুদেবঃ। তত্র গোষ্ঠে পরং কেবলং পুরং শ্রীমথুরাং ॥ ২৩ ॥

তর্হি তৎপুত্রঃ কাতিষ্ঠদিত্যাহ প্রাবিশদিতি ॥ ২৪ ॥

এষারভটী কুতোপি ন শ্রূয়তে ইত্যাহ এতচ্চাতীতি কথা ক্রমে ত বর্ণনে। ক্বচিৎ রহস্যে ॥ ২৫ ॥

আত্মজ ইতি পুষ্ট পুত্রত্বং প্রত্যাখ্যাতং ॥ ২৬ ॥

অনন্তর বসুদেব গোকুলে গমন পূর্ব্বক তথায় সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল কন্যা মাত্র দেখিতে পান, পরে তাহাই গ্রহণ করত মথুরায় আসিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তৎ কালীন শ্রীবসুদেবনন্দন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে গিয়া প্রবেশ করেন ॥ ২৪ ॥

এ বিষয় অতিশয় গুহ্য প্রযুক্ত সে স্থলে কথা প্রসঙ্গে উক্ত হয় নাই, কিন্তু শ্রীশুকদেব প্রভৃতি কোন কোন স্থানে কথা প্রসঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র সূচনা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

যথা শ্রীদশমে ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদার চিত্ত নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তথা তত্রৈব ॥ ২৭ ॥

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ ॥ ২৮ ॥

তথাচ ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ॥ ২৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মস্তবে ॥

বন্যস্রজে কবল বেত্র বিষাণ বেণু

তথেতি যথা শ্রীদশমে তথা নতূদাহরণান্তরমিত্যর্থঃ প্রমাণান্তরন্তু তস্যৈব পোষকত্বমিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্র। অন্যথা যথা চেত্যাদিকং উক্তং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

স্বপুত্রমিতি ভাক্ত পুত্রেপি ক্বচিৎ পুত্রপদ প্রয়োগ স্তন্নিরাসায় স্বেতি পদং ॥ ২৮ ॥

অত্র টীকা দেহিনাং নিবৃত্তাভিমানানামপীত্যেষা। গোপীকাসুত ইতি যশোদাধিকরণক প্রসবস্য শ্রীনন্দাত্মজত্ব এব বিশ্রান্তিঃ ॥ ২৯ ॥

বন্যাঃ স্রজো যস্য তস্মৈ করণাদিভির্লক্ষিতঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ মৃদুপাদৌ

তথা ঐ দশমে ৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

উদার বুদ্ধি নন্দ প্রবাস হইতে আসিয়া স্বীয় তনয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণানন্তর পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥২৭

দশম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে । ২৮ ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! গোপিকানন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্ জনের যদ্রূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানি তাপসদিগের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন ॥ ২৯ ॥

ঐ দশমে ব্রহ্মস্তবে ১৪ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

হে রাজন্। নিজকৃত অপরাধ নিমিত্ত ভীতি বশতঃ

লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ৩০ ॥

তথা শ্রীযামল বচনঞ্চ উদাহরন্তি ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।

যস্য তস্মৈ। পশুপস্যাঙ্গজায়েতি শ্রীস্বামি লিখনেঽঙ্গমাত্মেতি তাৎপর্য্যং ॥৩০॥

নন্বেতৈরুদাহরণৈঃ কেবলং তস্য নন্দনন্দনতা ব্যক্তি ধর্ম্মিভেদঃ কেনাপ্য-বগম্যত ইত্যত আহ তথেতি উদাহরন্তি কেচিদিত্যনুসঙ্গঃ ॥ ৩১ ॥

যদুসম্ভূতো যঃ কৃষ্ণঃ শ্রীবাসুদেবাখ্যঃ স পুরীং গচ্ছতি অতঃ শ্রীবাসুদেবাৎ যঃ পরো ভিন্নঃ শ্রেষ্ঠো বা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমাখ্যঃ স ক্বচিদপ্রকট প্রকাশেঽস্তি সদৈব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। নমু তর্হি প্রকটরূপেণ গচ্ছতীত্যত আহ স বৃন্দাবনং

কম্পিত কলেবর হইয়া ভগবন্মহিমার পার না পাওয়াতে যথা দৃষ্ট রূপ মাত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রহ্মা কহিলেন হে ঈড্য! (স্তবনীয়) আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপনারই স্তব করি। প্রভো! আপনার শরীর নব নীরদের ন্যায় শ্যাম বর্ণ। ত্বদীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণ ভূষণ এবং ময়ুর পুচ্ছের শিরো ভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভমান। আপনি গল দেশে বনমালা ধারণ করিয়াছেন। কবল (গ্রাস) বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু, ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা আপনার অতিশয় শোভা হইয়াছে। প্রভো! আপনার দুইটী পাদপদ্ম অতিশয় মৃদু, আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ ॥ ৩০ ॥

অপর পণ্ডিতগণ এই স্থলে যামল বচন উদাহরণ করিয়া থাকেন, যথা ॥ ৩১ ॥

যদুসম্ভূত যে কৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই মধু

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদেতি ॥ ৩৩ ॥
অথ প্রকট রূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বং বাঞ্জন্ বাসুদেবতাং ॥ ৩৪ ॥

পরিত্যজ্য ক্বচিৎ প্রকটাবস্থোপি ন গচ্ছতি অত্র কাকনয়ন ন্যায়াৎ ক্বচিৎ পদস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

একয়া মুখ্যয়া শ্রীরাধিকয়েত্যর্থঃ। তত্র শ্রীবৃন্দাবনে পরিক্রীড়তীত্যত্র পরিপদেন অন্যাভিঃ সহ ক্রীড়তীতি ধ্বনিতং। নিত্যদেতি অস্য গেহে সদা ভুংক্তে ইতি বল্লীলায়া আবশ্যকত্বং বোধয়তি ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বমতং সমর্থয়তি অথেতি মতান্তর দর্শনানন্তরং ব্রজেশজত্বং শ্রীনন্দাত্মজত্বং আচ্ছাদ্য সংগোপ্য বাসুদেবতাং শ্রীবসুদেব পুত্রতাং ॥৩৪ ॥

পুরি গমন করেন কিন্তু তাঁহা হইতে পৃথক্ যে পূর্ণ স্বরূপ লীলাপুরুষোত্তম তিনি বৃন্দাবনেই অবস্থিত রহিলেন, কখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন নাই ॥ ৩২ ॥

ঐ লীলাপুরুষোত্তম সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কখন চতুর্ভুজ নহেন, একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্য বিহার করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্ব মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত মতান্তর সমর্থন পূর্ব্বক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট রূপে গোপেন্দ্রনন্দনত্ব সঙ্গোপন পুরঃসর আপনাতে বসুদেবাত্মজত্ব প্রকাশ করিয়া যদুপুরী মথুরায় গমন করেন ॥ ৩৪ ॥

যো বাসুদেবো দ্বিভুজ স্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ।
তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥ ৩৫॥
অত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কং।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্য স্তুর্য্যঃ প্রকটতামিয়াৎ॥ ৩৬॥
ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তর চমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যা বহুবিধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥ ৩৭॥

তাস্তাঃ কুব্জা সহ বিহার জরাসন্ধাদি সহ যুদ্ধাদ্যা লীলাঃ প্রকটয্য তথা পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ প্রকট রূপেণেত্যর্থঃ তাং তাং বিহারাদিকাং লীলাং প্রকাশকঃ প্রকাশয়িতুং ণকন্তমর্থে প্রায় ইতি ত্বাদিত্বাৎ ষষ্ঠী নিষেধঃ॥ ৩৫॥

তত্র দ্বারকায়াং যতঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাৎ॥ ৩৬॥

ইতি ব্যূহ চতুষ্কস্যেতি স্বস্য বাসুদেব ব্যূহত্বাৎ সঙ্কর্ষণস্যাদাবাবিষ্কৃতত্বাচ্চোক্ত॥ ৩৭॥

যে বাসুদেব দ্বিভুজ তিনি মথুরায় চতুর্ভুজ রূপে শোভমান হইয়া কুব্জার সহিত বিহার তথা জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধাদি লীলা প্রকটন পূর্ব্বক প্রকট রূপে সেই সেই বিহারাদি লীলা প্রকাশ জন্য দ্বারকায় গমন করেন॥ ৩৫॥

অনন্তর তথায় গিয়া প্রদ্যুম্ন নামক তৃতীয় ব্যূহ আবিষ্কার করিলে, পরে ঐ প্রদ্যুম্ন হইতে আবার চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ আবির্ভূত হয়েন॥ ৩৬॥

এই রূপে ব্যূহ চতুষ্টয়ের লোকাতীত বহু বহু বিবাহাদি আশ্চর্য্য লীলা দ্বারকায় বর্ণিত হইয়াছে॥ ৩৭॥

ব্রজে প্রকট লীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ।
ত্রিমাস্যাঃ পরত স্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥ ৩৮॥
আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিঃ প্রকারাস্য সম্ভবেৎ॥ ৩৯॥
তত্রাবির্ভাবঃ॥
বৈশ্লেষিক ক্লমোদ্রেক বিবশীকৃত চেতসাং।

সমৃদ্ধিমন্তং সম্ভোগং ঘটয়িতুং সিদ্ধান্তানুরূপামারভটীমাহ ব্রজ ইতি। ত্রীন্ মাসান্ বাপ্য অমুনা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমেন। তত্রাপি তেষু মাসেষ্বপি। তেষাং ব্রজভক্তানাং॥ ৩৮॥

নমু সঙ্গতিস্তাবচ্চক্ষুরাদি সংযোগাদেব ভবতি স চ কুরুক্ষেত্রাদৌ শ্রূয়ত ইতি কুচোদ্যং পরিহরন্ তামেব সঙ্গতিং ভিনত্তি আবির্ভাবেতি সা সঙ্গতিঃ অস্য কৃষ্ণস্য॥ ৩৯॥

ব্যগ্রঃ বৈশ্লেষিক ক্লমোদ্রেক বিবশীকৃত চেতাঃ সন্ তাসাং প্রেমা প্রেম্নো হস্য সমান জাতীয়ত্বাৎ॥ ৪০॥

বৃন্দাবনে প্রকট লীলায় শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের সহিত ব্রজজনের তিন মাস মাত্র বিরহ, কিন্তু ঐ তিন মাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সদৃশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তিন মাসের পর ব্রজ ভক্ত গণের সহিত সাক্ষাৎ মিলন হয়॥ ৩৮॥

আবির্ভাব ও আগতি ভেদে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতি দুই প্রকার সম্ভব হয়॥ ৩৯॥

তন্মধ্যে আবির্ভাব যথা॥

বিচ্ছেদ জনিত ক্লেশাতিশয় বশতঃ ব্যাকুল চিত্ত প্রিয়জন

প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ ॥ ৪০ ॥
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ এভির্যদবধি শ্রুতঃ।
প্রাদুর্ভাব স্তদবধি স্যাদ্‌ব্রজে বনমালিনঃ ॥ ৪১ ॥
ব্রজে দ্বারবতীস্থস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ।
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদাবসকৃদ্বহুধোচ্যতে ॥ ৪২ ॥
ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয় হরৌ তদা।

এভিঃ প্রেষ্ঠৈঃ ॥ ৪১ ॥

শাসন যুক্তিমত্র দর্শয়ন্তি ব্রজ ইতি। অসকৃদ্বারং বারং নতু কথা প্রগল্ভা দেকবারং। বহুধা বহুপ্রকারেণ কান্তাদি সহ মিলনভেদেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীপাদ্মে সখি মে ক গতঃ কৃষ্ণঃ পায়য়িত্বাধরং মধ্বিবতি সখা মে ক গতঃ কণ্ঠমাশ্লিষ্য বাহুনেতি। পীত্বা স্তনৌ করভ্যাং মে গাত্রমাশ্লিষ্য যত্নতঃ। ক বালঃ সখি বালৈ র্মে গতঃ কুত্র ন দৃশ্যত ইতি চ তস্মাবিষ্ণু পুরাণাদাবিত্যাদি পদং পাদ্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি সংগ্রাহকং ॥ ৪২ ॥

নমু তৎপ্রাদুর্ভাব কালে মথুরাগমনঃ প্রেষ্ঠানাং কীদৃশং মতং ভবেদিত্যতঃ সমাদধাতি ব্রজ ইতি। হরৌ ব্রজে প্রাদুর্ভূয় বিহরমাণে তদা ব্রজবাসিনাং

দিগের মধ্যে ব্যগ্র হইয়া সহসা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব তাহাকে আবির্ভাব বলে ॥ ৪০ ॥

প্রিয়জন সকল যে অবধি উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করেন, সেই হইতে ব্রজমধ্যে বনমালির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

দ্বারাবতীস্থ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন মধ্যে যে প্রাদুর্ভাব হয়, বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণাদিতে বারম্বার এই বিষয় বহু প্রকারে বর্ণিত

ভবেত্তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্ন বদ্ব্রজ বাসিনাং ॥ ৪৩ ॥

অথাগতিঃ ॥

প্রেম সংদর্শয়ন্ স্বেষু স্ববচঃ সত্যতাঞ্চ সঃ।

পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠ মাগচ্ছতি রথাদিনা ॥ ৪৪ ॥

স্ববচো যথা শ্রীদশমে ॥

তাস্তথা তপ্যতী বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।

সম্বন্ধে তস্য যাত্রা স্বপ্ন বত্তবেদিত্যনুষঙ্গঃ। যদুক্তং পাদ্মে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং গোপ-বেশং ব্রজলোকা ব্রজে প্রভুং। মন্যন্তে স্বপ্নবত্তেপি গতো হসৌ ভাবনায় ত, ইতি ॥ ৪৩ ॥

প্রেমেতি স হরিঃ স্বেষু ভক্তেষু প্রেম স্বস্য বচসঃ সত্যতাঞ্চ দর্শয়ন্ দর্শয়িতুং প্রিয়ং গোষ্ঠং শ্রীমন্নন্দাবাসস্থানং আগচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। অত্রাগচ্ছতীত্যনেনৈষাপি লীলা নিত্যতেতি দ্যোতিতং ॥ ৪৪ ॥

স্বপ্রস্থানে স্বকর্ত্তৃক শ্রীমথুরাগমন বিষয়ে তপ্যতীস্তপ্যমানাস্তাঃ শ্রীব্রজাঙ্গনা

হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রজে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় মধুপুর যাত্রা ব্রজবাসিদিগের সম্বন্ধে স্বপ্ন তুল্য হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

অথ আগতি ॥

স্বীয় ভক্তজনে প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত পুনরায় রথাদি দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের নন্দব্রজে আগমন তাহাকে আগতি বলে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীদশমে ৩৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

যদুবর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজস্ত্রী দিগকে তদ্রূপে সন্তাপিত দেখিয়া

সান্ত্বয়ামাস প্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

তথা ॥

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ দুঃখিতান্।

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি ॥ ৪৬

নিজ প্রিয়তমস্যাপি বচসা যদুমন্ত্রিণঃ।

বীক্ষ্য বিশেষেণ জ্ঞাত্বা অহমায়াস্য ইতি দৌত্যকৈ র্দূতবচনৈঃ সান্ত্বয়া মাসেত্যন্বয়ঃ। নন্বু দূতবাক্যৈ স্তাসাং কথং সান্ত্বনমিত্যাহ সপ্রেমৈরিতি যূয়ং মে বহিশ্চরপ্রাণাঃ যুষ্মান্ বিনা ক্ষণমপি কুত্রাপি স্থাতুং ন সমর্থো হস্মাত্ত্ব এবাগত প্রায়োঽহমিত্যাদি প্রেমশালিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

যাতেতি হে তাত হে পিতঃ যূয়ং ব্রজং যাত গচ্ছত। নন্বু প্রাণস্বরূপং ত্বাং বিহায় গন্তুং নশক্নুমঃ ত্বয়া সহ বয়ং গচ্ছাম ইত্যত আহ সুহৃদাং যুষ্মাক মেব প্রেয়সাং সুখং বিধায় বো যুষ্মান্ জ্ঞাতীংশ্চ চকারাৎ অন্যান্ শ্রীগোপান্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ ॥ ৪৬ ॥

ননূপরোধ পরিহারায় তাদৃশং তস্য তান্ প্রতি বচন বৃন্দমিত্যত আহ নিজেতি যদুমন্ত্রিণঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন তস্মাত্তস্য বচনং কদাপি ন ব্যভিচারীতি দ্যোতিতং ॥ ৪৭ ॥

শীঘ্র আসিব এই সপ্রেম বচন, দূত দ্বারা প্রেরণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

দশমস্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

হে তাত। আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও সুহৃদ্গণের সুখ বিধান করিয়া স্নেহ দুঃখিত জ্ঞাতি যে আপনারা আপনাদিগকে দেখিতে যাইব ॥ ৪৬ ॥

নিজ প্রিয়তম যদুমন্ত্রি উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আপনার এই

এতদেব বচঃ স্বীয়ং পুনস্তেনোজ্জ্বলীকৃতং ॥ ৪৭ ॥
যথা তত্রৈব ॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্ব সাত্বতাং।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তদিতি ॥ ৪৮ ॥
তৎ সত্যতা প্রকটিতা দ্বারকাবাসিনাং গিরা ॥ ৪৯ ॥
যথা শ্রীপ্রথমে ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্

সর্ব্ব সাত্বতাং প্রতীপং প্রতিকূলং কংসং হত্বা যৎ যাত যূয়ং ব্রজং তাতে ত্যাহ তদেব সমাগত্য সত্যং করোতীত্যন্বয়ঃ। অত্র সর্ব্বপদং তদেকনিষ্ঠ শ্রীমদক্রূরাদ্যতিরিক্তপরং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীতি বৎ সর্ব্বস্ব দাক্ষিণ্যাধিকরণাৎ প্রত্যেতব্যং ॥ ৪৮ ॥

তৎ সত্যতেতি সা চাসৌ সত্যতা চেতি ॥ ৪৯ ॥

যর্হীত্যত্র টীকা অর্ভকা ইব সকরুণমাহুঃ যর্হি যদা ভো অম্বুজাক্ষ নো ভবা-

---

বাক্য পুনরায় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

যথা দশমে ৪৬ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গ মধ্যে সমস্ত সাত্বত জনের প্রতীপ কংসকে নিহত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য করিবেন ॥ ৪৮ ॥

দ্বারকা বাসিদিগের বাক্য দ্বারা উক্ত বাক্য সত্যত্ব রূপে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

যথা প্রথমে ১১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

দ্বারকা বাসিরা কহিলেন, হে কমললোচন! তুমি সুহৃদ্

কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দ কোটি প্রতিমঃ ক্ষণো ভবে
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ ৫০ ॥
তত্র কারিকে ॥
ভো অম্বুজাক্ষ সুহৃদাং নন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া।
ভবানপসসারাস্মানপহায় গতো মধূন্ ।

নিতি পাঠেন ইত্যনাদরে ষষ্ঠী অস্মাননাদৃত্যাপসসার অপহায় জগাম কুরূন্ হস্তিনাপুরং মধূন্ মথুরাং বা তত্র তদা রবিং বিনা অন্ধ্যাদক্ষো র্যথা এবং তব নঃ ত্বদীয়ানামস্মাকমপীত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র কুরূন্ মধূনিতি দেশবাচিত্বেন বহুত্বং তস্মাদ্ধস্তিনাপুরং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদীনাং দিদৃক্ষয়া মথুরাং শ্রীনন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া এতত্তু কারিকয়োর্ব্যক্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

বিবৃণোতি ভো ইতি অস্মানপহায়েতি শেষস্থ ন ইতি পদস্ত অনাদর এব ষষ্ঠী বিধানাৎ পাঠান্তর পরমিতি চেন্তো ইত্যর্থ বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। যদ্বা অপস-

---

গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় যাবৎ হস্তিনা পুরে অথবা মথুরায় গমন করিয়াছিলে, তাবৎ কাল সূর্য্যোদয় না হইলে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্ধতা হেতু যেমন ক্ষণ কাল অসহ্য হয় তদ্রূপ আমাদিগের এক এক ক্ষণ কোটি বৎসর তুল্য দুর্যাপ-নীয় হইয়াছিল। হে অচ্যুত! আমরা ত্বদীয়, ইহাতে তোমার বিরহ অসহ্য হইবে বিচিত্র কি? ॥ ৫০ ॥

এই স্থলে কারিকা যথা ॥

হে পদ্মনেত্র! নন্দাদি সুহৃদগণেকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে উপেক্ষা পূর্ব্বক মধু দেশে গমন কর।

মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজং ।
তদানীং সুহৃদাং তত্র মধুপুর্য্যামভাবতঃ ॥ ৫১ ॥
রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্যচ ।
স্পষ্টং পাদ্মে পুরাণেঽস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ ৫২ ॥
তদ্গদ্যং পদ্যঞ্চ যথা ॥

কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ

সারেত্যস্য বিবৃতিঃ কৃতা অস্মান্নিত্যস্যার্থাক্ষেপ লভ্যত্বাৎ। অর্থাপত্তি প্রমাণ লভ্যস্য ব্রজস্য হেতুং দর্শয়ন্নাহ তদানীমিতি সর্ব্বেষাং প্রকট লীলায়াং দ্বারকা গমনাৎ ॥ ৫১ ॥

বিবৃণোতি স্পষ্টং ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণোঽপি তং সভ্রাতরং দন্তবক্রং পিতরৌ শ্রীযশোদানন্দৌ অভিবাদ্য সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য তব পুত্রোঽহং কার্য্যান্তরে ত্বন্যত্র গতোস্মি সম্প্রতি কুতো ন

মথুরা এই পদে স্পষ্ট রূপে মথুরামণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তি বৃন্দাবন জানিতে হইবে, কারণ তৎ কালীন মথুরায় কোন সুহৃদের বাস ছিল না ॥ ৫১ ॥

অপর রথারোহণে মথুরা গমন পূর্ব্বক দন্তবক্র বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন হয়, এই বিষয় পদ্মপুরাণে স্পষ্ট রূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

পদ্মপুরাণের গদ্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণও মথুরা গমন পুরঃসর দন্তবক্রকে বিনষ্ট করিয়া নন্দ যশোদাকে প্রণাম ও আশ্বাস প্রদান করিলে, তাঁহারা

সকল গোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভি স্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস॥ ৫৩ ॥
কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষ সমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস মাধবঃ॥ ৫৪ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।

গচ্ছামীত্যাশ্বাস্য তত্র স্থান্ শ্রীশ্রীদামাদীন্ ॥ ৫৩ ॥

কালিন্দ্যা ইতি সর্ব্বেষামাদৌ সম্ভাষণানন্তর মেতস্যা লীলায়া কর্ত্তব্যত্বেন হার্দ্দিত্বাচ্চরমোটঙ্কঃ। অন্যথা নিশ্চিন্ততা বাধঃ স্যাদত এবাত্রৈবানিশ মিতি প্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥

গোপ বেশধর ইতি শ্রীব্রজস্থানাং রাজবেশেঽত্যন্তানাদরাত্তদ্রূপধরঃ সন্নিতি পূর্ণতমত্বং দর্শিতং রম্যকেলি সুখেনেতি বহু প্রেম রসেনেতি চ প্রেম বাহুল্যেনোপভোগাতিরেকাৎ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগো দ্যোতিতঃ। যদুক্তং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ। দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমানিতি ॥ ৫৫ ॥

অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপ গণকে প্রণাম ও আশ্বাস প্রদানানন্তর বহু বহু বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা তত্রস্থ লোক সমুদায়কে পরিতৃপ্ত করত ॥ ৫৩ ॥

পুণ্য বৃক্ষ লতা শোভিত যমুনাপুলিনে নিরন্তর গোপ নারীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর গোপ বেশ ধারী প্রভু রম্যকেলি সুখ ও বহু বহু প্রেম রসে ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় দুই মাস বাস

বহু প্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাসহেতি ॥ ৫৫ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥

যদুত্তীর্য্যেত্যুত্তরণং তদাপ্লবনমুচ্যতে ॥

দুষ্টং হত্বা ব্রজে যানং স্নানপূর্ব্বমিহোচিতং ॥ ৫৬ ॥

অতঃ প্রকট লীলায়ামপ্যযোগোঽল্প এব হি ॥ ৫৭ ॥

ইতি ধাম ত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥ ৫৮ ॥

যমুনামুত্তীর্য্য যমুনায়াঃ পারং গত্বেতি তদানীং যমুনায়া মধ্যবর্ত্তিত্বাদিতি কেশাঞ্চিদ্ব্যাখ্যানেঽসন্তোষাদেবাহ যদুত্তীর্য্যেতি উত্তীর্য্য আপ্লাব্য স্নাত্বেতি যাবৎ তৄপ্লবন তরণয়োরিতি ধাত্বর্থাত্তদেব ফলিতার্থত্বেনাহ উত্তরণং তদাপ্লবনমিতি উচ্যতে অভিধীয়তে ধাত্বর্থেন তল্লাভাৎ লক্ষণাদীনামনবসরত্বাৎ। কথমসৌ স্নাত্বা ব্রজং জগামেত্যাহ দুষ্টমিতি যানং গমনং ॥ ৫৬ ॥

অত আভ্যাং আবির্ভাবাগতিভ্যাং ॥ ৫৭ ॥

ইতি অনেন প্রকটাপ্রকট প্রকাশ প্রকারেণ ॥ ৫৮ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

এই স্থলে কারিকা সকল যথা ॥

উত্তীর্য্য শব্দে উত্তরণ অর্থাৎ উৎ পূর্ব্বক তৃ ধাতুর অর্থ প্লবন ও তরণ, এস্থলে তরণ শব্দে অবগাহন। শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট বধ পূর্ব্বক যমুনায় স্নান করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন ॥ ৫৬ ॥

অতএব আবির্ভাব ও আগতি এই দুই দ্বারা প্রকট লীলায় অযোগ অত্যল্প কালের নিমিত্ত ॥ ৫৭ ॥

যাহা হউক, এই প্রকটাপ্রকট প্রকাশ প্রকার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা প্রভৃতি ধাম ত্রয়ে সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রজাগমন কালেচ পাদ্মোক্তেহন্যচ্চ বর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

যথা ॥

অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্র দার সহিতাঃ পশুপক্ষি মৃগাদয়শ্চ বাসুদেব প্রসাদেন দিব্য রূপধরা বিমানমারূঢাঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোক মবাপুঃ ॥ ৬০ ॥

অত্র কারিকাঃ ॥

ব্রজ কর্ম্মকাগমন সময়ে যৎ পাদ্মেন উক্তং তস্মিন্নন্যদ্রহস্যং ॥ ৫৯ ॥

অথাপ্রকট সময়ে প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ মিশ্র লীলাপরিকরাণাং যথা যোগ্য ধাম স্থিতিং নিরূপ্য দর্শয়তি অথেতি নন্দগোদয়ঃ শ্রীনন্দরাজাদয়ঃ গোপো ভূপে বল্লবেংচেতানুশাসনাৎ পুত্রদারাদি সহিতাঃ পুত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ দারাঃ শ্রীযশোদাদয়ঃ তৎসহিতাস্তত্রস্থা নত্বন্যত্রগা ইত্যর্থঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠানাং তেষাং তদতিরিক্ত ধামাভাবাৎ ইত্যপ্রপঞ্চ স্থান প্রপঞ্চঃ। প্রপঞ্চানাং স্থানং প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বে জনাঃ শ্রীদ্রোণাদয়স্তদংশা অবতার সময়ে যে আগতা স্তএব বাসুদেবস্ত বসুদেব পুত্রস্ত প্রসাদেন পরমং মহান্তং পরা উৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মী যস্মিন্ বা তং বৈকুণ্ঠলোকং অবাপুঃ প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বমেতৎ কারিকাসু ব্যক্তী ভবিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন কালীন পদ্মপুরাণোক্ত অন্য রহস্য আছে যথা ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর গোকুলস্থ পুত্র দারাদি সহিত সমুদায় জন, তথা পশু পক্ষি মৃগাদি সকল বাসুদেবের অনুগ্রহে দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিয়া পরম বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

উক্ত গদ্যের কারিকা যথা ॥

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতং ॥ ৬১ ॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ৬২ ॥
স্কান্দাযোধ্যামহিমনি সৌমিত্রেঃ শ্রূয়তে যথা ॥ ৬৩ ॥
তথাহি ॥
ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরং।

বিবৃণোতি ব্রজেশাদেরিতি কৃষ্ণঃ শ্রীবাসুদেবঃ সাম্প্রতং যোগ্যং ॥ ৬১ ॥
তত্রস্থা নন্দগোপাদয় ইতি ব্যাচষ্টে প্রেষ্ঠেভ্যোঽপীতি ॥ ৬২ ॥
নম্বেতদদ্ভুতমিব তে বচ ইতি বিবদন্তং প্রতি আহ স্কান্দেতি। শ্রীসৌমিত্রেঃ শ্রীলক্ষ্মণস্য ॥ ৬৩ ॥
শেষাত্মতাং যাতং প্রাপ্তং সত্যসঙ্গরং ন্যায়যুদ্ধকং। সর্ব্বস্য পশ্যতঃ সম্বন্ধে

নন্দাদির অংশ স্বরূপ দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি সেই সকলকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬১ ॥

প্রিয়তর হইতেও প্রিয়তম জন গোকুল বাসিদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দারণ্যে সর্ব্বদা বিহার করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

অহে! তোমার এই বাক্য অতিশয় অদ্ভুত, এই বলিয়া বিবাদকারির প্রতি কহিলেন, স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা মাহাত্ম্যে লক্ষ্মণের সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় বলি শ্রবণ কর ॥ ৬৩ ॥

উক্ত বিষয়ের বচন যথা ॥

ন্যায়যোদ্ধা লক্ষ্মণ শেষদেবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে দর্শন

উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্যচ স পশ্যতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ ॥

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব স্বকং পদং।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন ॥ ৬৫ ॥
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনং।
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণ ইত্যাদি ॥ ৬৬

ততশ্চ ॥

ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ।

পশ্যন্তঃ সর্ব্বগনাদৃত্ত্যেতি বা ॥ ৬৪ ॥

পদমিতি পদ্যতেঽনেনেতি পদং যানং স্বকং স্বকীয়ং প্রাচীনং ত্বদীয়ং রথমিত্যর্থঃ লক্ষ্মণং যানমারোপ্যেতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥ ৬৫ ॥

যানমারুহ্য কিং কুর্ব্বিত ইত্যত আহ বৈষ্ণবমিতি। পরা মা লক্ষ্ম্যা যত্র তৎ পরমং স্বমসাধারণং স্বকীয়ং বা সনাতনং নিত্যং। ভবন্মূর্ত্তি র্ভবতো ঽংশঃ ॥ ৬৬ ॥

সুরসঙ্গতঃ সুরসঙ্গেন। যদ্বা সুরসঙ্গঃ সন্ প্রথমা তৃতীয়য়োস্তসিঃ আদ্যা দেরাকৃতিগণত্বেন সংগ্রাহ্যত্বাৎ। যদ্বা সুরান্ সঙ্গতঃ ইতি দ্বিতীয়াদ্যৈরিতি

কারি সকলের সমক্ষে ইন্দ্র সুমধুর বাক্যে কহিলেন ॥ ৬৪ ॥

হে লক্ষ্মণ! হে বীর! হে শত্রুনাশন! তুমি দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, অতএব শীঘ্র স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক ॥৬৫

নিত্য স্বরূপ পরম স্থান বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হও, তোমার মূর্ত্তি বিশেষ ফণা বিরাজিত শেষদেব সমাগত হইয়াছেন ॥৬৬

অনন্তর দেবগণ সহ দেবরাজ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া

শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারহরণক্ষমং।
লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাদিতি ॥৬৭॥
লীলাঞ্চ প্রকটাং তত্র দ্বার্ব্বত্যাঞ্চ চিকীর্ষুণা।
স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদি কৈতবং ॥ ৬৮ ॥
দেবাদ্যংশাবতরণে যেতু বৃষ্ণিষ্ববাতরন্।

দ্বিতীয়া সমাসঃ। ভূভারহরণক্ষমং নতু শ্রীবিষ্ণুশয্যারূপং তস্য তাবৎ সর্ব্বত্রা- স্থিরাৎ প্রতস্থে প্রস্থাপিতবান্ ণ্যর্থত্বাৎ যদ্বা স্বয়মগমৎ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবন প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ মিশ্র লীলা পরিকরাণাং যথাযোগ্য ধামোক্ত্বা তথৈব শ্রীদ্বারকায়াং বক্তুং প্রক্রিয়ামারভতে লীলাঞ্চাপ্রকটামিতি। তেন শ্রীবসুদেবেন কৈতবং ছলমাত্রং ॥ ৬৮ ॥

বিশদয়তি দেবাদ্যংশেতি দেবাদয়ঃ শ্রীকশ্যপ কামদেব কার্ত্তিকেয়াদয়ো যেহংশা অর্থাৎ শ্রীবসুদেব প্রদ্যুম্ন শাম্বাদীনামংশা স্তেষামবতরণে ক্ষীরাব্ধি শায়িরূপঃ শ্রীমদনিরুদ্ধ বিলাসরূপঃ তৈঃ শ্রীকশ্যপাদিভিঃ সহ স্বপদং স্বেষাং

ভূভারহরণক্ষম শেষদেবকে পাতালে প্রেরণ পূর্ব্বক সাদরে লক্ষ্মণকে যানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥৬৭

তৎপরে শ্রীবাসুদেব দ্বারকায় অপ্রকট লীলা বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া, বিপ্রশাপ কেবল ছলমাত্র, স্বয়ং তথায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

দেবাদির অংশাবতরণে অর্থাৎ কশ্যপ, কামদেব ও কার্ত্তি- কেয় প্রভৃতি ইহাঁরা বসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও শাম্বাদির অংশরূপে অবতরণ সময়ে, বৃষ্ণি বংশে যাঁহারা যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া- ছিলেন অনিরুদ্ধের বিলাস মূর্ত্তি ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৎ সমুদায়ের

ক্ষীরাব্ধিশায়ি রূপৈস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥
নিত্য লীলা পরিকরা যে স্যু র্যদুবরাদয়ঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যামেব দীব্যতি ॥ ৭০ ॥
ধামস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহু র্গোকুলং পুরমেবচ ॥ ৭১ ॥
যত্তু গোলোক নাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবং ॥ ৭২ ॥

স্থানং ॥ ৬৯ ॥

তৈর্যদুবরৈঃসহ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যাং দীব্যত্যেব দ্বার্ব্বত্যামেবেতি ব্যাখ্যানে মথুরায়াং তাদৃশত্বেন স্থিতে র্বাধাপত্তিঃ স্যাৎ অপ্রকট প্রকাশস্য তস্যাঃ প্রকট প্রকাশে নিজ লীলাপরিকরৈঃ শ্রীবসুদেবাদিভিঃ সহ শ্রীমথুরায়াং সদা স্থিতি-রশ্রুণা মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেরিতি দশম চতুর্থীয় বচন মনর্থকং স্যাৎ প্রপঞ্চ গত জনানান্তু স্বাংশিভিঃ প্রকট প্রকাশৈঃ সহ তদৈব শ্রীদ্বারকা গমনাত্তত্র দ্বারকায়ামেব বিশেষোত্তরলীলা সংযোগ বিয়োগৌ কথিতাবিতি তত্বং ॥ ৭০ ॥

ধামগত লীলানাং নিত্যত্বং প্রদর্শ্য উক্তমপি বিশেষা ভিন্নত্তি ধামস্যেতি পুরং শ্রীমথুরাং ॥ ৭১ ॥

অথ প্রথমং শ্রীকৃষ্ণধাম্নঃ সমষ্ট্যা মথুরা বৃন্দাবনয়োরভেদেন দ্বৈবিধ্যমুক্ত্বা

সহিত স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৯ ॥

আর যে সকল যাদব নিত্য লীলার পরিকর, তাঁহাদের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

ধাম দুই প্রকার মাথুর এবং দারকা,তন্মধ্যে মাথুর আবার দুই প্রকার গোকুল ও মথুরা ॥ ৭১ ॥

অপর গোলোক নামে যে একটী ধাম আছে তাহা গোকুলের বৈভবমাত্র ॥ ৭২ ॥

ব্যষ্ট্যা মাথুরস্য দ্বৈবিধ্যেন ত্রৈবিধ্যঞ্চোদিতমেব ভিত্ত্বা। যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে। ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চেত্যনেনোক্ত স্যাপি ধাম চতুষ্টয়ান্তঃপাতিনঃ শ্রীগোলোকস্য ধাম চতুর্থত্বং শ্রীবৃন্দাবনীয়ৈশ্বর্য্য প্রকাশ রূপত্বং নিরূপয়ন্নাহ যত্তিতি। যদ্ধাম গোলোক নাম গোলোকাখ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীপরমব্যোম পরিবর্ত্ততে তদ্গোকুলস্য তদাখ্য শ্রীবৃন্দাবনস্য বৈভবং ঐশ্বর্য্যং প্রকাশ রূপমিত্যর্থঃ। পরিকরাণাং সাক্ষাত্ত্যেন প্রকাশতা সা চাভিমানভেদাদ্গৌণী তাদৃশ মহৈশ্বর্য্যাদ্যাক্তত্বেনৈশ্বর্য্যং বৈভব শব্দস্য বিভূত্বার্থতয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশানতিরিক্তত্বং বোধ্যং। তস্য গোলোকস্য শ্রীগো- কুলৈশ্বর্য্য প্রকাশ রূপত্বং শ্রীদশমেপ্যুক্তং। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপাল মহোদয়ং। কৃষ্ণেচ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ। তে চৌৎ সুক্যধিয়ো রাজন্মত্বা গোপাস্তমীশ্বরং। অপি নঃ স্বগতিংসূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ। ইতি স্বানাং হি ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ং। সংকল্প সিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যা কাম কর্ম্মভিঃ। উচ্চাব- চাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্। ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনং। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ। তেতু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশু ব্র্হ্মণো লোকং যত্রাক্রূরো ঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দ নির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ। ইতি। এষাময়মর্থঃ। অতীন্দ্রিয় মদৃষ্টপূর্ব্বং লোক- পলানাং মহোদয়মৈশ্বর্য্যং। তেষাং লোকপালানাং। লোকপালস্য মহোদয় মিতি শ্রীস্বাম্যুক্তিস্তেষামিত্যত্র তদীয়ানামিত্যভিপ্রায়াৎ। বিস্মিতঃ পরম মাধুর্য্যাবিষ্টত্বেনৈশ্বর্য্যানমুসন্ধানাৎ বিস্ময়ং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীনন্দা দীনামৈশ্বর্য্য সঙ্কল্পো জাতো নতু মাধুর্য্য দর্শন সংকল্পঃ তস্য স্বত এব নিরন্তরা- স্বাদনাৎ। নিকৃষ্ট মুৎকৃষ্টং বা বস্তু যদ্যেষা মদৃষ্টচরং তস্য দিদৃক্ষা তেষাং জায়াত এবেতিভাবঃ। অপি কিং সূক্ষ্মামস্মাভিরভিসন্ধাতুমশক্যাং স্বগতিং স্বস্যা স্বীয়স্য প্রকাশস্য গতিং স্থানং শ্রীগোলোকাখ্যমিতি শ্রীসরস্বতী কৃতো বাস্তবো

হর্থঃ। তেষান্তু সংমুগ্ধাকারত্বেনোক্তির্মাধুর্য্য পোষিকা। উপাধাস্যৎ উপাধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সংকল্পিতবস্ত ইতি শেষঃ। ইতি এতং সংকল্পং স্বমাত্মনৈব বিজ্ঞায় কৃপয়া বন্ধুজনোচিত স্নেহেন যথা হন্তো বন্ধুজনো হন্তেষাং বন্ধুজনানাং যত্র মনোরথো জায়তে তৎসম্পাদয়তি তদ্বন্নতু পরমার্থাতিশয়ত্ব প্রতিপিপাদয়িষয়েতি ভাবঃ। এতস্মিল্লোঁকে বৃন্দাবনাখ্য স্থানে বর্ত্তমানো জনঃ শ্রীনন্দাদি স্বামসাধারণাং স্বকীয়াং বা গতিং স্থানং শ্রীবৃন্দাবনাখ্যং ভ্রমন্ সদৈব চরন্ অবিদ্যা কাম কর্ম্মভিঃ করণৈরুচ্চাবচাসু দেবতীর্য্যগাদিষু গতিষু যা গতিস্তাং ন বেদ সদৈবৈকত্র শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমানঃ সুখ দুঃখ প্রদামন্যাং কাঞ্চিদপি গতিং ন জানাতীত্যর্থঃ। শ্রীবৃন্দাবনেতু য এবং ন চরতি সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি ধ্বনিঃ। তস্মাদেনং মমৈশ্বর্য্য প্রকাশ রূপং শ্রীগোলোকমশবশ্যং দর্শয়িষ্যামীত্যনুধ্বনিঃ তত্র দৃষ্ট্বাস্য মনো ন প্রসন্নং ভবিষ্যতীত্যতো অত্রৈব পুনরাবকলয়ামীত্যনুধ্বনিঃ। ইতি পূর্ব্বোক্তং মহাকারুণিকঃ বন্ধুজনোচিত মহাস্নেহবান্। গোপানাং লোকং গোলোকং স্বামাত্মৈশ্বর্য্য প্রকাশ রূপং পরমুৎকৃষ্টং কিং কৃত্বা দর্শয়ামাস তমসঃ তমো মায়া তাং পরাভূয় যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী যদ্বা তমো যোগমায়া তামঙ্গীকৃত্য তম ইব তম ইত্যর্থঃ। যদ্বা তমসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অনন্তমন্তরহিতং ব্রহ্মৈব জ্যোতির্যত্র সনাতনং সর্ব্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানং। মুনয়ো মহিমজ্ঞান যুক্ত ভক্তাঃ। যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহিমজ্ঞানাবলম্বনেন তজ্জতাং গোলোকঃ স্ফুরতীতি শ্রীমজ্জীব গোস্বামি চরণৈঃ। দদৃশু দর্শন বিষয় পাত্রং কৃতবন্তো নতু দৃষ্ট্বা তত্রৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ। অন্বয়দীপিকায়াং মন্তব্যং যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্য তত্রোৎকৃষ্ট বুদ্ধির্নাস্তি তথাপি তেষাং তত্রাতিশয়তৃষ্ণাং মত্বা শ্রীগোলোকং প্রদর্শ্য মাধুর্য্যৈক রুচিস্বভাবাত্তত্রারুচিমুৎপাদ্য পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনং স্বধাম প্রাপয়দিতি প্রকরণার্থঃ। যদুক্তং শ্রীস্তবমালায়াং গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ। লোকো রম্যঃ কোপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি কাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গং। যো বৈকুণ্ঠং সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো নিন্যে গোষ্ঠং পাতু স ত্বাং মুকুন্দ ইতি এতদেব পুনঃ স্পষ্টয়তি নন্দাদয়স্ত্বিতি তত্র শ্রীগোলোকে ছন্দোভির্মূর্ত্তিমতীভিরুপনিষদ্ভিঃ স্তূয়মানং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ অহো হস্মদীয়োঽয়ং কৃষ্ণঃ সর্ব্ব

পরাৎপর ইতি ক্ষোভং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। তস্য পরং কেবলং তদীয়ত্বেন পরিগতং দৃষ্ট্বা আনন্দনির্বৃতাঃ নো হস্মাকং কৃষ্ণঃ এবম্ভূতো নেতি হর্ষাকুলা বভূবুরিত্যর্থঃ তেতু তদ্বিশিষ্টা এব তথা স্থিতা ইতি ভাবঃ। নচ গোকুল বৈভবং গোকুলস্যাপ্রকট প্রকাশ রূপমিতি বাচ্যং যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে ইত্যাদিনা শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈস্তন্মতস্য নিরাকৃতত্বাৎ যদ্যপ্রকট প্রকাশাভ্যাং স্থান ষট্কতা স্যাৎ তস্মাত্তু প্রদেশ স্থিতাৎ শ্রীগোকুলাখ্য বৃন্দাবনাৎ সর্ব্বোর্দ্ধস্থিতং শ্রীগোলোকাখ্যং বৃন্দাবনং পৃথগপি তদৈশ্বর্য্য প্রকাশ রূপং মন্তব্যং। নচ বৃন্দাবনস্য দ্বৈবিধ্যং কেনাপি ন স্বীকৃতং কুতস্তাবদ্ভেদ বিবরণ মিতি বাচ্যং বৃন্দাবনঞ্চ দ্বিবিধং নিত্যং দিব্যমিতীরিতং। নিত্যং ভুবি তথা দিব্যং সর্ব্বোপরি বিরাজত ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তি রত্ন প্রকাশে শ্রীরাঘব গোস্বামিভিঃ শ্রীবারাহবচনেন ভেদগর্ভ নিত্যত্বেন পরিভাষিতত্বাৎ অতএব ব্রহ্মাণ্ডস্থ বর্ত্তাপি শ্রীবৃন্দাবনং নিত্যং শ্রীশূলি শূলোপরি কাশী ইবাস্য চক্রোপরি স্থিতত্বাৎ। যদুক্তং শ্রীগোপাল তাপনীভিঃ চক্রেণ রক্ষিতা শ্রীগোপাল পুরীহি ভবতীতি। অতএবোক্তং শ্রীবরাহদেবেন শ্রীপৃথিবীং প্রতি। নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথেতি। তত্রৈব তদনন্তরং। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতমিতি। এতত্ত্বপ্রকট পরমিতি চেন্নো মহামিঃ কিন্তু নহি ভবন্মত সিদ্ধাহপ্রকট প্রকাশ পরং তথাত্বে স্থান চতুষ্টয়তা হানেঃ প্রসঞ্জনাপত্তিঃ স্যাৎ। নচ ব্রহ্মাণ্ডনাশে তন্নাশ স্তদূর্দ্ধগতি র্বেতি বাচ্যং বলিং হরন্তিশ্চির লোকপালৈরিত্যত্র সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডানাং যুগপন্নাশে কেষাঞ্চি ল্লোকপালানাং চিরায়ুষ্ট্বানুপপত্তেঃ। নচ অনন্তানি ভবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা। সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ। প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রি স্তস্য কীর্ত্তিতেতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচনেন ব্রহ্মাণ্ডানাং সমকাল এব নাশাত্তদীয়ানাং লীলানাং নশ্বরত্বমেবেতি বাচ্যং সম ব্রহ্মাণ্ডানাং নাশস্য সমকাল এব তাৎপর্য্যাৎ সর্ব্বাণীতি পদস্য সর্ব্বস্ব দাক্ষিণ্যাধিকরণেন সর্ব্ব শুক্লা সরস্বতীতি বৎ সঙ্কোচ পরতয়া তথাত্বাৎ যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে

হরিরিতি তদুত্থাপিত কারিকায়াং কলাভিব্র্হ্মাদিভিঃ সহিতান্যণ্ডানি নতু সমস্তানি জাতু কদাচিৎ। জীববদনাদিত্বেন সংসারস্য সর্ব্বজ্ঞেন শ্রীবশিষ্ঠেন পরিভাষিতত্বাৎ যদুক্তং শ্রীবাশিষ্ঠে অনাদিঃ সংসারঃ কুথমহমমুং বেদ্মি সহসেত্যাদি। অসমানাং সমানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাং যুগপন্নাশে অনাদি সংসারত্ব ব্যাঘাতাপত্তিঃ স্যাৎ এতদভিপ্রায়েণ শ্রীমদ্গঙ্গেশ ভট্টৈঃ খণ্ড-প্রলয়মাত্রং স্বীকৃতং তথাহি ভাবিনি প্রলয়ে মানাভাব ইতি। কিমপরেণ ব্রহ্মাণ্ডানাং নিত্যত্বমপি শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈরপি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ তাব-ন্তোব জগন্ত্যভূরিত্যস্য প্রতিরূপ্রকং আসীচ্ছায়া দ্বিতীয়ঃ প্রথম মথবিভু র্বৎস-ডিম্ভাদি দেহানংশেনাংশেন চক্রে তদনুবহু চতুর্ব্বাহুতাং তেষু তেন। বৃত্তস্ত-ত্বাদিবীতৈ রথ কমল ভবৈঃ স্তূয়মানাখিলাত্মা তাবদ্ব্রহ্মাণ্ড সেব্যঃ স্ফুটমজনি ততো যঃ প্রপদ্যে তমীশমিতি। দিব্য সর্গাদি কর্ত্তৃত্বোদাহরণ এব দর্শিতং। নচ গচ্ছতীতি জগদিত্যনেন জগতো হ্যনিত্যত্ব মেবেতি বাচ্যং এতদ্বাক্যস্য ক্রমনাশেনান্বয়াৎ উণাদয়ো বহুলমিতি ন্যায়েন সংজ্ঞাশব্দানাং কথঞ্চিদ্ব্যুৎ পত্তি রিতি ন্যায়েনচ তস্য তত্তা সিদ্ধেশ্চ। অন্যথা গচ্ছতীতি গৌ রিত্যস্য গমেৰ্ডো ক্বতে গমন কর্ত্তর্য্যেবান্বয়াৎ সাস্নাদিগতি ব্যক্তি বিশেষে তৎপদস্যা প্রযুক্তিঃ স্যাৎ লক্ষণয়া চেৎ উণাদয়ো বহুলমিত্যস্যাবসরঃ কেন বার্য্যতে। নচ তর্হি প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চয়ো র্বিশেষাভাবাৎ প্রপঞ্চ গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যস্ত্বপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্য স্তদগোচরা ইতি নিরুক্ত্যো রসঙ্গতি রেবেতি বাচ্যং মায়াশক্তিবিরচিতানাং ব্রহ্মাণ্ডানামনিত্যত্বেপি যুগপন্নাশা ভাবেন লীলায়া নিত্যত্বেনোক্তত্বাৎ চিচ্ছক্তি বিলসিতানাং জগতাং নিত্যত্বেপি প্রপঞ্চায়মানত্বেন প্রপঞ্চতয়োক্তেশ্চ। নমু তর্হি পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতম ইতি নায়ক ভেদ ত্রয়ং কথমুৎপদ্যতে ধাম চতুষ্টয়ে নাকভেদ চতুষ্টয়স্য সম্ভবত্বেন নায্যত্বাদস্মাকং মতে এক এব গোলোকো মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য তদুভয় প্রকাশ ভেদেন শ্রীবৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা রূপঃ প্রকটো ভবত্যপ্রকটঃ সন্ সএক এব প্রকটকাল এব শ্রীগোকুলেশ্বরাদিষু পূর্ণতমাদি প্রকাশাবির্ভাবেন নায়কস্যৈকস্যাপি ত্রৈবিধ্যং গোকুলমেব বৈভবং যস্য তদিতি ব্যাখ্যয়া সর্ব্বং সমীচীনমিতি বাচ্যং শ্রীগো-

গোকস্য ধাম চতুষ্টয়ান্তঃ পাতিত্বেঽপি পূর্ণতমীয়াদি লীলাদীনাং সাজাত্যেন প্রতিক্ষণং সঞ্চারয়তা ত্রৈগুণ্য বৈশিষ্ট্যেন ভেদানবগমাৎ বহুব্রীহৌ গ্রন্থস্যারোহ ণস্য প্ররোহে রসামণ্ডস্য পাতাচ্চ তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতে রিত্য- োদাহরণেন অহো মধুপুরীধন্যেত্যাদিনা বিরোধাপত্তেশ্চ। যত্তু স্বায়ম্ভুবা গমে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রধ্যান প্রসঙ্গে ঈশ্বর দেবীসম্বাদে। ধ্যায়েত্তত্র বিশেষজ্ঞ ... সর্ব্বং ক্রমেণতু। নানা কল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেদিতি। ... ন্তরং ঊর্দ্ধেতু সীম্নি বিরজামিত্যাদ্যানন্তরং। বৃন্দাবন পরাগৈস্তু বাসিতাং ... লেভাং। কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমানিতি। তদনন্তরং। কালিন্দী জল ... র্মি বায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ। বৃন্দাবনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং। ... রেৎ সাধকো ধীমানিত্যুক্তং তত্তু মহিমা জ্ঞানি ভক্ত পরমিথ মষ্টাদশাক্ষর ... ন গোলোকং ধ্যায়েদিতি শ্রীসনাতন গোস্বামি লিখনমপি সঙ্গতং। বস্তুতস্তু ... র্ব বর্ত্তিনঃ শ্রীগোকুলস্য সর্ব্বোর্দ্ধ গামিতা বিভুত্বাদংশিত্বাচ্চ ব্যাপ ... ব্যাপ্য ব্যাপিত্বাচ্চ অতএবোক্তং স্মৃতিভিঃ। যৎ কিঞ্চিদ্‌গোকুলৈশ্বর্য্যং ... লোকে তৎপ্রতিষ্ঠিতমিতি। যত্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ শ্রীশ্রীদাম শাপমবলম্ব্য ... রিকরস্য শ্রীগোলোকনাথস্য শ্রীগোকুল গামিত্বমুক্তং তত্তু বিলাসাদিবদ ... র সময়ে প্রকাশস্য তস্য প্রকাশান্তরেণ প্রকাশিনি সপরিকরে তস্মিন্ ... বেশ পূর্ব্বকস্থিত্যর্থং যদুক্তমভিযুক্ততরৈঃ। এবং স্বয়ং শ্রীভগবানপি প্রভু র্গো ... লাকবাসী ব্রজবাসিনং প্রভুং। পরীয় লীলা ক্ষণ দর্শোনোৎসুকা স্বকীয় বাধা ... বিবেশ রাধিকামিতি। কেচিদুত্তর পক্ষাশ্রয়িণস্তু শ্রীমদুপেন্দ্র পরিকর বাসু- ... বৎ তৎ প্রকাশিনি সপরিকরে শ্রীগোকুলনাথে তাদৃশ লীলা দর্শনায় সপরি ... স্য তস্য প্রবেশ পূর্ব্বকস্থিত্যর্থমতএব শ্রীকুরুক্ষেত্র গমনমপি তেষাং তৎপরি ... ণামবসেয়ং শ্রীগোকুলনাথবৎ তৎপরিকরাণামপ্যন্যত্র গমনাসম্ভবাদিত্যাহুঃ। ... র ত্র্যধীশ ইতি গোলোক মথুরা দ্বারকাত্রিধং। যৎপদং ত্রিতয়ং তস্য সোঽ ... দ্বাদশীশ্বর ইত্যুক্তং তৎ স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবননাথস্ত্র্যধীশ ইত্যর্থপরং। অথবা ... কাশ প্রকাশিনোরভেদোপচারাত্তথোক্তিঃ॥

অথ রসশাস্ত্রমতে শ্রীগোকুল গোলোকয়োর্ভেদো নহানেব তৎপরিকরাণামভি

মানস্য ভেদাৎ। অভিমানং তাবৎ শ্রীগোলোকে বয়মস্য শক্তয়োঽয়মস্মাকং প্রভুঃ শ্রীমহানারায়ণস্যাপি বিলাসী সর্ব্বেশ্বরোঽপ্যসৌ কৃপয়াঽস্মাকং সখা পুত্র ইত্যাদি রূপং শ্রীগোকুলেতু অস্মাকং সখা পুত্রত্বেন লাল্যঃ প্রণয় বিষয়ঃ কান্তশ্চ ব্রজেশ্বর পুত্রোঽয়ং প্রভুরিত্যাদি রূপং। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামি চরণৈঃ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতেঽপি শ্রীমহাবৈকুণ্ঠং গতস্য শ্রীগোপ কুমারস্য শ্রীবৃন্দাবনীয় তত্তল্লীলা প্রকাশকেপি শ্রীমহানারায়ণে তথা স্ফূর্ত্ত্যভাবো দর্শিতঃ। যথা। তত্রৈব সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণিং প্রভুং সপরিবারকং। বিহরন্তং তথা নেক্ষে থিদ্যতে স্মেতি মন্মনঃ। কদাপি তত্রোপবনেষু লীলয়া তথা লসন্তং নিচিতেষু গোগণৈঃ। পশ্যাম্যহং তর্হ্যপি পূর্ব্ববৎ স্থিতং সিজ্যা সনে স্ব প্রভুবচ্চ সর্ব্বথা। তথাপি তস্মিন্ পরমেশ বুদ্ধের্বৈকুণ্ঠলোকা গমন স্মৃতেশ্চ সংজায়মানাদর গৌরবেণ স্ব প্রেমহান্যা স্বমনো নতৃপ্যেদিতি ॥

নচ অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয় ইত্যাদি পাদ্মোত্তর খণ্ড বচনাত্তেষাং মহা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিরিতি বাচ্যং। ব্রজেশাদে রংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতং। প্রেষ্ঠেভ্যোপি প্রিয়তমৈর্জনৈ র্গোকুল বাসিভিঃ। বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিরিতি কারিকা দ্বয়েন তেষামপ্রকট সময়ে তদংশ দ্রোণাদীনামৈশ্বর্য্যাদ্যাক্ত চেতসাং বৈকুণ্ঠ গমনত্বেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। নচ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তমিতি নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিরিতি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি পদ্যদ্বয়স্যাপাত ব্যাখ্যাতো ভেতব্যং। শ্রুতি স্মৃতি সম্মত সদ্ব্যাখ্যানস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তথাহি লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্যাস স্বাদার্থমবতারিণীতি অস্যার্থঃ। অত্র উপপতৌ যল্লঘুত্বং রসাভাসত্বেন নিকৃষ্টত্বং প্রোক্তং অন্যৈরালঙ্কারিকৈ স্তৎপুনঃ প্রাকৃত নায়কে প্রাকৃত নায়কাশ্রয়ত্বাৎ উপপতিনিষ্ঠতিরস্কারাদি দোষস্তা দৃশ মহাকবি নিবদ্ধ তয়া গুণোঽপি প্রাকৃত ইত্যর্থঃ। ননূপপতি নিষ্ঠতির স্কারাদি দোষ উপপতৌ কৃষ্ণে কিং ন ঘটত ইত্যাহ ন কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণেঽপ্রাকৃত সত্তানন্দ রূপে তদাশ্রয়ত্বাদপ্রাকৃতত্বেন তন্নিষ্ঠতিরস্কারাদি দোষোঽপি গুণ ইত্যর্থঃ। নমু সত্তানন্দ স্বরূপস্য কথং প্রাপঞ্চিক গোচরত্বেত্যত আহ রস নির্যাস স্বাদার্থমবতারিণীতি রসস্য যো নির্যাসঃ স্বাদঃ স্বাদনা তদর্থমবতারিণি

অবতার কারিণি। অত্র স্বদধাতোঃ প্রযোজক ণিঙন্তাদ্দ্বণ। অথবা তুর্ভিন্নো পক্রমে যল্লঘুত্বমুপত্তৌ প্রোক্তং তৎপ্রাকৃত নায়কে অপ্রাকৃতোপপত্তৌ ন লঘুত্ব মুক্তমিত্যর্থঃ। অনুযোগিনঃ প্রতিযোগি সাপেক্ষত্বাৎ কৃষ্ণেতু সুতরাং নেত্যর্থঃ। শ্রীমদ্গুরুচরণাস্ত রসস্য নির্যাসং স্বাদয়ন্তি যে তে রস নির্যাস স্বাদাঃ প্রেমপরিপাক মহাভাবাদি পর্য্যন্তাস্বাদকাঃ সাধক ভক্তাস্তদর্থম বতারিণি জীবাদৃষ্ট বশেন ব্রহ্মণ ইব তাদৃশ ভক্তজন ভজনানন্দ পরতন্ত্রতয়ৈব তস্য প্রকটিতেতি ভাবঃ। কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখ শোক তমোনুদং। অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্যশ ইতি শ্রীনবমোক্তেঃ। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি শ্রীদশমোক্তেশ্চ। অতএবোক্তমগ্রে শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ। অনাদিমেব জন্মাদি লীলামেব তথাদ্ভুতাং। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচনেতি। স্বলীলা কির্ত্তি বিস্তারো লোকেষনুজিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদি লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তম ইতি চাগ্যক্তে। কশ্চিত্তু ন কৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ন্তৃ চূড়ামণীন্দ্রে কিমর্থং নোক্তং রস নির্য্যাস স্বাদস্তর্থং যদি কৃষ্ণেঽপি তৈর্ঘুত্বমুক্তং স্যাত্তর্হি তেষাং রসনির্যাসাস্বাদো নির্বিষয় এব স্যাদিতি প্রলপতি তন্ন তৎ কর্তৃক স্বাদনমাত্রার্থকত্বেনোক্তৌ উপপত্যাত্মকে শ্রীকৃষ্ণে লঘুত্বস্য বাস্তবত্বাপত্তেঃ। শ্রীমজ্জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য বাচস্পতি চরণাস্ত রস নির্যাস স্বাদকাঃ সিদ্ধভক্তা দানবাদি পীড়িতা যদা রসমাস্বাদয়িতুমসমর্থা ভবন্তি। তদৈব তদর্থমবতারিণীত্যর্থঃ। যদুক্তং গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ। তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতু রিত্যুক্ত মেবহীতি ক্রুবন্তি। অপরেতু স্বকর্তৃকো যো রসনির্যাসস্য সমৃদ্ধিমদাখ্য সম্ভোগস্য স্বাদ আস্বাদনং তদর্থমবতারিণীত্যর্থ ইত্যাহু স্তৎপরে নসেহিরে অপ্রকট সময়েঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য পুরীদ্বয় গমনোত্তরা গমনস্ফূর্ত্ত্যা স্বাপ্নিক সম্ভোগস্য সম্ভবাৎ অতত্রবোক্তং প্রাচীনৈঃ। বন্দে শ্রীরাধিকাদীনাং ভাব কাষ্ঠামহং পুরা। বিনা বিয়োগং সম্ভোগং যা তূর্ণ্যমুদ-পাদয়দিতি। শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈরপি শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণৌ তথৈবোক্তং প্রযাতো মাং হিত্বা যদি কঠিন চূড়ামণি রসৌ প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিল গতিঃ। ইদং সোঢ়ুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্ন প্রকটাদিহা যাতো বৃন্দাবন ভুবি বলান্মাং রময়তি ॥ ৭২ ॥

স গোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ স্তুতঃ ॥ ৭৩ ॥
গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলেচ তস্য
দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭৪ ॥

তজ্জায়ান্ নায়কোৎকর্ষ ইতি দণ্ড্যাচার্য্যোক্তি দিশা শ্রীগোলোকঃ বর্ণয়ন্নাহ স গোলোকো যথেতি ইহ অস্যাং ॥ ৭৩ ॥

নন্ন শ্রীগোকুলাদীনাং গোলোকেন স্থান চতুষ্টয়ত্ব মুক্তমেব তর্হি গোলোকস্য কুত্র স্থিতিরেকত্র স্থিতৌ স্থান চতুষ্টয়াসিদ্ধিরিতি পরমব্যোমোপরি তস্য স্থিতিং দর্শয়িতুমাহ গোলোকনাম্নীতি যেন গোবিন্দেন শ্রীগোকুলনাথেন নিজস্য স্বস্য শ্রীগোলোকনাথস্য ধাম্নি নিজস্যাত্মার্থত্বাদাত্মনঃ প্রকাশার্থত্বাৎ গোলোক সংজ্ঞে সর্ব্বোর্দ্ধস্থিতে তস্য শ্রীগোলোকস্য তলে নিম্নভাগে পরিচ্ছিন্ন পরিমাণবদ্দেশ বিশেষে হরিধাম শ্রীবৈকুণ্ঠং তত্তলে মহেশ ধাম তেষু তেষ্বিতি ব্যুৎক্রমা গণনং তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতা স্তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ। গোলোকএব নিবসতীত্যত্র এবকারস্যাপ্যর্থত্বং শ্রীচৈতন্য দাস পূজক গোস্বামি সম্মতং জ্ঞেয়ং ॥ ৭৪ ॥

সেই গোলোককে ব্রহ্মসংহিতায় স্তব করিয়াছেন যথা ॥ ৭৩ ॥

অহে। যদি এরূপবল গোলোকের সহিত গোকুলাদির স্থান চতুষ্টয় উক্ত হইল তবে গোলোকের অবস্থিতি কোথায়,একত্র হইলে স্থান চতুষ্টয়ের অসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ের উত্তর এই যে গোলোক নামক স্বীয় ধামের তলে, বৈকুণ্ঠ, তাহার তলে শিবলোক এবং তত্তলে দেবীলোক, সেই সেই ধামে তত্তৎ প্রভাব নিচয়কে যিনি বিধান করিয়াছেন সেই গোবিন্দ আদি পুরুষকে ভজনা করি ॥ ৭৪ ॥

তথাচাগ্রে ॥

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতং।
কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী

তত্র শ্রীগোলোকে প্রভাবাতিশয়ত্বং ব্যঞ্জয়ন্নাহ শ্রিয় ইতি। অত্র শ্রিয়ঃ পরম পুরুষস্য কল্পতরূণাং চিন্তামণি গণস্য অমৃতস্য গানস্য নাট্যস্য প্রিয়সখ্যাশ্চিদানন্দস্য পরমিতাস্য চানুবাদত্বং কান্তাদীনাং বিধেয়ত্বং। শ্রীগোকুলেতু এতৎ বিপরীতং ব্যাখ্যেয়ং। যথা বিল্বমঙ্গলে। চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণ মঙ্গনানাং শৃঙ্গার পুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং। বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধু রহোবিভূতিঃ। অস্যার্থঃ। চরণ ভূষণাদীনামনুবাদত্বা চিন্তামণ্যাদীনাং বিধেয়তা মন্তব্যা। অনুবাদমনুক্তৈ্ব নিবিধেয়মুদীরয়েদিতি ধ্বন্যাচার্য্যোক্তদিশা। শ্রীব্রজপরিকরাণাং মাধুর্য্যাকৃষ্ট চিত্ততয়া অনুবাদেষ্বেব প্রথমং মনস আবেশাদ্বিধেয় রূপাণামর্থানামনন্ সন্ধানং এবং প্রকৃতৌ গোলোক পরিকরাণামৈশ্বর্য্যাকৃষ্ট চেতস্ত্বেন অনুবাদানা সেবানুসন্ধানং। ন চৈতদ্বিধেয়াবিমৃষ্টদোষোক্তেন সহৃদয়ানাং মনঃ ক্ষোভকমিতি বাচ্যং শ্রীব্রজগোলোকয়োঃ ক্রমব্যুৎক্রমার্থং সংগ্রহণায় তথোক্তত্বাৎ শ্লিষ্ট স্থানে তথা

গোলোক ধামে যত কান্তাগণ তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মী রূপা, যত পুরুষগণ সে সকলই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, যত বৃক্ষ সে সকলই কল্পতরু রূপ, যে ভূমি সেই চিন্তামণি মণ্ডিত বেদী, যে জল সেই অমৃত, যে কথা সেই গান, যে গমন সেই নাট্য রূপ, তাঁহার বংশীই প্রিয়তমা সখী স্বরূপা, যে হেতু ঐ বংশিকাই শ্রীকৃষ্ণের সুখ স্থিতি শ্রবণ করাইয়া থাকে, চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণের তেজই চন্দ্র সূর্য্যাদি রূপে জগৎ প্রকাশক

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিচ ॥ ৭৫ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহা
ন্নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোক মিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচরাঃ কতিপয়ে ॥ ৭৬ ॥
তদাত্ম বৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ॥ ৭৭ ॥

নাদরাচ্চ চিন্তামণি গণময়ীতি স্বরূপে ময়ট্ কচিৎ স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়া লিঙ্গ বচনান্যতিক্রম্য বর্ত্তান্ত ইতি শ্রীগোস্বামীচন্দ্র বচনাৎ স্ত্রীত্বং ॥ ৭৫ ॥

আশ্চর্য্যান্তরমপি দর্শয়ন্নাহ যত্রেতি যত্র শ্বেতদ্বীপে সুরভীভ্যঃ সকাশাৎ ক্ষীরাব্ধি সরতীতি তদীয় বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। যত্র শ্বেতদ্বীপে সময়ঃ কালোঽপি ন ব্রজতীতি তদাবেশেন তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বিবদন্ত স্তং শ্বেতদ্বীপং ভজে। যদ্বা গোলোকং যং শ্বেতদ্বীপং বিবদন্ত স্তং শ্বেতদ্বীপং ॥ ৭৬ ॥

তস্য শ্রীগোকুলস্য তদাত্ম বৈভবত্বং স শ্রীগোলোক আত্মনঃ স্বস্য বৈভব

হয়েন অর্থাৎ নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব গোবিন্দ জ্যোতিই নিত্য চন্দ্র সূর্য্য রূপে সমান সমুদিত আছেন ॥ ৭৫

যে স্থানে সুরভী সকল হইতে ক্ষীরসাগর স্রাবিত হইতেছে, যে স্থানে গোবিন্দের নিত্যাধিষ্ঠান জন্য সমস্ত কালকে তাঁহার নিমেষার্দ্ধ কাল মধ্যেও গণনা করা যায় না এবং পৃথিবীতে একান্তবাসী কতিপয় সাধুগণ যাঁহাকে গোলক বলিয়া অবগত আছেন, সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজনা করি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগোকুলের মহিমাধিক্য প্রযুক্ত গোলোক ধাম ঐ

যথা পাতালখণ্ডে ॥ ৭৮ ॥

৮ অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৭৯ ॥

ঐশ্বর্য্য প্রকাশ রূপং যস্য তত্তদাত্ম বৈভব' তত্বং তত্র হেতুঃ তন্মহিমোন্নতেঃ তস্মাচ্ছ্রী গোলোকান্মহিম্ন আধিক্যাদ্ধেতোঃ। যদ্বা তস্য শ্রীগোলোকস্য তদাত্ম বৈভবত্বং তস্য শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যা'। অম্নায়াধ্বরতীর্থ মন্ত্রতপসাং স্বর্গোঽখিল স্বর্গিণাং সিদ্ধানাং মহতাং দ্বয়োরপি তয়োশ্চিচ্ছক্তি বৈকুণ্ঠয়োঃ। বীর্য্যং যৎপ্রথতে ততোঽপি গহনং শ্রীমাথুরে মণ্ডলে দীব্যত্যত্র ততোঽপি তুন্দিলতরং বৃন্দাবনে দীব্যতীত্যাদিনা বর্ণিতৈশ্বর্য্য শ্রীগোকুলস্য আত্ম বৈভবত্বং বৈভব প্রকাশত্ব' আত্মনঃ প্রকাশবাচকাৎ প্রাগ্‌ভাবত্বন্নাচত্বাৎ। তত্র হেতুঃ তস্মাদ্গোলোকান্মহিম্ন আধিক্যাত্তস্য তস্য শ্রীগোকুলস্যেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

কৈমুত্যেন ভেদেন বা এতদেব প্রমাণয়তি যথা পাতালখণ্ড ইত্যাদিনা ॥৭৮

বৈকুণ্ঠাৎ শ্রীগোলোকাৎ মধুপুরী বিংশতি যোজনাত্মিকা ততঃ পুরাত্মকাঽপি শ্রীমাথুরাচ্ছ্রী গোলোকস্য ন্যূনত্বমাগতং অতএবোক্তং শ্রীদাস গোস্বামিভিঃ। বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌বৃন্দারণ্য মুদার পাণিরমণাদত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ড মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত প্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন ক ইতি। সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠপদস্য গোলোক বাচকত্বং শ্রীনারায়ণীয় বৈকুণ্ঠেন স্পর্দ্ধানুপযোগাৎ দিনমেকং ব্যাপ্য কিমুত দিনানি নিবাসেন ॥ ৭৯ ॥

গোকুলের আত্মবৈভব ঐশ্বর্য্য প্রকাশক ॥ ৭৭ ॥

যথা পদ্মপুরাণীয় পাতাল খণ্ডে ॥ ৭৮ ॥

কি আশ্চর্য্য! মধুপুরী অতিশয় ধন্য, ইহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী, যে হেতু মথুরায় এক দিবস মাত্র বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্না হয় ॥ ৭৯ ॥

অযোধ্যা মথুরা ময়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ ৮০ ॥
এবং সপ্তপুরীণাস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টস্তু মাথুরং।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠে ভুবনোত্তম ইতি ॥ ৮১ ॥
নীত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ পূর্ব্বমেবাস্য দর্শিতং।
অতএবচ পাদ্মেচ শ্রূয়তে নিত্যরূপতা ॥ ৮২ ॥
নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ইতি ॥ ৮৩

পুর্য্যাঃ সপ্তভিরন্বয়ঃ ॥ ৮০ ॥

দেবীতি মহাদেব কর্ত্তৃক শ্রীদুর্গা কর্ম্মক সম্বোধনং ॥ ৮১ ॥

অস্য শ্রীমাথুরস্য ॥ ৮২ ॥

বৃন্দাবনং যথা নিত্যং তথা মথুরাং নিত্যাং বিদ্ধীত্যন্বয়ঃ কচিল্লিঙ্গবিভক্ত্যো রিত্যনেন পরীয় লিঙ্গ প্রতি পিপাদয়িষয়া নিত্যমিত্যুহ্যমিত্যাকৃতি লাঘবেন চ অস্থানতাপদ দোষঃ বোঢব্যঃ ॥ ৮৩ ॥

অপর অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী অবন্তিকা ও দ্বারাবতী পুরী এই সাতটী মোক্ষদায়িকা ॥ ৮০ ॥

উক্ত সপ্তপুরী সকলের মধ্যে মথুরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, হে দেবি! ইহার মহিমা বৈকুণ্ঠ ভুবন অপেক্ষাও উত্তম ॥ ৮১ ॥

মথুরা নিত্য লীলার স্থান ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে অতএব পদ্মপুরাণে এই মথুরার নিত্য রূপত্ব শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ৮২ ॥

যেমন আমার বৃন্দাবন নিত্য তদ্রূপ মথুরাকেও জানিও ॥ ৮৩

স তু মাথুর ভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোপ্যথাদ্ভুতঃ।
স্ফারঃ সংকুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥ ৮৪॥
অত্রৈবাজাণ্ড মালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি।
বৃন্দাবন প্রতীকেঽপি যানুভূতৈব বেধসা॥ ৮৫॥
ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে তত্র যামুনে।
প্রমদা শতকোট্যোঽপি মমুর্যত্তৎ কিমদ্ভুতং॥ ৮৬?

অদ্ভুতঃ পরিচ্ছেদাবিষয়ঃ যতঃ স্ফারঃ সংকুচিতশ্চেতি॥ ৮৪॥

নিত্য লীলাগর্ভ মদ্ভুতত্বং দর্শয়তি অত্রৈবেতি। ঐতিহ্য প্রমাণেন স্পষ্ট-য়তি বৃন্দেতি বৃন্দাবন প্রতীকেপি শ্রীবৃন্দাবনৈক দেশেঽপি কিমুতসর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। বা অজাণ্ডমালা॥ ৮৫॥

অন্যদপ্যপূর্ব্বমাহ ইত্যত ইতি রাসলীলায়াং রাসলীলানাং কর্ত্তুমিতি নিমিত্ত সপ্তম্যা তথৈবার্থত্বাৎ যামুনে পুলিনে যমুনা সম্বন্ধিনি পুলিনেঽবচ্ছেদে মমুঃ সংখ্যাং প্রাপ্তবত্যঃ॥ ৮৬॥

মথুরা ভূমি পরিছিন্ন হইলেও ইহার অদ্ভুতত্ব আছে, ইহা কৃষ্ণ লীলার অনুসারে কখন বিস্তার ও কখন সঙ্কুচিত হয়॥ ৮৪

এই মাথুর মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড সমূহও পর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা বৃন্দাবনের এক প্রদেশে ঐ পর্য্যাপ্তি অবলোকন করিয়াছিলেন॥ ৮৫॥

অন্য অপূর্ব্ব বলি শ্রবণ কর, রাস লীলায় যমুনা পুলিনে শত কোটি গোপীও সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আর অদ্ভুত কি?॥ ৮৬॥

স্বৈঃ স্বৈর্লীলা করিকরৈর্জনৈ দৃশ্যানি নাপরৈঃ।
তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানিহি ॥ ৮৭ ॥
আশ্চর্য্যমেকদৈবাত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবং।
পরস্পরমসম্পৃক্ত স্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথা ॥ ৮৮ ॥

অনাদপ্যদ্ভুতমপি বিচিন্ত্য শক্তি প্রতিপাদ্যং দর্শয়ন্নাহ স্বৈঃ স্বৈরিতি ত্রিভিঃ শৈল গোষ্ঠবনদীনাং রূপাণি স্বরূপাণি অনেকশোঽসংখ্যানি সন্তি সদৈব বর্ত্তন্ত ইত্যন্বয়ঃ স্বকীয়ৈঃ স্বকীয়ৈ দৃশ্যানি যেন লীলা পরিকরেণ যত্র যত্র শৈলে গোষ্ঠে বনে বা লীলা ক্রিয়তে তেনৈব তদ্দৃশ্যং নত্বপরেণ লীলা পরিকরাতিরিক্তৈস্ত ন স্বতরামিত্যর্থঃ। প্রাদুর্ভাবোচিতানি শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভাব যোগ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৮৭
একদা এককালে ॥ ৮৮ ॥

অপর ইহা ভিন্ন অন্যও অচিন্ত্য শক্তি প্রতি পাদ্য অদ্ভুত দেখ, শৈল গোষ্ঠ ও বনাদি সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবযোগ্য যে সকল অসংখ্য রূপ আছে তৎ সমুদায় তত্তল্লীলার পরিকর জনবৃন্দ কর্ত্তৃক দৃশ্য হয়, অন্য কেহ দেখিতে পায় না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতে যে লীলা করিয়াছেন, সেই লীলার সহকারি বালকগণই তাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তথা গোকুল ও বনাদির লীলাও তত্তৎ লীলার সহকারি ব্যক্তিগণের দৃশ্য হইয়াছে অন্য কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই ॥ ৮৭ ॥

অন্য আশ্চর্য্য এই যে শৈল গোষ্ঠ ও বন এই সকল স্থানে এক কালীন রূপ সমুদায় বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বতো ভাবে ঐ সকল রূপ পরস্পর অসংযুক্ত অর্থাৎ কোন রূপ কোন রূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয় না, শৈল গোষ্ঠ বনাদির রূপ, সকল সময়ে ভিন্ন ভিন্নই থাকে ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণ বাল্যাদি লীলাভির্বিভূষিতানি সমন্ততঃ।
শৈল গোষ্ঠ বনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ॥ ৮৯॥
ত্রিভিঃ কুলকং॥
লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন॥
শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টি যোগ্যৈরপ্যপরৈরপি॥ ৯০॥
অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্যচ।

যুগপল্লীলা সংযোগ বিয়োগয়ো র্নিত্যত্বমুক্ত্বা অনুক্রমিক্যা লীলয়া নিত্যত্বং দর্শয়ন্নাহ কৃষ্ণেতি সমন্ততঃ সর্ব্বত্র নতু কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে ইত্যর্থঃ॥ ৮৯॥

অন্যদপ্যদ্ভুতং দর্শয়ন্নাহ লীলাঢ্যোপীতি অস্য মাথুরস্য। যদ্বা অসৌ অদশ্চ অদশ্চেতি এক শেষাৎ শৈল গোষ্ঠ বনাদেরিত্যর্থঃ। কদাচিৎ লীলাকৌতুকেন নতু সর্ব্বদেত্যর্থঃ। অস্যাকল্যো চিচ্ছনাবিতি সূত্রে তথৈবার্থত্বাৎ। অপরৈর্দর্শনাযোগ্যৈরপি॥ ৯০॥

নম্বু সংযোগবিয়োগৌ বিভিন্ন কালোৎপন্নৌ জন্ম কর্ম্মণী অপি তথা কথমেবং

শৈল গোষ্ঠ ও বনাদি সম্বন্ধীয় যে সকল রূপ আছে তৎ সমুদায় সর্ব্বতো ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা সমূহ দ্বারা বিভূষিত॥ ৮৯॥

অপর শৈল গোষ্ঠ বনাদি প্রদেশ সর্ব্বদা লীলা যুক্ত থাকিলেও কখন কখন দর্শন যোগ্য ও দর্শন অযোগ্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক শূন্য রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ লীলা দেখিতে পান না॥ ৯০॥

যদি বল সংযোগ ও বিয়োগ তথা জন্ম ও কর্ম্ম এ সকল ভিন্ন ভিন্ন কালোৎপন্ন কি রূপে এক কালীন সঙ্গত হয়, অত-

অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটং ॥ ৯১ ॥
এবমেবং দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯২ ॥
যথৈকাদশান্তে ॥
দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।

সংগচ্ছতে ইত্যত আহ অত ইতি অতঃ অস্মাৎ অবিচিন্ত্যোঽতর্ক্যঃ প্রভাবো যেষাং তত্বাৎ যদুক্তং শ্রীমদলঙ্কার কৌস্তভকৃদ্ভিঃ। অলৌকিকসিদ্ধে ভূষণ মেতন্ন দূষণমিতি ন্যায়াত্তর্কাগোচরত্বাচ্চ তথাহি অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি ॥ ৯১ ॥

শ্রীমথুরা বৃন্দাবনয়োর্দ্বৈবিধ্যেঽপি মাথুরত্বাদেকত্ব মতস্তল্লীলানাং নিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ এবমেব। এবং এবং নতু কিঞ্চিদপি পরিত্যাজ্যেত্যর্থঃ এবমেবেতি এতদ্রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

তদেবং স্থিতে তৈঃ শ্রীযাদবৈঃ সহ শ্রীভগবতঃ শ্রীদ্বারকায়াং নিত্যা স্থিতিং দর্শয়ন্নাহ দ্বারকামিতি পদ্যযুগ্মং বিবৃতমেতচ্ছ্রী কৃষ্ণসন্দর্ভে। লোক দৃষ্টৈব হরিণা ত্যক্তাং অত্যক্তামিতি বা নিত্যং সন্নিহিত ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। ততশ্চোভয়থাপ্যাপ্লবনং পরিতো জলেন পরিখাবদাবরণং তজ্জল মজ্জনঞ্চ সমুদ্রেণৈব শ্রীভগবদাজ্ঞয়া ত্যক্ত ভূমি লক্ষণস্য হস্তিনাপুর প্রস্থাপিত বহির্জন

এব তাহার উত্তর এই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গ, ধাম ও সময় এসকলের অচিন্ত্য প্রভাব প্রযুক্ত এস্থলে কিছুই দুর্ঘট হয় না সকলই সম্ভব হয় ॥ ৯১ ॥

এই রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সমুদায় দ্বারকাতেও জানিবেন ॥ ৯২ ॥

একাদশ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

অনন্তর সমুদ্র ক্ষণ মাত্রের মধ্যে হরিপরিত্যক্তা দ্বারকা

বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং।
স্মৃত্বাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলং।
নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র ভগবান্ মধুসুদন ইতি ॥ ৯৩ ॥

গৃহাদ্যধিষ্ঠান বহিরাবরণস্যৈব। তথাচ বচনং বিশ্বকর্ম্মণা তস্যৈব প্রকট লীলায়াঃ প্রাপঞ্চিক মিশ্রত্বাৎ অতঃ সুধর্ম্মাদীনাং স্বর্গাদাগমনঞ্চ যুজ্যতে অপ্রকট লীলায়াং ততোহপি দিব্যতরং সভাম্বরাদিকমপি স্যাৎ। শ্রীমান্ যাদবাদি গৃহবৃন্দ লক্ষণ শোভোপশোভাবান্ যো ভগবদালয়স্তং বর্জয়িত্বা তদেব মদ্যাপি সমুদ্র মধ্যে কদাচিদসৌ দূরতঃ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ইতি তত্রত্যানাং মহতী প্রসিদ্ধিঃ অত্র মহারাজেতি সম্বোধনং দৃষ্টান্ত গর্ভং। যথা মহাংস্তো রাজানো যাদব লক্ষণা যত্র তথাভূতং শ্রীমত্তদালয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যধাম স্বরূপং শ্রীদ্বারকাপুরং। ন কেবলং পুরমাত্রাস্থিত্বং তত্রচ শ্রীমতি ভগবদালয়ে মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নিত্যমেব সন্নিহিতঃ। অর্থাত্তত্রত্যানাং কিম্বান্ তত্র সন্নিহিতঃ ভগবান্ যাদবাদি লক্ষণাখিল নিজৈশ্বর্য্যবানেব। তদালয়মেব বিশিনষ্টি স্মৃত্বেতি সাক্ষাদধুনা ব্যক্ত তদ্দর্শনাভাবাৎ স্মৃত্বেত্যুক্তং। যঃ স্বয়মেবং ভূত স্তস্য ত্বন্যথা সংভাবিতত্বমপি নাস্তীতি ভাবঃ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ। বসুদেব গৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ। নাত্যক্রামত্ততো ব্রহ্মং স্তদদ্যাপি মহোদধিঃ। নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র ভগবান্ কেশবো মতঃ। তদতীব মহাপুণ্যং সর্ব্ব পাপ প্রণাশনং।

জল দ্বারা প্লাবিত করিল, হে মহারাজ! কেবল শ্রীমদ্ভগবানের নিজ আলয় অব্যাহত রহিল ॥

যে আলয়ে ভগবান্ মধুসুদন নিত্য সন্নিহিত আছেন এবং যাহাকে স্মরণ করিলে সমুদায় অশুভ নাশ হয় এবং সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল হয় ॥ ৯৩ ॥

বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ইতি। তথৈব শ্রীহরিবংশে যাদবান্ প্রতীন্দ্রপ্রেষিতস্য শ্রীনারদস্য বাক্যং। কৃষ্ণো ভোগবতীং রম্যা মৃষিকান্তাং মহাযশাঃ। দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গমযিষ্যতীত্যত্রাত্মসাৎ কৃত্বেতি ন তু ত্যক্ত্বেতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ। যদ্বা ক্ষণাৎ ক্ষণং উৎসবং সংপ্রাপ্য বজ্ গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। ক্ষণ উদ্ধব উৎসব ইত্যমরঃ। মহান্তো রাজানঃ নিত্য লীলা পরিকরা ক্ষত্রিয়া যত্র সঃ স্ত্রিয়ো মহালক্ষ্মী রূপাঃ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ প্রেয়স্যো যত্র সঃ শ্রীমান্ সচাসৌ সচাসৌ ভগবদালয়শ্চেতি তং। যদ্বা মহারাজবন্তং শ্রীমন্তং ভগবদালয়ং বর্জয়িত্বেত্যর্থঃ। অত্র বাজাচাসৌ গচ্ছতীতি বৎ সপরিকরা মহারাজাঃ স্ত্রিয়শ্চ গৃহস্তে তস্মাচ্চতুর্দ্দিক্ষু র্যচ্ছূন্যং স্থানং তদেব প্লাবয়ৎ যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ। যদুদেব গৃহং ত্বেকং মাপ্লাবয়ত সাগর ইতি। অস্যার্থঃ। শূন্যমেব দ্বারকাং প্লাবয়ামাস নতু তাদৃশাট্টালিকা গোপুর চত্বর কল্প বৃক্ষাদি ফলশালিনীং যতো মহোদধিঃ মহামর্য্যাদকঃ সমুদ্রঃ। যদুদেব গ্রহমিতি যদূনাং উগ্রসেনাক্রুরোদ্ধবাদীনাং দেবস্য সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহং একমপি নাপ্লাবয়ত তু শব্দস্যাপ্যর্থত্বাৎ। তস্মাচ্ছ্রী দ্বারকায়াং তাদৃশৈ র্নিত্য পরিকরৈ র্যদুভি র্মহালক্ষ্ম্যংশিনীভিঃ শ্রীরুক্মিণীভিশ্চ সহ ভগবান্ সদৈব বিহরতীতি জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মেত্যাদি পদ্য এব প্রাগ্দর্শিতং। তাদৃশ মুষল জনিত কুলনাশস্তু প্রাপঞ্চিক দেবতানাং স্ব স্ব ধাম প্রাপনার্থকত্বেন তাৎপর্য্যাৎ অতএব শ্রীমদুদ্ধবস্য তত্র স্থিতাবপি তাদৃশ বিদুরাদি সম্বাদঃ প্রকাশ ভেদেন পাপঞ্চিক জনভক্তিবিতরণার্থোঽহবসেয়ঃ। অত্রাপি জন্মকর্ম্মণী শ্রীবৃন্দাবনবন্নিত্যে এব জ্ঞেয়ে যদুক্ত মেতদুত্থাপক কারিকায়াং এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈরিতি। বিচক্ষণৈঃ পুরাণেতিহাসালঙ্কারাদি বহু দর্শিভি র্নতু তার্কিকৈঃ। অথবা প্রকৃত পদ্যমেবং ব্যাখ্যেয়ং শ্রীমদ্ভগবদালয়ং শ্রীরুক্মিণীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণগৃহং ত্যক্ত্বা দ্বারকামাপ্লাবয়ৎ অন্তর্দ্ধাপিতবান্ তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়া শ্রীরুক্মিণীগৃহং তাবৎ প্রকটাবস্থং তিষ্ঠতি অন্যৎ সর্ব্ব মপ্রকটং বভূবেতি ভাবঃ। এতন্মতে শ্রীভাগবদিচ্ছৈব চতুর্ম্মুখীয় ব্রহ্মাণ্ডে

অথান্যদ্বৈভবং তস্য ব্যক্তং শ্রীনারদেক্ষয়া।
যত্রৈকত্রৈকদা নানা রূপাবসর চিত্রতা ॥ ৯৪ ॥
প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্র সূর্য্যাদয়স্তু তে
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব ॥ ৯৫ ॥

তস্য তাবৎ প্রকটাবস্থিতিরন্যস্য সর্ব্বস্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটাপেক্ষয়া নিত্যস্থা মন্তব্যা একস্যাং দ্বারকায়াং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সংক্রমণং শ্রীবৃন্দাবনবজ্‌জ্ঞেয়ং এবং শ্রীমথুরায়ামপীতি সর্ব্বমবদাতং ॥ ৯৩ ॥

তত্তৎ ক্রিয়া কারিত্বেনাচিন্ত্য শক্তিতামস্য সমর্থয়তি অথান্যদিতি তস্য শ্রীবাসুদেবস্য ব্যক্তমর্থাচ্ছ্রীদশমস্কন্ধে চিত্রং বত তদেকেনেত্যাদৌ শ্রীনারদেক্ষয়া শ্রীনারদস্য দৃষ্ট্যা। যত্র বৈভবে একত্র এক কালে একদা এক স্বরূপেণ নানা রূপো নানা বিধো যোঽবসরঃ প্রস্তাবঃ শ্রীমহিষীবিবাহোদ্ধবাদি সহ মন্ত্রাদি তস্য চিত্রতা আশ্চর্য্যতা ॥ ৯৪ ॥

অন্যে হপ্রাকৃতাঃ ॥ ৯৫ ॥

নারদের দৃষ্টিতে দ্বারকায় বসুদেবের অন্য বৈভব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতেই এক কালে এক স্বরূপে নানা বিধ যে অবসর অর্থাৎ শ্রীমহিষীবিবাহ ও উদ্ধবাদির সহিত মন্ত্রণা ইত্যাদি আশ্চর্য্যতা অভিব্যক্ত হয় ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃত গ্রহগণ হইতে অন্য যে চন্দ্র সূর্য্যাদি ইহাঁরা অপ্রাকৃত হইলেও যেমন প্রাকৃতের ন্যায় গণ্য হয়েন, তদ্রূপ লীলা পরিকর জনবৃন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা।
তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা॥ ৯৬॥

তথাচ সম্মোহন তন্ত্রে॥

সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ।
তেষাং মধ্যে ঽবতারাণাং বালত্বমতি দুর্ল্লভমতি॥ ৯৭॥

উভয়থাপি নিত্য বিহারিত্বমস্য সঙ্গময়তি ইতি অনেন প্রকারেণ প্রকটা প্রকট রূপেণেত্যর্থঃ। যদ্বা এতচ্চ তদ্ধাম ত্রয়ঞ্চেতি তৎ তস্মিন্ অব্যয়স্তেতি শব্দস্যৈতদর্থত্বেন মৎকণ্ঠাদিহ মৌক্তিকানি বিচিন্বন্তঃ বিরুদ্দারোহতঃ অস্যা-ন্যেব কিলাস্তি মাল্য রচনা সুব্যগ্রচিত্তো হরিঃ। দিষ্ট্যা ক্ষেমমুপস্থিতং সুমুখি নঃ সানৌ যদস্য চ্যুতো হস্তাদ্বেণু রিতি প্রযামি কপটাগ্নিহোতু স্নেনং গিরাবিত্যত্র ইতি এতৎ ক্ষেমমুপস্থিতমিতি শ্রীমস্তি লোচনরোচনী কৃতি র্ব্যাখ্যাতত্বাৎ তত্রাপি ধামত্রয়ে মধ্যে নির্দ্ধারার্থে সপ্তমী মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতি বৎ॥ ৯৬॥

মহাভাগা ইতি ভগান্যেব ভাগানীতি স্বার্থেটন্ ততঃ অর্শ আদিত্বাদতা-ত্তদ্বিশিষ্টা ইত্যর্থঃ। সহস্রশোঽসংখ্যাঃ॥ ৯৭॥

এই রূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা ধাম ত্রয়ে বিহার করেন কিন্তু তন্মধ্যেও আবার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গোকুলে মাধুর্য্য অধিক॥ ৯৬॥

যথা সম্মোহন তন্ত্রে॥

শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র অবতার সকল থাকিলেও সেই সকল অবতারগণ মধ্যে বালত্ব অতিশয় দুর্ল্লভ॥ ৯৭॥

অত্র কারিকা ॥

ত্রিধা ভবেদ্দ্বয়োর্বাল্যং যৌবনং বৃদ্ধতেত্যপি।
বর্ষাদাষাড়শাদ্বাল্যমিতি লোকে মতান্তরং ॥ ৯৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে ॥

এতদ্বিবৃণোতি ত্রিবিধেতি আষোডশাদিতি ষোড়শবর্ষং যাবদিত্যর্থঃ। নচ একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসদিতি তৃতীয়স্কন্ধ পদ্যে নাস্ত বিরোধ ইতি বাচ্যং বর্ষাণামষ্টাদশ মাস এব বৎসরোঽয়ং গত ইতি শ্রীযশোদয়া পরমায়ুর্বৃদ্ধি বাঞ্ছয়া বৎসরত্বেন প্রখ্যাপিতে তথৈব তত্র সর্ব্বেষাং তত্রত্যানাং ব্যবহারস্য শ্রবণেন সংমুগ্ধাকারত্বেনোক্তে রন্যথা ক বজ্রসার সর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্র সন্নিভৌ। কচাতি সুকুমারাঙ্গৌ কিশরৌ নাপ্তযৌবনৌ ইতি শ্রীরঙ্গ স্থলস্থ নাগরী গীয়মান বচনস্যান্যথাপত্তিঃ স্যাৎ। অত্রায়ং বিবেকঃ। বয়স্তাবৎ পঞ্চদিনোত্তর ষণ্মাসাধিক পঞ্চদশবর্ষ পরিমিতং মাঘকৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাং শ্রীব্রজমাগতেনাক্রুরেণ তস্য মথুরা গমনাৎ তস্মাদ্বৎসরস্যৈব সার্দ্ধীকৃতং নতু মাস দীনানাং তথাত্বে সার্দ্ধ সপ্তদিনোত্তর নবমাসাধিক পঞ্চদশবর্ষ লাভাদ্বৈশাখীয়ামমাবাস্যায়াং শ্রীমথুরাগমনাপত্তিঃ স্যাৎ ভবতু কো বিরোধ ইতি শিবচতুর্দ্দশ্যাং ধনুর্যাগ কৃত্যানুপপত্তিঃ স্যাৎ তস্যাং যাগকৃতৌ পদ্মপুরাণমেব প্রমাণং। যথা মাঘকৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং ধনুর্ষাগো ভবিষ্যতি। যূয়ং সম্ভৃত সম্ভারা গোপেন্দ্র ভবণ ধ্রুবমিতি ॥ ৯৮ ॥

উক্ত পদ্যের কারিকা যথা ॥

বাল্য ও যৌবন ভেদে বয়স তিন প্রকার তন্মধ্যে মতান্তরে লৌকিক ব্যবহারানুসারে ষোড়শ বর্ষের অধস্তন বাল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৯৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যথা ॥

সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।
ভবেয়ু স্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণেতি ॥ ৯৯ ॥
ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা মহামাহাত্ম্য মণ্ডিতাঃ।
দশার্ণাষ্টা দশার্ণাদ্যা বহুতন্ত্রেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০০ ॥
সর্ব্ব প্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা তথা গোপালতাপনী ॥ ১০১ ॥

রূপাণি মূর্ত্তয়ঃ। ষড়্গুণৈরৈশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্যৈঃ। ময়া তুল্যানি তানি নেতি ধর্ম্মিণমপেক্ষৈব ধর্ম্মঃ কল্পনীয় ইতি ন্যায়েন তে গুণা স্তেষু যথাযোগ্যং বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ অতএব পূর্ণানীত্যুক্তং নতু পূর্ণতমানি অহন্ত তৈঃ পূর্ণতম ইতি ধ্বনিঃ। ময়ি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তমানা স্তে গুণা স্তেষু যথাযোগ্যমধ্যাস্তা ইত্যমুধ্বনিঃ ॥ ৯৯ ॥

ইতি হেতোঃ অত্রৈব গোপরূপিণি নরাকৃতি পর ব্রহ্মণি ॥ ১০০ ॥

সর্ব্বেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ তন্ত্রাগম পুরাণাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা। যা গোপালতাপনী তত্রোত্তর পদস্থিতং যৎপদং তৎ পদানপেক্ষিকং সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ

ভগবান্ কহিলেন ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আমার বহু বহু রূপ আছে কিন্তু আমি যে গোপ রূপী আমার ঐ গোপরূপের সহিত কোন রূপের তুলনা হইতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

অতএব এই গোপ রূপি নরাকৃতি পর ব্রহ্মে মহামাহাত্ম্য বিভূষিত দশাক্ষরী ও অষ্টাদশক্ষরী মহামন্ত্র সকল বহু বহু তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

যত যত প্রমাণ আছে সকল প্রমাণ অপেক্ষা গোপালতাপনীই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ, যে হেতু গোপাল রূপী শ্রীকৃষ্ণ

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্য ক্রীড়য়োর্বেণো স্তথা তদ্বিগ্রহস্যচ ॥ ১০২ ॥
তত্রৈশ্বর্য্যস্য ॥
কুত্রাপ্যশ্রুত পূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্য রাশিনা।
সেব্যমানো হরি স্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥ ১০৩ ॥
যত্র পদ্মজ রুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ।
দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে নতু কেশবঃ ॥ ১০৪ ॥

কৃতমিতি বৎ ॥ ১০১ ॥

তস্য শ্রীগোপালস্য ব্রজএব শ্রীগোকুল এব নতু শ্রীমথুরা গোলোকেষু ॥ ১০২

কুত্রাপি শ্রীগোলোকাদপি তত্র ব্রজে ॥ ১০৩ ॥

যত্র ব্রজে সাধ্বসাৎ ভয়ং প্রাপ্য এষু পদ্মজ রুদ্রাদিষু দৃগন্তপাতমপি স্বাগত মিতি সম্ভাষণস্য কা কথেত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

স্বয়ং বিধাতাকে ঐ গোপালতাপনী বলিয়াছেন ॥ ১০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু, তথা মূর্ত্তি এই চারিটীর মাধুর্য্য বৃন্দাবনেই বিরাজমান ॥ ১০২ ॥

তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যের আধিক্য যথা ॥

কোন স্থানেও অর্থাৎ গোলোকাদি ধামেও যাহা পূর্ব্বে কখন শুনা যায় নাই এমত মাধুর্য্য রাশি দ্বারা হরি সেব্যমান হইয়া ব্রজ মধ্যে বিহার করিতেছেন ॥ ১০৩ ॥

ব্রজমধ্যে ভীতি সহকারে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি স্তব করিলেও ভগবান্ কেশব ঐ সকলের প্রতি নেত্রপাতও করিতেছেন না, স্বাগত সম্ভাষণের ত কথাই নাই ॥ ১০৪ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যং ॥ ১০৫ ॥

যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাললীলয়া ॥ ১০৬ ॥
সার্দ্ধং মিত্রৈ র্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতা স্তদেতি ॥ ১০৭ ॥

ক্রীড়া যথা শ্রীপাদ্মে ॥

চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।

তদেব প্রমাণয়তি যথেত্যাদিনা ॥ ১০৫ ॥

রথাঙ্গিনাপি শ্রীমহানারায়ণেনাপি কর্ত্রা চক্রেণাপি সর্ব্বাস্ত্র শস্ত্র শিরোমণিনাপি দুঃশকাঃ অপীতি নব্যয়া বাললীলয়াপীতি চতুর্ভিরপেরন্বয়ঃ প্রযত্ন সাধ্যঃ ॥ ১০৬ ॥

ক্রীড়ন্ ক্রীড়িতুং লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া ইতি শতৃ ॥ ১০৭ ॥

সর্ব্ব শ্রীরুক্মিণ্যাদি হরণং তত্রাপি গোপাললীলা গোপাল্যশ্চ গোপালাশ্চ

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদ বাক্য ॥ ১০৫ ॥

হে কৃষ্ণ! মহানারায়ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা যে সমস্ত দৈত্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন নাই তুমি নবীন বাললীলা দ্বারা সেই সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়াছ ॥ ১০৬ ॥

হে হরে! তুমি যদি মিত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ভ্রূভঙ্গ কর তাহা হইলে গগণস্থ ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণ সভয়ে কম্পিত কলেবর হইতে থাকেন ॥ ১০৭ ॥

ক্রীড়াতিশয় যথা ॥

পদ্মপুরাণে ॥

দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় চরিত্র অতি অদ্ভুত, তন্মধ্যে

গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতো হতিমনোহরা ॥ ১০৮ ॥
সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলা স্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেদিতি ॥১০৯
বেণোঃ ॥
যাবতী লিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি ॥ ১১০ ॥

গোপালাদ্যৈস্তৈঃ সহ লীলা ॥ ১০৮ ॥

তাস্তাঃ শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক দামবন্ধন স্বকর্ত্তৃক মোহনাদ্যা লীলাঃ প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ নতু শ্রীরুক্মিণ্যাদি হরণাদিবদদ্ভুতা ইত্যর্থঃ। ন জানে অহমপি বক্তুং ন শক্নোমি কিমুতাস্মদধীনা অন্যে ইতি ধ্বনিঃ। তস্মাদ্রাস লীলোৎসবোৎকৃষ্টেত্যনুধ্বনিঃ ॥ ১০৯ ॥

নাদানামিত্যর্থাদ্বীণাদেঃ। মাধুরী অনির্ব্বচনীয় মাদকতা বিশেষঃ তাবতী মাধুরী ॥ ১১০ ॥

গোপাল লীলা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় মনোহর ॥ ১০৮ ॥

বৃহদ্বামন পুরাণে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন যদিচ আমার যশোদা কর্ত্তৃক দামবন্ধন প্রভৃতি সেই সেই মনোহর লীলা প্রচুর রূপে আছে সত্য, তথাচ রাসলীলা স্মরণ হইলে যে আমার মন কি রূপ হয় তাহা আমি জানিতে পারি না ॥ ১০৯ ॥

বেণু মাধুর্য্য যথা ॥

অখিল সংসার মধ্যে যে সকল শব্দ মাধুর্য্য আছে, বংশী নাদামৃতের পরমাণুতে তৎ সমুদায় নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ১১০॥

চরস্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দ মগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্ম্ম বিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে ॥ ১১১ ॥
মোহনঃ কোঽপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ভুতঃ পরঃ।
শ্রুতি পেয়োঽয়মিত্যুৎকা যত্রামুহ্যঞ্ছিবাদয়ঃ ॥ ১১২ ॥
যথা শ্রীদশমে ॥
বিবিধ গোপরসেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।

যস্মিন্ বেণৌ ধ্বনতি সতি ॥ ১১১

অয়ং বেণুঃ শ্রুতিপেয়ঃ সন্ কোপি মোহনো মন্ত্রো বা কোঽপি পরোঽদ্ভুতঃ পদার্থো বা ভবতি ইতি হেতো র্যত্র বেণৌ উৎকা উৎকণ্ঠিতাঃ সন্তঃ শিবাদয়োঽমুহ্যন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১২ ॥

বিবিধেত্যাদি হে সখি হে আর্য্যে যশোদাদেবি তব সুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদা

মোহন মুরলীরব উদগত হইলে নিবিড় পরমানন্দ নিমগ্ন স্থাবর জঙ্গম সকলের ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ঘটে অর্থাৎ স্থাবর সকল জঙ্গম ধর্ম্ম ও জঙ্গম সকল স্থাবর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ১১১ ॥

এই বেণু কর্ণ দ্বারা পেয় হইলে কোন অনির্ব্বচনীয় মোহন মন্ত্রস্বরূপ অথবা কোন পরম অদ্ভুত পদার্থ বিশেষ হয়, যে হেতু ঐ ধ্বনিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া শিবাদি সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন ॥ ১১২ ॥

যথা শ্রীদশমে ৩৫ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

হে যশোদে! তোমার তনয় নানা বিধ গোপক্রীড়ায় সুনিপুণ, তিনি বেণু বাদ্য বিষয়ে, যাহাতে আপনারই শিক্ষা অর্থাৎ যে

তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণু রনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥
সবনশ স্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্র সর্ব্ব পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।
কবয় আনত কন্ধর চিত্তাঃ

অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ সন্ উরুধা বহু প্রকারাঃ স্বরজাতী নির্বাদর্ষভ গান্ধারাদি স্বরালাপ ভেদান্ বেণুবাদ্য বিষয়ে নিজশিক্ষা অনয়ৎ প্রাপয়তি স্ম ছুহাদিত্বাদ্দ্বিকর্ম্মতা। যদ্বা নিজৈব শিক্ষা যাসু তাঃ স্বরজাতী রনয়ৎ উন্নীতবান্ তত্তদা-সবনশঃ মন্দ্র মধ্য তারভেদেন উপধার্য্য অর্থাৎ স্বরজাতীঃ শ্রুত্বা কবয়ঃ কোবিদা অপি সুরেশাঃ কশ্মলং মোহং যযুঃ প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। তব সুতঃ কীদৃক্ বিবিধ গোপরসেষু নানা গোপক্রীড়াসু বিদগ্ধো নিপুনঃ বিবিধ গোচারণেষ্বিতি পাঠে নানা প্রকারাসু গোচারণ ক্রীড়াসু। নম্ন কোবিদানাং কথং ভ্রম ইত্যাহুঃ অনিশ্চিততত্ত্বাঃ ন নিশ্চিতং তত্ত্বং তদ্ভেদো যৈঃ। নম্ন কোবিদানাং তেষাং তত্র চিত্তাগ্রহাভাবাৎ তথাত্বমিত্যাহুঃ আনতে কন্ধরাচিত্তে যেষাং তৈঃ অত্র কন্ধর পদং নার্থং অম্লান পঙ্কজা মালা সীতয়া বামকন্ধরে ইত্যাদি স্বকারান্তস্যাপি দর্শনাৎ। যদ্বা তৎপদং হেতু প্রদর্শকং তথাচ গীত ধ্বনিরাগত

সকল আপনারই উৎপ্রেক্ষিত, অন্য হইতে শ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্বরালাপ যখন উন্নয়ন করেন তখন ব্রহ্মা ইন্দ্ররুদ্র প্রভৃতি দেবেশগণ মন্দ্রমধ্যাদি ভেদে সেই সকল স্বরালাপ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া আপনারা কোবিদ হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন। সে সময় গীত ধ্বনি রাগে তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়। হে সতি! ঐ সকল দেবতার মোহের কারণ

কশ্মলং যযু রনিশ্চিততত্ত্বা ইতি ॥ ১১৩ ॥
একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঈড়িতা।
মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরেব মহাদ্ভুতা ॥ ১১৪ ॥
শ্রীবিগ্রহস্য ॥
অসমানোর্দ্ধ মাধুর্য্য তরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসি রূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ১১৫ ॥
যথা তন্ত্রে ॥

স্তুত আনত কন্ধর চিত্তাঃ। যদ্বা তৎ তাঃ স্বরজাতীঃ সবনশঃ মন্দ্র মধ্য তারাদি ভেদযুক্তাঃ ॥ ১১৩ ॥

একবিংশে বেণুগীত নিরূপণে পঞ্চবিংশে গোপীগীত কথনে বেণোরদ্ভুত মাধুরী ব্রজদেবীভিরীড়িতা স্তুতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

অসমানি অনূর্দ্ধানি যানিচ মাধুর্য্যাণি তান্যেব তরঙ্গাঃ তদ্বিশিষ্টাক্ষয় বারিধিরিত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

এই, তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের তত্ত্ব (ভেদ) নিশ্চয় করিতে পারেন না ॥ ১১৩ ॥

অপর দশমস্কন্ধের এক বিংশতি অধ্যায় তথা পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়ে ব্রজদেবীগণ বেণুর অদ্ভুত মাধুরী কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির আতিশয্য যথা ॥

গোপেন্দ্রনন্দন যাঁহার সমান বা অতিশয় নাই এমত মাধুর্য্য তরঙ্গ বিশিষ্ট অক্ষয় সমুদ্র স্বরূপ স্বীয় রূপ দ্বারা স্থাবর জঙ্গমকে উল্লাস প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

যথা তন্ত্রে ॥

কন্দর্প কোট্যর্ব্বুদ রূপ শোভা
নীরাজ্য পাদাব্জ নখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্ট শ্রুত রম্যকান্তে
র্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে ॥ ১১৬ ॥

শ্রীদশমেচ ॥

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত বেণুগীত
সম্মোহিতার্য্যা চরিতান্নচলেত্ত্রিলোক্যাং।

কুত্রাপি শ্রীগোলকনাথাদৌ অদৃষ্টা অশ্রুতাচ রম্যা কান্তি র্যস্য তস্য নন্দ সুতস্য পরং শ্রেষ্ঠং ধ্যানং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা পরং কেবলং ধ্যানং ন রূপাদিকং তস্য কার্ৎস্ন্যেন বক্তুমক্ষমত্বাৎ। নন্থু রূপাদে র্বক্তুমক্ষমতা কথ মিত্যাহ কন্দর্পকোটার্ব্বুদস্য রূপ শোভাভ্যাং নীরাজ্যং নির্ম্মঞ্ছনীয়ং পাদাম্বুজ নখাঞ্চলং যস্য ॥ ১১৬ ।

ইদং রূপং নিরীক্ষ্য ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী আর্য্যাচরিতান্ন চলেৎ ন ভ্রংশে- দপিতু সর্ব্বৈব স্ত্রী চলেদিত্যর্থঃ। যস্মাদ্রূপনিরীক্ষণাৎ গো দ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। অথবা যদযস্মাদ্গোদ্বিজদ্রুম মৃগা অপি পুলকানি ধারয়ন্তি স্ম তত্তস্মাৎ কা স্ত্রী আর্য্যাচরিতান্নচলেৎ যত্তদোর্নিয়ত সম্বন্ধাৎ। যদ্বা

যাঁহার কোটি অর্ব্বুদ কন্দর্পের রূপ শোভা দ্বারা চরণ নখাঞ্চলের নির্ম্মঞ্ছন হইতেছে এবং যাঁহার মনোহর কান্তি কোন স্থানে দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় না, সেই নন্দনন্দনের ধ্যান বলিতেছি ॥ ১১৬ ॥

যথা দশমস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ॥

গোপীগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ। তোমার কলপদ অমৃত ময় যে বেণু গীত, তাহাতে সম্মোহিত হইলে ত্রিলোক মধ্যে কোন্ অবলা নির্ম্মল ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অর্থাৎ

ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্নিতি ॥ ১১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম পূর্ব্ব খণ্ডং সমাপ্তং ॥ * ॥

যদ্রূপং নিরীক্ষ্য ইতি উত্তর বাক্যস্থস্য যৎ পদস্য তৎপদানপেক্ষকত্বেন শ্রীকাব্য প্রকাশ কৃদ্ভিঃ সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতমিত্যুদাহৃতত্বাৎ। পরার্দ্ধস্যৈব বাত্রোদাহরণীয়ত্বাৎ ক্বচিৎ গ্রন্থে পূর্ব্বার্দ্ধং ন তিষ্ঠতি। অত্র পুলকানীতি বহুবচনং। কম্প স্বেদাদীনামপি গ্রাহকং। দ্রুমাদীনামপি তত্তৎ ক্রিয়াকারিত্বেনাস্য শ্রীবিগ্রহস্যাসাধারণ মাধুরী দ্যোতিতা ॥ ১১৭ ॥

যে তর্কৈকরতাঃ সদা ঘটপট ব্যাপ্ত্যাদি ভিন্নাশয়া যে প্রাভাকর পুস্তকৈক নিপুনাঃ সন্ত্বেব তে তে তথা। যে শ্রী ভাগবতাদি শাসনমত ব্যাসক্ত সন্মানসা লোকছিদ্র পরাঙ্মুখা রসবিদ স্তেভ্যঃ কৃতোহয়ং শ্রমঃ ॥ ১ ॥

রম্যং শ্যামকিশোর পাদকমলং ভক্ত্যা হৃদি ধ্যায়তা টীকা ভাগবতামৃতো পরি ময়া বৃন্দাবনেনাখ্যয়া। শ্রীরাধাচরণাত্মজেন রচিতা সন্দর্ভ সন্দভতঃ শোধ্যা স্নেহতঃ উত্তমৈ গ্রহদৃশি ন্যায়েন্দু শাকোদ্ভবা ১৬২৯ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্রূপগণান্নৌমি সদা রাগানুগাশ্রিতান্।
টীকা যেষাং প্রসাদেন চিতা রসিকরঙ্গদা ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার বিরচিতা শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃত পূর্ব্ব খণ্ডস্য শ্রীকৃষ্ণামৃত নাম্নঃ টীকা রসিকরঙ্গদানাম্নী সমাপ্তা ॥ * ॥

সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অপর তোমার ত্রৈলোক্য সৌভগ এই রূপ নয়নগোচর করিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মে, যে হেতু গো মৃগ পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃত নাম পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥

অথ ভক্তামৃতং ॥

—:•:-

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা ।

তথা তদীয় ভক্তানাং নোচেদ্দোষোঽস্তি দুস্তরঃ ॥ ১ ॥

তথাচ পদ্মপুরাণে ॥

মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ ।

পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়ঃ । নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি র্নঃ । নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতি রনুকম্পয়া যস্য । এবং স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বরস্য স্বরূপ গুণ বিভূতিং যাথার্থ্যং নিরূপ্য তত্তৎ সেবকানাং ভক্তানাং স্বরূপং যাথার্থ্যং নিরূপ্য মিত্যাহ । অথ ভক্তামৃতমিতি । অথেত্যানন্তর্য্যে তন্নিরূপণে তন্নিরূপণ স্থানন্তরভাবাৎ তস্মাৎ তেষাং দ্বৈতং দর্শিতং । আরাধনমিতি ॥ ১ ॥

শাস্ত্রকৃতঃ প্রতিজ্ঞা বাক্যং উদাহরতি মার্কণ্ডেয় ইতি বসুরূপরিচর স্তদেকান্তী ॥ ২ ॥

অথ ভক্তামৃত ॥

যেমন মুকুন্দের আরাধন আবশ্যক তদ্রূপ তদীয় ভক্তবৃন্দেরও আরাধন আবশ্যক, তাহা না হইলে সুদুস্তর দোষ উৎপন্ন হয় ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণে যথা ॥

মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভুঃ, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, ॥ ২ ॥

দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নোচেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥ ৩ ॥

তথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। N

আগোঽপরাধঃ। পরং অনিবার্য্যং ॥ ৩ ॥
দাম্ভিকাঃ ছদ্মিনঃ বিষ্ণুবঞ্চকা ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাদিতি বিষ্ণ্বারাধনা বৈষ্ণবারাধনং পরং শ্রেষ্ঠং তন্মধ্যে তদন্তর্ভাবাদিতি

দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ইহঁারা সকল ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণবগণ ইহঁাদের সেবা করিবেন, হরিকে আরাধনা করিয়া যদি ইহঁাদের আরাধনা না করেন তাহা হইলে গুরুতর অপরাধ উপস্থিত হয় ॥ ৩ ॥

এই বিষয় হরিভক্তি সুধোদয়ে যথা ॥

যাঁহারা গোবিন্দকে আরাধনা করিয়া তদীয় ভক্তজনকে আরাধনা করেন না, তাঁহারা কখন বিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র হইবেন না, তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে যথা ॥

মহাদেব শঙ্করীকে কহিলেন দেবি! সকলের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তদীয়

ততঃ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৫ ॥

তত্রৈব ॥

অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলো দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

আদিপুরাণেচ ॥

মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্ভক্তস্যচ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

ভাবঃ ॥ ৫। ৬ ॥

মমেতি। যে ভক্ত প্রীতশূন্যা মম ভক্তা স্তে ময়ি ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ন মতাঃ। ভক্ততমা ইত্যুত্তরাৎ শ্রুতদেব পূজায়া' ব্যক্তমেতৎ ॥

মদ্ভক্তেতি মৎপূজ্যাত্তোঽপি মদ্ভক্ত পূজাভাধিকেতি কুলাদি পরীক্ষা নিরস্তা

ভক্তজনের অর্চ্চনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥ ৫ ॥

ঐ পাদ্মোত্তর খণ্ডে ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চনা করেন না, তিনি কখন ভাগবত হইতে পারেন না, কেবল দাম্ভিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন ॥ ৬ ॥

আদিপুরাণে যথা ॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত, তাহারা কখন আমার ভক্ত হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্ত বলিয়া সম্মত হইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবতে ॥

মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকেতি ॥ ৭ ॥

এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ।
যং প্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং স্কান্দভাগবতাদিষু ॥ ৮ ॥

তথাচ স্কান্দে শ্রীরুদ্রবচনং ॥

ভক্ত এবহি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি নত্বহং।
সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোতি মহত্তমঃ ॥ ৯ ॥

পাদোদকোচ্ছিষ্টৈচ তেষাং গ্রাহ্যো দর্শিতে ॥ ৭ ॥

ভগবতো যথা স্বয়ং বিলাস ব্যূহাদিত্ব রূপং তারতম্যং গুণ ব্যক্তি কৃত মুত্তমং যথা ভক্তানামপি ভক্তিকৃতং তদাহ। এতেষামপীত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

ভক্ত এবেতি তদেকান্তী যঃ স এবেত্যর্থঃ। নত্বহমিতি। মমাধিকারিত্বে নান্যাবেশাৎ তত্ত্বেন তজ্জ্ঞানং নাস্তীতি হীনত্ব প্রকাশনং নির্ব্বেদব্যঞ্জকং। তাদৃশং ভক্তং দর্শয়তি সর্ব্বেষ্বিতি ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা ॥

আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণবের নামোল্লেখ করিয়াছি, তৎ সমুদায়ের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠতম, যে হেতু স্কন্দপুরাণ ও ভাগবতাদিতে ঐ প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা ॥

ভক্তই যথার্থ রূপে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত আছেন, আমি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, যত যত হরিভক্ত আছেন সেই সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ অতিশয় মহত্তম ॥ ৯ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদস্যৈব বাক্যং ॥

ক্কাহং রজঃ প্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতর কুলে ক্ক তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো নচ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকর প্রসাদঃ ॥ ১০ ॥

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহ বাক্যং ॥

ভক্তেষু প্রহ্লাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। কাহমিতি সুরেতরকুলে দৈত্যবংশে জাতোঽহং ক্ক তস্মিন্ ময়ি তবানুকম্পা কেতি দুর্ঘটোঽয়ং সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তৎকুলে কীদৃশীত্যাহ। রজঃ প্রভবে তমোঽধিকে ইতি। অনুকম্পামাহ। যঃ পদ্মকরঃ প্রসাদো ব্রহ্মাদি শিরঃসু নার্পিতঃ স মে শিরসি যত্ত্বয়াঽর্পিত ইতি ॥ ১০ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিলেন প্রভো! আমার যে নির্ব্বেদ জন্মিল, ইহার কারণ আপনার অনুকম্পা, কিন্তু আমিও ইহার উপযুক্ত পাত্র নহি। হে ঈশ! রজোগুণ হইতে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণই যাহাতে প্রচুর, তাদৃশ যে অসুর কুল তাহাতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? ভগবন্! ব্রহ্মাদির মস্তকে পদ্মবৎ সকল সন্তাপহারী আপনকার প্রসাদ রূপ যে কর অর্পিত হয় নাই, এই অনুকম্পায় আমার মস্তকে অর্পিত হইল ॥ ১০ ॥

ঐ সপ্তমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তা স্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ইতি ॥ ১১
পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।
শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং ॥
যূয়ং নৃলোকে বত ভূরি ভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।

ভবন্তীতি ত্বামনুব্রতা তদনুসারিণো ভবিষ্যন্তি। মম সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভবান্ প্রতিরূপধৃক্। একতঃ সর্ব্বে একতো ভবানিতি। সর্ব্বভক্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥১১

প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদ সৌভাগ্যং নিশম্য স্বনিকৃষ্টং মন্বানং যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং।

নৃসিংহদেব কহিলেন প্রহ্লাদ! যে কোন পুরুষ তোমার অনুগত, তাহারাও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকে অতএব তুমি আমার ভক্তদিগের উপমাস্থল অর্থাৎ তুমি সকল ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

অপর পাণ্ডবগণ ঈদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষাও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে ॥১২

সপ্তমস্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ॥

শ্রীনারদ বাক্য যথা ॥

হে রাজন্! প্রহ্লাদ মহাভাগ্যবান্, তোমরা মন্দভাগ্য, ইহা বলিয়া বিষাদ করিও না, মনুষ্য লোকে তোমরাও অতিশয় ভাগ্যবন্ত, যে হেতু যে সকল মুনি ভুবন পবিত্র করেন

যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং
কৈবল্য নির্ব্বাণ সুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ ॥ ১৪ ॥

যুয়মিতি। ননু কুতো বয়ং ভূরিভাগা স্তদাহ। পরং ব্রহ্ম যেষাং গৃহানাবসতীতি বিজ্ঞায় লোকং পুনানা মুনয়ো মার্কণ্ডেয়াদয়ো স্তান্ যুষ্মদ্‌গৃহানভিতো যন্তীতি ॥ ১৩ ॥

নন্বস্মন্মাতুলেয়স্ত কথং পরং ব্রহ্মত্বং তত্রাহ স ইতি। সোঽয়ং কৃষ্ণো মহদ্ভির্বিমৃগ্যং ব্রহ্মৈব বো যুষ্মাকং প্রিয়াদি ভাবেন বর্ত্ততে। ব্রহ্মত্বে হেতুঃ। কৈবল্যস্ত বিশুদ্ধস্ত নির্ব্বাণ সুখস্ত মোক্ষানন্দস্যানুভূতিঃ সাক্ষাৎকারো যস্মাৎ সঃ। দৃষ্টশ্চৈতদং শিশুপালে। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি ইতি শ্রুতিঃ। মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি স্মৃতিশ্চৈবাহ। বিধিকৃদ্বচনকর্ত্তী ত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তাঁহারা তোমাদের ভবনে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তোমাদের গৃহে ঋষিদিগের আগমনের কারণ এই, তথায় শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম নরাকারে গূঢ় হইয়া সাক্ষাৎ বাস করেন ॥ ১৩ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, তিনিই মহাজনের অন্বেষণীয় নিরুপাধি পরমানন্দানুভব স্বরূপ, তিনি তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞাবহ এবং গুরু ॥ ১৪ ॥

ন যস্য সাক্ষাদ্ভব পদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়া ন বর্ণিতং।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিরিতি॥
ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ॥

অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ। বয়ন্তু মন্দভাগ্যা

নমু কৃষ্ণস্য সত্যভামাদি নিরতবৎ প্রত্যয়াৎ কথং ব্রহ্মত্বমাত্মারামত্ব রূপং প্রত্যেতব্যং তত্রাহ। ন যস্যেতি। যস্য রূপং স্বরূপং ভবাদিভি রপি ধিয়া স্ববুদ্ধ্যা বস্তুতয়া নোপবর্ণিতং ইদমেব পরং ব্রহ্মেতি ন নিশ্চিতং তেপি যত্র মোহং লভন্তে যথা বাণযুদ্ধে যথা বৎসহরণে গোবর্দ্ধনমখেচ বিদিতমেতৎ। তথাচ পরাখ্য স্বরূপ শক্তি বিলাসৈঃ সত্যাদিভিরূপেতং তাসু নিরতং তদাত্মারামং ব্রহ্মৈবেতি তদেকান্তিভি র্বিজ্ঞেয়ং নাভিমানিভি রবিকৃতৈরিতি। এভিঃ পদ্যৈঃ প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীধরস্বাম্যুক্তেন নিষ্কর্ষেণ দর্শয়তি নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে ইত্যাদিনা॥ ১৫॥

রাজন্! মহেশ প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব বস্তু রূপে অর্থাৎ ইহা "এই প্রকার" এই রূপে সাক্ষাৎ বর্ণন করিতে পারেন নাই, তিনি তোমাদিগের প্রতি স্বয়ং প্রসন্ন, আমরা মৌনাদি সাধন দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া থাকি, এক্ষণেও প্রর্থনা করিতেছি,মৌনব্রত ভক্তি এবং উপশম দ্বারা পূজিত হইয়া সাত্বতপতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥

এই স্থলে শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা॥

আহা প্রহ্লাদের কি ভাগ্য! ইনি ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ

ইতি বিসীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ যূয়মিতি ত্রিভিঃ। অস্য পদ্য ত্রয়স্য তাৎপর্য্যং শ্রীস্বামি পাদৈরেব লিখিতং। ননু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম নো বসতি নচ তদ্দর্শনার্থং মুনয় স্তদগৃহানভিযন্তি। নচ তস্য মাতুলেয়াদি রূপেণ বর্ত্ততে। নচ স্বয়মেব প্রসন্নঃ। অতো যূয়মেব তেভ্যো-ঽপ্যস্মত্তো ঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ॥ ১৫॥

সদাতি সন্নিকৃষ্টত্বান্মমতাধিক্য যোগতঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ॥ ১৬॥

তথা শ্রীদশমে॥

অথ পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদূনাং শ্রেষ্ঠ্যমাহ সদাতীত্যাদিনা কেচিন্নিত্য-পার্ষদাঃ॥ ১৬॥

দর্শন করিয়াছেন, আমরা অতি মন্দভাগ্য, এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিষাদ করিতে লাগিলে নারদ তিন শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কহিলেন, এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীধরস্বামীই লিখিয়াছেন। অহে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের গৃহে পরম ব্রহ্ম বাস করেন না, তাঁহার দর্শনার্থে মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন না, তথা ঐ প্রহ্লাদের মাতুলপুত্র রূপে ভগবান্ অবস্থিত হয়েন না এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নাই, অতএব তোমরা সেই প্রহ্লাদাদি এবং আমা সকল হইতে ভূরি ভাগ্যবান্ এই ভাবার্থ॥ ১৫॥

সর্ব্বদা অতিশয় সন্নিকৃষ্ট এবং মমতাধিক্য বশত পাণ্ডব অপেক্ষা কোন কোন যাদব অতিশয় শ্রেষ্ঠ॥ ১৬॥

দশমস্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক হইতে॥

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্ম ভাজোনৃণামিহ।
যৎ পশ্যতাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাং॥ ১৭॥
তদ্দন স্পর্শনানুপথ প্রজল্প
শয্যাসনাশন সযৌবন সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয় বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ

অহো ইতি। হে ভোজপতে উগ্রসেন॥ ১৭॥

তদ্দর্শনেতি। যেষাং গৃহে স্বয়ং বিষ্ণুঃ পূর্ণঃ কৃষ্ণ আস বর্ত্ততে স্ম। যদ্বা স্বয়মাস নতু সাধন বসতয়েতি নিত্য পার্ষদতা তেষাং। বঃ কীদৃশানা মিত্যাহ। নিরয়বর্ত্মনঃ সংসৃতি প্রবাহান্নিবর্ত্ততাং নিত্য মুক্তানামিত্যর্থঃ কীদৃশোহসাবিত্যাহ স্বর্গেতি। স্বর্গস্যাপবর্গস্যচ সুখৈশ্বর্য্য প্রধানস্য বিরমঃ যেন সঃ তং তঞ্চ যঃ স্বৈকান্তিভ্যো ন দদাতীত্যর্থঃ। তস্য যুষ্মৎ কর্ত্তৃকা যে দর্শনাদয়ো যুষ্মৎ সংপৃক্তানি যানি শয্যাদীনিচ তৈ র্বিশিষ্টশ্চাসৌ সযৌন সপিণ্ড বন্ধশ্চেতি মধ্যম পদ লোপী কর্ম্মধারয়ঃ। তত্র যৌনবন্ধো বিবাহ সম্বন্ধঃ পিণ্ডবন্ধো দৈহিক সম্বন্ধঃ তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানোহসাবিতি বহুব্রীহি গর্ভতা। অনুপথোহনুগতিঃ। প্রজল্পো গোষ্ঠী॥ ১৮॥

কুরুক্ষেত্র মিলিত নৃপতি গণ কহিলেন হে উগ্রসেন! মনুষ্য দিগের মধ্যে তোমরাই ক্ষণজন্মা পুরুষ, যে হেতু যোগি দিগেরও দুর্দ্দশ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তোমরা সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছ॥ ১৭॥

প্রবৃত্তি মার্গ রূপ যে তোমাদের গৃহে দর্শন স্পর্শন অনু গমন কথন শয্যা শয়ন অশন বিবাহসম্বন্ধ ও দৈহিকসম্বন্ধ সহকারে স্বর্গাপবর্গে বিতৃষ্ণাকারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বদা

স্বর্গাপবর্গ বিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥ ১৮ ॥

তথা ॥

শয্যাসনাটনালাপ স্নান ক্রীড়াশনাদিষু।

ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতস ইতি ॥ ১৯ ॥

যদুভ্যোঽপি বরশ্চাসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে যস্য স্তূয়তে মহিমাদ্ভুতঃ ॥ ২০ ॥

যথৈকাদশে শ্রীভগবদ্বচনং ॥

নিত্য পার্ষদত্বাদেব তেষাং কৃষ্ণৈকাবেশমাহ শয্যাসনেতি ॥ ১৯ ॥
যদুষূদ্ধবস্য শ্রেষ্ঠ্যং দর্শয়ন্তি যদুভ্যোপীতি ॥ ২০ ॥

অবস্থিতি করিতেছেন অতএব তোমরাই সফল জন্মা ॥ ১৮ ॥

তথা দশমে ৯০ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণার্পিত চিত্ত বৃষ্ণিগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, স্নান ও ভোজনাদি বিষয়ে আপনাদিগকে গণনাই করিতেন না ॥ ১৯ ॥

সমুদায় যদুগণ হইতে শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, ইহাঁর অদ্ভুত মহিমা শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

যথা একাদশে ১১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে যদুনন্দন উদ্ধব। এক্ষণে পরম গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যে হেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা ॥ ২০ ॥

যথা একাদশে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্॥ ২১॥
তথা। ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহমিতি॥
আবাল্যাদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্যাখিলোত্তমা॥ ২২॥
তথাচ তৃতীয়ে॥
যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।

ন তথেতি। আত্মযোনি র্ব্রহ্মা। আত্মা বিগ্রহোঽহঞ্চ॥ ২১॥
শ্রৈষ্ঠ্যে হেতু ভক্ত্যতিশয়মাহ আবাল্যাদেবেতি॥ ২২॥
য ইতি পঞ্চহায়নঃ পঞ্চবার্ষিকঃ সপর্য্যাং পূজাং॥ ২৩॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম তদ্রূপ ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী আমার ভার্য্যা হইলেও অথবা আমর এই নিজ মূর্ত্তিও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে॥ ২১

একাদশে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে॥

ভাগবত সকলের মধ্যে তুমি যে উদ্ধব তাহাই আমি॥ ২২

উদ্ধবের বাল্যকালাবধি গোবিন্দে উত্তমা ভক্তি॥

যথা তৃতীয় স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে॥

হে রাজন্! বিদুরের প্রশ্নে উদ্ধবের সহসা প্রতিবচন প্রদান করিতে উৎসাহ কিরূপেই বা হইবার সম্ভব? যিনি পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাল্য লীলা করিতে করিতে যখন কোন বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া কল্পিত উপহার দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা রচনা করিতেন, সে সময় মাতা প্রাতঃকালীন

তৈশ্চেচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥ ২৩ ॥

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং ॥

নোদ্ধবো হণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুরিতি ॥

অস্যার্থঃ । যদ্গুণৈর্যস্যোদ্ধবস্য গুণৈঃ । প্রভুরপ্যহং নোদিত শ্চলিতঃ । যদ্বা যদযস্মাদুদ্ধব গুণৈঃ সমর্হণাদিভির্ন উদিতঃ উদয়ে ন প্রাপ্তঃ । কিন্তু ভক্ত্যৈব তত্র হেতুঃ । প্রভুর্ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবদাপি ।

যদাসাং প্রেম মাধুর্য্যং স এষোপ্যভিযাচতে ॥ ২৫ ॥

নোদ্ধব ইতি । ময়া সার্দ্ধং তুলায়ামারোপিতো লেশেপি ন ন্যূন ইত্যর্থঃ ॥ অন্যত্তু ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রকৃদ্ভিরেব ॥ ২৫ ॥

অথোদ্ধবাদ্গোপীনাং শ্রেষ্ঠং দর্শয়তি । ব্রজদেব্য ইতি ॥ ২৫ ॥

ভোজনার্থ আহ্বান করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না ॥ ২৩ ॥

ঐ তৃতীয় স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইবার পূর্ব্বে মনে করিলেন, উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে, যে হেতু বিষয় দ্বারা ইহার ক্ষোভ জন্মে না অতএব এই ব্যক্তিই ভূতলে থাকুক, মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ করিতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

অপর ঈদৃশ উদ্ধব হইতে ব্রজদেবী সকল প্রধানা যে হেতু এই উদ্ধব আগ্রহ সহকারে ব্রজদেবীগণের প্রেম মাধুর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্রীদশমে॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ ২৬॥

অত্রার্থে প্রমাণমাহ এতা ইতি। এতাঃ শ্রীনন্দব্রজস্থিতাঃ পরং কেবলং তনুভৃত উত্তম তনু বিশিষ্টাঃ। যা নিখিলাত্মনি সর্ব্বাংশিনি গোবিন্দে গোপাল লীলে কৃষ্ণে রূঢ়ভাবা উদ্ভূত মহাভাবা বর্ত্তন্তে। যদ্ যং ভাবং ভবভিয়ো মুমুক্ষবঃ শৌনকাদয়ো বাঞ্ছন্তি। বয়ঞ্চোদ্ধবাদয়ো নিত্য তৎ সংসর্গিণোবাঞ্ছামঃ ভগবতস্তদ্বশ্যতাং প্রতীত্য তৎপরিমাণং বাঞ্ছামঃ নতু প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। ঈদৃশোচ্চ ভাবালাভে চতুর্ম্মুখ জন্মভিরপ্যলমিত্যাহ। অনন্তস্যাপারমাধুরীকস্য তস্য কথাস্বরসো রাগাভাবো যস্য তজ্জন্মভিঃ কিং ন কিমপীত্যর্থঃ॥ ২৬॥

যথা শ্রীদশমে ৪৭ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকে॥

উদ্ধব কহিলেন পৃথিবীতলে এই সকল গোপবধূদিগেরই জন্ম সফল, যে হেতু ইহাঁরা অখিলত্মা ভগবানে এবম্প্রকার প্রেমবতী হইয়াছেন, এই প্রেম সামান্য নহে সংসার ভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন, আমরাও (ভক্তেরাও) ইহা অভিলাষ করিয়া থাকি, অতএব যে ব্যক্তির অনন্ত ভগবানের কথাতেই রস (আবেশ) তাহার ব্রহ্ম জন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় শৌক্র সাবিত্র এবং যাজ্ঞিক এই তিন জন্ম দ্বারা কি অতিশয়, যে কোন স্থানে জন্ম হউক সেই ব্যক্তিই সর্ব্বোত্তম অথবা যে ব্যক্তির অনন্ত কথাতেই রস তাহার চতুর্ম্মুখ জন্ম দ্বারাও প্রয়োজন কি ?॥ ২৬॥

শ্রীবৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে॥

ভৃগ্বাদীনাং প্রতি শ্রীব্রহ্মণো বাক্যং॥

ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।

নন্দগোপ ব্রজ স্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।

তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥ ২৭॥

ভৃগ্বাদি বাক্যং॥

বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ত্বদ্বিধৈরপি।

সন্তি তে বৈষ্ণবা লোকে বহবো নারদাদয়ঃ॥

তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণু স্ত্বয়াপি যৎ।

উক্ত পোষেণ তন্মহিমাতিশয়মুদাহরতি ষষ্টীতি॥ ২৭॥

শ্রিয়োপি সকাশাৎ তাঃ শ্রেষ্ঠা অধিকাঃ॥ ২৮॥ ২৯॥

শ্রীবৃহদ্বামন পুরাণে উত্তর স্থানে॥

শ্রীভৃগু প্রভৃতির প্রতি শ্রীব্রহ্ম বাক্য॥

অহে পুত্রগণ। আমি পূর্ব্বকালে ব্রজস্থ স্ত্রীগণের পাদ রেণু উপলব্ধি নিমিত্ত ষাইট হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলাম তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু প্রাপ্ত হইতে পারি নাই॥ ২৭॥

ভৃগুপ্রভৃতির বাক্য যথা॥

ব্রহ্মন্! আপনাদিগের সদৃশ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবদিগের পাদ রেণু গ্রহণ করিয়া থাকেন, সংসার মধ্যে নারদাদি বহু বহু বৈষ্ণব থাকিতে তাঁহাদের পাদরেণু উপেক্ষা করিয়া গোপী দিগের পাদরেণু গ্রহণ করিতেছেন কেন? হে প্রভো।

গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কো হেতু স্তদ্বদ প্রভো ॥ ২৮ ॥
শ্রীব্রহ্ম বাক্যং ॥
ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োপি তাঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমা ক্কচিৎ ॥ ২৯ ॥
আদিপুরাণে। শ্রীমদর্জ্জুন বচনং ॥
ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলং ॥ ৩০ ॥
শ্রীভাগবদ্বাক্যং ॥
ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।

ত্রৈলোক্য ইতি যতো ।ভূতং ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

এবিষয়ে আমাদিগের সংশয় হইতেছে ইহার কারণ কি আজ্ঞা করুন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

হে পুত্রশ্রেষ্ঠগণ! ব্রজসুন্দরী সকল স্ত্রী নহেন ইহাঁরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, আমি ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ও লক্ষ্মী প্রভৃতি আমরা কেহই ঐ ব্রজদেবীদিগের সমান নহি ॥ ২৯ ॥

আদিপুরাণে শ্রীমদর্জ্জুন বাক্য যথা ॥

ত্রৈলোক্যে যে সকল ভগবদ্ভক্ত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আপনাকে অন্তঃকরণে জানিতে পারেন এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিদিগের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিতেই বা আপনার অতুল প্রেম ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

হে পার্থিব! গোপীজন যেমন আমার প্রিয়তম, তদ্রূপ

নচ লক্ষ্মী র্নচাত্মাচ যথা গোপীজনো মম ॥ ৩১ ॥
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক প্রিয়তমো মতঃ ॥ ৩২ ॥
ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
নচ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাং ॥ ৩৩ ॥
ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্নচ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥ ৩৪
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনো গতং।

নমামিতি ন জানন্তি তথা ন বিদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

না ব্রহ্মা, না রুদ্র, না লক্ষ্মী, না আমার এই শরীর প্রিয় বলিয়া বোধ হয় ॥ ৩১ ॥

এই ক্ষিতি তলে আমাতে অনুরক্ত কত শত ভক্ত আছেন কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম বলিয়া সম্মত ॥ ৩২ ॥

হে শত্রুন্তপ! গোপীজন যেমন আমাকে জানিতে পারিয়াছেন তদ্রূপ মুনিগণ, যোগিগণ, রুদ্রাদি ও দেবতা সকল কেহই আমাকে জানিতে পারেন নাই ॥ ৩৩ ॥

হে অর্জ্জুন। তপস্যা বেদ আচার ও বিদ্যা এ সকলের দ্বারা আমি বশীভূত হই না, কেবল প্রেমই আমাকে বশীভূত করিতে পারে, এ বিষয়ে গোপীগণই প্রমাণ ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ! আমার মাহাত্ম্য, আমার পরিচর্য্যা, আমাতে শ্রদ্ধা, আমার মনোগত ভাব, কেবল গোপীগণই অন্তঃকরণ

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি ॥ ৩৫ ॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেম ভাজনমিতি ॥ ৩৬ ॥
ন চিত্রং প্রেম মাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদযদুদ্ধবঃ।
পাদরেণু স্থিতং যেন তৃণ জন্মাপি যাচ্যতে ॥ ৩৭ ॥
তথা শ্রীদশমে ॥
আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।

তদ্ভাব বাঞ্ছায়াং কৈমুত্যমাহ ন চিত্রমিতি। যেন উদ্ধবেন ॥ ৩৭ ॥
আসামিতি বৃন্দাবনে আসাং ব্রজসুন্দরীণাং চরণরেণূন্ জুষন্তে সেবন্তে।

মধ্যে জানিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও জানিবার সাধ্য নাই ॥ ৩৫ ॥

অপর গোপীগণ যে স্বীয় অঙ্গে বেশভূষা করিয়া থাকেন তাহা আমারই সন্তোষার্থ হয় অতএব তাহাদিগের অপেক্ষা আমার নিগূঢ় প্রেম ভাজন কেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

উদ্ধব যে গোপীদিগের প্রেম মাধুর্য্য বাঞ্ছা করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে, যে হেতু তিনি ঐ গোপীদিগের চরণ রেণু সংলগ্ন তৃণজন্মও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩৭ ॥

যথা শ্রীদশমে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে ॥

সম্প্রতি গোপীদিগের ভাগ্য থাকুক, আমার প্রার্থনা এই যে আমি এই সকল গোপীদিগের চরণ রেণু সেবি বৃন্দাবনস্থ গুল্ম লতা প্রভৃতি ঔষধির মধ্যে একটী হই, যে হেতু ইহাঁরা

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি র্বিমৃগ্যাং ॥ ৩৮ ॥
ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈ র্জনৈঃ।
সেব্যাঃ প্রসাদ পুষ্পাদৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ ॥ ৩৯ ॥
তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎপুরাণাগমাদিষু ॥ ৪০ ॥
তথাহি পাদ্মে ॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

যা গুল্মলতৌষধাস্তাসাং মধ্যে কিমপ্যহং তৃণরূপং স্যামিতি তৎপাদরজোভিষিক্ত গুল্ম জন্মস্পৃহাভিধানাৎ তদ্ভাবস্পৃহাতু দূরতঃ স্থিতা ॥ ৩৮ ॥

বক্তব্যমাহ ইতি কৃষ্ণমিতি। শাস্ত্রসারার্থজ্ঞানামুপাসকানাং ব্রজরামোপাসনাবশ্যকীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাভ্যঃ শ্রেষ্ঠৈঃ পাদ্মাদিবাক্যৈঃ প্রমাণয়তি। যথা রাধেত্যা

দুস্ত্যজ স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবীর ভজনা করিয়া ছিলেন ॥ ৩৮ ॥

অতএব উপাসক জন সকল অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া তদীয় প্রসাদ ও পুষ্পাদি দ্বারা অবশ্য ব্রজসুন্দরীগণকে সেবা করিবেন ॥ ৩৯ ॥

অপর যত যত গোপী আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীরাধা সর্ব্ব প্রধানা, যে হেতু পুরাণ ও আগমাদিতে ঐ শ্রীরাধাকে সর্ব্বাধিক্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা পদ্মপুরাণে ॥

যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রেয়সী তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও প্রিয়

সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥ ৪১ ॥

আদিপুরাণেচ ॥

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধাভিধা মমেতি ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে শ্রীবৈষ্ণবামৃতং নাম উত্তরখণ্ডং সমাপ্তং ॥ * ॥

দিনা। আগমো বৃহদ্গৌতমীয়াদিঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেত্যেবমাদিঃ। আদি শব্দেন পুরুষ বোধনী। যস্তাং খলু গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ইত্যুপক্রম্য গোবিন্দোপি শ্যাম ইত্যাদি দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি চোক্তা যস্তা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিরিতি পঠ্যতে তথা সর্ব্বভক্ত শিরোমণিত্বং শ্রীরাধায়াঃ সিদ্ধং ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

যদ্বাক্যাৎ সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদন্তি সপার্ষদং। শ্রীরূপস্তত্ত্ববিদ্রূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ। শ্রীবিদ্যাভূষণেনেয়ং লঘুভাগবতামৃতে। টিপ্পণী রচিতা ভূয়স্তুষ্টয়ে রাম বর্ণিনঃ ইতি ॥

তম, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব প্রেয়সী গণ মধ্যে ঐ শ্রীরাধা অত্যন্ত বল্লভা রূপে পরিগণিতা হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

আদিপুরাণে যথা ॥

হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে পৃথিবী অতিশয় ভাগ্যবতী যে হেতু তাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান আছেন, অপর তাহা অপেক্ষা ঐ পৃথিবীর আরও ধন্যত্ব এই যে তাহাতে আবার আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতং শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

। * ॥ ইতি শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতং ব্যাখ্যাতং শুভমস্তু ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে ভক্তামৃত সমাপ্ত ॥ * ॥

॥ * ॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ * ॥

১২৮৯ সাল, ১৫ই শ্রাবণ।

